বাঙ্গালার ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ [illegible]

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মূল্য ঃ ৪০ টাকা

প্রকাশক ঃ সুধাংশুশেখর দে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।
মুদ্রাকর ঃ অমলকৃষ্ণ কুমার, উমাশংকর প্রেস, ১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে
বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইয়াছিল
তাঁহারই করকমলে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

॥ ভূমিকা ॥

যাঁহার অনুরোধে মুসলমান অধিকারকালের ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তিনি গ্রন্থ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; মালদহ-নিবাসী পূজ্যপাদ ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা ভাষায়, সর্ব্ব প্রথমে মুসলমান অধিকার যুগের মৌলিক ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তদ্রচিত 'গৌড়ের ইতিহাস' বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য গ্রন্থ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে, বাঙ্গালাদেশের মুসলমান অধিকারকালের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু অনুসন্ধান করিয়াও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই এবং এই সমস্ত কথা সত্য জানিয়া এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

তবকাৎ ই-নাসিরী, তাজ-উল্-মাসির, তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী, রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, তবকাৎ-ই-আক্‌বরী, তারিখ্-ই-শের-শাহী, তারিখ্-ই-দাউদী, তারিখ্-ই-সালাতীন্-ই-আফাগনা, তারিখ্-ই খাঁ-জহান্-লোদী, আক্‌বর-নামা, আইন্-ই-আক্‌বরী প্রভৃতি জনসমাজে সুপরিচিত পারস্য ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ইংরাজী ভাষায় রচিত ব্লখ্‌ম্যানের (H. Blochmann) *Contributions to the History and Geography of Bengal*, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের *History of Mithila during the Pre-Mughal period* প্রভৃতি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমার শিক্ষক মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়ের-উল্-আনাম্ পারসিক ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নকালে গ্রন্থ রচনার সময় ও আরবী ভাষায় রচিত শিলালিপি পাঠে বহুবার সাহায্য করিয়াছেন। মদীয় প্রত্নলিপিতত্ত্বের শিক্ষক, স্বর্গীয় ডাক্তার থিয়োডোর ব্লখ্ (Theodor Bloch) বাঙ্গালায় ও বিহারে যে সমস্ত অপ্রকাশিত শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার পাঠ আমাকে জীবদ্দশায় প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনাকালে এই সমস্ত শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠের সারাংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থের পাদটীকাসমূহে যে সমস্ত শিলালিপি অপ্রকাশিত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয় স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ্ কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী বন্ধুবর মৌলবী আব্দুল

মহম্মদ্ জমাল্-উদ্দীন্ কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত কতকগুলি অপ্রকাশিত আর্‌বী শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কবিরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ রচনার সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ব্যতীত চৈতন্যের জীবনী ও গৌড়ীয় সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অসুস্থ অবস্থায় গ্রন্থের সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়াছেন। পরম কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীমান্ কালিদাস নাগ, এম্-এ, শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ পাঠ ও সংশোধন করিয়াছেন।

৬৫, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩১শে বৈশাখ ১৩২৪

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

১৩২৪ বঙ্গাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান দে'জ সংস্করণ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত-সংশোধিত এবং লেখকের সুযোগ্যপুত্র অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণের পাঠ অনুসারে মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় দু'টি খণ্ডের জন্য একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ভূমিকাটি প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এই সুযোগে অধ্যাপক শ্রী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাদটীকায় র. চ. ম এবং অ. চ. ব থাকলে বুঝতে হবে এগুলি যথাক্রমে রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। [ ] তৃতীয় বন্ধনী প্রকাশকের।

আমরা রাখালদাসের উত্তরাধিকারিণীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে সফল হইনি। আশা করি তাঁরা আমার প্রয়াসকে আশীর্বাদ করবেন।

বিনীত

সুধাংশুশেখর দে

সূচীপত্র





সাগরদীঘির নিকট আবিষ্কৃত বিষ্ণু-মূর্ত্তি



সাগরদীঘির নিকট আবিষ্কৃত নূতন প্রকারের বিষ্ণু-মূর্ত্তি



আশ্‌রফপুরে আবিষ্কৃত পিত্তলময় চৈত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলমান বিজয়ের বিস্তৃতি ও কাল নির্ণয়

হূণ আক্রমণের পরে বিদেশীয় আক্রমণের অভাবে ভারতবর্ষের সুষুপ্তি—ভারতে প্রথম মুসলমান বিজয়ের সীমা—নবদ্বীপ হইতে বখ্‌তিয়ারের প্রত্যাবর্ত্তন—লক্ষ্মণাবতী বিজয়—সমসাময়িক রচিত ইতিহাস—তবকাৎ-ই-নাসিরী—মিন্‌হাজের গৌড় আক্রমণ—মগধ লুণ্ঠন—উদ্দণ্ডপুর অধিকার—গৌড়ীয় সেনরাজগণ—গৌড়মণ্ডলের পথ—ঝাপিলার মহানায়ক প্রতাপধবল—মণ্ডলার গিরিদুর্গ ও পথ—মুজবুক কর্ত্তৃক নবদ্বীপ বিজয়—বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী অধিকার—বখ্‌তিয়ারের রাজ্য বিস্তৃতি—ইউয়জের রাজ্য বিস্তৃতি—গঙ্গবংশ কর্ত্তৃক দক্ষিণবঙ্গ অধিকার—গঙ্গবংশ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—বর্দ্ধনকোট বিজয়—কান্যকুব্জ বিজয়ের মুদ্রা—কামরূপ বিজয়ের মুদ্রা—কামরূপ কামতা জাজনগর উড়িষ্যা বিজয়ের মুদ্রা—সপ্তগ্রাম বিজয়—সুবর্ণ গ্রামের অবস্থা—মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ্য অধিকারের উপায়—আরাকানের মগজাতি—পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণ—তাঁহাদিগের অবস্থা—কামরূপ রাজ্য—আহম জাতির আক্রমণ—পূর্ব্ববঙ্গরাজের মগ জাতিকে কর প্রদান—নবদ্বীপ আক্রমণের তারিখ।

জগতের সমস্ত প্রাচীন সভ্যজাতির অধঃপতনের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট বর্ব্বর, যখন বুভুক্ষাপীড়নের জন্য, সভ্যজগতের বিলাসব্যসনমগ্ন মানবের রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করে তখন প্রথমবার সে প্রত্যাখ্যাত হয়—কিন্তু সে যখন ফিরিয়া আসে, যখন সে বুঝিতে পারে যে, সভ্যমানবের কোমলকরকমলে ধৃত আয়ুধ দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত নহে, তখন সভ্যমানবের পক্ষে তাহার গতিরোধ অসম্ভব। প্রাচীন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে ইহাই সভ্যমানবের সহিত বর্ব্বরের ঘাতপ্রতিঘাতের একমাত্র ইতিহাস। অধঃপতন আরম্ভ হইলে সভ্যমানব স্তম্ভিত হইয়া থাকে, অনেক সময়ে আত্মরক্ষার জন্য হস্তোত্তোলন তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তখন আর ইতিহাস রচিত হয় না; বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবিশিষ্ট, বহুক্লেশরক্ষিত মহানগরী যখন বর্ব্বর সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সভ্যমানব যখন আত্মরক্ষা অসম্ভব জানিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, যখন মহানগরীর উদ্যান, প্রাসাদ, মন্দির, সঙ্ঘারাম নগরবাসিগণের সহিত একত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন আর ইতিহাস রচিত হয় না। এই জন্যই জগতের সর্ব্বত্র, প্রাচীন সভ্যজাতির অধঃপতনের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বহু আয়াসলব্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড প্রমাণ যোজনা করিয়া অধঃপতনের ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে। প্রাচীন প্রাচ্যে আসুর (Assyria) ও বভেরু (Babylon), আফ্রিকার মিস্রাইম (Egypt) এবং প্রাচীন প্রতীচ্যে রোমক ও যবন সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস এই ভাবেই লিখিত হইয়াছিল।

প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হূণ জাতি যখন আর্য্যাবর্ত্তে উপনিবেশ স্থাপন করিল, হূণ বর্ব্বর যখন ম্লেচ্ছাচার ও ম্লেচ্ছভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্য-ধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা অবলম্বন করিল, তখন প্রাচীন প্রাচ্য কিছুকালের জন্য বিশ্রামলাভ করিল। আরবে নবধর্ম্মের উন্মেষে যখন আজমে প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত হইয়াছিল, তখন সে কম্পনের বেগ আর্য্যাবর্ত্তে বা দাক্ষিণাত্যে অনুভূত হয় নাই। শত বর্ষ পরে মহম্মদ্ বিন্ কাসেম যখন সিন্ধু জয় করিয়াছিলেন, উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে তখনও সে প্রলয়-কালানলের উত্তাপ অনুভূত হয় নাই। যদি হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা সহসা বিনাশ প্রাপ্ত হইত না।

দীর্ঘকাল মরুবাসী বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইয়া, আর্য্যাবর্ত্তবাসী বুভুক্ষাপীড়িত বর্ব্বরের আক্রমণের তীব্র বেগ সহনে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই জন্যই শতাব্দীদ্বয় পরিমিত সময়ে বাহ্লীক ও কাপিশা হইতে কামরূপের সীমা পর্য্যন্ত আর্য্যভূমি ম্লেচ্ছ তুরুষ্কের পদানত হইয়াছিল। তথনও আর্য্যাবর্ত্তে প্রাণ ছিল, আরব যে প্রকারে পারসিকের শব পদদলিত করিয়াছিল, ছয়শতবর্ষ পরে তুরুষ্ক হিন্দুকে তেমন করিয়া দলন করিতে পারে নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে আর্য্যাবর্ত্ত বিজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কতদূর বিজিত হইয়াছিল? বিজিত প্রদেশে বিজেতার অধিকার কতদূর বিস্তৃত ছিল? ভরসা করি ভারত-বর্ষের ইতিহাস লেখক এই সকল তথ্যের মীমাংসা করিবেন। তিরোরীর যুদ্ধে চাহমানরাজ নিহত হইলে আজমীর ও দিল্লী কি অবনত মস্তকে মুসলমানশাসন গ্রহণ করিয়াছিল? চন্দোয়ারের যুদ্ধে গাহড়বাল জয়চ্চন্দ্র নিহত হইলে, বিশাল গাহড়বাল সাম্রাজ্য কি বিনা বাধায় বিজেতার করকবলিত হইয়াছিল? এই সকল তথ্য মীমাংসার জন্য কেবল সত্যানুসন্ধিৎসা আবশ্যক। তাজ্-উল্-মাসির্, তবকাৎ-ই-নাসিরী এবং কামিল্-উৎ-তওয়ারিখ্ এখনও ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ বখ্তিয়ার খিল্জি নবদ্বীপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নূতন প্রমাণের আবিষ্কার আবশ্যক। বিহার হইতে নবদ্বীপ বহু দূরে অবস্থিত। গৌড়, রামাবতী, লক্ষ্মণাবতী ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিত্যাগ করিয়া খল্জ মালিক্ নবদ্বীপ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন কেন? নবদ্বীপ কি কখনও বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল? তাহার প্রমাণ কোথায়? "বল্লালচরিতে" অথবা "পবনদূতে" থাকিতে পারে, কিন্তু সে উক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে। নবদ্বীপ বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের অথবা সেনবংশের অধিকার লুপ্ত হইয়া আসিলে, বখ্তিয়ার পশ্চাৎপদ হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া-ছিলেন কেন? নবদ্বীপ বিজয়ের পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ পরে আবার নবদ্বীপ বিজয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল কেন? এইগুলি ঐতিহাসিক সমস্যা—ইহা পূরণের ক্ষমতা বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকের নাই। যাহা ভূগর্ভে অথবা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত আছে তাহা যখন দিবালোক দর্শন করিবে, ভরসা করি, তখন বাঙ্গালী

ঐতিহাসিক, বাঙ্গালার নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া ইতিহাসানুরাগী পাঠক-বৃন্দের কৌতূহল নিবারণ করিবেন।

নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়া বখ্‌তিয়ার স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১]। তিনি কোন্ পথে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন আমরা তাহা অবগত নহি, তিনি কোন্ পথে নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন আমরা তাহাও অবগত নহি। কোন্ বৎসরে, কোন্ মাসে লক্ষ্মণাবতী অবরুদ্ধ ও বিজিত হইয়াছিল, সেন-বংশীয় কোন রাজা তখন লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন আমরা তাহার কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লক্ষ্মণাবতী বিজিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ লুণ্ঠিত ও লক্ষ্মণাবতী বিজিত হইলেই কি গৌড়বঙ্গ মুসলমানগণের পদানত হইয়াছিল? মুসলমান বিজয়ের পরে উৎকীর্ণ শিলালিপি ও প্রদত্ত তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই, হিন্দুর রচিত কোন ইতিহাস নাই; সেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের যুগে কোনও বিদেশীয় পর্য্যটক গৌড়বঙ্গ ভ্রমণে আসেন নাই, সুতরাং মুসলমান রচিত মুসলমান-বিজয়ের ইতিহাস হইতেই এই সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিতে হইবে। তবকাৎ-ই-নাসিরী[২] ও তাজ্-উল্-মাসির[৩] মুসলমান বিজয়ের সমসাময়িক গ্রন্থ; তন্মধ্যে তাজ্-উল্-মাসিরে বখ্‌তিয়ারের গৌড়াভিযানের বিস্তৃত বিবরণ নাই। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে তাহা আছে এবং এই বিবরণ অধিকাংশ স্থলেই সত্য।

গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশদ্ বর্ষ পরে, তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মৌলানা-মিনহাজ্-উস্-সিরাজ্ আবু-ওমর-ওসমান জুর্জ্জাণী, গৌড়-দেশে লক্ষ্মণাবতী নগরে আসিয়া, সম্‌সাম্-উদ্দীন নামক বখ্‌তিয়ার খিলজির জনৈক প্রাচীন সৈনিকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন[৪]। মগধ এবং সম্ভবতঃ গৌড় বিজয়ের বিবরণ সম্‌সাম্-উদ্দীনের উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া লিখিত। সেই বিবরণ দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, মগধ তখন অরক্ষিত, অরাজক; প্রাচীন মগধে তখন মাৎস্যন্যায়ের সম্পূর্ণ প্রভাব। সেই জন্যই প্রাচীন চরণাদ্রিদুর্গের অধিকারী, তুরুষ্ক জাতীয় বখ্‌তিয়ার সামান্য সেনা লইয়া মগধের নানাস্থানে লুণ্ঠন করিতে ভরসা করিয়াছিলেন। পাল ও সেন-বংশীয় রাজগণ মগধের অধিকারের জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে সীমান্ত অরক্ষিত দেখিয়া বখ্‌তিয়ার মগধের নানাস্থান লুণ্ঠন করিতেন। মগধ-লুণ্ঠন লব্ধ অর্থে সেনা সংগ্রহ করিয়া, তিনি অবশেষে উদ্দণ্ডপুরের প্রাচীন সঙ্ঘারাম অধিকার করিয়াছিলেন। বিজেতা মুসলমানের নিকট গিরিশীর্ষে অবস্থিত দেবমন্দির ও ভিক্ষুগণের আবাস দুর্গবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেন ও পালরাজবংশের

(১) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫৯।

(২) Elliot's History of India, Vol. II. p. 210.

(৩) Ibid, p. 250.

(৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫২।

তখন এমন ব্যক্তি ছিল না যে, লুণ্ঠনলোলুপ দস্যুর অত্যাচারে বাধা প্রদান করেন। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেহ কখনও লুণ্ঠন তৎপর তুরুষ্ক সেনাকে বাধা প্রদান করেন নাই। উদ্দণ্ডপুরের সংঘারাম আক্রান্ত হইলে, মুষ্টিমেয় সেনার সাহায্যে মগধরাজের পক্ষে আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া বৌদ্ধভিক্ষুকগণ আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন[৫]।

উদ্দণ্ডপুর অধিকৃত হইল, বিক্রমশিলা অধিকৃত হইল[৬], মগধ মুসলমানের করকবলিত হইল, গোবিন্দপালের রাজ্য বিনষ্ট হইল, তখন সেন রাজা কি করিতেছিলেন? ১১৭০ ও ১১৯৩[৭] খৃষ্টাব্দে গয়ানগরী সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। মগধরাজ্য বখ্তিয়ার খিলজি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, *সেনরাজ বংশের অধিকারের কিয়দংশ পুনহস্তগত হইয়াছিল।* তখন সেনরাজবংশের কে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন? তাঁহার কি স্বাধিকাররক্ষার ক্ষমতা ছিল না? ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনদেবের মৃত্যু হইয়াছিল,[৮] অদ্যাবধি তাঁহার তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে;—মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন[৯]। তাঁহারা একে একে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন কারণ তৎপ্রদত্ত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুসলমান বিজয়ের সময়ে, ইহাদিগের মধ্যে কে গৌড়মণ্ডলের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি কি কারণে স্বাধিকার রক্ষার উদ্যম করেন নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। তিরৌরীতে চাহমানবীর দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজদেব একাধিকবার মুসলমান সেনার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্র বার বার চাহমান স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন[১০]। চন্দোয়ারে গাহড়বালরাজ স্বদেশরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে গঙ্গার দক্ষিণতীর অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরতীরে গাহড়বালরাজ্য অক্ষুণ্ন ছিল। জয়চ্চন্দ্রের অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল গাহড়বাল রাজলক্ষ্মী রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন[১১]। দিল্লী, আজমীর ও বারাণসী অধিকৃত হইলেও সমগ্র চাহমান বা গাহড়বালরাজ্য মুসলনান করকবলিত হয় নাই, কিন্তু উদ্দণ্ডপুর অধিকৃত হইলে সমগ্র মগধ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। মগধ অধিকৃত হইলেও গৌড়মণ্ডলে সেনরাজের চেতনা হয় নাই। মগধ হইতে মুসল-

(৫) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৬-৭৭।

(৬) Indian Antiquary, Vol, IV, pp. 366-67.

(৭) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৩।

(৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. IX, p. 290.

(৯) Ibid, vol. IX, p. 284.

(১০) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৯।

(১১) তদেব পৃঃ ৩১২-১৩।

মানসেনা গৌড়মণ্ডল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপবিজয়কাহিনী এইরূপ একটি লুণ্ঠনার্থ অভিযানের বিবরণ মাত্র। মুসলমানসেনা কোন্ পথে গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছিল, মুসলমানের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। তীরভুক্তি তখনও স্বাধীন[১২], বখ্‌তিয়ার গঙ্গার উত্তর তীরে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও অধিকার করিতে পারেন নাই। মগধের দক্ষিণ সীমান্তে পার্ব্বত্যজাতিসমূহ মগধ বিজয়ের বহু শতাব্দী পরেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। মগধ বিজিত হইলেও মগধের দক্ষিণ তোরণ মুসলমানসেনার হস্তগত হয় নাই। জাপিলীয় মহানায়ক প্রসিদ্ধ ধবলবংশীয় প্রতাপধবল রোহিতাশ্বের অধিপতি ছিলেন[১৩], ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষভাগেও রোহিতাশ্ব হিন্দুর অধিকারভুক্ত ছিল। ঝাড়খণ্ডে অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যজাতি কখনও মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে নাই। তবে কোন পথে বখ্‌তিয়ার গৌড়মণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছিলেন? মণ্ডলার গিরিপথ, গৌড়মণ্ডলের পশ্চিম তোরণ, মুষ্টিমেয় সেনা মণ্ডলার গিরিদুর্গ হইতে গৌড়মণ্ডল শত্রুসেনামুক্ত রাখিতে পারে। লক্ষ্মণাবতীর সেন রাজা কি মণ্ডলার[১৪] কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন? তিরোরীতে চাহমান ও চন্দোয়ারে গাহডবাল স্বাধিকার রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিল।

অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি বিবিধবিদ্যা বিচার বাচস্পতি-সেনকুলকমলবিকাশভাস্কর--সোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্নকর্ণ-সত্যব্রতগাঙ্গেয়-শরণাগতবজ্রপঞ্জর-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ[১৫] গৌড়েশ্বর কি তখন যুদ্ধব্যবসায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন? বিনা যুদ্ধে অথবা অল্পায়াসে গৌড়মণ্ডলের একমাত্র তোরণপথ অধিকৃত হইয়াছিল, মুসলমান সেনা গৌড়মণ্ডলে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, লক্ষ্মণসেনের কুলাঙ্গার পুত্রত্রয় বোধ হয় তখন আত্মদ্রোহে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বজনের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিলেন।

নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়া বখ্‌তিয়ার স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তখন নবদ্বীপ বখ্‌তিয়ারের অধিকারভুক্ত হয় নাই, কারণ অর্দ্ধশতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীসুদ্দীন্ য়ুজ্‌বক্‌ নবদ্বীপ বিজয়কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন[১৬]। নবদ্বীপ

---

(১২) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. XI, p. 407.

(১৩) Epigraphia Indica, vol. VI, p. 34.

(১৪) মণ্ডলা সাহেবগঞ্জের নিকটস্থিত গড়িয়া বা তেলিয়াগড়ি নামক পার্ব্বত্য পথের নাম।

(১৫) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. X, pp. 102-18.

(১৬) Catalogue of Coins, in the Indian Museum, Calcutta vol II, pt. 11, p. 149, No. 6.

হইতে ফিরিয়া আসিয়া বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন॥ গঙ্গা-কালিন্দী-পুনর্ভবা সঙ্গমে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়নগরী কি অরক্ষিত ছিল? সেনরাজ কি লক্ষ্মণাবতী রক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই? ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড়-রামাবতী-লক্ষ্মণাবতী কি বিনাযুদ্ধে বিনায়াসে মুসলমানগণের পদানত হইয়াছিল? মুসলমানসেনা কি উপায়ে প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছিল? হিন্দুর ইতিহাস নাই, মুসলমানের ইতিহাস এই বিষয়ে নীরব।

সেনরাজ লক্ষ্মণাবতী রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইলেও বিনা যুদ্ধে সমগ্র গৌড়মণ্ডল মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণাবতী নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সামান্য ভূমি মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশমাত্র তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই সময়ে গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ ক্রোশ পরিমিত ভূমি তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মুসলমানাধিকার বহুদূরে বিস্তৃত ছিল না, কারণ, কামরূপ-অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বখ্‌তিয়ার মহম্মদ শেরাণ নামধেয় জনৈক খলজ আমীরকে গৌড় হইতে দশ দিনের পথ চত্বারিংশৎ ক্রোশ দূরে অবস্থিত লক্ষ্মণোর নগর অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন[১৭]। লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের আট বৎসর পরে বখ্‌তিয়ারের স্থলাভিষিক্ত হুসামউদ্দীন বা গিয়াসুউদ্দীন্ বা গিয়াসুউদ্দীন্ ইউয়জের অধিকারকালে গঙ্গার উত্তরে দেবকোট পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে লখনোর পর্য্যন্ত ভূমি মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১৮]। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ তখনও দক্ষিণ বঙ্গের অধিকারী ছিলেন[১৯]। সেনরাজবংশ হীনবল হইয়া পড়িলে দক্ষিণবঙ্গ কিয়ৎকাল কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজগণের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। কলিঙ্গরাজ বার বার এই পথে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণাবতীর ক্ষুদ্র মুসলমানরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ[২০] ও ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্ য়ুজ্‌বক্[২১] কলিঙ্গসেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লীতে সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬৫৩ হিজরায় (১২৫৫ খৃঃ) অথবা তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে য়ুজ্‌বক্ দক্ষিণে নবদ্বীপ ও উত্তরে বর্দ্ধনকোট পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। য়ুজ্‌বক্, নবদ্বীপ ও বর্দ্ধনকোট বিজয়ের স্বরূপ, যে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন, তাহার দুই একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে[২২]। মুসলমান অধিকারের প্রারম্ভে সুলতানগণ কোন বিখ্যাত স্থান

(১৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৪৭৩।

(১৮) তদেব পৃঃ ৪৮৪-৮৬।

(১৯) তদেব পৃঃ ৫৫৮।

(২০) তদেব পৃঃ ৭৩৯।

(২১) তদেব পৃঃ ৭৬৩।

(২২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, *Vol. L, 1881, I pt. p. 61.*

বিজিত হইলে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইতেন। কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া অলতমশ এইরূপ নূতন মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন[২৩]। ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্ কামরূপ-বিজয় করিয়া কামরূপ বা চাউলিস্তানের নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন[২৪]। সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন্ শাহ কামরূপ, কামতা, জাজ্‌নগর এবং উড়িষ্যা বিজয় করিয়া স্মরণার্থ, বিজিত প্রদেশ সমূহের নাম, নিজনামে মুদ্রিত মুদ্রায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। মুগীস্-উদ্দীন্ য়ুজ্‌বকের কড়া শাসনকালে পরে ষষ্টি বর্ষকাল লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হয় নাই। সম্রাট্ গিয়াস্‌উদ্দীন্ বল্‌বনের মধ্যম পৌত্র, বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান রুকন্-উদ্দীন্ কৈকাউস্ শাহের রাজ্যের শেষ ভাগে, দক্ষিণবঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল[২৫]। ৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খৃষ্টাব্দে), দেবকোটের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা বহরাম ঈৎগীন জফর খাঁ সপ্তগ্রাম বিজয় করিয়াছিলেন[২৬]। সপ্তগ্রাম বিজিত হইলেও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দক্ষিণবঙ্গ মুসলমানগণের পদানত হয় নাই। ৮৭০ হিজরায় (১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে) অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুলতান রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের রাজ্যকালে দক্ষিণ-বঙ্গও সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল[২৭]। কৈকাউস্ শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে (৭০২-২২ হিজরা = ১৩০২ – ১৩২২ খৃষ্টাব্দ), পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে, বল্‌বনের বংশের রাজ্যকাল, ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন যুগ, মুসলমান রচিত ইতিহাসে এই যুগের বিবরণ সঙ্কলিত হয় নাই। শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা ও মিশরদেশীয় পর্য্যটক ইবন্ বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত,[২৮] এই যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান। সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের একটি রজতমুদ্রায় সোণারগাঁও বা সুবর্ণ-গ্রামের নাম আছে

---

(২৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, vol II, pt. 1. p. 21, No. 38 ; Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol IX, p. 288, Note 3.

(২৪) Ibid vol. II, pt. 11, p. 152. No. 57.

(২৫) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. v, p. 248.

(২৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, vol. XLI, 1872, pt. I, p. 102-3.

(২৭) Epigraphia Indo-Moslemaica, 1909-10, p. 112, No. 1035.

(২৮) The Travels of Ibn Batuta, Oriental translation fund by *Samuel Lee, London, 1829.*

কিন্তু ইহাতে তারিখ নাই[২৯]। এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে কোন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজ বংশের অধিকার মুসলমানগণের করকবলিত হইয়াছিল।

বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে প্রায় সপাদ শতবর্ষকাল সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে রাজ্যাধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-দক্ষিণে আরাকাণের মগজাতির ও পশ্চিমে মুসলমানের অধিকার ছিল। উভয়দিক্ হইতে বার বার আক্রান্ত হইয়া সেনরাজগণ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের উত্তর পুরুষগণের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই[৩০]। মুসলমান বিজয়ের পরবর্ত্তীকালে সেনবংশীয় যে সমস্ত রাজা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। মুসলমান ও মগের সহিত যুদ্ধের বিরাম ছিল না। বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধ মুসমলমানের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ, মুসলমান অবসর পাইলেই হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিত। কখনও সন্ধি স্থাপিত হইত না, সুতরাং মুসলমান রাজ্যের সীমান্তস্থিত হিন্দুরাজ্যে শান্তি ছিল না। মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্য লুণ্ঠন অন্যায় মনে করিতেন না, বিশেষতঃ তুরুষ্কজাতীয় মুসলমান ধ্বংসে ও লুণ্ঠনে বিশেষ পারদর্শী। মুসলমান রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হিন্দু রাজ্যের গ্রাম ও নগরগুলি অচিরে ধ্বংস হইত এবং অধিবাসিগণ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। এইরূপে মুসলমানের রাজ্য বর্দ্ধিত হইত ও হিন্দু-রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাইত। লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ ও বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমানরাজগণ, এইরূপে ধীরে ধীরে পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজ-গণকে হীনবল করিয়া অবশেষে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। আরাকাণের মগ জলদস্যুগণ সমুদ্রপথে আসিয়া নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগরসমূহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিত। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিক্রমপুর ও সুবর্ণ গ্রামের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সেনবংশীয় রাজগণের কোন দিক হইতে সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা ছিল না। আর্য্যাবর্ত্ত তখন মুসলমানের করকবলিত, আর্য্যাবর্ত্তের যে সমস্ত হিন্দুরাজা তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকার বহু দূরে অবস্থিত ছিল। চেদী, চন্দেল্ল ও পরমার

(২৯) Thomas, Chronicles of the Pathan Sultans of Delhi, p. 194. No. 127.

(৩০) তোগ্রলের বিদ্রোহ দমন করিতে বল্‌বন্ যখন বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তখন দনুজরায় নামক সুবর্ণগ্রামের একজন রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। Elliot's History of India, vol. III, p 116. তাঁহার পূর্ব্বে ১২১১ শকাব্দে, ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মধুসেন নামক একজন নরপতি জীবিত ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সেনবংশীয় রাজা।—নারায়ণ, ২য় বর্ষ, পৃঃ ১৬৫।

রাজগণের পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজকে সহায়তা করা অসম্ভব ছিল, কারণ মুসলমান অধিকার অতিক্রম না করিলে তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে আসিতে পারিতেন না। কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজগণের সহিত সেনরাজবংশের বন্ধুত্ব ছিল না। সেনরাজগণ হীনবল হইয়া পড়িলে কলিঙ্গরাজগণ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উত্তরে কামরূপ রাজ্যের সীমা পূর্ব্ববঙ্গের উত্তর-সীমায় সংলগ্ন ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর অধিকার লুপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রাচীন কামরূপরাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভে বর্ব্বর আহম জাতি আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের পর্ব্বত-মালা ভেদ করিয়া কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল,[৩১] এবং শতবর্ষ মধ্যে কামরূপের হিন্দুরাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল[৩২]। পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণ হীনবল হইয়া পড়িলে আরাকাণের মগগণ কেবল লুণ্ঠন করিয়া সন্তুষ্ট হইত না, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গরাজগণকে করপ্রদানে বাধ্য করিত। ১২০৭[৩৩] ও ১২৯৪[৩৪] খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গরাজ, আরাকাণের মগগণকে কর প্রদান করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রাম মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলেও মগদস্যুর অত্যাচার নিবারিত হয় নাই। মগদিগের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মহম্মদ শাহ ৮৩৪ হিজরায় (১৪৩০ খৃষ্টাব্দ) চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[৩৫] এবং ৯৬২ হিজরায় (১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) শমসুদ্দীন মহম্মদ শাহ, আরাকাণ অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[৩৬]। মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য মোগল শাসনকালে বাঙ্গালার রাজধানী, রাজমহল এবং তাণ্ডা বা তাঁড়া হইতে জহাঙ্গীর নগর-ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের রাজ্যকালে বাঙ্গালার নাজিম, নবাব শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম অধিকৃত হইলে[৩৭] মগদস্যুগণের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছিল।

বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের তারিখ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুবাদক মেজর র‍্যাভার্টির (H. G. Raverty) মতানু-সারে ৫৯০ হিজরায় (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) বখ্‌তিয়ার নোদিয়া বা নবদ্বীপ আক্রমণ

(৩১ E. A. Gait's History of Assam, p. 74.

(৩২) Ibid, p. 77.

(৩৩) ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বিরচিত গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫।

(৩৪) তদেব পৃঃ ৩৫।

(৩৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, vol. II, pt II, p. 163. no. 110.

(৩৬) Ibid vol. II, p. 180, no. 229.

(৩৭) Jadunath Sarkar's History of Aurangjib, Vol. III, pp. 229-41.

কখিয়াছিলেন[৩৮]। ব্লখ্‌মানের (H. Blochmann) মতানুসারে, ৫৯৪ বা ৫৯৫ হিজরায় (১১৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে) নবদ্বীপ আক্রান্ত হইয়াছিল[৩৯]। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌ টমাসের (E. Thomas) মতানুসারে ৫৯৯ হিজরায়[৪০] ১২০২ খৃষ্টাব্দে) ও ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টের (Stewart) মতানুসারে ৬০০ হিজরায় (১২০৩ খৃষ্টাব্দে[৪১]) বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে র‍্যাভার্টির মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। ৫৮৮ হিজরায় (১১৯২ খৃষ্টাব্দে) তিরোরী বা তরাইনের যুদ্ধে চাহমানরাজ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ নিহত হইয়াছিলেন[৪২]। ৫৯০ হিজরায় (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) গাহড়বালরাজ জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন[৪৩]। জয়চ্চন্দ্র জীবিত থাকিতে কোন মুসলমান সেনাপতি, গাহড়বালরাজ্যের কোন অংশে অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং ৫৯০ হিজরায় বখ্‌তিয়ার, ভগবৎ ও ভোইলি পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। অতএব এই বৎসর তাঁহার পক্ষে, বিহার এবং লক্ষ্মণাবতী অধিকার অসম্ভব। র‍্যাভার্টি বলেন যে, বখ্‌তিয়ার ৬০২ হিজরায় নিহত হইয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে দ্বাদশবর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন[৪৪]। ৬০২ হিজরায় (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) হইতে দ্বাদশ সৌর বৎসর গণনা করিলে ৫৯০ হিজরায় (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) উপনীত হওয়া যায়; এই বৎসর কুতবু-উদ্দীন কর্ত্তৃক কোল দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল এবং জয়চ্চন্দ্র তখনও জীবিত। ৬০২ হিজরা হইতে দ্বাদশ চান্দ্রবৎসর গণনা করিলে ৫৯০ হিজরায় উপনীত হওয়া যায়, এই বৎসর চন্দওয়ারের যুদ্ধে জয়চ্চন্দ্র নিহত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই বৎসরে নবদ্বীপ আক্রমণ অসম্ভব। ৫৯৯ ও ৬০০ হিজরায় নবদ্বীপ আক্রমণ অসম্ভব, কারণ ৬০২ হিজরায় বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু হইয়াছিল এবং দুই অথবা তিন চান্দ্রবৎসরের মধ্যে নবদ্বীপ আক্রমণ, লক্ষ্মণাবতী বিজয়, দেবকোট অধিকার, কামরূপ অভিযান ও প্রত্যাগমন ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। নবদ্বীপ আক্রমণের তারিখ সম্বন্ধে ব্লখ্‌মানের মত অপেক্ষাকৃত সমীচীন। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে নবদ্বীপ আক্রমণের তারিখ প্রদত্ত আছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ব্যতীত এ পর্য্যন্ত অন্য কেহ তাহা লক্ষ্য করেন নাই[৪৫]। বখ্‌তিয়ার যখন বিহার আক্রমণ

---

(৩৮) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৭৩, পাদটীকা ৯ ও পৃঃ VXIII-XXVI [Sic].

(৩৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, vol. XLIV, 1875, pt. I, pp. 134-35.

(৪০) Chronicles of the Pathan Sultans of Delhi, p. 110.

(৪১) Stewart's History of Bengal, London 1813, p. 43.

(৪২) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৪৬৯।

(৪৩ তদেব ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৪০।

(৪৪) তদেব পৃঃ ৭৪০।

(৪৫) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. V, p. 152.

করিয়াছিলেন, তখন রায় লখ্মনিয়া অশীতি বর্ষকাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। মিন্হাজ্-উস্-সিরাজ্, লক্ষ্মণসম্বৎসরের অশীতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে মগধ-মণ্ডল মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল এই কথা শুনিয়া, গৌড়ীয় ভাষায় অজ্ঞতা বশতঃ, পূর্বোক্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[৪৬]। লক্ষ্মণ-সম্বৎসরের অশীতি বর্ষ অতীত হইলে অর্থাৎ ৮১ লক্ষ্মণসম্বৎসরে বখ্তিয়ার উদ্দণ্ডপুর অধিকার করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসম্বৎসর ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে[৪৭]। সুতরাং ৮০-৮১ লক্ষ্মণসম্বৎ অর্থাৎ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ বা ৫৯৫ হিজরীতে উদ্দণ্ডপুর বখ্তিয়ার কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। যে বৎসর উদ্দণ্ড-পুর অধিকৃত হইয়াছিল তাহার পরবৎসর বখ্তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া ছিলেন। সুতরাং ৫৯৬ হিজরায় ৮১ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে = ১২০০ খৃষ্টাব্দে গৌড়-মণ্ডল মুসলমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে যে বখ্তিয়ার উদ্দণ্ডপুর অধিকার করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "পঞ্চাকার" নামক গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোবিন্দপালদেবের অষ্টাত্রিংশৎ রাজ্যাঙ্কে তাঁহার অধিকার বিনষ্ট হইয়াছিল[৪৮]। গয়ার গদাধর মন্দিরের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালদেব অভিষিক্ত হইয়াছিলেন[৪৯], সুতরাং তাঁহার ৩৮শ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে উদ্দণ্ড-পুর বখ্তিয়ার কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১২০০ খৃষ্টাব্দে বখ্তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

৪৬) Indian Antiquary, vol. XIX, p, 2, Note 3.

(৪৭) Epigraphia Indica, vol VIII, App. 1. p. 1.

(৪৮) Memoirs of the Asiatic Socicty of Bengal, Vol. V, p. 111. Pl. XXXVIII ; Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, pp, iii, 188, No. Add. 1999, 1.

(৪৯) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 109.

পরিশিষ্ট (ক)

মুসলমান বিজয়ের পরবর্ত্তী যুগে সেনরাজবংশ

মৌলানা মিনহাজ্ উস্-সিরাজ যখন তবকাৎ-ই-নাসিরী রচনা করিয়াছিলেন, তখনও বঙ্গে (পূর্ববঙ্গে) লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের অধিকার লোপ হয় নাই। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধিশ্রী যুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতানুসারে লক্ষ্মণসেন মুসলমান বিজয়ের পরে অন্ততঃ ছয় বৎসর (১১৯৯-১২০৫ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে তৎপুত্র দনুজমাধব পরে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। 'বিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে বিশ্বকোষে ও তৎপরে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করি যে, লক্ষ্মণসেনের পরে তৎপুত্র বিশ্বরূপ সেন পূর্ব্ববঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিমিশ্র ও এড়ু-মিশ্রের কারিকা এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের সমীকরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া এখন মনে হইতেছে যে, লক্ষ্মণসেনের পরে তৎপুত্র দনুজ-মাধব বা দনৌজামাধব বঙ্গাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন।" দনৌজামাধবকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া পরপত্রে বসুজ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, দনৌজ-মাধবের প্রকৃত নাম মাধবসেন। তাঁহার মতানুসারে দনৌজামাধব বা মাধব-সেনের পরে তাঁহার কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন নামক কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পূর্ব্ববঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মাধবসেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের যে পরিচয় কুলশাস্ত্র ব্যতীত অন্য উপাদান হইতে সংগৃহীত হইতে পারে তাহা প্রথম ভাগের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের কোনও পুত্রের নাম যে দনৌজামাধব ছিল, তাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণাভাবে স্বীকার করা যায় না (বিশ্বরূপসেনের লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক পুত্রের নাম বসুজ মহাশয় বৈদ্যকুল গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আইন-ই-আকবরীর কোন কোন পুঁথিতে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের অপর কোনও প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বসুজ মহাশয়ের মতানুসারে, লক্ষ্মণনারায়ণের পরে মধুসেন নামক একজন রাজা পূর্ব্ববঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী. সি. আই. ই, "পঞ্চরক্ষা" নামক একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার পাদটীকায় মধুসেনের নাম ও তারিখ প্রদত্ত আছে ঃ—

"মহারক্ষা মহামন্ত্রানুসারিণী মহাবিদ্যা সমাপ্তা যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদ্যৎ তেষাং চ যো নিরোধো এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ॥ দেয় ধর্ম্মোহিয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ পরমোপ [া] সক সাধু বীরোকস্য যদত্র— —পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায়-মাতা-পিতৃ-পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্ব [া] সকল

পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর মধুসেনদেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতে শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ৩॥

সুতরাং মধুসেন ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। আইন্-ই-আকবরীতে ইহার নাম নাই, কারণ উক্ত গ্রন্থে কেশবসেনের পূর্ব্বে "মাধুসেনের" নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ মাধবসেন; কিন্তু কেশবসেনের পরে সদাসেন বা সুরসেন এবং নোজা ব্যতীত অন্য কোন রাজার নাম নাই।

৬৮২ হিজরায়, সুলতান গিয়াস-উদ্দীন্ বলবন বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুগীসউদ্দীন্ তোগ্রল্কে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন, এই সময়ে দনুজরায় নামক এক ব্যক্তি সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। এই দনুজরায় সম্ভবতঃ গোড়ীয় কুলশাস্ত্রের দনুজমাধব বা দনোজামাধব এবং আইন্-ই-আকবরীর রাজা নোজা। মধুসেন ও দনুজরায় বা দনুজমাধব ব্যতীত সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গের অপর কোনও হিন্দু রাজার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ব সীমায়, হিমাচলের ক্রোড়দেশে অবস্থিত কতকগুলি পার্ব্বত্য রাজ্যের অধীশ্বর এখনও সেনরাজবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজ্যের কুলপঞ্জিকা অনুসারে, লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সম্বৎসরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গোড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া প্রয়াগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরসেনের পুত্র রূপসেন, পিতার মৃত্যুর পর প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে রূপর নামক স্থানে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রূপসেন বাঙ্গালার সেনরাজবংশসম্ভূত কিনা এবং মুসলমান বিজিত গোড়দেশ হইতে পলায়ন করিয়া সুলতান কুতব্-উদ্দীন্ ইবকের রাজ্যভুক্ত প্রয়াগে গোড়রাজের আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য। কিন্তু এই সকল তথ্যের সত্যানুসন্ধান এখনও সম্ভব নহে, কারণ এই বিষয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাভাব। পঞ্জাব গেজেটীয়র ও শ্রীমতী সরলা দেবী সঙ্কলিত বিবরণ অনুসারে, কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী ও জম্মুর বর্ত্তমান অধীশ্বরগণ গোররাজ রূপসেনের বংশজাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহম্মদ বখ্‌তিয়ার ও তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ

হিজরা ৫৯৫-৬২৪, খৃষ্টাব্দ ১১৯৯-১২২৬

বখ্‌তিয়ারের পূর্ব্বপরিচয়—ভারতে আগমন—লুণ্ঠনলব্ধঅর্থে সেনা সংগ্রহ—মনের ও বিহার অধিকার—নবদ্বীপ আক্রমণ—নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—লক্ষ্মণাবতী অধিকার—নবদ্বীপ অধিকারের প্রকৃত তারিখ—বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযান—আলীমেচ্‌—বর্দ্ধনকোট—কামরূপরাজের প্রস্তাব—করমসিন বা করায়পত্তন দুর্গ—মুসলমান সেনার প্রত্যাবর্ত্তন—কামরূপবাসিগণের সহিত যুদ্ধ—মুসলমান সেনার বিনাশ—দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন—বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু—লক্ষ্মণাবতীর মালিকগণের সহিত দিল্লীর বাদশাহগণের সম্বন্ধ মহম্মদ্‌ শেরাণ্‌—পূর্ব্ব-পরিচয়—রাজ্যলাভ—আলীমর্দ্দান—তাঁহার কারারোধ ও পলায়ন—কুতব্‌-উদ্দীনের আশ্রয় গ্রহণ—কাএমাজ্‌রূমীর লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—মহম্মদ্‌ শেরাণের মৃত্যু—আলীমর্দ্দানের রাজ্যলাভ—তাঁহার অহঙ্কার—আলীমর্দ্দানের হত্যা—হুসামুদ্দীন ইউয়জ্‌—রাজ্যলাভ—স্বাধীনতা ঘোষণা—নিজনামে মুদ্রাঙ্কন—অল্‌তমশ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—সন্ধি—অল্‌তমশ কর্ত্তৃক মগধ অধিকার—ইজ্জুদ্দীন জানী-ইউয়জ্‌ কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণ—ইউয়জ্‌ কর্ত্তৃক কামরূপ ও বঙ্গদেশ আক্রমণ—সুলতান নাসিরুদ্দীন মহমুদ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ ও অধিকার—গিয়াসুদ্দীন্‌ ইউয়জের মৃত্যু।

লক্ষ্মণাবতীর মালিকগণ	হিজরা	খৃষ্টাব্দ
ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার	৫৯৫—৬০২	১১৯৯—১২০৫
মহম্মদ শেরাণ	৬০২—৬০৫	১২০৫—১২০৮
আলীমর্দ্দান খিল্‌জি	৬০৫—৬০৮	১২০৮—১২১১
হুসামু-উদ্দীন বা গিয়াসু-উদ্দীন ইউয়জ্‌	৬০৮—৬২৪	১২১১—১২২৬

দিল্লীর সুলতানগণ

মহম্মদ-বিন্‌-সাম	৫৮৯—৬০২	১১৯৩—১২০৫
কুতব-উদ্দীন্‌ ইবক্‌	৬০২—৬০৭	১২০৫—১২১০
আরাম্‌ শাহ্‌	৬০৭	১২১০
শমসু-উদ্দীন্‌ অল্‌তমশ	৬০৭—৬৩৩	১২১০—১২৩৫

উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ—

৩য় রাজরাজদেব	১১৯৮—১২১১
৩য় অনঙ্গভীমদেব	১২১১—১২৩৮

নেপালের রাজগণ—

অরিমল্লদেব	১২০৮—১২১৬
রণসূর	১২২১
অভয়মল্ল	১২২৩—১২৫২

চন্দ্রেল্লবংশীয় রাজগণ—

ত্রৈলোক্যবর্ম্মা	১২১২—১২৪১

ইখ্‌তিয়ার্‌-উদ্দীন মহম্মদ্‌ বখ্‌তিয়ার, গর্ম্মশীর দেশবাসী খল্‌জ জাতীয় আফ্‌গান। তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় গজ্‌নীতে সুলতান মুঈজ্‌উদ্দীন মহম্মদ্‌ বিন্‌ সামের নিকটে আসিয়াছিলেন। গজনীর দেওয়ান-ই-আরজ্‌ (Muster-master) তাঁহার দেহের খর্ব্বতার জন্য তাঁহাকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করেন নাই। গজ্‌নীতে বখ্‌তিয়ার কোনও সামান্য পদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আসিলেন। দিল্লীর দেওয়ান-ই-আরজ্‌, তাহার খর্ব্বতার জন্য তাঁহাকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত না করায় তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া বদাওনে গমন করিলেন। বদাওনের সিপাহ্‌-সালার হজাবরুদ্দীন হসন্‌-ই-অদীব বখ্‌তিয়ারকে তাঁহার অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বখ্‌তিয়ারের পিতৃব্য মহম্মদ্‌-ই মহমুদ তিরৌরীর বা তরাইনের যুদ্ধের পরে আলী নাগাওরীর সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আলী নাগাওরী নাগাওরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে মহম্মদ-ই-মহমুদ কষমণ্ডী বা কষ্টমণ্ডীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে বখ্‌তিয়ার সেই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি আউধে মালিক হসাম্‌-উদ্দীন্‌ আগুল্‌বকের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এই সময়ে তিনি একটি অশ্ব ও উপযুক্ত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া ইসাম্‌-উদ্দীন্‌ তাঁহাকে ভগবৎ ও ভোইলির অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন[১]। হসাম্‌-উদ্দীন্‌ বখ্‌তিয়ারকে যে গ্রামদ্বয় দান করিয়াছিলেন, তাহার নাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তবকাৎ-ই-নাসিরীর মূলে সহলৎ বা সহলস্ত ও সহিলী বা সহওয়ালী মুদ্রিত আছে[২]। বখ্‌শী নিজাম্‌-উদ্দীন্‌ আহমদের তবকাৎ-ই-আকবরীতে কম্পিলা ও পতিআলী নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩]। বদাওনীর মস্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখেও এই নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৪]। গোলাম হোসেন সলিমের রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীনে কম্বালা ও বেতালী নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৫]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুবাদক মেজর র‍্যাভার্টি (Major H. G.

(১) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫০।

(২) তবকাৎ-ই-নাসিরী, মূল, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৪৭।

(৩) তবকাৎ ই-আকবরী (Bibliotheca Indica) মূল, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৭।

(৪) মস্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ, (Bib Ind.) মূল, পৃঃ ৫৭।

(৫) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ (Bib. Ind.) মূল, পৃঃ ৬১।

Raverty) বলেন যে, তবকাৎ-ই-নাসিরীর প্রাচীনতম পুঁথিতে ভগবৎ ও ভোইলি নামে দেখিতে পাওয়া যায়। চুণারগড়ের নিকটে গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে দুইটি পরগণা এখনও এই নামে পরিচিত। কম্পিলা (সম্ভবতঃ কুম্ভিলা) ও পতিতা (ইহাই বোধ হয় পতিআলী বা বেতালীর শুদ্ধ নাম) ভগবৎ ও ভোইলির নিকটে অবস্থিত। বর্ত্তমান চুণারগড় দুর্গ সম্ভবতঃ ভগবৎ পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল[৬]। তাঁহার অধিকার হইতে বখ্‌তিয়ার মনের ও বিহার প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেন[৭]। মনের শোণ ও গঙ্গার বর্ত্তমান সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বিহার এখনও ঐ নামেই পরিচিত, ইহা পাটনা জেলার একটি মহকুমা।

মনের ও বিহার প্রদেশের প্রাচীন নাম মগধ, মগধ লুণ্ঠনে লব্ধ অর্থে বখ্‌তিয়ার অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিয়া সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া, খলজ্‌ জাতীয় আফগানগণ তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়াছিল। মালিক কুতব্‌-উদ্দীন, তাঁহার বীরত্ব ও ধনসম্পদের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একটি খিলাৎ প্রেরণ করিয়াছিলেন[৮]। ইহার পরে, তিনি সসৈন্য বিহার প্রদেশ আক্রমণ করিয়া অধিবাসিগণকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল মগধরাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বখ্‌তিয়ার বিহারের দুর্গ আক্রমণের আয়োজন করিলেন। যে প্রকারে বিহারের দুর্গ আক্রান্ত রক্ষিত ও অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে[৯]। বিহার অধিকার করিয়া বখ্‌তিয়ার সুলতান কুতব্‌-উদ্দীন ইবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিলেন[১০]। কুতব্‌-উদ্দিন মগধ বিজেতাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে বৎসর বিহার দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল তাহার পর বৎসর বখ্‌তিয়ার নোদিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ আক্রমণ কাহিনীও যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে[১১]।

নবদ্বীপ অধিকার করিয়া বখ্‌তিয়ার তাহা ধ্বংসে করিয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে লখ্‌নোতী বা লক্ষ্মণাবতীতে অর্থাৎ গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন। ইহাই মিন্‌হাজ্‌-উস্‌-সিরাজের প্রদত্ত বিবরণ[১২]। তবকাৎ-ই-নাসিরী ও তাজ্‌-

(৬) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫০, পাদটীকা ৫।

(৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী (Bib. Ind.) মূল, পৃঃ ১৪৭।

(৮) তদেব।

(৯) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৬ ৭৮।

(১০) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬২, তবকাৎ-ই-নাসিরী ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫২। মন্তখব-উৎ-তাওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮২; *তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথমভাগ, পৃঃ ৫০*; Elliot's *History of India, Vol. II, p. 232; Taj-ul-ma'sir.*

(১১) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭৯-২৮১।

(১২) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫৯।

উস্-সিরাজ[১৩] ব্যতীত মুসলমান বিজয়ের আর কোনও সমসাময়িক ইতিহাস নাই। তন্মধ্যে তবকাৎ-ই-নাসিরীতেই গৌড় বিজয়ের বিবরণ আছে। পরবর্ত্তী সমস্ত মুসলমান ও হিন্দু ঐতিহাসিক তবকাৎ-ই-নাসিরী হইতেই বখ্তিয়ারের গৌড়বিজয় কাহিনী সঙ্কলন করিয়াছেন। তথাপি মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থসমূহে বহু স্বকপোলকল্পিত কথা ও অলীক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক মহম্মদ কাসিম্ হিন্দু শাহ্ আস্তাবাদী ওরফে ফেরেশ্তা, তাঁহার তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা নামক বিখ্যাত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, বখ্তিয়ার লখ্নৌতী ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী নোদিয়া বা নবদ্বীপ নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালাদেশে রঙ্গপুর নামে একটি নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[১৪]। তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা ব্যতীত এই কথা আর কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং এই উক্তির পক্ষে কোনও প্রমাণ থাকিলে তাহা মহম্মদ্ কাসিম্ হিন্দু শাহ্ ব্যতীত অপর কোন ঐতিহাসিকের নয়নগোচর হয় নাই। তবকাৎ-ই-আকবরী প্রণেতা বখ্শী নিজাম্-উদ্দীন্ আহমদ্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, নোদিয়া ধ্বংস করিয়া বখ্তিয়ার তৎপরিবর্ত্তে একটি নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, লখ্নৌতী যে স্থানে অবস্থিত ছিল সেই স্থানেই নূতন নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৫]। আব্দুলকাদের বদাওনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে বখ্তিয়ার নিজ নামে একটি নগর স্থাপন করিয়া তাহা রাজধানী করিয়াছিলেন, সেই নগর এখন গৌড় নামে পরিচিত[১৬]। এই সকল উক্তির মধ্যে কেবল তবকাৎ-ই-নাসিরীর উক্তি উল্লেখযোগ্য, নোদিয়া বা নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলেও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত বা বিজিত হয় নাই এই জন্যই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক[১৭]। বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক নবদ্বীপ-আক্রমণের পঞ্চপঞ্চাশবর্ষ পরে নবদ্বীপ অধিকৃত হইয়াছিল এবং সেই ঘটনার স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ, বাঙ্গালার তদানীন্তন সুলতান, মুগীস্ উদ্দীন য়ুজ্বক্ নোদিয়া ও গড়মন্দন বা বর্দ্ধনকোটের রাজস্বে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন[১৮]। সম্ভবতঃ নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া উহা রক্ষা করিতে না পারিয়া বখ্তিয়ার পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন এবং পরে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন।

কোন সময়ে, কিরূপে লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইয়াছিল তাহা অবগত হইবার

(১৩) Elliot's History of India, Vol. II, pp. 209-10, 259-60.

(১৪) তারিখ-ই-ফেরেশ্তা, নওল কিশোর প্রেস, লখনৌ, পৃঃ ২৯৩।

(১৫) তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৩১।

(১৬) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৩।

(১৭) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৮০।

(১৮) Catalogue of Coins in the Indian Musuem, Calcutta, *Vol. II p 146, No. 6.*

কোন উপায়েই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নীরব, হিন্দুর রচিত ইতিহাস নাই এবং শিলালিপি বা তাম্রশাসনে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মণাবতীকে রাজধানী করিয়া বখ্‌তিয়ার সেই রাজ্যের অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অধিকার করিয়াছিলেন[১৯]। এই সকল প্রদেশ বিজয়কালে লব্ধ অর্থ ও দ্রব্যাদি সুলতান কুতব্‌-উদ্দীন ইবকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতী জয়ের কয়েক বৎসর পরে বখ্‌তিয়ার তিব্বত জয়ের ইচ্ছায় সেনা সংগ্রহ করিলেন। লক্ষ্মণাবতী ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কোচ, মেচ্‌ ও থারু নামক তিনটি জাতি বাস করে; মেচ্‌ জাতির একজন নায়ক বখ্‌তিয়ারের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ার তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আলী নামকরণ করিয়াছিলেন। এই আলী মেচ্‌ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযানে তাঁহার পদপ্রদর্শক হইয়াছিল[২০]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে দশ সহস্র[২১], রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে দশ বা দ্বাদশ সহস্র[২২]; তবকাৎ-ই-আকবরী[২৩], ফেরেশ্‌তা[২৪] ও বদাওনী[২৫] অনুসারে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার তিব্বত বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। আলী মেচ্‌ তাঁহাকে বর্দ্ধনকোট[২৬] নগরে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। বর্দ্ধনকোটের সম্মুখে গঙ্গার তিন চারিগুণ প্রশস্ত একটি নদী আছে। তবকাৎ-ই-নাসিরী ও তবকাৎ-ই-আকবরী অনুসারে এই নদীর নাম বেগমতী[২৭], রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে ইহার নাম নমক্‌দি[২৮], বদাওনী অনুসারে ইহার নাম ব্রহ্মণপুত্র[২৯] অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র এবং ফেরেশ্‌তা অনুসারে ইহার নাম তিম্‌করি[৩০]। এই নদীর অবস্থিতি লইয়া বহু মতভেদ আছে। কেহ মনে করেন ইহা ব্রহ্মপুত্র, কেহ মনে করেন ইহা তিস্তা বা ত্রিস্রোতা, কারণ বর্দ্ধনকোট এখনও বগুড়া জিলায় বিদ্যমান আছে এবং বর্দ্ধনকোটের সম্মুখে

(১৯) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫৯।

(২০) তদেব পৃঃ ৫৬০।

(২১) তদেব।

(২২) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৪।

(২৩) তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫২।

(২৪) তারিখ-ই-ফেরেশ্‌তা, পৃঃ ২৯৪।

(২৫) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৩।

(২৬) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে তবকাৎ-ই-নাসিরীতে যে বর্দ্ধনের নাম আছে, তাহা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন — সাহিত্য, ১৩২০, পৃঃ ৩১২।

(২৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৬১, তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫২।

(২৮) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৫।

(২৯) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৮৪।

(৩০) তারিখ-ই-ফেরেশ্‌তা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৯৪।

করতোয়া ব্যতীত অপর কোনও বৃহৎ নদী নাই[৩১]। বখ্‌তিয়ার এই নদীর কুল অবলম্বন করিয়া দশদিন গমন করিবার পরে বিংশতিটি খিলান যুক্ত একটি প্রাচীন পাষাণ নির্ম্মিত সেতু দেখিতে পাইয়াছিলেন[৩২]। মুসলমান সেনা সেই সেতু অবলম্বন করিয়া নদী পার হইলে বখ্‌তিয়ার একজন তুর্কী ও একজন খিলজি আমীরকে সেতু রক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। বখ্‌তিয়ার তিব্বত আক্রমণ করিবেন শুনিয়া কামরূপরাজ দূতমুখে জ্ঞাপন করিলেন যে, সে সময় তিব্বত আক্রমণ করিবার প্রশস্ত সময় নহে। আগামী বৎসরে তিনি, স্বয়ং সমস্ত সেনা লইয়া বখ্‌তিয়ারের সহিত তিব্বত আক্রমণে যোগদান করিবেন। বখ্‌তিয়ার কামরূপরাজের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া তিব্বতের পথ অবলম্বন করিলেন এবং সেতু পার হইবার পরে পঞ্চদশ দিবস পার্ব্বত্যপথে চলিয়া ষোড়শ দিবসে একটি উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, মুসলমানগণ চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে দুর্গের ও অন্যান্য স্থানের সেনাগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সেই যুদ্ধে যে সমস্ত শত্রুসেনা বন্দী হইয়াছিল, মুসলমানগণ তাহাদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে সেই সকল স্থান হইতে পাঁচ ফরসঙ্গ (প্রায় পঞ্চবিংশ ক্রোশ) দূরে করমপত্তন বা করারপত্তন নামে একটি নগর আছে। সেই স্থানে পঞ্চাশৎ সহস্র তুরুষ্ক অশ্বারোহী আছে। ইহা শুনিয়া, বখ্‌তিয়ার আর অগ্রসর হইতে ভরসা করিলেন না[৩৩]। এই নগরের অবস্থান অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। ফেরেশ্‌তা অনুসারে ইহার নাম করমুসিন[৩৪]। মুসলমান সেনার প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অশ্ব বা মনুষ্যের খাদ্য মিলিল না; কারণ শত্রুপক্ষ সেইস্থানের অধিবাসিগণকে স্থানান্তরিত করিয়া শস্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। মুসলমান সেনা নিজ অশ্বগুলি আহার করিতে করিতে কামরূপে ফিরিয়া আসিল। সে নগরে তুরুষ্ক অশ্বারোহী সেনার ভয়ে বখ্‌তিয়ার সসৈন্য পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই নগরে বহু ব্রাহ্মণ ও নুনীদিগের (?) বাস ছিল এবং সেই স্থানে প্রতিদিন সার্দ্ধ সহস্র অশ্ব বিক্রীত হইত। লক্ষ্মণাবতীতে যে সমস্ত তঙ্গহন্ (টঙ্গন বা টাঙ্গন টাট্টু) অশ্ব আসে তাহা এই স্থান হইতে যায়[৩৫]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন অনুবাদক মৌলবী আব্দ-উস্-সলাম বলেন যে, দিনাজপুরের বিংশতি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নেক্‌মর্দ্দন নামক স্থানে একটি মেলায় বহু টাঙ্গন অশ্ব বিক্রীত হইয়া থাকে[৩৬]। যে নগর হইতে বখ্‌তিয়ার তুর্কী অশ্বারোহিগণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত হইতে পারে

(৩১) সাহিত্য, ১৩২০, পৃঃ ৩১১-১২।

(৩২) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৬১।

(৩৩) তদেব পৃঃ ৫৬২ ৫৬৮।

(৩৪) তারিখ-ই ফেরেশ্‌তা, পৃঃ ২১৪।

(৩৫) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৬৭।

(৩৬.) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৬, পাদটীকা[৩]।

না। কারণ, দিনাজপুর হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে কামরূপের দিকে গমনের কোনও প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কামরূপে ফিরিয়া মহম্মদ বখ্‌তিয়ার দেখিলেন যে, সেতুর দুটি খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তিনি যে দুইজন আমীরকে সেতু রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা বিবাদ করিয়া সেতু পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবসরে কামরূপদেশের হিন্দুরা আসিয়া সেতুর দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া দিয়াছে[৩৭]। ফেরেশ্‌তা বলেন যে, কামরূপবাসিগণ আমীরদ্বয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া সেতুর দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল[৩৮]। পার হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া বখ্‌তিয়ার নদীতীরে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া নৌকা ও ভেলা নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে একখানিও নৌকা পাওয়া গেল না। তখন বখ্‌তিয়ার নিকটস্থিত একটি উচ্চ দেবমন্দিরে সসৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কামরূপরাজ, মুসলমান সৈন্যের দুর্দ্দশার কথা অবগত হইয়া সেনা প্রেরণ করিয়া মুসলমানগণকে সেই মন্দিরের মধ্যে অবরোধ করিলেন। কামরূপবাসিগণ সেই মন্দিরের চারিদিকে বহু বংশ-খণ্ডের দ্বারা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল; মুসলমান সেনা যখন দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ হইতেছে, তখন তাহারা প্রাচীরের একস্থান আক্রমণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দুই একজন অশ্বারোহী অশ্ব সমেত নদীর জলে নামিল। তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে তীরের লোক চীৎকার করিয়া বলিল যে, পথ মিলিয়াছে। তখন সমস্ত মুসলমান সেনা জলে নামিল, সম্মুখে গভীর জল ছিল বখ্‌তিয়ার ও কয়েকজন অশ্বারোহী ব্যতীত সমস্ত মুসলমান সেনা নদীর জলে প্রাণত্যাগ করিল। নদীর পরপারে আলী মেচের আত্মীয় স্বজন কোন স্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহাদিগের সাহায্যে বখ্‌তিয়ার ও তাহার সঙ্গিগণ দেবকোটে পেঁছিলেন। ইহাই মিন্‌হাজ্‌ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ, বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযানের বিবরণ[৩৯]। তবকাৎ-ই-নাসিরীর অন্যান্য স্থান যেমন সত্য তথ্যপূর্ণ, এই স্থান তাহা নহে। ইহাতে ইরাণী কল্পনাপ্রসূত অনেক অলীক কাহিনীর সমাবেশ আছে; শাহ গুষ্‌তাস্প, চীন দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কামরূপে আসিয়াছিলেন সে কথা আছে[৪০], নদীতীরে দেবমন্দিরে, দুই তিন হাজার মণ ওজনের সুবর্ণ প্রতিমার কথা আছে[৪১]। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, মগধ ও গৌড় জয় করিয়া গর্ব্বান্ধ বখ্‌তিয়ার হিমালয়ের পাদদেশস্থিত কোনও পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক

(৩৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৬৯।
(৩৮) তারিখ-ই-ফেরেশ্‌তা [illegible]
(৩৯) তবকাৎ-ই-নাসি[illegible]রাজি অনুবাদ, [illegible]৫৬০-৭২।
(৪০) [illegible] ৫৬১।
(৪১) [illegible] ৫৬৯।

পরাজিত হইয়াছিল। সেই পরাজয় সংবাদ গোপন করিবার জন্য যে সমস্ত অলীক কাহিনীর অবতারণা করিতে হইয়াছিল, মৌলানা মিন্‌হাজ্‌-উদ্‌-দিরাজ্‌ মাত্র তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আসামে "শিলহাকো" নামক যে সেতু আছে, বখ্‌তিয়ার সেই সেতু পার হইয়া তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অসম্ভব, কারণ "শিলহাকো" প্রাচীন কামরূপ দেশের উত্তর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত[৪২]; কামরূপ বিজিত না হইলে, মুসলমান সেনার পক্ষে "শিলহাকো" পার হওয়া অসম্ভব।

দেবকোটে উপস্থিত হইয়া বখ্‌তিয়ার পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তিব্বত অভিযানে নিহত, খল্‌জসেনা ও সেনানীগণের পরিবারবর্গ তাহাকে পথে দেখিতে পাইলেই অভিশাপ বর্ষণ করিত, সেইজন্য তিনি আর পথে বাহির হন নাই। এই অবস্থায়, কিয়ৎকাল পরে বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু হইয়াছিল[৪৩]। কেহ কেহ বলেন যে, বখ্‌তিয়ারের অধীন নারান্‌কোই নামক স্থানের অধিপতি, আলীমর্দ্দান খিল্‌জি, তিব্বত অভিযানে মুসলমান সেনার বিপদ শুনিয়া দেবকোটে আসিয়াছিলেন। তখন বখ্‌তিয়ার পীড়িত, তিন দিন যাবৎ কেহ তাঁহার দর্শন পায় নাই। সেই সময়ে কোনও উপায়ে আলীমর্দ্দান বখ্‌তিয়ারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন[৪৪]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে ৬০২ হিজরায়, অর্থাৎ ১২০৫-৬ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ারের মৃত্যু হইয়াছিল।

ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ বখ্‌তিয়ার সামান্য অবস্থা হইতে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি কোনও সময়ে মহম্মদ্‌ বিন্‌ সাম অথবা কুতব্‌-উদ্দীন্‌ ইবকের বেতনভোগী ভৃত্য বা কর্ম্মচারী ছিলেন না। গজ্‌নীতে ও দিল্লীতে কার্য্যলাভে বিফল মনোরথ হইয়া বখ্‌তিয়ার বদাওনে ও আউধে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মহম্মদ বিন্‌ সামের সেনাভুক্ত ছিলেন না। তিনি হুসাম্‌-উদ্দীন্‌ আগুল্‌বকের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিয়া যে দুইটি পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি ক্রমশঃ মগধ ও লক্ষ্মণাবতী পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় মগধ ও গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন, কখনও মহম্মদ্‌ বিন্‌ সাম অথবা কুতব্‌-উদ্দীন্‌ ইবক্‌ কর্ত্তৃক উক্ত দেশদ্বয় আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হন নাই। তবকাৎ-ই-নাসিরী ও তাজ্‌-উল্‌-মাসিরে, বখ্‌তিয়ারের সহিত মহম্মদ্‌ বিন্‌ সাম অথবা কুতব্‌-উদ্দীন্‌ ইবকের প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ সূচক কোন কথা নাই। হুসাম্‌-উদ্দীন্‌ আগুল্‌বক্‌, কুতব্‌-উদ্দীন্‌ ইবকের, অধীন ছিলেন না[৪৫], সুতরাং বখ্‌তিয়ার

(৪২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XX, p. 291.

(৪৩) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ পৃঃ ৫৭২।

(৪৪) তদেব পৃঃ ৫৭২-৭৩।

(৪৫) তদেব পৃঃ ৫৪৯, পাদটীকা ৪।

কোন সময়েই তাহার অধীন ছিলেন না। ৫৯৯ হিজরায় বা ১২০২ খৃষ্টাব্দে কুতব্‌-উদ্দীন্‌ কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন[৪৬]। এই ঘটনার পরে ৫৯৯ হইতে ৬০০ হিজরায় বা ১২০২ হইতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বখ্‌তিয়ার সুলতান কুতব্‌-উদ্দীন্‌ ইবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন[৪৭]। কুতব্‌-উদ্দীন্‌ কালঞ্জর অধিকার করিয়া বদাওনে গিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ এইস্থানে বখ্‌তিয়ার সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন[৪৮]। বখ্‌তিয়ার সুলতানকে বিংশতিটি হস্তী এবং নানা প্রকারের রত্ন ও কিঞ্চিৎ অর্থ উপঢৌকন দিয়াছিলেন[৪৯]। তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন কুতব্‌-উদ্দীন্‌ তাঁহাকে একটি তাম্বু, নৌবৎ, একটি নাকারা, একটি নিশান, একটি সুসজ্জিত অশ্ব, একটি কমরবন্দ, একখানি অসি ও একটি বহুমূল্য খিলাৎ প্রদান করিয়াছিলেন। এইস্থানে সুলতানের প্রতিনিধি, কুতব্‌-উদ্দীনের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য হসন্‌ নিজামী বলিয়াছিলেন যে, কুতব্‌-উদ্দীন্‌ বখ্‌তিয়ারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন[৫০]। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কারণ বখ্‌তিয়ার নিজ ভুজবলে ও ধনবলে শক্তি সঞ্চয় করিয়া মগধ ও গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন সুলতান অথবা তাঁহার প্রতিনিধির আদেশের অপেক্ষা করেন নাই। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা বর্ণনাকালে অত্যুক্তি করিয়া থাকেন। বদাওনী বলেন যে, সুলতান (অর্থাৎ কুতব্‌-উদ্দীন্‌ কিন্তু তিনি তখনও সুলতান হন নাই) তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশে লখ্‌নৌতী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন[৫১]। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীনকার, গোলাম হোসেন সলিম বলেন যে, বাঙ্গালা রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যের অংশ স্বরূপ কুতব্‌-উদ্দীনের হস্তে ন্যস্ত হইল এবং সুলতান কুতব্‌-উদ্দীন্‌, মালিক ইখ্‌তিয়ার্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ বখ্‌তিয়ারকে বিহার ও লখ্‌নৌতীর শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন[৫২]। তবকাৎ-ই-আকবরী প্রণেতা বখ্‌শী নিজাম্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ বলেন যে, ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্‌ সুলতান কুতব্‌-উদ্দীনের অধীনে কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিলেন[৫৩]। তবকাৎ-ই-নাসিরী,[৫৪] বদাওনী,[৫৫] রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন[৫৬] প্রভৃতি সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থেই দেখিতে

(৪৬) Elliot's History of India, Vol II, p, 231.

(৪৭) Ibid, p. 232.

(৪৮) Ibid.

(৪৯) Ibid.

(৫০) Ibid.

(৫১) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮২।

(৫২) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৯।

(৫৩) তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫০।

(৫৪ তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫৯।

(৫৫) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ পৃঃ ৮৩।

(৫৬) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৩।

পাওয়া যায় যে, বখ্‌তিয়ার নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন, কিন্তু তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুবাদক মেজর র‍্যাভার্টি বলেন যে, বখ্‌তিয়ার সুলতান মহম্মদ্‌ বিন্‌ সামের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৫৭]। বখ্‌তিয়ারের নিজ নামে বা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে মগধে বা গৌড়ে দিল্লীর কোনও বাদশাহের নামে, মুদ্রাঙ্কিত কোন মুদ্রা অথবা তাঁহার সময়ের কোনও খোদিত লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

তিব্বত অভিযানে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বখ্‌তিয়ার মহম্মদ্‌ শেরাণ এবং আহমদ্‌ শেরাণ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে লখ্‌নোর ও জাজ্‌নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিব্বত অভিযানের কথা শ্রবণ করিয়া মহম্মদ্‌ শেরাণ, জাজ্‌নগর হইতে দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবকোট হইতে আলীমর্দ্দানের অধিকার নারান্‌কোইতে গমন করিয়া আলীমর্দ্দানকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের কোতোয়াল বাবা সফাহানীকে তাহার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদ্‌ শেরাণ দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সমস্ত খলজ্‌ আমীর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আলীমর্দ্দান কোনও উপায়ে কোতোয়ালকে বশীভূত করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন এবং সুলতান কুতব্‌-উদ্দীনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতান তাঁহার অনুরোধে আউধ হইতে কাএমাজ্‌ রুমীকে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। কাএমাজ্‌ সুলতানের আদেশে (সম্ভবতঃ যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া) খলজ্‌ আমীরদিগকে শান্ত করিলেন। বখ্‌তিয়ারের সময়ে হুসাম্‌ উদ্দীন্‌ ইউয়জ্‌ গঙ্গুরীর অধিকারী (মোকত্তা Muquatta, feoffee) ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া কাএমাজ্‌ রুমীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার সহিত দেবকোটে গমন করিলেন। কাএমাজের মতানুসারে হুসাম্‌-উদ্দীন্‌ ইউয়জ্‌, দেবকোটের অধিকারী হইলেন। ইহার পরে কাএমাজ্‌ রুমী আউধে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মহম্মদ শেরাণ ও অন্যান্য খলজ্‌ আমীরগণ একত্র পরামর্শ করিয়া দেবকোট আক্রমণ করিতে মনঃস্থ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে, কাএমাজ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সহিত খলজ্‌ আমীরগণের যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে মহম্মদ্‌ শেরাণ অন্যান্য খলজ্‌ আমীরগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। পরাজিত হইয়া আমীরগণ মক্‌সদা ও সন্তোষের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই বিবাদে মহম্মদ্‌ শেরাণ নিহত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বখ্‌তিয়ার যখন নবদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন মহম্মদ্‌ শেরাণ একাকী বনমধ্যে অষ্টাদশটী হস্তীকে তিনদিন বাধা দিয়া রাখিয়াছিলেন এবং পরে অন্যান্য অশ্বারোহীর সাহায্যে সেইগুলি বখ্‌তিয়ারের নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন[৫৮]।

সুলতান কুতব্‌-উদ্দীন্‌ ইবক্‌ আলীমর্দ্দান খিল্‌জিকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বাবা সফাহানীর সাহায্যে কারাগার হইতে

(৫৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৫৯, পাদটীকা ৩।
(৫৮) তদেব পৃঃ ৫৭৩-৭৬।

পলায়ন করিয়া আলীমর্দ্দান সুলতান কুতব্-উদ্দীনের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত গজ্নী গিয়াছিলেন। সেইস্থানে তিনি তুর্কীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। গজ্নী হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি কুতব্-উদ্দীনের আদেশে লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দেবকোটের অধিকারী হুসাম্-উদ্দীন্ ইউয়জ্, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। দেবকোটে উপস্থিত হইয়া আলীমর্দ্দান লক্ষ্মণাবতীর শাসন ভার লইয়াছিলেন। সুলতান কুতব্উদ্দীন্ ইবকের মৃত্যুর পরে আলীমর্দ্দান স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চারিদিকে সৈন্য প্রেরণ করিয়া বহু খলজ্ আমীরকে নিহত করিয়াছিলেন। রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া আলাউদ্দীন আলীমর্দ্দান অহঙ্কারে উম্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র গৌড়ের অংশমাত্র ক্ষুদ্রতর লক্ষ্মণাবতীর অধিকার লাভ করিয়া তাঁহার অধিকার বহির্ভূত এবং অধিকার হইতে বহুদূরে অবস্থিত খোরাসান, ইরাক্, গজ্নী, গোর ও ইস্ফাহানের অধিকার প্রত্যর্থিগণকে প্রদান করিতেন। যদি কেহ বলিত যে এই সকল স্থান তাহার অধিকার বহির্ভূত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন যে, শীঘ্রই উহা অধিকার করিয়া দিব। আলীমর্দ্দান অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, তাঁহার আদেশে বহু নরহত্যা হইয়াছিল এবং দরিদ্র ও দুর্ব্বল ব্যক্তি সমূহ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিলে একদল খল্জ্ আমীর ষড়যন্ত্র করিয়া আলীমর্দ্দানকে হত্যা করিল এবং হুসাম্-উদ্দীন্ ইউয়জ্কে লক্ষ্মণাবতীর শাসন ভার প্রদান করিল। আলীমর্দ্দান কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কাল লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন[৫৯]।

বখ্তিয়ারের পরে, যে, কয়জন খলজ্ আফগান, লক্ষ্মণাবতীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল আলীমর্দ্দান খিল্জিই দিল্লীর সুলতানের নিকট হইতে শাসনকর্ত্তৃপদ লাভ করিয়াছিলেন; কারণ মহম্মদ্ বখ্তিয়ার নিজ ভুজবলে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন এবং মহম্মদ্ শেরাণ ও হুসাম্-উদ্দীন ইউয়জ্, খলজ্ আমীরগণের সাহায্যে লক্ষ্মণাবতীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। যে বৎসর আলীমর্দ্দান নিহত হইয়াছিলেন এবং হুসাম্-উদ্দীন্ ইউয়জ্ লক্ষ্মণাবতী লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৎসর লাহোরে সুলতান কুতব্-উদ্দীন্ ইবকের মৃত্যু হইয়াছিল[৬০]। সুলতানের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া হুসাম্-উদ্দীন্ রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া গিয়াস্-উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইল এবং নমাজের সময়ে তাঁহার নাম উচ্চারণ (খোৎবা) আরম্ভ হইল[৬১]। সুলতান কুতব্-উদ্দীন্ ইবকের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের মুসলমান সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল. সেই অবসরে

---

(৫৯) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৮৬—৮০ [?]।
(৬০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭০।
(৬১) তদেব পৃঃ ৭১—৭২; তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৮১।

হুসাম্-উদ্দীন্ বা গিয়াস্-উদ্দীন্ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষ্মণাবতীর মালিকগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিলেন, তবে সকলে দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাটের ভয়ে রাজোপাধি গ্রহণ করিতে ভরসা করিতেন না। কুতব্-উদ্দীনের মৃত্যুর পর হইতে পঞ্চদশ বর্ষকাল, সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। কুতব্-উদ্দীনের পরে তৎপুত্র আরাম্-শাহ্ কয়েকমাসের জন্য দিল্লীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে কুতব্-উদ্দীনের জামাতা শমস্-উদ্দীন্ অল্‌তমশ বা অল্‌তৎমশ দিল্লীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের প্রথম ভাগ, বিদ্রোহ দমনে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলমান রাজগণের সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হইয়াছিল। ৬২২ হিজরায় অর্থাৎ ১২২৫ খৃষ্টাব্দে অল্‌তমশ সুলতান গিয়াস্-উদ্দীনকে আক্রমণ করিবার মানসে যাত্রা করেন[৬২]। ইতঃপূর্ব্বে, অল্‌তমশের সেনাপতিগণ মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। অল্‌তমশ বিহার হইতে লখ্‌নৌতীর দিকে অগ্রসর হইলে গিয়াস্-উদ্দীন্ তাহাকে বাধা দিবার জন্য তাঁহার নৌবাহিনী অগ্রবর্ত্তী করিয়াছিলেন[৬৩]। গিয়াস্-উদ্দীনের সহিত অল্‌তমশের যুদ্ধ হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে পারা যায় না। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন অনুসারে, গিয়াস্-উদ্দীন্ আপনাকে অল্‌তমশ অপেক্ষা সেনাবলে দুর্ব্বল দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন[৬৪]। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে, গিয়াস্-উদ্দীন্ অল্‌তমশকে আটাত্রিশটি হস্তী ও আশীহাজার[৬৫] অথবা অশীতি লক্ষ মুদ্রা[৬৬] প্রদান করিয়াছিলেন এবং অল্‌তমশের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খোৎবা পাঠ করাইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। অল্‌তমশ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গিয়াস্-উদ্দীন্ লখ্‌নৌতী হইতে বিহার আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। অল্‌তমশ প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইজ্জুদ্দীন্ জানীকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ইজ্জুদ্দীন্ জানী, সম্ভবতঃ, আউধের শাসনকর্ত্তা অল্‌তমশের পুত্র নাসির্-উদ্দীন্-মহ্‌মুদের আশ্রয়ে গমন করিয়াছিলেন। ইজ্জুদ্দীনের অনুরোধে মহ্‌মুদ্ ৬২৪ হিজরায় অর্থাৎ ১২২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্মণাবতী অরক্ষিত রাখিয়া সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ কামরূপে ও বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে) যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, নাসির্-উদ্দীন্ মহ্‌মুদ্ অনায়াসে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জ্ কামরূপ ও বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং নাসির্-উদ্দীন্ মহ্‌মুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গিয়াস্-

(৬২) তবকাৎ-ই-নাসিরী ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬১০।
(৬৩) তদেব পৃঃ ৫৯৩।
(৬৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭২।
(৬৫) তদেব
(৬৬) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৯৩।

উদ্দীন্ ইউয়জ্ ও সমস্ত খল্‌জ আমীর নাসির্-উদ্দীনের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ নিহত হইয়াছিলেন[৬৭]।

সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জ্ গৌড়দেশে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে, গৌড়ীয় মুসলমান অধিকারের দুইটি অংশ ছিল। গঙ্গার পশ্চিমদিকের অংশ রাঢ় ও পূর্ব্বদিকের অংশ বরিন্দ বা বরেন্দ্র নামে পরিচিত[৬৮]। সম্ভবতঃ গিয়াস্-উদ্দীনের সময়ে উত্তর রাঢ় সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। গিয়াস্-উদ্দীন্ লক্ষ্মণাবতী হইতে পশ্চিমে রাঢ়দেশে, লখ্‌নোর নগরের দ্বার পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে দেবকোট পর্য্যন্ত দশদিনের পথ পরিমাণ একটি উচ্চ রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ষাকালে এই সকল স্থান জলে ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত এবং নৌকা ব্যতীত গমনাগমনের অপর কোন উপায় থাকিত না[৬৯]। গিয়াস্-উদ্দীনের রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতীর চতুর্দ্দিকস্থিত রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। জাজ্‌নগর (উড়িষ্যা), বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ বিক্রমপুর বা সুবর্ণগ্রাম), কামরূপ এবং তিরহুতের (তীরভুক্তি বা মিথিলার) রাজগণ তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন[৭০]। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির অব্যবহিত পূর্ব্বে গিয়াস্-উদ্দীন্ কামরূপ ও বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ্-উস্-সিরাজ বলেন যে, তিনি প্রিয়দর্শন ও দয়ালু ছিলেন এবং বহু মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি উলেমা, ফকীর ও সৈয়দ্‌দিগকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতার কথা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং বহুদূর হইতে মুসলমানগণ অর্থলাভের আশায় তাঁহার নিকটে আসিতেন।

সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণাবতী প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লীর সম্রাটের শাসনাধীন হইয়াছিল। সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ৬১৭ হিজরা অর্থাৎ ১২২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বোগ্দাদের আব্বাসী খলিফা অন্নাসিরোলেদীন ইল্লাহের নিকট হইতে রাজপদবী স্বীকারসূচক পত্র পাইয়াছিলেন[৭১]। গিয়াস্-উদ্দীনের দুই প্রকার রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রথম প্রকারের মুদ্রায় খলিফার নাম আছে[৭২]। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় খলিফার নাম নাই[৭৩]। এই সকল মুদ্রায় টাঁকশালের নাম নাই। হিজরার ৬১৬ (১২১৯ খৃষ্টাব্দে),

---

(৬৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৯৫।
(৬৮) তদেব পৃঃ ৫৮৪-৫৮৬।
(৬৯) তদেব পৃঃ ৫৮৬।
(৭০) তদেব পৃঃ ৫৮৭-৫৮৮।
(৭১) Thomas, The Initial Coinage of Bengal pt. II, p. 21.
(৭২) Ibid, pp. 19-21.
(৭৩) Ibid, pp. 16-19.

৬১৭ (১২২০), ৬২০ (১২২৩)[৭৪] ও ৬১১[৭৫] অব্দে (১২২৪), গিয়াস্-উদ্দীনের নামে মুদ্রিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালের কোন শিলালিপি অথবা ইমারৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জ্ বস্কোট বা বসন্কোট নামক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৭৬], কিন্তু ইহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই বা ইহার অবস্থান নির্ণীত হয় নাই।

(৭৪) Thomos, The Initial Coinage of Bengal. pp. 16-21.

(৭৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II p. 145. No. 3.

(৭৬) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৮৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লীর অধীন শাসনকর্ত্তৃগণ

হিজরা ৬২৪—৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ ১২২৬-৮২

বোগ্দাদের খলিফা প্রেরিত খিলাৎলাভ—নাসির-উদ্দীন্ মহ্ম্মুদের মৃত্যু—তাঁহার সমাধি—ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ দৌলৎশাহ-ই-বল্কা—স্বাধীনতা ঘোষণা—মুদ্রাঙ্কন—অল্তমশ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—আলাউদ্দীন্ জানী—সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্-ই-য়গানতৎ—তাঁহার মৃত্যু—ইজ্জুদ্দীন তোগ্রল্-তোগান্ খাঁ—আওর খাঁর সহিত যুদ্ধ—সুলতানা রজিয়া কর্ত্তৃক চন্দ্রাতপ প্রেরণ—জাজ্নগরের রাজা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ-তোগান্ খাঁ কর্ত্তৃক কটাসিন আক্রমণ—তোগান্ খাঁর পরাজয়—বাদশাহ আলাউদ্দীন মসুদ্শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা—জাজ্নগররাজ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—তমুর খাঁর বাঙ্গালাদেশে আগমন—প্রথম নরসিংহদেব—তোগান্ খাঁর সহিত তমুর খাঁর যুদ্ধ সন্ধি ও তোগান্ খাঁর লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ—মিন্হাজ্-উস্-সিরাজের বাঙ্গলাদেশে আগমন—রামচন্দ্র কবিভারতী—ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ য়ুজবক্—জাজ্নগররাজের সহিত যুদ্ধ—স্বাধীনতা ঘোষণা—কামরূপ আক্রমণ—য়ুজ্বকের পরাজয় ও মৃত্যু—নবদ্বীপ ও বর্দ্ধনকোট অধিকার—জলাল্-উদ্দীন্ মসুদ্জানী—ইজ্জুদ্দীন বল্বন্—তাজ্উদ্দীন আর্সলান্ খাঁ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—বল্বনের মৃত্যু—তাতার খাঁ—শের খাঁ—আমিন খাঁ—মুগীস্-উদ্দীন্ তোগ্রল্—কামরূপ আক্রমণ—জাজ্নগর আক্রমণ স্বাধীনতা ঘোষণা—বল্বনের আদেশে আমীর খাঁ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—বল্বন্ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—তোগ্রলের জাজ্নগরে পলায়ন—বল্বনের সহিত সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজরাযের সাক্ষাৎ—বল্বন্ কর্ত্তৃক জাজ্নগর আক্রমণ—তোগ্রলের পরাজয় ও মৃত্যু।

লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তৃগণ—

		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
নাসির-উদ্দীন্ মহমুদ্	…	৬২৪—২৬	১২২৬—২৮
ইখ্তিয়ার্ উদ্দীন্ দৌলৎ শাহ-ই-বল্কা	…	৬২৬—২৭	১২২৮—২৯
আলাউদ্দীন্ জানী	…	৬২৮—২৯	১২৩০—৩১
সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্-ই-য়গানতৎ	…	৬২৯—৩১	১২৩১—৩৩
ইজ্জুদ্দীন তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ	…	৬৩১—৪২	১২৩৩—৪৪
কমর্-উদ্দীন্ তমুর্ খাঁ-ই-কিরাণ্	…	৬৪২—৪৪	১২৪৪—৪৬
ইখ্তিয়ার্-উদ্দীন্ বা মুগীস্-উদ্দীন্ য়ুজ্বক্		৬৪৪—৫৫	১২৪৬—৫৭

			হিজরা	খৃষ্টাব্দ
জলাল্-উদ্দীন্ মসুদ্জানী		…	৬৫৫—৫৭	১২৫৭—৫৮
ইজ্জুদ্দীন্ বল্বন্	…	…	৬৫৭—৫৯	১২৫৮—৬০
তাজ্-উদ্দীন্ আর্সলান্ খা	…	…	৬৫৯—৬২	১২৬০—৬৩
তাতার খাঁ	…	…	৬৬২—৬৫	১২৬৩—৬৬
শের খাঁ	…	}	৬৬৫—৭৭	১২৬৬—৭৮
আমিন্ খাঁ	…			
মুগীস্-উদ্দীন্ তোগ্রল্	..	…	৬৭৭—৮১	১২৭৮—৮২
দিল্লীর সুলতানগণ—				
শমস্-উদ্দীন্ অল্তমশ	…	…	৬০৭—৩৩	১২১০—৩৫
রুকন্-উদ্দীন্ ফিরোজ	…	..	৬৩৩—৩৪	১২৩৫—৩৬
রজিয়া	…	…	৬৩৪—৩৭	১২৩৬—৩৯
মুঈজ্-উদ্দীন্ বহরাম	…	…	৬৩৭—৩৯	১২৩৯—৪১
আলাউদ্দীন্ মসুদ	…	..	৬৩৯—৪৪	১২৪১—৪৬
নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্	…	…	৬৪৪ ৬৪	১২৪৬—৬৫
গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বন্	…	…	৬৬৪—৮৬	১২৬৫—৮৭
উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ—				
৩য় অনঙ্গভীমদেব	..	…	…	১২১১—৩৮
১ম নরসিংহদেব	…	..	…	১২৩৮—৬৪
১ম ভানুদেব	..	…	…	১২৬৪—৭৮
২য় নরসিংহদেব	…	. .	…	১২৭৮—১৩০৬
চন্দেল্লবংশীয় রাজগণ -				
ত্রৈলোক্যবর্ম্মা	. .	…	…	১২১২—৪১
বীরবর্ম্মা	…	…	…	১২৬১—৮৬
নেপালরাজগণ -				
অভয়মল্ল	…	…	…	১২২৩—৫২
জয়দেব	…	…	…	১২৫৫—৫৭
জয়ভীমদেব	…	…	…	১২৬০
জয় সাহুমল্লদেব		…	…	১৩০৭ [বন্দ্ষ্টং]
অনন্তমল্ল	…		..	১২৭৯
আসামের রাজগণ—				
সুকাফা	…	…	…	১২২৮—৬৮
সুতেউফা		…	…	১২৬৮ ৮১
সুবিন্ফা	…	…	…	১২৮১—৯৩

সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জ্ নিহত হইলে নাসির্-উদ্দীন্ মহ্মুদ্ তাহার হস্তীসমূহ ও কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ অধিকার করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণাবতী হইতে দিল্লী ও অন্যান্য প্রধান নগরের উলেমা, সৈয়দ্, ভক্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে বহু অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন[১]। বোগ্দাদের আব্বাসী খলিফা কর্ত্তৃক প্রেরিত বহুমূল্য খিলাৎগুলি দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলে অল্‌তমশ তাহা হইতে একটি খিলাৎ এবং একটি রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপ লক্ষ্মণাবতীতে নাসির্-উদ্দীন্ মহ্মুদ্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন[২]। লক্ষ্মণাবতীতে আসিবার দেড় বৎসর পরে মালিক্ নাসির্-উদ্দীন্ মহ্মুদ্ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হয়[৩]। মালিক্-উস্-সৈয়দ্ নাসির্-উদ্দীন্ মহ্মুদ্ সুলতান শমস্-উদ্দীন্ অল্‌তমশের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃতদেহ লক্ষ্মণাবতী হইতে দিল্লীতে নীত হইয়াছিল,[৪] অল্‌তমশ প্রিয় পুত্রের সমাধির উপরে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা এখন সুলতান গাজীর মক্‌বরা নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা কুতব্‌মিনারের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে মল্লিকপুর গ্রামে অবস্থিত[৫]। নাসির্ উদ্দীন্ মহ্মুদ্ লক্ষ্মণাবতীতে স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করাইয়াছিলেন, এই সকল মুদ্রায় তাঁহার নামের সহিত বোগ্দাদের খলিফা অল্ মুস্তন্সর্ বিল্লার নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। মুস্তন্সর্ বিল্লা ৬২৩ হিজরায় (১২২৬ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ এডওয়ার্ড টমাস (Edward Thomas) অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কোচবিহারে আবিষ্কৃত অল্‌তমশের কতকগুলি মুদ্রা লক্ষ্মণাবতীর মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু এই সকল মুদ্রায় লক্ষ্মণাবতী বা লখ্নৌতীর নাম নাই[৭]। ইহার একটি মুদ্রা ৬২২ হিজরায় মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহাতে অন্নাসিরোলেদীন্ ইল্লাহের নাম আছে[৮]। ৬২৪ হিজরায় মুদ্রিত দুইটি মুদ্রায় অল্‌তমশের নামের সহিত খলিফা অজ্‌জাহির-বে-আম্‌রিল্লাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৯]। এই সকল মুদ্রা যদি লক্ষ্মণাবতীর মুদ্রা হয়, তাহা হইলে প্রথমটি অল্‌তমশের প্রথম গৌড়াভিযানের পরে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্

---

১) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬২৯।

(২) তদেব পৃঃ ৬৩০।

(৩) তদেব।

(৪) Thomas, Initial Coinage of Bengal, Pt II, p. 27.

(৫) Ibid, p. 28 Note.

(৬) Ibid, p. 29. এই জাতীয় একটি স্বর্ণ মুদ্রা বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।—Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of The Bangiyo-Sahitya Parishad, p. 22, No 14.

(৭) Initial Coinage of Bengal, pp. 12, 14, 23—25.

(৮) Ibid, p. 23, No. 9.

(৯) Ibid, p. 24 25.

ইউয়জের রাজ্যকালে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। অপর মুদ্রাদ্বয় গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জের মৃত্যুর পর নাসির্-উদ্দীন-মহম্মদ্ কর্ত্তৃক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল।

নাসির্-উদ্দীন-মহম্মদের মৃত্যুর পরে, ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ বল্কা মালিক্ নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন[১০]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে বল্কা মালিক হসাম্-উদ্দীন্ ইউয়জের পুত্র[১১], কিন্তু রিয়াজ-উস্-সালাতীন্-অনুসারে, এই বিদ্রোহীর নাম হসাম্-উদ্দীন্ খিল্জী[১২]। এই বিদ্রোহীর প্রকৃত নাম একটি মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মুদ্রাটির একদিকে শমস্-উদ্দীন্ অল্তমশের নাম ও অপরদিকে দৌলৎশাহ্ বিন্ মোদুদের নাম আছে[১৩]। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে অল্তমশের রাজ্যের আমীরগণের তালিকায়, মালিক্ ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ দৌলৎশাহ্-ই-বল্কা ইবনে হসাম্-উদ্দীন্-ইউয়জ্ খিল্জীর নাম আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মুদ্রার দৌলৎশাহ্ বিন্ মোদুদ্ ও তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ দৌলৎশাহ্-ই-বাল্কা একই ব্যক্তি। দৌলৎ শাহের মুদ্রা ৬২৭ হিজরায় (১২২৯ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল, এই জাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৬২৭ হিজরায় সুলতান শমস্-উদ্দীন্ অল্তমশ দ্বিতীয়বার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়া ছিলেন[১৪]। ৬২৮ হিজরায় মালিক্ ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ দৌলৎশাহ্-ই-বল্কা পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই বৎসরের (১২৩০ খৃষ্টাব্দে) রজব্ মাসে মালিক্ আলাউদ্দীন্ জানীকে লক্ষ্মণাবতীর অধিকার প্রদান করিয়া সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১৫]।

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে প্রদত্ত সুলতান শমস্-উদ্দীন্ অল্তমশের মালিক ও বংশধরগণের তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলাউদ্দীন্ জানী তুর্কীস্তানের শাহ্জাদা বা রাজপুত্র ছিলেন[১৬]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন অনুসারে তিনি তিন বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন[১৭]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে আলাউদ্দীন জানী পদচ্যুত হইয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে সৈফ্উদ্দীন্ ইব্ক্ য়গান্তৎ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[১৮]। কি অপরাধে কোন্ সময়ে আলাউদ্দীন্ জানী পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। আলাউদ্দীন্ জানীর পরে সৈফ্-উদ্দীন্ লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তা

(১০) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬১৭।
(১১) তদেব পৃঃ ৬২৬।
(১২) রিয়াজ্-উস-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭২।
(১৩) Initial Coinage of Bengal, pt, II, p. 31, No 13.
(১৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩।
(১৫) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬১৮-২৯।
(১৬) তদেব পৃঃ ৬২৬।
(১৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩।
(১৮) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩২।

নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বলপূর্ব্বক বঙ্গদেশে কতকগুলি হস্তী অধিকার করিয়া তাহা দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এইজন্য অলতমশ তাঁহাকে "য়গানতৎ" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন[১৯]। ৬৩১ হিজরায় লক্ষ্মণাবতীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[২০]। রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ অনুসারে সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্ তিন বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন এবং বিষ-প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[২১]। আলাউদ্দীন্ জানী ও সৈফ্-উদ্দীন্ ইবকের শাসনকাল সম্বন্ধে রিয়াজ্-উস্-সালাতীনের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ উক্ত গ্রন্থ অনুসারে আলাউদ্দীন্ জানী ও সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্ উভয়ে তিন বৎসর করিয়া ছয় বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন ; কিন্তু অলতমশ ৬২৮ হিজরার রজব মাসে আলাউদ্দীন্ জানীকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং ৬৩১ হিজরায় সৈফ্-উদ্দীন্ ইবকের মৃত্যু হইয়াছিল। এই বৎসরের মধ্যে যে দুই জন শাসনকর্ত্তার শাসনকাল আবদ্ধ, তাঁহারা কি প্রকারে প্রত্যেকে তিন বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিতে পারেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। লেন-পুল (Lane-Poole) ও রাইট (Wright) অনুমান করেন যে, আলাউদ্দীন্ জানী ৬২৭ হিজরায় লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া সেই বৎসরই পদচ্যুত হইয়া ছিলেন এবং সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্ ৬২৭ হইতে ৬৩১ হিজরা পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন[২২]। ৬২৮ হিজরার পূর্ব্বে যখন লক্ষ্মণাবতীতে বিদ্রোহ দমন হয় নাই তখন ৬২৭ হিজরায় আলাউদ্দীন্ জানীর লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োগ কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? সৈফ্-উদ্দীন্ ইবকের শাসন কালে ৬৩০ হিজরা (১২৩২ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতীতে একটি কূপের উপরিস্থিত মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল। গৌড়ে আবিষ্কৃত একখানি আরবী ভাষায় লিখিত শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়[২৩]। ইহাই বাঙ্গালাদেশের আবিষ্কৃত সর্ব্ব প্রাচীন আরবী শিলালিপি। ইহাতে সুলতান শমস্-উদ্দীন অলতমশের নাম এবং কৎলগ্খাঁ ইবক্ নামক একজন ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। ৬৩০ হিজরার পূর্ব্বে কৎলগ্খাঁ ইবক্ নামক ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার কথা কোনও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্ য়গানতৎের মৃত্যুর পরে মলিক্ ইজ্জুদ্দীন তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সৈফ্-উদ্দীন্

(১৯) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩২।

(২০) তদেব ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩২।

(২১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৭।

(২২) H. N. Wright Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, pt. II p. 130.

(২৩) Cunningham, Report of the Archaeological Survey of India Vol XV, p. 45, pl. XX ; Epigraphia Indo-Moslemica, 1911—12, pp, 5-7.

ইবক্ যখন জীবিত ছিলেন তখন তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ বিহার বা মগধের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুলতান শমস্-উদ্দীন্ অল্তমশের মৃত্যুর পরে লখ্নৌতী-লখ্নোরের অধিকারী ইবক্ বা আওর খাঁ নামক জনৈক তুর্কীর সহিত বসনকোট নামক দুর্গের অধিকার লইয়া তোগান্ খাঁর বিবাদ হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতী নগরের সীমামধ্যে আওর খাঁর সহিত তোগ্রল্ খাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে আওর খাঁ নিহত হইয়াছিল। ইহার পরে পশ্চিমে রাঢ়দেশে লখ্নোর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে বরেন্দ্রদেশে বসনকোট পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতী প্রদেশ তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর অধিকারে আসিয়াছিল। অল্তমশের পুত্র রুকন্-উদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরে অল্তমশের কন্যা সুলতানা রজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতানা রজিয়া তাঁহাকে একটি চন্দ্রাতপ ও কয়েকটি ধ্বজা প্রেরণ করিয়াছিলেন[২৪]। সুলতানা রজিয়ার নামে অংকিত মুদ্রায় সর্ব্বপ্রথমে লখ্নৌতী টাঁকশালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, এই মুদ্রা ৬৩৫ হিজরায় (১২৩৭ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল[২৫]।

সুলতানা রজিয়ার সিংহাসনচ্যুতির পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুঈজ্-উদ্দীন্ বহরাম্ শাহ্[২৬] ও তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন্ মসুদ্ শাহ্[২৭] দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান রাজশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর মন্ত্রী সিরিয়াবাসী বহা-উদ্দীন্ হিলাল্ তাঁহাকে আউধ, কড়া ও মাণিকপুর অধিকার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন[২৮]। ৬৪০ হিজরায়, (১২৪২ খৃষ্টাব্দে) তবকাৎ-ই-নাসিরী প্রণেতা মৌলানা মিন্হাজ্-উস্-সিরাজ্, আউধে তোগ্রল তোগান্ খাঁর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়াছিলেন[২৯]। প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর বা বর্ত্তমান বিহার নগরে আবিষ্কৃত একখানি আরবী শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৬৪০ হিজরায় (১২৪২ খৃষ্টাব্দে) তোগ্রল্ খাঁর শাসনকালে বিহারে একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই শিলালিপিতে কোষাধ্যক্ষ (অল্খাজন্) মবারক্ খাঁর নাম আছে, এবং ইহাতে তোগ্রল্, মুগীস্-উল-মুল্ক্-ওয়াস্-সালাতীন্

(২৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩৭।

(২৫) Initial Coinage of Bengal, pt. II. p. 32, No. 14; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. L. 188P, pt I, pp. 66-67.

(২৬) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৪৭ - ৪৯।

(২৭) তদেব পৃঃ ৬৬০-৬১।

(২৮) তদেব পৃঃ ৭৩৭।

(২৯) তদেব ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ৬৬৩।

আবুল্ ফতে তোগ্রল্ নামে অভিহিত হইয়াছেন[৩০]। স্বর্গীয় ডাক্তার থিয়োডোর ব্লক্ (Theodor Bloch) বলিতেন যে এই শিলালিপি ৬৪৬ হিজরায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা সম্ভব নহে, কারণ ৬৪৬ হিজরায় (১২৪৮ খৃষ্টাব্দে) তোগ্রল্ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন না।

৬৪১ হিজরায় জাজ্‌নগরের রাজা লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ উক্ত বৎসরের (১২৪৩ খৃষ্টাব্দের) শওয়াল্ মাসে জাজ্‌নগর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই অভিযানে মৌলানা মিন্‌হাজ্-উস-সিরাজ্ তোগ্রলের সহিত যাত্রা করিয়াছিলেন। জিল্‌কাদা মাসের ষষ্ঠ দিবসে শনিবারে জাজ্‌নগর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দুর্গে উপস্থিত হইয়া তোগ্রল্ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুসলমান সৈন্য দুইটি পরিখা পার হইযাছিল এবং স্বচ্ছন্দে জাজ্‌নগরের হিন্দুসেনার নিকট হইতে কটাসিন দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। মুসলমান পদাতিকসেনা যুদ্ধ জয় করিয়া যখন আহার করিতেছিল সেই অবসরে জাজ্‌নগরের হিন্দু সেনা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, জাজ্‌নগরের সৈন্যগণ বেত্রবনের আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া প্রথমে পাঁচটি হস্তী অধিকার করিয়াছিল এবং পরে তাহাদের বিশত পদাতিক ও পঞ্চাশৎজন অশ্বারোহী পশ্চাৎ হইতে মুসলমান সেনা আক্রমণ করায়, মুসলমানসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। জাজ্‌নগরে পরাজিত হইয়া তোগ্রল্ লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রী শর্ফ-উল্-মুল্‌ক আশারী ও কাজী জলাল্-উদ্দীন্ কাসানীকে বহু উপঢৌকনের সহিত দিল্লীতে প্রেরণ করিয়া আলাউদ্দীন্ মসুদ্ শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে আউধের শাসনকর্ত্তা কমর্-উদ্দীন্ তমুরখাঁ-ই-কিরাণ-হিন্দুস্থানের সেনা লইয়া জাজ্‌নগরের সহিত যুদ্ধ করিতে লক্ষ্মণাবতীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন[৩১]। ৬৪২ হিজরায় (১২৪৪ খৃষ্টাব্দে) জাজ্‌নগরের রাজা কটাসিন আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন[৩২]। উক্ত বৎসরের ১৩ই শওয়াল তারিখে জাজ্‌নগরের পদাতিক সেনা লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে জাজ্‌নগরের সেনা লখ্‌নোর আক্রমণ করিয়া সেই স্থানের শাসনকর্ত্তা ফখ্‌র-উল্-মুল্‌ক করীম্-উদ্দীন্ লাগ্রীকে পরাজিত করিয়াছিল এবং লখ্‌নোরের সমস্ত মুসলমান নিহত হইয়াছিল। জাজ্‌নগরের সেনা লক্ষ্মণাবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ সৈন্য লইয়া শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন[৩৩]। তোগ্রল্

(৩০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I. p 245.

(৩১) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৩৮—৩৯।

(৩২) তদেব পৃঃ ৬৬৫।

(৩৩) তদেব পৃঃ ৭৪৯।

সম্ভবতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কারণ তবকাৎ-ই-নাসিরীতে যুদ্ধের উল্লেখ নাই এবং জাজনগরের সেনা সম্ভবতঃ লক্ষ্মণাবতী অবরোধ করিয়াছিল। অবরোধের দ্বিতীয় দিনে কমর্-উদ্দীন্ তমুর খাঁর আগমনের সংবাদ পাইয়া জাজনগরের সেনা অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল[৩৪]। ৬৪২ হিজরায় (১২৪৪ খৃষ্টাব্দে) কলিঙ্গ নগরের গঙ্গবংশীয় প্রথম নরসিংহদেব জাজনগর বা উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন[৩৫]। তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের ১২১৭ শকাব্দে (১২৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শুভ্র গঙ্গাপ্রবাহ রোদনপরায়ণা রাঢ়া ও বরেন্দ্রীর যবনীগণের নয়নাঞ্জনধৌতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এবং প্রথম নৃসিংহদেবের অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্ময়ে নিস্তরঙ্গা হইয়া তৎকর্ত্তৃক যমুনায় পরিণত হইয়াছিল[৩৬]। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে কলিঙ্গরাজ নরসিংহ রাঢ়া ও বরেন্দ্রী আক্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম নরসিংহদেবের পিতা দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের রাজ্যকালে মুসলমান সেনা, সম্ভবতঃ সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জের অধীনে জাজনগর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিল। চাটেশ্বরে আবিষ্কৃত অনঙ্গভীমদেবের শিলালিপিতে কথিত আছে যে, অনঙ্গভীমদেবের মন্ত্রী বিষ্ণু বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদমূলে ভীমাতটে তুম্মাণ পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং যবনসমরে অস্ত্রসঞ্চালন করিয়া অসংখ্য শত্রুসেনা বিনাশ করিয়াছিলেন[৩৭]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে জাজনগরের

---

(৩৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ পৃঃ ৭৪৫।

(৩৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXXII, pt. I, 1903, p 120.

(৩৬ রাঢ়া-বরেন্দ্র-যবনী নয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভ-করণাদ্ভুতনিস্তরঙ্গা-গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ ॥
শ্লোক ৮৪।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old series, Vol. LXV. pt. 1896 p. 232.

(৩৭) বিন্ধ্যাদ্রেরধিসীমভীমতটিনীকুঞ্জে তটৈঃশ্ভোনিধে-
র্ব্বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুরসাবসাবিতি ভয়াচ্চেতাদিশঃ পশ্যতঃ।
সাম্রাজ্যং সপরিগ্রমেণ ন তথা বৈখানসানামিদং
বিশ্বং বিষ্ণুময়ং যথা পরিণতং তুম্মাণপৃথ্বীপতেঃ ॥
কণ্ঠোত্তংসিতসায়কস্য সুভটানেকাকিনো নিঘ্নতঃ
কিং ব্রূমো যবনাবনীন্দুসমরে তত্তস্য বীরব্রতং।
যস্যালোকনকৌতুকব্যসনিনাং ব্যোমাঙ্গনেনাকিনা
মর্ত্যৈর্নিমেষবৃত্তিভিরভূমেত্রৈর্মহানুৎসবঃ ॥—শ্লোক ১৪—১৫।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, পৃঃ ১৩৫—৩৬।

সেনাপতির নাম "সাবস্তর"[৩৮], ইহা সংস্কৃত "সামন্তরাজ" এবং উড়িয়া অপভ্রংশ "সান্ত্রা" শব্দের পারসিক অক্ষরে লিখিত আকার[৩৯]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে এই "সাবস্তর" জাজনগররাজের জামাতা ছিলেন[৪০]। চাটেশ্বরের শিলালিপিতে রাজমন্ত্রী বিষ্ণুর প্রশংসাসূচক শ্লোকাবলী দেখিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু অনুমান করেন যে, তবকাৎ-ই-নাসিরীর "সাবস্তর" ও জাজনগরের রাজমন্ত্রী বিষ্ণু ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় রাজগণ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের কন্যার সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্ভব নহে। এইজন্য বসুজ মহাশয়কে অনুমান করিতে হইয়াছে যে, রাঢ়া ও বরেন্দ্রে অভিযানের সময় অনঙ্গভীমদেবের পুত্র প্রথম নৃসিংহদেব বিষ্ণুর সহিত আসিয়াছিলেন এবং মিনহাজ্ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে জামাত্রা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন[৪২]। তোগ্রল্-তোগান্ খাঁ জাজনগর রাজ্যের সীমায় অবস্থিত যে কটাসিন দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা এখন কটাসিংহ নামে পরিচিত, ইহা মহানদীতীরে অবস্থিত[৪৩]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, কটাসিন কখন "রাইবণিয়াগড়" নামে পরিচিত এবং ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত[৪৪], কিন্তু তিনি এই উক্তির পক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। হিন্দুস্থানের সেনা লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হইলে মালিক তোগ্রল্-তোগান্ খাঁর সহিত মালিক্ তমুর খাঁর বিবাদ হইয়াছিল। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় দলে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং অবশেষে কয়েকজন ব্যক্তির অনুরোধে উভয় দল নিরস্ত হইয়াছিল। যুদ্ধান্তে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ সেনা নগরপ্রান্তে রাখিয়া একাকী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নগরদ্বারের সম্মুখে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর আবাস ছিল। তিনি সেই স্থানে একাকী অবস্থান করিতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া তমুর্ খাঁ, তোগান্ খাঁর আবাস আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ লক্ষ্মণাবতী নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মৌলানা মিনহাজ্-উস্-সিরাজ্‌কে তমুর খাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মিনহাজ্ কৃত সন্ধিতে স্থির হইয়াছিল যে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ লক্ষ্মণাবতীর অধিকার পরিত্যাগ করিবেন এবং তমুর্ খাঁ তাঁহাকে হস্তী, কোষাগার এবং অনুচরবর্গের সহিত বিনা বাধায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিবেন। লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া ৬৪৩ হিজরায় তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ দিল্লীতে

(৩৮) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৬৩।

(৩৯) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, পৃঃ ১৩২।

(৪০) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৬৩।

(৪১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXV, 1896, pt. I., p. 234.

(৪২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ, পৃঃ ১৩২—৩৩।

(৪৩) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৫৮৮, পাদটীকা।

(৪৪) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা, ষোড়শ ভাগ পৃঃ ১৩২, পাদটীকা ১।

পৌঁছিয়াছিলেন [৪৫]। তখন দিল্লীর মুসলমানসাম্রাজ্য এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর প্রতি তমুর্ খাঁর অত্যাচারের শাস্তিপ্রদান সম্রাট আলাউদ্দীন্ মসুদের ক্ষমতার অতীত ছিল। তোগান্ খাঁ লক্ষ্মণাবতী হইতে তাড়িত হইয়া আউধের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [৪৬]।

তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর সহিত কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ এবং জাজ্‌নগর বা কলিঙ্গের সেনা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী অবরোধের কথা এক তবকাৎ-ই-নাসিরী ব্যতীত মুসলমানরচিত অপর কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে নাই। বদাওনী, নিজাম্-উদ্দীন্ আহম্মদ্, গোলাম হোসেন সলিম প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর শাসনকালে তিব্বত ও চীনদেশের পথে আগত মোগলসেনা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজ্ তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি, তিনি তোগান্ খাঁর সহিত জাজ্‌নগরের সীমান্তে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লক্ষ্মণাবতী শাসন-কালের শেষভাগে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেন এবং অবশেষে তাঁহার সহিত দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সুতরাং অন্যান্য ঐতিহাসিকের উক্তি অপেক্ষা তাঁহার উক্তিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তবকাৎ-ই-নাসিরীতে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর শাসনকালে মোগলসেনা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণের কথা নাই। তারিখ্-ই-মবারক্‌শাহী রৌজৎ-উস্-সফা ও জবদৎ উৎ-তওয়ারিখে এই মোগল আক্রমণের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না [৪৭]। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে এই মোগল আক্রমণের কথা নাই [৪৮]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে কথিত আছে যে, ৬৪২ হিজরায় চঙ্গীজ্ খাঁর ত্রিংশৎ সহস্র মোগল সেনা উত্তরের পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিল। মালিক্ ইজ্জুদ্দীন্, সম্রাট আলাউদ্দীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি করাবেগ তমুর্ খাঁকে বহুসেনার সহিত লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, মোগলসেনা যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পরাজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিল। তবকাৎ-ই-আকবরীতে কথিত আছে যে, ৬৪২ হিজরায়, যে পথে বখ্‌তিয়ার তিব্বত ও চীনদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, মোগল সেনা সেই পথে লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়াছিল [৪৯]। সুলতান আলাউদ্দীন্ তৈমুর্ খাঁ এবং করাবেগকে ইজ্জুদ্দীন্ তোগানের সাহায্যের জন্য লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, মোগলসেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল [৫০]। বদাওনীর মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখে এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায় [৫১]। ফেরেশ্‌তা বলেন

(৪৫) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৪০—৪১।
(৪৬) তদেব পৃঃ ৭৪১।
(৪৭) তদেব পৃঃ ৬৬৫, পাদটীকা ৮।
(৪৮) Stewart's History of Bengal, pp. 61—62.
(৪৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৬।
(৫০) তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮৩।
(৫১) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৫।

যে, ৬৪২ হিজরায় চঙ্গীজ্ খাঁ ৩০০০০ হাজার মোগল সেনা সহ হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন[৫২]। এলফিন্‌ষ্টোনের (Elphinstone) ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এই কথা দেখিতে পাওয়া যায়[৫৩]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুবাদক মেজর র‍্যাভার্টি, বদাওনী, নিজাম্-উদ্দীন্ আহমদ্, গোলাম হোসেন সলিম ও ফেরেশ্‌তার ভুল স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে তবকাৎ-ই-নাসিরীর কোনও পুঁথিতে জাজ্‌নগর স্থানে তুবকর খাঁ লিখিত হইয়াছিল এবং যে সমস্ত মুসলমান ঐতিহাসিক সমস্যা পূরণের চেষ্টা না করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা "তুবকর খাঁকে" শুদ্ধ করিয়া "চঙ্গীজ্ খাঁতে" পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে ৬৪২ হিজরায় মোগল সেনা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[৫৪]। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে মালিক্ কমর্-উদ্দীন তমুর্ খাঁ-ই-কিরাণ্ বিদ্রোহী ছিলেন। তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ যখন দিল্লীতে তখন তিনি একাকী মানিশ নামক স্থানে আসিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে লক্ষ্মণাবতীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তমুর্ খাঁ মাত্র দুই বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন। যে রাত্রিতে আউধে তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল সেই রাত্রিতেই লক্ষ্মণাবতীতে কমর্-উদ্দীন্ তমুর্ খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল[৫৫]। তমুর্ খাঁর পত্নী লক্ষ্মণাবতীর ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সৈফ্-উদ্দীন্ ইবক্ য়ুগান্‌ততের কন্যা, তিনি তমুর্ খাঁর শব লক্ষ্মণাবতী হইতে আউধে লইয়া গিয়া তথায় সমাহিত করিয়াছিলেন[৫৫]। কথিত আছে যে, ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে বীরভূমির পশ্চিম দিকস্থিত পার্ব্বত্যজাতি (সাঁওতাল জাতি) বীরভূমির রাজধানী নাগর নগর লুণ্ঠন করিয়াছিল[৫৬]। এই সময়ে রামচন্দ্র কবি ভারতীর আবির্ভাব হইয়াছিল। রামচন্দ্র বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তঃপাতী বীরাবতী নগরের অধিবাসী এবং কাত্যায়ন গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করায় আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া রামচন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে পরাক্রমবাহু সিংহলের রাজা ছিলেন। রামচন্দ্র "ভক্তিশতক", "বৃত্তমালা" ও কেদার ভট্ট প্রণীত "বৃত্তরত্নাকর" নামক গ্রন্থের "বৃত্তরত্নাকর পঞ্জিকা" নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন[৫৭]। ৬৪৪ হিজরায় (১২৪৬ খৃষ্টাব্দে) মালিক্ কমর্-উদ্দীন্ তমুর্ খাঁ-ই-কিরাণের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে তমুর্ খাঁ দশবৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন

---

(৫২) তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা, পৃঃ ৫৩।

(৫৩) Elphinstone's History of India, 7th edition, p. 377.

(৫৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৬৫, পাদটীকা ৮।

(৫৫) তদেব পৃঃ ৭৪৪।

(৫৬) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০।

(৫৭) Journal of the Buddhist Text Society. Vol. I. pt. II. *1893, pp. 21-43.*

করিয়াছিলেন[৫৮]। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি দুই বৎসরের অধিক বা অনধিক-কাল লক্ষ্মণাবতীতে ছিলেন।

যে বৎসর তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ ও কমর্-উদ্দীন্ তমর্ খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল সেই বৎসরই সুলতান আলাউদ্দীন্ মসূদ্ শাহ্ পদচ্যুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার খুল্লতাত, সুলতান শমস্-উদ্দীন্ অল্তমশের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দীন্ মহ্মূদ্ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন[৫৯]। কমর্-উদ্দীন্ তমর্ খাঁর মৃত্যুর পরে মালিক্ ইখ্-তিয়ার-উদ্দীন্ য়ুজ্বক্ তোগ্রল্ খাঁ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। য়ুজ্বক্, আলাউদ্দীন্ মসূদ্‌শাহের রাজ্যকালে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং বন্দী হইয়াছিলেন[৬০]। লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে য়ুজ্বক্ আউধের শাসনকর্ত্তা ছিলেন[৬১]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্ য়ুজ্বকের নাম নাই[৬২]। য়ুজ্বকের শাসনকালে কলিঙ্গরাজের সহিত পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর সময়ে কলিঙ্গরাজের যে সেনাপতি লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি য়ুজ্বকের সহিত যুদ্ধে বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াও পরাজিত হইলেন। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধেও কলিঙ্গরাজের সেনা পরাজিত হইল। তৃতীয় বারের যুদ্ধে য়ুজ্বক্ পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার একটি বহুমূল্য শ্বেতহস্তী কলিঙ্গরাজের সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। পরাজিত হইয়া তোগ্রল্ দিল্লীতে সম্রাটের সমীপে সাহায্যের জন্য আবেদন করিলেন। ইহার পরে (সম্ভবতঃ দিল্লীর সেনা সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলে) য়ুজ্বক্ উমর্দ্দন (? জাজ্‌নগর) রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং গোপনে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা (সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়া) রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পরিবার ও অনুচরবর্গ [সহ] সমস্ত হস্তী ও ধনরত্ন মুসলমানগণের হস্তগত হইল[৬৩]।

জাজ্‌নগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া য়ুজ্বক্ অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন এবং রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত এই তিন বর্ণের চন্দ্রাতপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পরে য়ুজ্বক্, লক্ষ্মণাবতী হইতে আউধ আক্রমণ করিয়া উক্ত প্রদেশের রাজধানী অধিকার করিলেন এবং সুলতান মুগীস্-উদ্দীন্ উপাধি গ্রহণ করিলেন। আউধে একপক্ষকাল বাস করিয়া সুলতান মুগীস্-উদ্দীন সম্রাটের সেনাদলভুক্ত জনৈক তুর্কী আমীরের নিকট শুনিতে পাইলেন যে,

---

(৫৮) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৭।
(৫৯) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৬৬৯—৬৭৫।
(৬০) তদেব পৃঃ ৭৬২।
(৬১) তদেব
(৬২ রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৬—৭৭।
(৬৩) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৬৩।

সম্রাটের সেনা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মুগীস্-উদ্দীন ভীত হইয়া নৌকারোহণে লক্ষ্মণাবতীতে পলায়ন করিলেন। য়ুজ্‌বক্ স্বাধীনতা অবলম্বন করায় ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া য়ুজ্‌বক্ কামরূপ আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং সসৈন্য বেগমতী বা করতোয়া নদী পার হইলেন। তদানীন্তন কামরূপ-রাজের তেমন সেনাবল ছিল না, তিনি মুসলমান সেনার গতিরোধ করিতে পারিবেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। য়ুজ্‌বক্ কামরূপ বিজয় করিয়া বহু ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন। কামরূপ নগর অধিকৃত হইলে কামরূপরাজ দূতমুখে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির মূল্যস্বরূপ প্রতি বৎসর সুবর্ণ ও হস্তী প্রদান করিতে, য়ুজ্‌বকের নামে খোৎবা পাঠ করাইতে এবং মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। য়ুজবক্ কামরূপরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরে কামরূপরাজের আদেশে তদ্দেশীয়গণ কামরূপ রাজ্যের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইল। কামরূপ প্রচুর শস্যশালী দেখিয়া য়ুজ্‌বক্ তাঁহার সেনার জন্য খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করেন নাই দেশের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রীত হইলে, কামরূপরাজের আদেশে তাঁহার প্রজাবর্গ পয়ঃপ্রণালীসমূহের মুখ খুলিয়া দিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ভূমি জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিল। মুসলমান সেনার দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া মুসলমান সেনানায়কগণ লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন, কারণ কামরূপে অবস্থান করিলে অনশনে প্রাণত্যাগ ব্যতীত অপর কোন উপায় ছিল না। প্রত্যাবর্ত্তনের পথ জলমগ্ন হইয়াছিল এবং কামরূপের হিন্দুসেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। কয়েক দিনের পথ অগ্রসর হইয়া তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে হিন্দুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। পর্ব্বতমালার মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে য়ুজ্ বক্ শরাঘাতে আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, য়ুজ্‌বক্ কামরূপরাজের নিকট নীত হইলে তিনি কামরূপরাজের নিকট পুত্র দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং পুত্র আনীত হইলে সুলতান মুগীস্-উদ্দীন য়ুজ্‌বক্ পুত্রের মুখের উপরে মুখ রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন[৬৪]। য়ুজ্‌বক্ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও প্রথমে বাঙ্গালার মুদ্রায় সম্রাটের নামের সহিত নিজনাম উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন[৬৫]। ইহার পরে কেবল তাঁহার নামই বাঙ্গালার মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়[৬৬]। য়ুজ্‌বক্ বাঙ্গালার মুসলমান রাজ্য দক্ষিণে নবদ্বীপ ও উত্তরে বর্দ্ধনকোট পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এই বিজয়কাহিনী স্মরণার্থ,

(৬৪) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৬৩—৬৬।

(৬৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Voll. II. pt. I, p. 33. No. 140.

(৬৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. L, 1881, pt. I, p, 61 ; No. 11-12,

বিজিত স্থানদ্বয়ের নাম সম্বলিত নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৬৭]। ৬৪৭ হিজরায় (১২৪৯ খৃষ্টাব্দে) য়ূজ্‌বকের শাসনকালে উৎকীর্ণ একখানি আরবী শিলালিপি গৌড়ের নিকট পিছ্‌লি গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই, তবে ইহাতে সুলতান শমস্‌ অল্‌তমশ সুলতান নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহ্‌মুদ শাহ্‌ ও মসুদ্‌ শাহ্‌ জানীর নাম এবং ৬৪৭ হিজরার তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়[৬৮]।

য়ূজ্‌বক্‌ নিহত হইলে ৬৫৬ হিজরায় (১২৫৮ খৃষ্টাব্দে) জলাল-উদ্দীন্‌ মসুদ্‌ জানী লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৬৯]। ৬৫৫ হিজরায় (১২৫৭ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতীতে মুদ্রাঙ্কিত সুলতান নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহ্‌মুদ্‌ শাহের রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৭০]। সুতরাং য়ূজ্‌বকের মৃত্যুর পরে এবং জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মসুদ্‌ জানীর পূর্ব্বে সম্রাট নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহ্‌মুদের অধীন লক্ষ্মণাবতীর আর একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনিই ৬৫৫ হিজরায় সম্রাটের নামে লক্ষ্মণাবতীতে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মসুদ্‌ জানী এক বৎসরের অধিক লক্ষ্মণাবতী শাসন করেন নাই। ৬৫৭ হিজরায় লক্ষ্মণাবতী হইতে দুইটি হস্তী ও কিঞ্চিৎ ধন দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিল[৭১]। ৬৫৭ হিজরার পূর্ব্বে জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মসুদ্‌ জানী পদচ্যুত হইয়াছিলেন। কারণ উক্তবর্ষে মালিক্‌ তাজ্‌-উদ্দীন্‌ আর্সলান্‌ খাঁ যখন লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন ইজ্জুদ্দীন্‌ বল্‌বন য়ূজ্‌বকী লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা[৭২]। ৬৫৭ হিজরায় (১২৫৮ খৃষ্টাব্দে) তাজ্‌-উদ্দীন্‌ আর্সলান্‌ খাঁ কড়ার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্তবর্ষে আর্সলান্‌ খাঁ মালব ও কালঞ্জর আক্রমণ করিবার ছলে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইজ্জুদ্দীন্‌ বল্‌বন্‌ লক্ষ্মণাবতী নগর অরক্ষিত রাখিয়া পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর্সলান্‌ খাঁ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিলে নগরের অধিবাসিগণ তিনদিন নগররক্ষার্থ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তিনদিন পর আর্সলান্‌ খাঁ নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। আর্সলান্‌ খাঁ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া ইজ্জুদ্দীন্‌ বল্‌বন্‌ ফিরিয়া আসিলেন। আর্সলান্‌ খাঁর সহিত যুদ্ধে বল্‌বন্‌ পরাজিত ও নিহত

---

(৬৭) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol II, pt. II p. 146, No. 6.

(৬৮) Cunningham, Reports of the Archaeological Survey of India, Vol. XV, p. 45, pt. XXI.

(৬৯) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭১২।

(৭০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. 1. p. 32, No. 138.

(৭১) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭১৩।

(৭২) তদেব পৃঃ ৭৬৯।

হইয়াছিলেন[৭৩]। আর্সলান্ খাঁ কিয়ৎকাল লক্ষ্মণাবতীর অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন[৭৪]।

এইস্থানে তবকাৎ-ই-নাসিরী শেষ হইয়াছে, মুগীস্-উদ্দীন্ তোগ্রলের পরে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তৃগণের বিবরণ তবকাৎ-ই-নাসিরীতে বিশদভাবে সংকলিত হয় নাই। জলাল্-উদ্দীন্ মসুদ্ জানী ইজ্জুদ্দীন্ বল্‌বন্‌ও তাজ্-উদ্দীন্ আর্সলান্ খাঁর নাম স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে আর্সলান্ খাঁর পুত্র তাতার খাঁ লক্ষ্মণাবতীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৭৫]। কথিত আছে যে তিনি সুলতান্ নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ৬৬৪ হিজরায় (১২৫৯ খৃষ্টাব্দে) নাসির্-উদ্দীন মহমুদের মৃত্যুর পরে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্‌বন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাতার খাঁ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া ত্রিষষ্টিসংখ্যক হস্তী প্রেরণ করিয়াছিলেন। বল্‌বন্ হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন[৭৬]। কোন সময়ে কি প্রকারে তাতার খাঁর অধিকার লোপ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তাতার খাঁর পরে শের খাঁ[৭৭] ও আমিন্ খাঁ[৭৮] নামক লক্ষ্মণাবতীর দুইজন শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদিগের শাসনকালের তারিখ বা কোনও ঘটনা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই। ব্লথ্‌ম্যানের মতানুসারে, তোগ্রল্ নামক আমিন্ খাঁর জনৈক কর্ম্মচারী লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তোগ্রল্ সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্‌বন্ পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া আমিন্ খাঁকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত করেন[৭৯]। পরে তোগ্রল্ মুগীস্-উদ্দীন্ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন[৮০]। তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী প্রণেতা জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণীর পিতামহ বল্‌বনের সহিত তোগ্রলের বিদ্রোহ দমনে লক্ষ্মণাবতী গমন করিয়াছিলেন[৮১]। বার্ণীর গ্রন্থে, তোগ্রল্ ও লক্ষ্মণাবতীতে তাঁহার বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে বিবরণ সংকলিত হইয়াছে তাহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। বার্ণীর

(৭৩) তবকাৎ-ই-নাসিরী, পৃঃ ৭৬৯-৭০।

(৭৪ কোনও গ্রন্থানুসারে আর্সলান্ খাঁ ৬৫৯ হিজরা = ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন। —Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 130.

(৭৫) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৭৮।

(৭৬ Elliot's History of India, Vol. III. p. 103.

(৭৭) মক্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৮৬।

(৭৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series; Vol. XLIII, 1874, pt I p. 287.

(৭৯) মক্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথমভাগ, পৃঃ ১৮৬।

(৮০) Elliot's History of India, Vol. III. p. 113.

(৮১) Ibid p. 115.

গ্রন্থে আমিন্ খাঁর অধীনে তোগ্রলের কার্য্য স্বীকার এবং তোগ্রল্ কর্ত্তৃক আমিন্ খাঁর পরাজয়ের কথা নাই।

বার্ণী প্রণীত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তোগ্রল্ (সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বন্ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৮২]। বার্ণীর গ্রন্থে কোন তারিখ নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৬৭৮ হিজরায় (১২৭৯ খৃষ্টাব্দে তোগ্রল্ জাজ্নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন[৮৩]। সুতরাং ৬৭৮ হিজরার পূর্ব্বে তোগ্রল্ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তোগ্রল্ কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কামরূপের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ৬৭৮ হিজরায় তোগ্রল্ লক্ষ্মণাবতী হইতে জাজ্নগর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশের রাজাকে পরাজিত করিয়া বহু হস্তী ও ধনরত্ন অধিকার করিয়াছিলেন[৮৪]। ইহার পরে কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে তোগ্রল্ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মুগীস্-উদ্দীন্ উপাধিগ্রহণ করেন। বার্ণীর গ্রন্থানুসারে, বল্বনের পঞ্চদশ বা ষোড়শ রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতী প্রদেশ শান্ত ছিল সুতবাং ৬৭৯-৮০ হিজরা অর্থাৎ ১৩৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের পরে তোগ্রল্ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন[৮৫]। এই সময়ে মধ্য-এসিয়ার মরুবাসী মোঙ্গোলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বন্কে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র মুলতানে বাস করিতেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও মোগলদিগের ভারতবর্ষে আক্রমণে বাধা প্রধানের জন্য পঞ্জাবে বাস করিতেন। সম্রাট গিয়াস-উদ্দীন্ বল্বন তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং মোগল আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া তিনি অথবা তাঁহার পুত্রগণ কখনই লক্ষ্মণাবতীতে আসিতে পারিবেন না। তোগ্রল্কে এই সকল কথা জানাইয়া কুমন্ত্রিগণ তাঁহাকে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছিল এবং তদনুসারে তোগ্রল্ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তোগ্রল্ স্বনামে খোৎবা প্রচার ও মুদ্রা প্রচলন আরম্ভ করিলেন। তোগ্রলের বিদ্রোহ সংবাদ শুনিয়া সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বন্ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ক্রীতদাসগণের মধ্যে তোগ্রল্ অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। জাজ্নগরের যুদ্ধে তোগ্রল্ যে সকল হস্তী বা ধনরত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি দিল্লীতে প্রেরণ করেন নাই[৮৬]। সেই অর্থের দ্বারা তিনি লক্ষ্মণাবতী নগরের অধিবাসিগণকে এবং সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। বল্বন্ তোগ্রলের বিরুদ্ধে আমীর খাঁ আত্রু তগীন্ নামক তাঁহার একজন বৃদ্ধ ক্রীতদাসকে প্রেরণ করিয়া-

(৮২) Elliot's History of India, Vol. III, p. 112.

(৮৪) Ibid, p. 113.

(৮৫) Ibid, p 112.

(৮৬) Ibid, p. 113.

ছিলেন[৮৭]। আমীর খাঁর সহিত তমর খাঁ ও মালিক তাজ্-উদ্দীন্ নামক সেনানায়কদ্বয়ও লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন[৮৮]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে জমাল্-উদ্দীন্ কন্দাহারী নামধেয় অপর একজন সেনাপতিকেও ইহাদিগের সহিত পাঠাইয়াছিলেন[৮৯]। আমীর খাঁ সসৈন্য সরযু নদী পার হইলে তোগ্রল্ বহু সেনা ও হস্তীর সহিত তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। তোগ্রল্ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেশবাসিগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং উৎকোচ দ্বারা সম্রাটের সেনাদলের বহু ব্যক্তিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে আমীর খাঁ পরাজিত হইলে দিল্লীর সম্রাটের সেনা পলায়ন করিল এবং হিন্দুদিগের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করিল। পরাজিত সেনাদলের মধ্যে অনেকে তোগ্রলের দলভুক্ত হইল। বল্বন্ পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং আউধের নগরদ্বারে আমীর খাঁকে উদ্বন্ধনে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন[৯০]। পর বৎসর আর একজন সেনাপতি তোগ্রলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার সেনাদলের অনেকে অর্থলোভে তোগ্রলের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং তিনি তোগ্রল্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন[৯১]।

দ্বিতীয় সেনাদলের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তোগ্রল্কে দমন করিবার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মণাবতীতে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। সম্রাটের আদেশে গঙ্গায় ও যমুনায় বহু নৌকা সংগৃহীত হইল এবং তিনি তাঁহার পুত্র বগ্ড়া খাঁর অধিকারে মৃগয়ার জন্য গমন করিলেন[৯২]। মালিক্ সুঙ্গ সর্জান্দার বগ্ড়াখাঁর অধিকারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন[৯৩]। বগ্ড়া খাঁ তাহার সেনার সহিত সম্রাটের পশ্চাতে লক্ষ্মণাবতী যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। বল্বন্ দিল্লীর কোৎ-ওয়ালকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া লক্ষ্মণাবতী যাত্রা করিলেন। আউধে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্ দুইলক্ষ নূতন সেনা সংগ্রহ করিলেন এবং বহু লোক একত্র করিয়া সরযু পার হইলেন। বল্বন্ বর্ষাকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন সেইজন্য পথে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। সম্রাটের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তোগ্রল্ আত্মীয় স্বজন ও ধনরত্নের সহিত লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বহু হস্তী ও সেনা গমন করিয়াছিল। বলবন্ যখন লক্ষ্মণাবতী হইতে ত্রিশ বা চল্লিশ ক্রোশ দূরে আছেন তখন তোগ্রল্ জাজ্নগর অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

(৮৭) Elliot's History of India, Vol. III, p. 114.
(৮৮) Ibid.
(৮৯) রিয়াজ-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮০।
(৯০) Elliot's History of India, Vol. III, p. 114.
(৯১) Ibid.
(৯২) Ibid, p. 115.
(৯৩) Ibid.

তোগ্রল্ তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, সম্রাট অধিকদিন লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থান করিতে পারিবেন না। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তোগ্রল্ জাজ্‌নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া যাইবেন, কারণ সম্রাটের কোনও সেনাপতি তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। লক্ষ্মণাবতীতে উপস্থিত হইয়া বল্‌বন্ বার্ণীর মাতামহ, সিপাহ্‌শালার হুসাম্-উদ্দীন্‌কে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং নগরে দুই একদিন অপেক্ষা করিয়া জাজ্‌নগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া সম্রাট অল্প সময়ের মধ্যে সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৯৪]। তোগ্রল্ জাজ্‌নগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিতে গিয়া বল্‌বন্ কিরূপে সুবর্ণগ্রামে পেঁছিলেন তাহা একটি ঐতিহাসিক সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া বার্ণী-রচিত তারিখ্-ই-ফিরাজ্‌শাহী অনুবাদক সার হেনরী ইলিয়ট (Sir Henry Elliot) বলেন যে, জাজ্‌নগর ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান নাম ত্রিপুরা[৯৫]। ত্রিপুরার প্রাচীন নাম যে জাজ্‌নগর, তাহা অপর কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বল্‌বন্ তোগ্রলের সন্ধানে জাজ্‌নগরে না গিয়া সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিকে দ্বিতীয় জাজ্‌নগরে[র]ও অস্তিত্ব কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। যে উদ্দেশ্যে বল্‌বন্ সুবর্ণগ্রামে গিয়াছিলেন, তাহা বার্ণীর গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে। পরাজিত হইতে [হইলে] তোগ্রল্ যাহাতে জলপথে পলায়ন করিতে না পারেন, সেইজন্য দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের জলপথ সমূহের অধীশ্বরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে বল্‌বন্ সুবর্ণগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের রাজা তখন স্বাধীন, দূত প্রেরণ করিলে তিনি আদেশ গ্রাহ্য না করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া বল্‌বন্ সসৈন্য সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের অধীশ্বর দনুজরায় জলপথে তোগ্রলের পলায়ন নিবারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন[৯৬]। বল্‌বন্ এইস্থান হইতে আজ্‌নগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বার্ণীর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাটের সেনা সপ্ততিক্রোশ অতিক্রম করিয়া জাজ্‌নগরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল[৯৭]। সুবর্ণগ্রাম হইতে জাজ্‌নগরের সীমা বহুদূরে অবস্থিত, এইজন্য কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে বল্‌বন্ সুবর্ণগ্রাম হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরায় গমন করিয়াছিলেন এবং জাজ্‌নগর ত্রিপুরার প্রাচীন নাম। সুবর্ণগ্রাম হইতে ত্রিপুরায় যাইতে হইলে বহু নদনদী অতিক্রম করিতে হয়। বার্ণীর গ্রন্থে এই নদীবহুল জলপথের উল্লেখ নাই।

(৯৪) Elliot's History of India, pp. 115-16.

(৯৫) Ibid, pp. 112-13, Note 2

(৯৬) Ibid, p, 116.

(৯৭) Ibid, p. 117.

তখনও কীর্ত্তিনাশা বিক্রমপুর ধ্বংস করে নাই। বল্‌বন্‌ সম্ভবতঃ গঙ্গা বা পদ্মার দক্ষিণ তীর অবলম্বন করিয়া সুবর্ণগ্রামের নিকটে অথবা পরপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেইস্থানেই সুবর্ণগ্রামের অধীশ্বর দনুজরায়, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দনুজরায়কে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া বল্‌বন্‌ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া জাজ্‌নগরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের সেনা কোন স্থান হইতে সপ্তবিক্রোশ চলিয়া জাজ্‌নগরের সান্নিধ্যে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বার্ণীর গ্রন্থে তাহা স্পষ্ট লিখিত নাই সুতরাং বল্‌বন্‌ যে সুবর্ণগ্রাম হইতে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া সপ্ততিক্রোশ দূরে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, ইহা কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। জাজ্‌নগরের সীমায় উপস্থিত হইয়া তোগ্রলের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, কারণ তিনি অন্য পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। বল্‌বন্‌ মালিক্‌ বারবক্‌-বেক্‌তরস্‌কে সাত আট সহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত অগ্রে প্রেরণ করিলেন, বেক্‌তরসের সেনার চরগণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল[৯৮]। একদিন কোলের অধিপতি মহম্মদ্‌ শেরান্দাজ্‌[৯৯] ও তাঁহার ভ্রাতা মালিক্‌ মকদ্দর্‌ শিবির হইতে দশ বার ক্রোশ দূরে একদল বণিকের সাক্ষাৎ পাইলেন। ইহারা ভয়ে শেরান্দাজ্‌কে তোগ্রলের সন্ধান প্রদান করিল, তোগ্রল তখন দেড়ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিয়া আছেন এবং পরদিন জাজ্‌নগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শেরান্দাজ্‌ দুইজন বণিককে মালিক্‌ বারবক্‌ বেক্‌তরসের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে শীঘ্র অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং তোগ্রলের শিবির আক্রমণ করিলেন। তোগ্রলের সেনা তখন বিশ্রাম করিতেছিল, তোগ্রল আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। তোগ্রলের সেনা শেরান্দাজের মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে আক্রমণ করিলে মালিক্‌ বারবকের সেনা আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিল[১০০]।

তোগ্রল্‌ নিহত হইলে সুলতান লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তোগ্রলের পুত্র, জামাতা, অমাত্য ও অনুচরবর্গকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন[১০১]। বল্‌বন্‌, কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন বগ্‌ড়া খাঁকে, লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে তোগ্রলের ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়া, চন্দ্রাতপ প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহার করিতে অনুমতি দিলেন[১০২]। বল্‌বন্‌ স্বয়ং লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিকারী বা এক্তাদার নিযুক্ত করিয়া কিছুকাল পরে

---

(৯৮) Elliot's History of India, p. 117 ; রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন, অনুসারে নাম মালিক্‌ বারবক্‌ বরস্‌ ও ফেরেশ্‌তা অনুসারে বারবক্‌ বরলস্‌।

(৯৯) রিয়াজ্‌ উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে ইঁহার নাম তীরন্দাজ্‌—রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮১।

(১০০) রিয়াজ্‌-উজ্‌-সালাতীন্‌, পৃঃ ৮২—৮৩। Elliot's History India, Vol. III, pp. 117-18

(১০১) Ibid, p. 119.

(১০২) Ibid, p. 120.

দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন[১০৩]। দিল্লীতে দিল্লীর যে সমস্ত অধিবাসী তোগ্রলকে সাহায্য করিয়াছিল অথবা তাহার সহিত যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন[১০৪]। বিদ্রোহের এই ভীষণ দন্ড দেখিয়া লক্ষ্মণাবতীতে বহুদিন কেহ বিদ্রোহী হয় নাই। তোগ্রলের মৃত্যুর পূর্ব্বে লক্ষ্মণাবতী বিদ্রোহীপুরী "বলগকপুর" নামে অভিহিত হইত[১০৫]। ৬৮১ হিজরায় (১২৮২ খৃষ্টাব্দে) তোগ্রল নিহত হইয়াছিল[১০৬]।

(১০৩) Ibid, p. 121.

(১০৪) Ibid, p. 122. দিল্লীর কাজীর অনুরোধে ইহাদিগের অধিকাংশ মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

(১০৫) Elliot's History of India, Vol. IV. p. 112.

(১০৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p, 287.

পরিশিষ্ট (খ)

তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর সহিত জাজ্‌নগর রাজের যুদ্ধ

চাটেশ্বরের শিলালিপি অনুসারে গঙ্গবংশীয় দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের সময়ে মুসলমানগণের সহিত রাজমন্ত্রী বিষ্ণুর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং কেন্দুয়াপাটনার আবিষ্কৃত দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রশাসন অনুসারে অনঙ্গভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্যকালে উড়িষ্যার সৈন্য রাঢ়া ও বরেন্দ্রী আক্রমণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের রাজ্যকালের শেষভাগে, বোধ হয় গঙ্গবংশীয় রাজগণের সহিত গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গণনা অনুসারে ১১৬০ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গভীমদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রথম নরসিংহদেবের রাজ্যের ষষ্ঠবর্ষে (৬৪১ হিজরা, ১২৪৪ খৃষ্টাব্দ) মালিক্ তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ জাজ্‌নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরবর্ষে জাজ্‌নগরের রাজা অর্থাৎ নরসিংহদেবের সামন্ত রাঢ় জয় করিয়া বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কেন্দুয়াপাটনার তাম্রশাসন প্রকাশকালে বলিয়াছিলেন যে, চাটেশ্বরের শিলালিপিতে উল্লিখিত "তুম্‌ঘান্ পৃথ্বীপতি" মালিক্ তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর নাম। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে চাটেশ্বরের শিলালিপি প্রকাশকালে বসুজ মহাশয় দেখিয়াছিলেন যে, চাটেশ্বরে প্রস্তরফলকে "তুম্‌ঘান্" শব্দ নাই, চতুর্দ্দশ পংক্তিতে "তুম্মাণ" লিখিত আছে। তথাপি বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন, "আলোচ্য শিলাফলকের ১৪শ শ্লোকে 'তুম্মাণ-পৃথ্বীপতি'র উল্লেখ আছে, ইনি গৌড়েতিহাস প্রসিদ্ধ তুগ্রিল্-ই-তুঘান্ খান্। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদে চাটেশ্বরের শিলালিপি প্রকাশ হইবার ছয় বৎসর পূর্ব্বে "তুম্মাণ" শব্দ সম্বন্ধে এবং তাহার উক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা বোধ হয় অদ্যাবধি বসুজ মহাশয়ের নয়নগোচর হয় নাই। "তুম্মাম" ["তুম্মাণ"] শব্দ মধ্যপ্রদেশের রত্নপুরের চেদীবংশীয় রাজগণের শিলালিপি সমূহে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে :—

১। জাজল্লদেবের শিলালিপি—কলচুরিচেদী অব্দ ৮৬৬ (১১১৪ খৃষ্টাব্দ)

রাজধানী স তুম্মাণঃ পূর্ব্বজৈঃ কৃত ইত্যতঃ।
তত্রস্থোঽহরিক্ষয়ং কুর্ব্বন্বর্দ্ধয়ামাস স শ্রিয়ম্॥

—৭ম শ্লোক। Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 34-35.

২। মলহরে আবিষ্কৃত জাজল্লদেবের শিলালিপি—কলচুরিচেদী অব্দ ৯১৯ (১১৬৭ – ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে)।

তুম্মাণে চেদী কুলাবলম্বনবসুধামগ্রেসরো ভূভুজাং
দোর্দ্দণ্ডদ্বয়দর্পখণ্ডিতরিপুর্জাজল্লদেবোঽভবৎ।

তুম্মণাধিপতীর্জামলকুলপ্রদ্যোতদীপোপম ঃ
সৎক্ষাত্রৈকনিধিঃ প্রতাপতরণিঃ সৌর্য্যার্জ্জিত শ্রীর্নৃপঃ ॥
৬ষ্ঠ শ্লোক। Ibid, pp. 40-41.

৩। পৃথ্বীদেবের শিলালিপি—বিক্রমাব্দ ১২৪৭ (১১৯০ খৃষ্টাব্দ)
বাঃ……………গেগাঁবিন্দচ্ছেদি মণ্ডলাৎ।
কৃতা কলাক্রমেণাসৌ দেশান্ তুম্মাণমাগতঃ ॥
—৮ম শ্লোক। Ibid, p. 47.

ভরসা করি ইহার পরে আর কোনও ঐতিহাসিক তুম্মান নগরী মালিক্ তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর নাম মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না।

তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর পূর্ব্বে গৌড়ের আর একজন শাসনকর্ত্তা বা রাজা জাজ্নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জ্ ৬০৮ হইতে ৬২২ হিজরার মধ্যে জাজ্নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে প্রথম নৃসিংহদেবের পিতা তৃতীয় অনঙ্গ-ভীমদেব ১২১১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার অভিষেকের অতি অল্পকাল পরে মুসলমানগণ জাজ্নগর আক্রমণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজমন্ত্রী বিষ্ণুর সহিত গিয়াস্-উদ্দীন্ ইউয়জের যুদ্ধ হইয়াছিল।

মালিক্ ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ য়ুজ্বক্ তিনবার জাজ্নগরের সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুইবার পরাজিত হইয়া তৃতীয়বারের যুদ্ধে জাজ্নগরের সেনাপতি য়ুজ্বক্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। চতুর্থবারে য়ুজ্বক্ জাজ্নগর আক্রমণ করিয়া রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-নাসিরী অনুসারে এই রাজধানীর নাম, "উমর্দ্দন", "উর্মর্দ্দন", "অজমর্দ্দন"। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মতানুসারে এই রাজধানী বর্ত্তমান মন্দারণ। কিন্তু মন্দারণ কোনও সময়ে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া সম্ভব বোধ হয় না।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে তবকৎ-ই-নাসিরীতে জাজ্নগর শব্দ উড়িষ্যার নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। "প্রেমকলা" নাম্নী একখানি ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থে জাজ্নগর শব্দ বর্ত্তমান জাজ্পুরের নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহীতে যে জাজ্নগরের উল্লেখ আছে, তাহা যে ত্রিপুরা হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী গ্রন্থে সুলতান ফিরোজ্ শাহের জাজ্নগর অভিযানের বিবরণে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আফিফের তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী অনুসারে, ফিরোজ্-শাহ কড়ায় অভিযানের দ্রব্যাদি রাখিয়া বিহার প্রদেশের মধ্য দিয়া, জাজ্নগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। আফিফের গ্রন্থ অনুসারে জাজ্নগরের প্রাচীন রাজধানীর নাম বনারসী এবং জাজ্নগরের তৎকালীন রাজার নাম

"অদায়"। "অদায়" নামে উড়িষ্যার গঙ্গবংশের কোন রাজা নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মতানুসারে জাজনগর অধিকার করিয়া ফিরোজশাহ রাজা ভানুদেবের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এই ভানুদেব গঙ্গবংশীয় তৃতীয় নরসিংহদেবের পুত্র তৃতীয় ভানুদেব। বলা বাহুল্য যে, মাণিকপুর কড়া হইতে বিহারের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা দেশ স্পর্শ না করিয়া ত্রিপুরায় যাওয়া যায় না। সুতরাং মুসলমান রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহে যে জাজনগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন মহাকোশল ও ওড্র (উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বভাগ) ব্যতীত অপর কোনও প্রদেশ হইতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার স্বাধীনতা—বল্‌বনের বংশ

হিজরা ৬৮১—৭৩১, খৃষ্টাব্দ ১২৮২—১৩৩০

নাসির্‌-উদ্দীন্‌ বগ্‌ড়া খাঁ—তোগ্রলের সম্পত্তি প্রাপ্তি—রাজচিহ্ন ব্যবহারের অনুমতি—খাঁ-ই শহীদের মৃত্যু—বল্‌বন্‌ কর্ত্তৃক বগ্‌ড়া খাঁকে দিল্লীতে আহ্বান—বগ্‌ড়া খাঁর দিল্লী হইতে পলায়ন—বল্‌বনের মৃত্যু—কৈকোবাদের সিংহাসন লাভ—বাঙ্গালার স্বাধীনতা—বগ্‌ড়া খাঁর নাসির্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ উপাধি গ্রহণ—কৈকোবাদের অধঃপতন—মহম্মদ্‌ শাহ ও কৈকোবাদের পত্র ব্যবহার—মহম্মদ্‌ শাহের দিল্লীযাত্রা—সরযূতীরে পিতাপুত্রের মিলন—কৈকোবাদের দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন—শমস্‌-উদ্দীন্‌ কৈউমুর্স—নাসির-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের মৃত্যু—রুকন্‌-উদ্দীন্‌ কৈকাউস্‌—পিছ্‌লি গঙ্গারামপুরের শিলালিপি—সপ্তগ্রাম বিজয়—জফর খাঁ ইংগীনের শিলালিপি—শমস্‌-উদ্দীন্‌ ফিরোজ্‌-শাহ—সুবর্ণগ্রাম বিজয়—শাহাব্‌-উদ্দীন্‌ বগ্‌ড়া শাহের বিদ্রোহ—জফর খাঁ কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ—বিহারের শাসনকর্ত্তা রাজপুত্র হাতিমখাঁর শিলালিপি—গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—নাসির্‌-উদ্দীন্‌ ইব্রাহিম শাহ—গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ তোগ্‌লক্‌ শাহের আশ্রয় গ্রহণ—তোগ্‌লক্‌ শাহ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—তাতার খাঁ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ—তাতার খাঁ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী অধিকার—নাসির্‌-উদ্দীন্‌ ইব্রাহিম্‌ শাহের লক্ষ্মণাবতী প্রাপ্তি—বহাদর শাহের পরাজয়—তোগ্‌লক্‌ শাহের দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও মৃত্যু—মহম্মদ্‌-বিন্‌-তোগ্‌লক্‌ শাহ—বহাদর শাহের সুবর্ণগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন—নাসির্‌-উদ্দীন্‌ ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু—মালিক্‌ বেদার্‌ খিল্‌জী—বহাদর শাহের বিদ্রোহ ও মৃত্যু।

বাঙ্গালার সুলতানগণ		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
নাসির্‌-উদ্দীন্‌ বগ্‌ড়া খাঁ (শাসনকর্ত্তারূপে)	...	৬৮১—৮৬	১২৮২—৮[৭]
নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ (স্বাধীন রাজারূপে)	...	৬৮৬—৯১	১২৮৭—৯১
রুকন্‌-উদ্দীন্‌ কৈকাউস্‌ শাহ	...	৬৯১—৭০২	১২৯১—১৩০২
শমস্‌-উদ্দীন্‌ ফিরোজ্‌ শাহ	...	৭০২—৭২২	১৩০২—১৩২২
শাহাব্‌-উদ্দীন্‌ বগ্‌ড়া শাহ	...	৭১৮	১৩১৮
নাসির-উদ্দীন্‌ ইব্রাহিম্‌ শাহ (লক্ষ্মণাবতীর সুলতান)	...	৭২২—২৬	১৩১২—২৫ [sic]
গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহ	...	৭১০—৩১	১৩১০—৩০

দিল্লীর সুলতানগণ—		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বন্	...	৬৬৪—৮৬	১২৬৫—৮৭
মুইজ্-উদ্দীন্ কৈকোবাদ	...	৬৮৬—৮৯	১২৮৭—৯০
শম্‌স্-উদ্দীন্ কৈউমুর্স	...	৬৮৯	১২৯০
জলাল-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ	...	৬৮৯—৯৫	১২৯০—৯৫
রুকন্-উদ্দীন্ ইব্রাহিম	...	৬৯৫	১২৯৫
আলা-উদ্দীন্ মহম্মদ্	...	৬৯৫—৭১৫	১২৯৫—১৩১৫
শাহাব্-উদ্দীন্ উমর	...	৭১৫—১৬	১৩১৫—১৬
কুতব্-উদ্দীন্ মবারক্	...	৭১৬	১৩১৬
নাসির্-উদ্দীন্ খস্রু	...	৭২০	১৩২০
গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্	...	৭২০—২৫	১৩২০—২৪
মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্	...	৭২৫—৫২	১৩২৪—৫২

উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ—			
২য় ভানুদেব	...	...	১৩০৫—২৭
৩য় নরসিংহদেব	...	...	১৩২৭—৫২
নেপাল রাজগণ—			
অনন্তমল্ল	...	...	১২৭৯—১৩০৭
জয়ানন্দদেব	...	...	১৩১৮
জয়রুদ্রমল্ল এবং জয়ারিমল্ল			১৩২০—২৬
আসামের আহম্ রাজগণ—			
সুবিন্ফা	...	...	১২৮১—৯৩
সুখাঙ্গফা	...	...	১২৯৩—১৩৩২
চন্দেল্ল রাজবংশ—			
বীরবর্ম্মা	...	...	১২৬১—৮৬
ভোজবর্ম্মা	...	...	১২৮৮

বল্বনের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ অথবা বগ্ড়া শাহ। তোগ্রল্ নিহত হইবার পূর্ব্বে তিনি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সম্রাট বল্বন্ যখন তোগ্রলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তখন নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ সসৈন্য সম্রাটের সেনার পশ্চাতে লক্ষ্মণাবতী যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন[১]। তোগ্রলের মৃত্যুর পরে সম্রাট বল্বন্ তাঁহার হস্তীগুলি ও কোষাগারের সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্কে প্রদান করিয়াছিলেন[২]। বল্বন্ ৬৮১ হিজরায় (১২৮২ খৃষ্টাব্দে) নাসির্-

(১) Elliot's History of India, Vol. III, p. 115.

(২) Ibid, p 120.

উদ্দীন্ মহম্মদ্ অথবা বগ্‌ড়া শাহকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার প্রদান করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৩]। অল্‌তমশের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া রাজচিহ্ন ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,[৪] কিন্তু অল্‌তমশের পুত্রের ন্যায় বল্‌বনের পুত্র বোধ হয় স্বনামে মুদ্রাঙ্কনের অধিকার প্রাপ্ত হন নাই, হইয়া থাকিলেও তাঁহার কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

৬৮৪ হিজরায় (১২৮৫ খৃষ্টাব্দে) সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্‌বনের জ্যেষ্ঠপুত্র মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে বল্‌বন্ শোকে হীনবল ও পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণাবতী হইতে নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্‌কে দিল্লীতে আনয়ন করিয়াছিলেন[৫]। মহম্মদ্ দিল্লীতে আসিলে, বৃদ্ধ সম্রাট তাহাকে লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসপ্রিয় মহম্মদ্ পিতার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। দুই তিন মাস দিল্লীতে বাস করিয়া তিনি বল্‌বনের অনুমতি না লইয়াই দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন[৬]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে মহম্মদ্ বল্‌বন্ আরোগ্যলাভ করিলে মৃগয়ার ছলে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া পিতার নিকট বিদায় না লইয়াই লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৭]। মহম্মদ্ লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিবার অল্প সময় মধ্যে সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্‌বনের মৃত্যু হইয়াছিল। বল্‌বন্ মৃত্যুকালে দিল্লীর কোৎওয়াল মালিক্-উল্-ওমরা ও উজীর খাজা হোসেন বস্‌রীকে তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খাঁ-ই-শহীদের পুত্র কৈখস্‌রুকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। খাঁ-ই-শহীদের সহিত উজীর ও কোৎওয়ালের বিবাদ ছিল, সেইজন্য তাঁহারা খাঁ-ই-শহীদের পুত্র কৈখস্‌রুকে সিংহাসন প্রদান না করিয়া নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈকোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন[৮]। কৈকোবাদ সপ্তদশ বা অষ্টাদশবর্ষ বয়সে ৬৮৬ হিজরায় (১২৮৭ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৯]। বল্‌বনের মৃত্যুর পরে নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া স্বনামে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন ও খোৎবা পাঠ আরম্ভ করিয়া-

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, 1874, pt I, p. 287.

(৪) Elliot's History of India, Vol. III, p. 120.

(৫) Ibid, p. 122.

(৬) Ibid, p. 123.

(৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮৭।

(৮) Elliot's History of India, Vol. III, p. 123.

(৯) Iibd, p. 125, note 2.

ছিলেন[১০]। দিল্লীতে নগরের কোৎওয়াল মালিক্-উল্-ওম্রার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মালিক্ নিজাম্-উদ্দীন্ এবং খাস্ দবীর (Secretary) কিওয়াম্-উদ্দীন্ অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মালিক্-নিজাম্-উদ্দীন্ প্রধান বিচারপতি (দাদ্বক্, Chief Administrator of Justice) এবং রাজপ্রতিনিধি (নায়েবই-ই-মুলুক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মালিক্ কিওয়াম্-উদ্দীন্ সহকারী রাজপ্রতিনিধি (নায়েব-ই-ওয়াকীল্দর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন[১১]। মালিক্ নিজাম্-উদ্দীনের পরামর্শে সুলতান মুইজ্-উদ্দীন্ কৈকোবাদের আদেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র কৈখসুরু রোহ্টকে নিহত হইয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যের উজীর খাজা খতীর অবমানিত হইয়াছিলেন[১২]। ইহার পরে বল্বনের পুরাতন ভৃত্যগণ একে একে পদচ্যুত অথবা নিহত হইয়াছিলেন। সুলতান কৈকোবাদ পুরাতন দিল্লীর নিকটে কীলোখারী[১৩] নামক স্থানে একটি নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া বিলাসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। মালিক্ নিজাম্-উদ্দীন্ যখন বল্বনের বংশের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন, তখন পুত্রের অবস্থা শুনিয়া নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ লক্ষ্মণাবতী হইতে তাঁহাকে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন,[১৪] কিন্তু বিলাস সাগরে নিমগ্ন কৈকোবাদ পিতার পত্র পাইয়াও চেতনালাভ করেন নাই। নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ, পত্রদ্বারা পুত্রের চৈতন্যসম্পাদন অসম্ভব দেখিয়া লক্ষ্মণাবতী হইতে দিল্লীযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবার জন্য পুত্রকে পত্র প্রেরণ করিলেন। বহুদিন পরে কৈকোবাদের মনে পিতৃভক্তি জাগরিত হইল এবং পত্রব্যবহারের পরে স্থির হইল যে, কৈকোবাদ দিল্লী হইতে আউধে গমন করিবেন এবং তাঁহার পিতা লক্ষ্মণাবতী হইতে সরযূতীরে আসিবেন[১৫]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে, নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ, বল্বনের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ৬৮৭ হিজরায় ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে) দিল্লী জয় করিবার জন্য লক্ষ্মণাবতী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন[১৬]। বার্ণী'র গ্রন্থে দিল্লী-জয়ের উদ্দেশ্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৈকোবাদ প্রথমে সামান্যভাবে পিতৃদর্শনে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু মালিক্ নিজাম্-উদ্দীনের কুপরামর্শে ও প্ররোচনায় অবশেষে সম্রাটের উপযুক্ত সমারোহের সহিত বহু সৈন্যসমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং সরযূতীরে

(১০) Elliot's History of India, Vol. III, p. 129.
(১১) Ibid, p. 126.
(১২) Ibid, p. 127.
(১৩) Ibid, pp. 620-21.
(১৪) Ibid, p. 129.
(১৫) Ibid, p. 130.
(১৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮৮।

শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। নাসির্-উদ্দীনও সসৈন্য লক্ষ্মণাবতী হইতে আসিয়া সরযুর অপর পারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। দুই তিন দিন রাজকর্ম্মচারিগণ সংবাদ লইয়া শিবির হইতে গমনাগমন করিবার পরে স্থির হইল যে, নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ বা বগ্ড়া খাঁ দিল্লীর সম্রাটকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। তিনি নদী পার হইয়া প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে আসীন পুত্রের হস্তচুম্বন করিবেন। নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ এইরূপে পুত্রের দর্শন লাভ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন[১৭]। বদাওনী বলেন যে, নাসির্-উদ্দীন্ সসৈন্য দিল্লী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে কৈকোবাদ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আউধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরযুর উভয় তীরে উভয় পক্ষের সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে, গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বনের সমসাময়িক আমীরগণের চেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল[১৮]। ইহার পরে নাসির্-উদ্দীন্ পুত্র দর্শন মানসে কৈকোবাদের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ কবি আমীর খস্রুর "কিরাণ্-উস্-সাদাইন্" নামক কাব্যে ও তবকাৎ-ই-আক্বরীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ বা বগড়া খাঁ দিল্লীজয়ের মানসে লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১৯]।

নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ সরযুনদী পার হইয়া পুত্রের শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং দিল্লীর দরবারের নীতি অনুসারে তিনবার মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া পুত্রের সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। কৈকোবাদ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন এবং পিতার পদতলে পতিত হইলেন। পিতাপুত্রের মিলন দর্শনে দর্শকগণ অশ্রুরোধ করিতে পারে নাই। কৈকোবাদ নাসির্-উদ্দীন্কে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন, বহু স্বর্ণ ও রজতমুদ্রা বিতরিত হইয়াছিল, কবিগণ কবিতা ও প্রশস্তি পাঠ করিয়াছিলেন এবং দিল্লীর ও বাঙ্গালার বাদশাহদ্বয়ের মিলনে সরযুতীরস্থিত শিবিরে মহাসমারোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার পরে নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েক দিবস নদী পার হইয়া পুত্রের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন এবং পিতাপুত্রে বহু উপহার বিনিময় করিয়াছিলেন। মালিক্ নিজাম্-উদ্দীন্ ও মালিক্ কিওয়াম্-উদ্দীনের সম্মুখে তিনি সুলতান কৈকোবাদকে বহু সদুপদেশ পদান করিয়াছিলেন এবং পুত্রের নিকট বিদায়গ্রহণ কালে নাসির্-উদ্দীন্ কৈকোবাদকে অনুচ্চৈঃস্বরে যত শীঘ্র সম্ভব নিজাম্-উদ্দীন্কে পদচ্যুত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নাসির্-

১৭) Elliot's History of India, Vol. III, p. 131.

(১৮) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৫৯, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২২২-২৩।

(১৯) তদেব পৃঃ ২২২, পাদটীকা ১, তবকাৎ-ই-আক্বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৩।

উদ্দীন্ কৈকোবাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া নিজ শিবিরে আসিয়া বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র অথবা দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হইবে না[২০]। মালিক্ নিজাম্-উদ্দীন্, পিতাপুত্রের মিলনে কৈকোবাদের চৈতন্য উদয় হইবার ভয়ে, বগ্‌ড়া খাঁকে অপমান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে বাঙ্গালার পুত্রবৎসল স্বাধীন বাদ্‌শাহ সামান্য ইক্তাদারের ন্যায় কৈকোবাদের দরবারে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে অভিবাদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কৈকোবাদ সরযূতীর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং পিতার উপদেশ অনুসারে পথে দুই চারি দিন মাত্র আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইহার পরে একটি সুন্দরী যুবতীদর্শন করিয়া কৈকোবাদ মোহিত হইয়া পড়েন এবং সুরাপানে ও ব্যভিচারে সমস্ত পথ অতিবাহিত করেন[২১]। অস্বাভাবিক অত্যাচারের ফলে দিল্লীতে আসিয়া কৈকোবাদ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন এবং রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম হইয়া দীর্ঘকাল প্রাসাদে আবদ্ধ থাকেন। এই সময়ে পিতার উপদেশানুসারে কৈকোবাদ নিজাম্-উদ্দীন্‌কে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিজাম্-উদ্দীন্ মুলতান যাত্রা করিতে বিলম্ব করায় সুলতানের অনুচরবর্গ বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল[২২]। ইহার পরে সামানার ইক্তাদার মালিক্ জলাল্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ খিল্‌জি প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন[২৩]। কৈকোবাদ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার শিশুপুত্র শমস্-উদ্দীন্ কৈউমুর্স দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন এবং কিলোখারীর প্রাসাদ হইতে চবুতরা-ই-নাসিরী নামক প্রাচীন প্রাসাদে নীত হইয়াছিলেন[২৪]। বল্‌বনের পুরাতন ভৃত্যগণ দিল্লীর সাম্রাজ্য, তুরুষ্কবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন রাখিবার জন্য কৈকোবাদের শিশুপুত্রের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতি, আরজ্ ই-মমালেক্, জলাল্ উদ্দীন্ ফিরোজ খিলজি ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং ৬৮৯ হিজরায় (১২৯০ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মুঈজ্-উদ্দীন্ কৈকোবাদ ও তাহার শিশুপুত্র শমস্-উদ্দীন্ কৈউমুর্স নিহত হইয়াছিলেন[২৫]। পুত্র ও পৌত্র নিহত হইলেও বাঙ্গালার সুলতান নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

---

(২০) Elliot's History of India, Vol. III pp. 131-32.

(২১) Ibid, p. 132.

(২২) Ibid, p. 133.

(২৩) Ibid, p. 133,

(২৪) Ibid, p. 134,

(২৫) Ibid, pp. 134—35, মফ্‌তুখর্-উৎ-তওয়ারিখ্, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৬৪।

বল্‌বনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণাবতীর অধিকারী বল্‌বন্‌বংশীয় রাজগণের বিবরণ রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ ব্যতীত মুসলমান-রচিত অন্য কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। দুঃখের বিষয় রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌কার, গোলাম হোসেন্‌ সলীম্‌ নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদের সহিত তাঁহার পৌত্র নাসির্‌-উদ্দীন্‌ ইব্রাহিমের কার্য্যকালের ঘটনা মিশাইয়া ফেলিয়াছেন[২৬]। উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদ বা বগ্‌ড়া খাঁ কৈকোবাদের মৃত্যুকাল (৬৮৯ হিজরা, ১২৯০ খৃষ্টাব্দ) হইতে কুতব্‌-উদ্দীন্‌ মবারকের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত (৭১৬ হিজরা, ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ) লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন[২৭]। অথচ নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহের বিবরণের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ছয় বৎসর কাল মাত্র লক্ষ্মণাবতী রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[২৮]। যিনি কৈকোবাদের মৃত্যুর পরে ষড়বিংশবর্ষ জীবিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কি প্রকারে মাত্র ছয় বৎসর লক্ষ্মণাবতী শাসন করিতে পারেন? প্রাচীন মুদ্রা ও প্রাচীন শিলালিপি অবলম্বনে এই সময়ের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদের মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই পুত্র ও দুই পৌত্র লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। নাসির্‌-উদ্দীন্‌ নামধারী দ্বিতীয় পৌত্রের রাজ্যকালে, দিল্লীর সুলতান্‌ গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ তোগ্‌লক্‌ শাহের শাসন সময়ে বাঙ্গালা দেশ পুনর্ব্বার দিল্লীর সম্রাটগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। গোলাম হোসেন সলীম্‌ নামের সাদৃশ্য দেখিয়া পিতামহের রাজ্যকাল পৌত্রের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন কিন্তু তৎপ্রদত্ত নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদের রাজ্যকাল সত্য। নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদ্‌ ছয় বৎসর কাল স্বাধীনভাবে লক্ষ্মণাবতী শাসন করিয়াছিলেন, ৬৮৫ হিজরায় (১২৮৬ খৃষ্টাব্দে) সুলতান গিয়স্‌-উদ্দীন্‌ বল্‌বনের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই সময় হইতে ছয় বৎসর কাল তিনি লক্ষ্মণাবতীর স্বাধীন রাজা ছিলেন। ৬৯১ হিজরার (১২৯১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কারণ উক্তবর্ষে তাঁহার মধ্যম পুত্র রুকন্‌-উদ্দীন্‌ কৈকাউস্‌ শাহ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[২৯]।

রুকন্‌-উদ্দীন্‌ কৈকাউস্‌ শাহ যে মহমুদের পুত্র সে বিষয় সন্দেহ নাই, কারণ গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত একখানি আরবী শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, রুকন্‌-উদ্দীন্‌ কৈকাউস্‌ শাহ মহমুদের পুত্র[৩০]। প্রসিদ্ধ পারসিক কবি আমীর খসরু বিরচিত "কিরাণ্‌-উস্‌-সাদাইন্‌" নামক গ্রন্থে কৈকাউস্‌

(২৬) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৯০।

(২৭) তদেব

(২৮) তদেব

(২৯) Thomas, Initial Coinage of Bengal, p. 46,

(৩০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, 1872, pt. I. 103,

নামক মহম্মদের এক পুত্রের উল্লেখ আছে[৩১]। নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ লক্ষ্মণাবতীতে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নামে নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেও তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফেরেশ্‌তা বলেন যে, নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ স্বনামে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৩২]। রুকন্ উদ্দীন্ কৈকাউসের কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সকল মুদ্রা লক্ষ্মণাবতীতে ৬৯১, ৬৯৩, ৬৯৪, ও ৬৯৫ হিজরায় (১২৯১, ১২৯৩, ১২৯৪ ও ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল[৩৩]। ৬৯৭ হিজরায় মহরম মাসের প্রথম দিনে (১৯শে অক্টোবর ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) সুলতান রুকন্ উদ্দীন্ কৈকাউস্ শাহের রাজ্যকালে গৌড়ের উত্তরে গঙ্গারামপুর নামক স্থানে মুলতানবাসী মালীক্ জীওন্দের কর্ত্তৃত্বে উলুগ্-ই-আজম্ হুমায়ুন জফর্ খাঁ বহ্‌রাম্ ইৎগীনের আদেশে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদ্‌টি বহুপূর্ব্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ইহার শিলালিপি গঙ্গারামপুরে দেখিতে পাওয়া যায়[৩৪]। উত্তরবর্ষে লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকট আর একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্তবর্ষে ইখ্‌তিয়ার্ উদ্দীন্ ফিরোজ ইৎগীন্ বিহারে বা মগধে রুকন্ উদ্দীন্ কৈকাউসের রাজ্যকালে শাসনকর্ত্তা ছিলেন[৩৫]। রুকন্-উদ্দীন্ কৈকাউসের রাজ্যকালের শেষভাগে গঙ্গারামপুরের মস্‌জিদ্ নির্ম্মাতা উলুগ্-ই-আজম্ জফর্ খাঁ বহরাম্ ইৎগীন্ দক্ষিণ-বঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন[৩৬]। গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে একটি প্রাচীন পাষাণ-নির্ম্মিত দেব-মন্দির ছিল, সেই দেব-মন্দির মধ্যে জফ্‌র খাঁ সমাহিত আছেন[৩৭]। সমাধির নিকটে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নির্ম্মিত একটি বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে। এই মস্‌জিদের একটি খিলান মস্‌জিদ্ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই খিলানটি সপ্তগ্রাম-বিজেতা জফর্ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদের মিহরাব। অনুমান হয় যে, সপ্তগ্রাম বিজয় করিয়া জফর খাঁ একটি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৩৮]। কালে সে মস্‌জিদ্ বিনষ্ট

---

(৩১) কিরাণ্-উস্-সাদাইন্, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, পৃঃ ১০২।

(৩২) তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ৮০।

(৩৩) Initial Coinage of Bengal, p. 46,

(৩৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXI, 1872, pt. I. p. 103,

(৩৫) Ibid, Vol. LXII, 1873, p. I. p. 247,

(৩৬) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, p. 248,

(৩৭) Ibid, pp. 245-46,

(৩৮) Ibid, p. 246,

হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটি খিলান বা মিহরাব ধ্বংস হয় নাই। পরবর্ত্তী-কালে যখন বর্ত্তমান মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন মস্‌জিদ্‌-নির্ম্মাতা প্রাচীন মস্‌জিদের এই মিহরাবটি নূতন মস্‌জিদের মিহরাবে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মিহরাবের গঠনপ্রণালী বর্ত্তমান মস্‌জিদের অন্যান্য মিহরাবের ন্যায় নহে এবং ইহাই বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যায় মুসলমান রাজত্বকালের সর্ব্বপ্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। এই মিহরাব বা খিলানের গায়ে একটি প্রাচীন আরবী শিলালিপি আছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খৃষ্টাব্দে) একটি মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং মস্‌জিদ-নির্ম্মাতা জফর্‌ খাঁ হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানদিগকে ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন[৩৯]। এই শিলালিপি এখন অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার অনেকস্থানের পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহাতে রাজার নাম ছিল সেইস্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সুতরাং সপ্তগ্রাম রুকন্‌-উদ্দীন্‌ কৈকাউস্‌ শাহের রাজ্যকালে বিজিত হইয়াছিল, কি শমস্‌-উদ্দীন্‌ ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে বিজিত হইয়াছিল, তাহা স্থির বলা যায় না।

১২৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কৈকাউস্‌ শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমস্‌-উদ্দীন্‌ ফিরোজ্‌ শাহ লক্ষ্মণাবতীর অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ ৭০২ হিজরায় তাঁহার নামে নূতন মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল[৪০]। শমস্‌-উদ্দীন্‌ ফিরোজের পাঁচ পুত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শাহাব্‌-উদ্দীন্‌ বগ্‌ড়া শাহ তাঁহার পিতার রাজ্যের শেষভাগে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং ৭১৮ হিজরায় (১৩১৮ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতীতে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৪১]। দ্বিতীয় পুত্র গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহ সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। ইনিও পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণাবতীতে ৭১১-১২ হিজরায় (১৩১১—১২ খৃষ্টাব্দে) নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন[৪২]। তৃতীয় পুত্র নাসির্‌-উদ্দীন্‌ ইব্রাহিম্‌ পিতার মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণাবতীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র হাতিম খাঁ ৭০৯ ও ৭১৫ হিজরায় (১৩০৯ ও ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে) বিহার বা মগধের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পঞ্চম পুত্র কৎলু খাঁর নাম মাত্র জানিতে পারা

---

(৩৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXXIX 1870, pt. I. pp. 285-86,

(৪০) Initial Coinage of Bengal, p. 49,

(৪১) Catalogue of Coins in the Indian Musuem, Calcutta, Vol. II. pt. II, p. 148, No. 13.

(৪২) Initial Coinage of Bengal, p. 55.

(৪৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I. pp. 249—50.

গিয়াছে[৪৪]। সুলতান্ শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের রাজ্যকালে বিহার ৭০৯ হিজরায় (১৩০৯ খৃষ্টাব্দে) একটি মস্জিদ্ (?) নির্ম্মিত হইয়াছিল[৪৫]। উক্ত রাজ্যে ৭১৩ হিজরায় (১৩১৩ খৃষ্টাব্দে) জফর্ খাঁ সপ্তগ্রাম নগরে, ত্রিবেণীর নিকটে একটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৪৬] এবং উক্তবর্ষে ত্রিবেণীর প্রাচীন পাষাণ-নির্ম্মিত হিন্দু-দেবালয়ের মধ্যে জফর্ খাঁর সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল[৪৭]। উক্ত রাজ্যে ৭১৫ হিজরায় বিহার নগরে হাতিম্ খাঁর শাসনকালে হাজীর পুত্র বহরাম্ নামক জনৈক ব্যক্তি একটি মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৪৮]। ব্লখম্যানের মতানুসারে ৭১৭ অথবা ৭১৮ হিজরায় (১৩১৭ বা ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে) বল্বনের কনিষ্ঠ পৌত্র সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[৪৯]। সম্ভবতঃ ৭২২ হিজরায় ফিরোজ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল, কারণ উক্ত বর্ষে মুদ্রিত একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৫০]। রুকন্-উদ্দীন্ কৈকাউস শাহ ও শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে দিল্লীর সাম্রাজ্য দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহের মৃত্যুর সময়ে খিলজিবংশীয় শেষ সম্রাট কতুব্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহের উজীর নাসির্-উদ্দীন্ খসরু শাহকে বিনষ্ট করিয়া পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সম্রাট জলাল-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহ খিলজি বন্দীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহাদিগকে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে মুক্তি দিতে আদেশ করিতেন, একবার প্রায় সহস্র দণ্ডনীয় বন্দী লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে সীমায় প্রেরিত হইয়াছিল[৫১]। জলাল্-উদ্দীনের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র আলা উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ দক্ষিণাপথ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন[৫২]।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের এই দুইটি উক্তি হইতে পাশ্চাত্য মুসলমানগণের গৌড়ীয় প্রাচ্য-মুসলমানরাজ্যের প্রতি সুগভীর ঘৃণা ও অবজ্ঞা বুঝিতে পারা যায়। শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাব্ উদ্দীন্ বগ্ড়া

---

(৪৪) Sanguinetti's Ibn Batuta, Vol. III, p. 210,

(৪৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I. pp. 249-50.

(৪৬) Ibid, Vol. XXXIX, 1870, pt, I, 287.

(৪৭) Ibid, p. 289.

(৪৮) Ibid, Vol XLII, 1873, pt. I, p. 250,

(৪৯) Ibid, Vol. XLIII, 1874. pt. I, p. 291,

(৫০) Initial Coinage of Bengal, p. 249.

(৫১) জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী, পারস্য মূল (Bibliotheca Indica), p 189,

(৫২) Elliot's History of India, Vol. III, p. 152.

শাহ ফিরোজ্ শাহের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কি না, তাহা স্থির করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অথবা শাহাব্-উদ্দীন্ বগড়া শাহের রাজ্যাভিষেকের অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে শাহাব্-উদ্দীন্ বগ্ড়া শাহ ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা নাসির্-উদ্দীন্ ইব্রাহিম্ পলায়ন করিয়া গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহের অধিকারভুক্ত ছিল[৫৩]। ইহার পরে নাসির্-উদ্দীন্ বোধ হয় লক্ষ্মণাবতী পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। কারণ ৭২৪ হিজরায় (১৩২৪ খৃষ্টাব্দে) সম্রাট গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্ যখন লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নাসির্-উদ্দীন্ লক্ষ্মণাবতী হইতে তিরহুত বা তীরভুক্তিতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন[৫৪]। বার্ণীর গ্রন্থানুসারে লক্ষ্মণাবতীর কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন[৫৫]। ব্লখম্যান বলেন যে, ইবন্ বতুতার মতানুসারে শাহাব্-উদ্দীন্ বগ্ড়া শাহ ও নাসির্-উদ্দীন্ ইব্রাহিম্ শাহের অনুরোধে গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন[৫৬]। ৭২৪ হিজরায় গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহ স্বীয় পুত্র উলুগ্ খাঁকে দিল্লীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন[৫৭]। তিরহুতে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা বা অধিপতি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্ শাহের ধাত্রীপুত্র তাতার খাঁ লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন। নাসির-উদ্দীন লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া রাজচ্ছত্র ও দণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামে গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহ, তোগলক্ শাহের সেনাপতিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাতার খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বন্দীরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের সমস্ত হস্তী গ্রহণ করিয়া গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্ বহাদরের সহিত দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন[৫৮]। দিল্লীতে তাঁহার হত্যার পরে উলুগ্ খাঁ মহম্মদ্ আদেল্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-

---

(৫৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. 148, No. 15.

(৫৪) Elliot's History of India, Vol. III, p. 234.

(৫৫) Ibid

(৫৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol XLIII, 1874, pt. I, p. 289.

(৫৭) Elliot's History of India, Vol: III, p. 234

(৫৮) Ibid, p. 235

ছিলেন। গিয়াস্ উদ্দীন্ তোগ্লকের আক্রমণের পরে শাহাব্ উদ্দীন্ বগ্ড়া শাহের নাম আর কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লকের আদেশে তাঁহার পালিত পুত্র তাতার খাঁ সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ বহাদর শাহকে পরাজিত করেন। বহাদর বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন[৫৯]।

এই সময়ে বাঙ্গালারাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সুলতান নাসির্-উদ্দীন্ ইব্রাহিম্ লক্ষ্মণাবতী বা পশ্চিমবঙ্গে শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৬০]। নাসির্-উদ্দীন্ ইব্রাহিমের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গে তাতার খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৬১]। সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণ-বঙ্গের প্রথম শাসনকর্ত্তার নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তোগ্লকাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে আফগানপুর নামক স্থানে বজ্রাঘাতে ৭২৫ হিজরায় (১৩২৪ খৃষ্টাব্দে) সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লকের মৃত্যু হইয়াছিল[৬২]। তাঁহার পুত্র মহম্মদ-বিন্-তোগ্লক্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহকে মুক্তি দিয়াছিলেন। বহাদর শাহ প্রচুর অর্থ লইয়া আসিয়া সুবর্ণগ্রামে বাস করিয়াছিলেন[৬৩]। অনুমান হয় যে, এই সময় হইতে বহাদর শাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গ দুইজন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। প্রথম শাসনকর্ত্তা বল্বনের প্রপৌত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহ ও দ্বিতীয় শাসনকর্ত্তা সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লকের পালিতপুত্র তাতার খাঁ। সুলতান মহম্মদ্ বিন্ তোগ্লকের অভিষেককালে তাতার খাঁ, বহরাম্ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন[৬৪]। ইজ্জুদ্দীন্ য়াহিয়া খাঁ, আজম্-উল্-মুল্ক্ উপাধি পাইয়া সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৬৫]। নাসির্ উদ্দীন্ ইব্রাহিম শাহ লক্ষ্মণাবতীর শাসনাধিকার হইতে তাড়িত হন নাই। মহম্মদ-বিন-তোগ্লকের অভিষেকের পর বৎসর নাসির্ উদ্দীন্ ইব্রাহিম্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং মালিক পিণ্ডার বা বেদার্ খিলজি পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৬৬]। মহম্মদ্-বিন্-

(৫৯) তবকাৎ-ই-আক্বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৩।

(৬০) Elliot's History of India, Vol. III, 1874 p. 235.

(৬১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, vol. XLIII, p. 290.

(৬২) Elliot's History of India, Vol. III, p. 235.

(৬৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, 290.

(৬৪) Ibid.

(৬৫) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০২।

(৬৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 290.

তোগ্‌লক্‌ কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া নিজ নামের সহিত মহম্মদ্‌ বিন্‌ তোগ্‌লকের নাম খোৎবা ও মুদ্রায় প্রচার করিতে এবং স্বীয় পুত্র মহম্মদ্‌ বরবাট্‌কে দিল্লীতে প্রতিনিধি রাখিতে অঙ্গীকার করিয়া গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহ পূর্ব্ববঙ্গের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৬৭], এই সময় নিজ নামে ও মহম্মদ্‌-বিন্‌ তোগ্‌লকের নামে বহাদর শাহ যে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন তাহার একটি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সুবর্ণগ্রামে ৭২৮ হিজরায় (১৩২৭ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল[৬৮]। বহাদর শাহের অন্যান্য মুদ্রা লক্ষ্মণাবতী হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার পরে বহাদর শাহ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ইবন্‌ বতুতা বলেন যে, পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ দিল্লীতে প্রেরণ না করায় সুলতান মহম্মদ্‌-বিন্‌ তোগ্‌লক্‌ শাহ বহাদর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন[৬৯]। দিল্লী হইতে প্রেরিত সেনার সাহায্যে বহরাম্‌ খাঁ সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন, বহাদর শাহের দেহ দিল্লীর পথে পথে প্রদর্শিত হইয়াছিল[৭০]। এইরূপে তোগ্‌লক্‌বংশের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালার বল্‌বন্‌বংশীয় স্বাধীন সুলতানগণের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। অনুমান হয় ৭৩১ হিজরায় (১৩৩০ খৃষ্টাব্দে) গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ বহাদর পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ বহাদর শাহের রাজ্যকালের কোন শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

---

(৬৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 290.

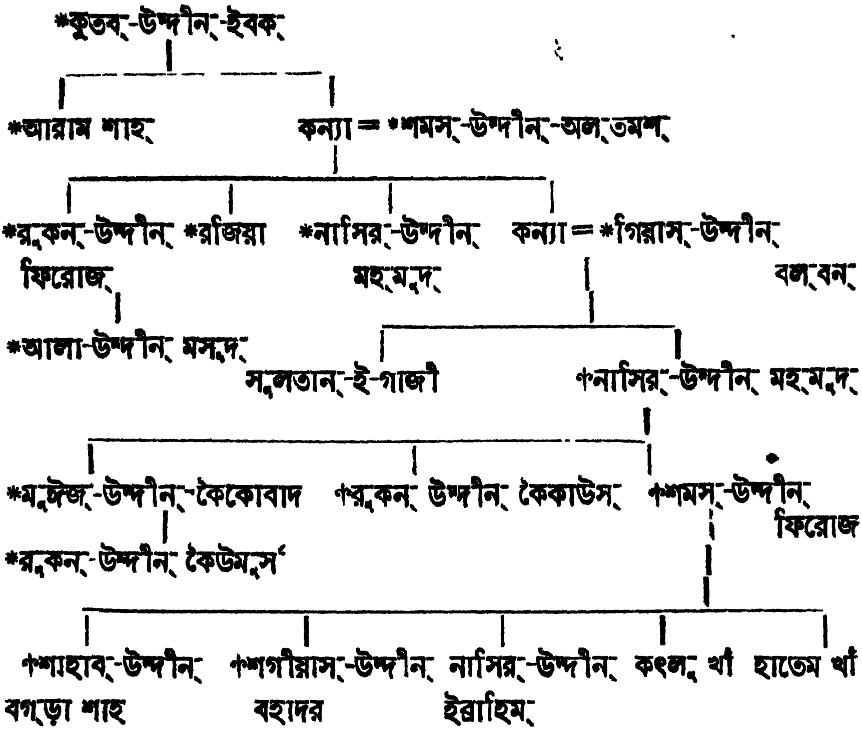
(৬৮) Initial Coinage of Bengal, p. 55.

(৬৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 290.

(৭০) Ibid.

পরিশিষ্ট (গ)

বল্বনের বংশ



মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ বদাওনী, নিজাম্-উদ্দীন্ আহ্মদ্ প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তি অনুসারে ৭৪১ হিজরায় (১৩৪০ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ-বিন-তোগ্লক্ শাহ সুবর্ণগ্রামের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্ অনুসারে মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ সুবর্ণগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফখর্-উদ্দীন্‌কে নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণানুসারে ফখর্-উদ্দীন্ অন্ততঃ ৭৫০ হিজরা পর্য্যন্ত এবং শমস্-ই-সিরাজ আফিফের তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী অনুসারে অন্ততঃ ৭৫৩ হিজরা পর্য্যন্ত সুলতান ফখর্ উদ্দীন্ মবারক্ শাহ জীবিত ছিলেন। সুতরাং ৭৪১ হিজরায় মহম্মদ-বিন্-তোগ্লক্ শাহ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন কি না এবং করিয়া থাকিলেও কতদূর সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না।

---

* দিল্লীর বাদ্শাহ বা বেগম্।

† বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান।

অনুমান হয় ৭২২ হিজরায় (১৩২৪ খৃষ্টাব্দে) [১৩২২] যুবরাজ উলুগ্ খাঁ জাজ্‌নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় দ্বিতীয় ভানুদেব তখন উড়িষ্যার অধিপতি। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ৭৩১ হিজরায় বল্‌বনের পৌত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্তবর্ষে প্রাচীন তীরভুক্তি মহম্মদ্-বিন্-তোগ্‌লক্ শাহের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং তীরভুক্তি বা তোগ্‌লক্-পুরে মহম্মদ্ শাহের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময়ে মহম্মদ্-বিন্-তোগ্‌লক্ শাহ স্বয়ং তীরভুক্তি ও সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চতরূপে বলিতে পারা যায় না, কারণ মুসলমান-রচিত ইতিহাসে ৭৩১ হিজরায় মহম্মদ্-বিন্-তোগ্‌লক্ শাহ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব বিভাগের অভিযানের উল্লেখ নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তোগলক্ বংশের শাসনকাল ও বঙ্গে বিদ্রোহ

হিজরা ৭৩৭—৫৯, খৃষ্টাব্দ ১৩৩৬—৫৮

ফখর্-উদ্দীনের পূর্ব্বপরিচয়—বহ্রাম্ খাঁর মৃত্যু—ফখর্-উদ্দীনের বিদ্রোহ—পরাজয়—কাদর্ খাঁর মৃত্যু—মুখ্লিস্-আলী মবারক্—মালিক্ ইউসফ্—মহম্মদ-বিন্-তোগ্লক্ শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা আক্রমণ—শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ— ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহের মৃত্যু—ইবন্-বতুতা—আলা-উদ্দীন্ আলী শাহের সহিত ফখর্-উদ্দীন মবারক্ শাহের যুদ্ধ—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের দ্রব্যমূল্য—আলী শাহের পূর্ব্বপরিচয়—স্বাধীনতা ঘোষণা—শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের পূর্ব্বপরিচয়—ইলিয়াস্ শাহ কর্ত্তৃক আলা-উদ্দীন্ আলী শাহের হত্যা—পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়—জাজ্নগর আক্রমণ—ফিরোজ্ শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ—বিহার প্রদেশের অবস্থা—বাঙ্গালা আক্রমণের কারণ—বাঙ্গালাদেশে ফিরোজ্ শাহের প্রথম অভিযান—একডালার অবস্থান—একডালা অবরোধ—ফিরোজ্ শাহের সহিত ইলিয়াস্ শাহের যুদ্ধ—ইলিয়াস্ শাহের পরাজয়—দ্বিতীয়বার একডালা অববোধ—ফিরোজ্ শাহের প্রত্যাবর্ত্তন—ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যু।

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃ ও সুলতান্গণ

শাসনকর্ত্তৃগণ	হিজরা	খৃষ্টাব্দ
তাতার খাঁ বা বহরাম্ খাঁ (পূর্ব্ববঙ্গ—সুবর্ণগ্রাম)	৭৩১—৩৯	১৩৩০—৩৮
মালিক্ বেদার্ খিল্জি বা কাদর্ খাঁ (পশ্চিমবঙ্গ—লক্ষ্মণাবতী) …	৭২৬—৪০	১৩২৫—৩৯
ইজ্জুদ্দীন্ য়াহিয়া খাঁ, আজম্-উল্-মুলুক্ (দক্ষিণবঙ্গ—সপ্তগ্রাম) …	৭২৪—৪০	১৩২৩—৩৯
বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান্গণ—		
ফখর্ উদ্দীন্ মবারক্ শাহ (পূর্ব্ববঙ্গ—সুবর্ণগ্রাম) …	৭৩৭—৫৩	১৩৩৬—৫২
ইখ্তিয়ার-উদ্দীন্ গাজী শাহ (পূর্ব্ববঙ্গ—সুবর্ণগ্রাম) …	৭৫০—৫৩	১৩৪৯—৫২
আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ (পশ্চিবঙ্গ—লক্ষ্মণাবতী) …	৭৪০—৪৬	১৩৩৯—৪৫
শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ (সমগ্র বঙ্গ)	৭৪০—৫৯ [sic]	১৩৩৯—৫৮

দিল্লীর সুলতানগণ—			
মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ	...	৭২৫—৫২	১৩২৪—৫১
ফিরোজ্ শাহ	...	৭৫২—৯০	১৩৫১—৮৮
উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ—			
৩য় নৃসিংহদেব	...	...	১৩২৭—৫২
৩য় ভানুদেব	...	...	১৩৫২—৭৮
আসামের রাজগণ—			
সুক্রাঙ্গফা	...	...	১৩৩২—৬৪
নেপাল রাজগণ			
জয়রাজমল্ল	...	...	১৩৪৭—৫৬
জয়ার্জ্জুনমল্ল	...	— ...	১৩৬৩—৭৬

গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহ নিহত হইলে বহ্রাম্ খাঁ উপাধিধারী তাতার খাঁ সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন[১]। এই সময়ে ইজ্জুদ্দীন্ য়াহিয়া খাঁ, আজম্-উল্-মুলুক্ সপ্তগ্রামের[২] এবং কাদর্ খাঁ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন[৩]। বহ্রাম্ খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার বর্ম্মরক্ষক ফখর্-উদ্দীন্ বিদ্রোহী হইয়া স্বয়ং সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন[৪]। বদাওনী অনুসারে ফখর্-উদ্দীন্ বা ফখ্রা সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা, তাতার খাঁ অথবা বহ্রাম্ খাঁর শিলাদার বা বর্ম্মরক্ষক[৫]। জিয়া-বার্ণীর তারিখ্-ই-ফিরোজ্ শাহী অনুসারে ফখ্রা বহ্রাম খাঁর মৃত্যুর পরে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন[৬] কিন্তু রিয়াজ্-উস্-সালাতীনকার বলেন যে, ফখ্রা বা ফখর্-উদ্দীন্ কাদর্ খাঁর শিলাদার ছিলেন[৭]। এই ক্ষেত্রে সমসাময়িকতা অনুসারে জিয়া-বার্ণীর গ্রন্থ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ফখর্-উদ্দীন্ তাঁহার প্রভু কাদর্ খাঁকে হত্যা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাদর্ খাঁ ফখর্-উদ্দীনের প্রভু ছিলেন না। জিয়া-বার্ণীর অথবা বদাওনীর গ্রন্থে ফখর্-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক প্রভুহত্যার কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। বদাওনী অনুসারে ৭৩৯ হিজরায় (১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে) বহ্রাম্ খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল[৮]। তাঁহার মৃত্যুর পরে ফখর্-উদ্দীন্ সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণবঙ্গ এবং লক্ষ্মণাবতী বা পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ

(১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৮৫, পাদটীকা।
(২) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ. প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০২।
(৩) তদেব।
(৪) Elliot's History of India, Vol. III, pp, 242—43,
(৫) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৮।
(৬) Elliot's History of India, Vol. III, p. 242,
(৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৯৪।
(৮) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৮।

করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদর্ খাঁ, মুস্তোফী হুসাম্-উদ্দীন্ আবুরিজা ও সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ইজ্জুদ্দীন্ য়াহিয়া খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কাদর্ খাঁ তাঁহার সৈন্যগণকে বন্দী করিয়া তাঁহার কোষাগার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। কাদর্ খাঁ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই অর্থের জন্য অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পরে ফখর্-উদ্দীন্ যখন দ্বিতীয়বার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তখন অর্থলোভে মুস্তোফী হুসাম্-উদ্দীনের সৈন্যগণ তাহাদের প্রভুকে হত্যা করিয়া ফখর্-উদ্দীনের সেনাদলে যোগ দিয়াছিল, ফখর্-উদ্দীন্ লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া কাদর্খাঁর সঞ্চিত ধনরাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৯]। বদাওনী অনুসারে, ফখর্-উদ্দীন্, মুখ্লিস্ নামক একজন অনুচরকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আলী মবারক্কে তাঁহার সেনাদলের আরিজ (Inspector) নিযুক্ত করিয়াছিলেন[১০]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ফখর্-উদ্দীন্ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুখ্লিস্ নামক তাঁহার একজন সেনাপতিকে বাঙ্গালার অন্যান্য দেশ জয় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাদর্ খাঁর সেনাপতি আলী মবারক মুখলিস্কে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। আলী মবারক্ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান আলা-উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফখর্-উদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে ৭৪১ হিজরায় পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন[১১]। সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ সম্বন্ধে রিয়াজ্-উস্-সালাতীনের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, প্রথমতঃ ফখর্-উদ্দীনের যত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সুবর্ণগ্রামে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[১২]। দ্বিতীয়তঃ আলা-উদ্দীন্ আলীশাহের যতগুলি মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় ফিরোজাবাদে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[১৩]। সুলতান ফখ্র-উদ্দীন্ কাদর্ খাঁ শিলাদার হইলে এবং সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্মণাবতীর অধিকার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার কোন না কোন মুদ্রায় লক্ষ্মণাবতীর নাম দেখিতে পাওয়া যাইত। জিয়া-বার্ণীর তারিখ্-ই-ফিরোজ্-শাহীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহ্রাম্ খাঁর মৃত্যুর পরে ফখর্-উদ্দীন্ কাদর্ খাঁকে নিহত করিয়া সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন[১৪], এই সমস্ত প্রদেশ আর কখনও তোগ্লক্বংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় নাই [sic]।

---

(৯) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৮।

(১০) তদেব।

(১১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ ইংরাজি, অনুবাদ, পৃঃ ৯৬।

(১২) H. N. Wright's Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, part II, p. 149

(১৩) Ibid, p. 150,

(১৪) Elliot's History of India, Vol. III, p. 243,

বদাওনীর গ্রন্থে ফখর্-উদ্দীনের বিদ্রোহ ও তাঁহার রাজ্যকালের ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে, লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলেও কাদর্ খাঁ মুখ্লিস্কে হত্যা করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সুলতান মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ্ মালিক্ ইউসফ্ নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মালিক্ ইউসফ্ লক্ষ্মণাবতী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন[১৫]। সুলতান মহম্মদ্-বিন-তোগ্লক্ শাহ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় ইউসফের পরে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিতে পারেন নাই। ৭৪১ হিজরায় সুলতান বাঙ্গালাদেশে আসিয়া সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন এবং ফখর্ উদ্দীন্কে দিল্লীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। বদাওনীর গ্রন্থের এই অংশ বিশ্বাসযোগ্য নহে। ৭৪১ হিজরায় মহম্মদ-বিন্-তোগ্লক্ শাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা আক্রমণ সত্য হইতে পারে, কিন্তু উক্তবর্ষে ফখর্-উদ্দীন্ পরাজিত হইয়া বন্দী হন নাই। তাঁহার মুদ্রাসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ৭৩৭ হইতে ৭৫০ [sic] হিজরা পর্য্যন্ত (১৩৩৬-১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ) [sic] সুবর্ণগ্রামে সুলতান ফখর্-উদ্দীনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। শমস্-ই সিরাজ্ আফিফের তারিখ্-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে সুলতান ফখর্-উদ্দীনের মৃত্যুর অন্যবিধ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিল্লীর সুলতান ফিরোজ্ শাহের দ্বিতীয়বার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণের পূর্ব্বে সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। ৭৫৪ হিজরায় (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে) ফিরোজ্ শাহ্ প্রথমবার লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহার অব্যবহিত পরে সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ শমস্-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইয়াছিলেন। ফখর্-উদ্দীনের জামাতা জফর্ খাঁ পলায়ন করিয়া দিল্লীতে ফিরোজ্ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ফিরোজ্ শাহ দ্বিতীয়বার বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন[১৬]। সুলতান ফখর্-উদ্দীনের রাজত্বকালের শেষভাগে ইখ্তিয়ার্-উদ্দীন্ গাজী শাহ্ নামক এক ব্যক্তি সুবর্ণগ্রামের এক অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা সুবর্ণগ্রাম হইতে ৭৫১ বা ৭৫২ ও ৭৫৩ হিজরায় (১৩৫০—৫২ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইখ্তিয়ার্-উদ্দীন্ গাজী শাহের অস্তিত্বের অপর কোন নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার সহিত সুলতান ফখর্ উদ্দীনের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

---

(১৫) মুন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৮।

(১৬) Elliot's History of India, Vol. III. pp. 303-4

(১৭) H. N. Wright's Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta, Vol. II, part II, p. 149, No. 21.

ফখর্-উদ্দীন্ দিল্লীর সুলতান মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহের অধীন সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তা তাতার খাঁ বা বহরাম্ খাঁর ভৃত্য। মহম্মদ্-বিন্-তোগলক্ শাহের অত্যাচারে যখন ভারতবর্ষের মুসলমান সাম্রাজ্য ধ্বংসোম্মুখ তখন অবসর বুঝিয়া ফখর্-উদ্দীন্ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মন্ত-উৎ-তওয়ারিখ্ অনুসারে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদর্ খাঁ ও সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ইজ্জুদ্দীন্ য়াহিয়া খাঁ প্রথমে সুলতান ফখর্ খাঁকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরে অর্থলোভে কাদর্ খাঁর সেনাদল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কাদর্ খাঁ পরাজিত হইয়াছিলেন। সুলতান ফখর্-উদ্দীনের ক্রীতদাস মুখ্লিস্ পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করিয়া কাদর্ খাঁর সেনাপতি আলী খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। আলী খাঁ পরে আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণাবতী বা পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জিয়া বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী অনুসারে ফখর্-উদ্দীন্ সপ্তগ্রাম এবং লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন, এই উক্তি সত্য হইলেও উক্ত অধিকার স্থায়ী হয় নাই। বদাওনীর গ্রন্থ অনুসারে ৭৪১ হিজরায় (১৩৪০ খৃষ্টাব্দে) সুলতান মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ দ্বিতীয়বার বাঙ্গালাদেশ ও সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিয়া ছিলেন[১৮]। এই আক্রমণে বিশেষ কোন ফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ফখর্-উদ্দীন্ নির্ব্বিবাদে ৭৫৪ হিজরা পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রামের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহের মৃত্যুর পরে সুবর্ণগ্রামে সুলতান মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহের কোন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া থাকিলেও তাহা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুলতান ফখর্-উদ্দীনের সম্পূর্ণ নাম ফখর্-উদ্দীন্ আবুল্ মজঃফর্ মবারক শাহ। এই নামে সুবর্ণগ্রাম হইতে ৭৩৭, ৭৪১—৫০ হিজরায় মুদ্রাঙ্কিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৯]। সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহের মুদ্রা অবিমিশ্র রজতে নির্ম্মিত এবং ইহার গঠন অতি সুন্দর।

ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহের রাজত্বকালে মিশর দেশীয় পর্য্যাটক ইবন্-বতুতা সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। তখন কাদর্ খাঁর সেনাপতি আলী খাঁ, আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ্ নাম গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মণাবতী বা পশ্চিমবঙ্গের অধিপতি হইয়াছিল। ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহ ও আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ দীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। বর্ষাকালে ফখর্-উদ্দীন্ প্রবল হইয়া উঠিতেন কারণ, পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য থাকায় তাঁহার নৌবল ও নৌ-সেনা পরাক্রান্ত ও সুশিক্ষিত ছিল, কিন্তু শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে আলা-উদ্দীন্

---

(১৮) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২০৯।

(১৯) E. Thomas, Initial Coinage of Bengal, part II, p. 57. H. N. Wright's Catalogue of Coins, Indian Musuem, Calcutta, Vol. II. part II, p. 149, Nos. 17-20.

আলী শাহ প্রবল হইয়া উঠিতেন কারণ, নদীর জল শুষ্ক হইলে ফখর্-উদ্দীনের নৌ-সেনা পশ্চিমবঙ্গের অশ্বারোহী পদাতিকগণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইত। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে ফখর্-উদ্দীন্ এবং পশ্চিমবঙ্গে আলা-উদ্দীন্ আলীশাহ দীর্ঘকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইবন্-বতুতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ বল্বনের বংশের শেষরাজা নিহত হইলে তাঁহার জামাতা লক্ষ্মণাবতীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ লক্ষ্মণাবতীর অধিপতি হইয়াছিলেন। ফখর্ উদ্দীন্ বল্বন্বংশীয় রাজগণের ভৃত্য ছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকার লোপ হইলে তিনি পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহ ফকীর ও সাধুদিগকে ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন[২০]। লি (Lee)[২১] ও সাঙ্গুইনেতি[২২] (Sanguinetti) প্রভৃতি ইবন্ বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদকগণ "সোদ্কাওয়ান" শব্দ চট্টগ্রামের নামান্তর মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন নাই যে, এই নগর গঙ্গা ও যমুনার সম্মেলন স্থলে অবস্থিত ছিল এবং ইহা সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম ব্যতীত অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। আরবী ভাষায় চট্টগ্রাম লিখিতে হইলে উহা "জৎকানো" লিখিতে হইবে।

ইবন্ বতুতা বাঙ্গালাদেশের খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দ্রব্য-মূল্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের এক রৎল, পশ্চিমের অর্থাৎ মিশর দেশের বিশ রৎলের সমান। তখন একটি রজতমুদ্রায় (নাম দীনার) পঁচিশ রৎল চাউল পাওয়া যাইত এবং অশীত রৎল ধান্য পাওয়া যাইত। দুই দির্হমে (সিকি দীনারে) এক রৎল তিলের তৈল মিলিত এবং চারি দির্হমে বা অর্দ্ধ দীনারে এক রৎল গব্যঘৃত (অথবা নবনীত) মিলিত। একটি দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য ছিল তিন দীনার এবং এক দির্হমে আটটি হৃষ্টপুষ্ট কুক্কুট পাওয়া যাইত। এক দির্হমে পনেরটি পুষ্ট পারাবত পাওয়া যাইত, একটি বৃহদাকার মেষের মূল্য দুই দির্হম। আট দির্হমে এক রৎল সিরাপ (Syrup, গুড় ?) পাওয়া যাইত। চারি দির্হমে এক রৎল চিনি পাওয়া যাইত এবং দুই দীনারে ত্রিশ গজ (অথবা হাত) লম্বা এক থান সূক্ষ্ম মস্লিন মিলিত। একটি সুবর্ণ দীনারে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী ক্রীতদাসী পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষের একটি সুবর্ণ দীনার মিশর দেশের সার্দ্ধ দুইটি সুবর্ণ দীনারের সমান। ইবন্ বতুতা আসূরা নাম্নী এক রূপবতী যুবতীকে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহার এক

---

(২০) Sanguinetti's Ibn Battuta, Tome quatrieme. pp. 212-216.

(২১) Lee's Ibn Batuta

(২২) Sanguinetti's Ibn Batuta, Tome quatrieme. p. 212.

বন্ধু, সুলু নামক রূপলাবণ্যসম্পন্ন একটি কিশোরবয়স্ক ক্রীতদাস দুই সুবর্ণ দীনার মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন [২৩]।

রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ অনুসারে, আলী মবারক্ প্রথমে মালিক্ ফিরোজ্ রজবের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। মালিক্ ফিরজ্ রজব্ সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সুলতান মহম্মদ্-বিন্-তোগলক্ শাহের খুল্লতাত পুত্র। মহম্মদ্-বিন্-তোগলক্ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে মালিক্ ফিরোজ্ তাহার খাস দবী (Private Secretary) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আলী মবারকের ধাত্রীপুত্র হাজী ইলিয়াস, কোন অপরাধ করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। আলী মবারক মালিক্ ফিরোজ্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও হাজী ইলিয়াসের সন্ধান করিতে পারেন নাই এবং সেই অপরাধে তিনি দিল্লী হইতে নির্ব্বাসিত হন। আলী মবারক্ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া কাদর্ খাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কালে তিনি তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মালিক্ ফখর্-উদ্দীন্ বিদ্রোহী হইয়া কাদর্ খাঁকে নিহত করিলে আলী মবারক্ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আলাউদ্দীন্ আলী শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৭৪১ হিজরায় সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহ আলাউদ্দীন্ আলী শাহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন [২৪]। গোলাম হোসেনের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহ ৭৫০ হিজরায় জীবিত ছিলেন। আলাউদ্দীন্ আলী শাহের রাজত্বকালে হাজী ইলিয়াস্ পাণ্ডুয়ায় আসিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন আলী শাহ প্রথমে তাহাকে কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু পরে তাঁহার ধাত্রী অর্থাৎ ইলিয়াস্ শাহের গর্ভধারিণীর অনুরোধে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। হাজী ইলিয়াস্ আলাউদ্দীন্ আলী শাহের রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করিয়া অল্পদিন মধ্যে আলাউদ্দীন্ আলী শাহের সেনাদল বশীভূত করিয়াছিলেন এবং খোজাগণের সাহায্যে আলী শাহকে হত্যা করিয়া শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ নামে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন [২৫]। আলাউদ্দীন্ আলী শাহের যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ফিরোজাবাদে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ৭৪০ হইতে ৭৪৬ হিজরা পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন [২৬]। আলী শাহের রাজ্যকালের কোন শিলালিপি বা ইমারৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে আলাউদ্দীন্ আলী শাহ স্বপ্নে হজরৎ শাহ মখদুম্ জলাল্ উদ্দীন্ তব্রীজীর সাক্ষাৎ পাইয়া

(২৩) Ibid, pp. 210-12.

(২৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৯৬—৯৭।

(২৫) তদেব, পৃঃ ৯৮।

(২৬) H. N. Wright's Catalogue of Coins, Indian Museum, Calcutta, Vol. II, part II, p. 130.

তাঁহার আদেশে পাণ্ডুয়ায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া নগরে ইহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে[২৭]।

শমস্ উদ্দীন্ শাহ সুলতান আলাউদ্দীন্ আলী শাহের ধাত্রীপুত্র। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ৭৪৬ হিজরার পরে ইলিয়াস্ শাহ লক্ষ্মণাবতীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ৭৫৩ বা ৭৫৪ হিজরায় তৎকর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া ফখর উদ্দীন্ মবারক্ শাহ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গ শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুবর্ণগ্রাম জয়ের পূর্ব্বে বা পরে ইলিয়াস্ শাহ জাজনগর আক্রমণ করিয়া উক্তরাজ্য হইতে বহু ধনরত্ন ও হস্তী লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহ ধীরে ধীরে বারাণসী পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন[২৮]।

সুলতান মহমদ্ বিন্ তোগলক্ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমে বাঙ্গালা-রাজ্যশাসনে মনঃসংযোগ করেন, এই সময়ে গৌড় ও বঙ্গে গিয়াস্ উদ্দীন্ বলবনের রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল। মহম্মদ্ বিন্ তোগলক্ শাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তাঁহাকে অধিকবার বাঙ্গালাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। রাজধানী দিল্লী হইতে বহুদূরে অবস্থান হেতু এবং সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তে বহু দুর্ঘটনার জন্য মহম্মদ্ বিন্ তাঁহার রাজ্যকালের শেষভাগে বঙ্গে বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগ করিতে পারেন নাই। সুবর্ণগ্রামে বহ্‌রাম্ খাঁর মৃত্যুর পরে ফখর্ উদ্দীনের বিদ্রোহ, বিদ্রোহীর হস্তে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ইজ্জুদ্দীন্ য়াহিয়া খাঁ ও লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদর্ খাঁর পরাজয়, কাদর্ খাঁর মৃত্যু, আলী শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ইলিয়াস শাহের হস্তে ফখর্ উদ্দীন্ মবারক্ ও আলাউদ্দীন্ আলীশাহের মৃত্যু, এই সমস্ত ঘটনাই মহম্মদ্ বিন্ তোগলক্ শাহের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল। নর্ম্মা শিরিন্ প্রমুখ মোগল সেনাপতিগণের আক্রমণ রোধে ব্যস্ত থাকিয়াও[২৯] তিনি যখন দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তোগলক্ সাম্রাজ্যের সেনা যখন তুষার সমাচ্ছন্ন হিমালয়ের শিখরদেশে দলে দলে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন দণ্ডধরাভাবে গৌড়বঙ্গের অবস্থা অতি শোচনীয়। মহম্মদ্-বিন্ তোগলক্ শাহ যখন সুবর্ণাভাবে সুবর্ণ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[৩০], তখন সম্ভবতঃ অর্থাভাবে গৌড়বঙ্গে বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগ লইতে পারেন নাই। মহম্মদ্-তোগলকের মৃত্যুর পরে তাঁহার খুল্লতাতপুত্র

(২৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৯৭-৯৮।

(২৮) ঐ, পৃঃ ৯৯।

(২৯) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৫।

(৩০) E. Thomas, Chronicles of the Pathan Kings of Delhi p. 239-53.

ফিরোজ্ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহ্‌রাম খাঁর মৃত্যুর ত্রয়োদশবর্ষ পরে দিল্লী হইতে গৌড়বঙ্গে বিদ্রোহ দমনার্থে প্রথম অভিযান আরব্ধ হইয়াছিল[৩১]। এই ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যে সাত বৎসর লক্ষ্মণাবতী শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে ইলিয়াস্ শাহ তাঁহার সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্‌কার বলেন যে, ইলিয়াস্ শাহ এই সময়ের মধ্যে প্রজাবৃন্দের সন্তোষবিধান করিয়া সৈন্যগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সুলতান্ শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ শমস্‌উদ্দীন অল্‌তমশ্ নির্ম্মিত দিল্লীর প্রসিদ্ধ স্নানাগারের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে একটি স্নানাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৩২]। এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান ফিরোজ্-তোগ্‌লক্ বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ ৭৫২ হিজরায় অর্থাৎ ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৩৩]। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে গৌড়াভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ৭৫৪ হিজরায় অর্থাৎ ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে শওয়াল মাসে, ফিরোজ শাহ খাঁনজহানকে দিল্লীতে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[৩৪]। গৌড় ও বঙ্গ প্রকৃতপক্ষে গত ত্রয়োদশ বর্ষ যাবৎ বিদ্রোহী ছিল, এই সময়ের মধ্যে গৌড় ফিরোজাবাদের অথবা বঙ্গে সুবর্ণগ্রামের কোনও শাসনকর্ত্তা বা স্বাধীন রাজা দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ্-বিন্-তোগ্‌লক্ শাহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ফখর্-উদ্দিন্ মবারক্ শাহের পরাজয় ও মৃত্যু ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে ফখর্ উদ্দীন্ ৭৪১ হিজরার নয় বৎসর পরেও জীবিত ছিলেন। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তগণের মধ্যে তাতার খাঁ অর্থাৎ বহ্‌রাম্ খাঁর মৃত্যুর পরে অপর কোনও শাসনকর্ত্তা বা স্বাধীন রাজ্য দিল্লীর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ফখর্ উদ্দীন্ মবারক্ শাহ্, ইখ্‌তিয়ার্ উদ্দীন্ আলী শাহ, আলাউদ্দীন্ আলী শাহ ও শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়া মহম্মদ্ বিন্-তোগ্‌লক্ শাহের রাজ্যকালের শেষভাগে গৌড় ও বঙ্গের স্বাধীনতার সুদৃঢ় প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি মহম্মদ্-বিন-তোগ্‌লক্ শাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মালিক্ বেদার্ খিল্‌জি বা

(৩১) রিয়াজ-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৯৯-১০০।
(৩২) তদেব, পৃঃ ১০০।
(৩৩) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২৪৩।
(৩৪) তদেব পৃঃ ২৪৪ ; মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ-৩২৪ ; রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০০।

কাদর্ খাঁ এক সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন[৩৫]। গৌড় ও বঙ্গ যখন স্বাধীন তখন মগধ বা বিহার দিল্লীর বাদ্শাহগণের অধীন ছিল। ৭৩২ হিজরায় রমজান মাসের প্রথমে অর্থাৎ ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মে তারিখে, মগধ বা বিহার প্রদেশে বিহার নগরে বাদ্শাহী শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে, আবুল্ মজাহিদ্ মহম্মদ্-বিন-তোগ্লক্ শাহের নাম আছে[৩৬]। এই তোরণের শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কিন্তু তোরণের ধ্বংসাবশেষ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ৭৩৭ হিজরায় অর্থাৎ ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে মবারক্ মহ্মুদ্ নামক একব্যক্তি বিহার নগরে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই গৃহেরও শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই শিলালিপিতে মহম্মুদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহের নাম আছে[৩৭]। ৭৫৩ হিজরায় জিল্হিজ্জা মাসের ত্রয়োদশ দিবসে রবিবারে মালিক্ বয়্য ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছিল, বিহার নগরে তাঁহার সমাধির উপরে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সুলতান্ ফিরোজ্ শাহের নাম আছে[৩৮]। এই শিলালিপিত্রয় হইতে প্রমাণ হয় যে, মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহের রাজ্যকালের প্রথমভাগে বিহরে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ৭৩১ হিজরায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে তোগ্লক্পুর বা তীরহুতে মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহের মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[৩৯], সুতরাং উক্তবর্ষে তীরভুক্তি দিল্লীর বাদশাহগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ৭৩২ ও ৭৩৭ হিজরার শিলালিপির প্রমাণ অনুসারে মগধ বা বিহার তোগ্লক্বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। ৭৩৭ হিজরা হইতে ৭৫৩ হিজরা পর্য্যন্ত (১৩৩৭-১৩৫২ খৃষ্টাব্দ) বিহার প্রদেশের কি অবস্থা ছিল তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিহার প্রদেশে মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহের রাজ্যকালের শেষভাগে সম্ভবতঃ সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, কারণ রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্[৪০] ও তবকাৎ-ই-আক্বরীতে[৪১] দেখিতে পাওয়া যায় যে, শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ্ বারাণসী পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

---

(৩৫) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩০৮।

(৩৬) Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 291-292.

(৩৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 299-300.

(৩৮) Ibid, pp. 301-2; Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 292.

(৩৯) H. N. Wright's Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, pt. I, p. 60, No. 384.

(৪০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৯৯।

(৪১) তবকাৎ-ই-আক্বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২৪৪।

৭৫৩ হিজরায় বিহার প্রদেশ পুনরায় দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময় হইতে ৭৯৯ হিজরা পর্য্যন্ত বিহার বা মগধ দিল্লীর তোগ্‌লক্‌বংশীয় বাদ্‌শাহগণের অধিকারভুক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে দিল্লীর তোগ্‌লক্‌বংশীয় বাদ্‌শাহগণের অবনতির চরমসীমাতেও মগধ বা বিহার প্রদেশ বিদ্রোহী হয় নাই।

জিয়া-উদ্দীন্‌ বার্ণী রচিত তারিখ্‌-ই-ফিরোজ্‌ শাহী অনুসারে ফিরোজ্‌ শাহ শমস্‌-উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ শাহ কর্ত্তৃক গৌড় মুসলমান ও জিম্মিগণের[৪২] প্রতি অত্যাচারের কথা এবং তীরভুক্তি আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কথা শুনিয়া গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ্‌ শাহ দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া গঙ্গার উত্তর তীরের পথ অবলম্বনে গোরক্ষপুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইস্থানের হিন্দুরাজগণ নিয়মিতভাবে কর প্রদান করিতেন না, বাদশাহের সেনা গোরক্ষপুর ও থরোসা নামক স্থানদ্বয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা একে একে বাদ্‌শাহের শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের দেয় রাজস্ব প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন[৪৩]। তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা[৪৪] ও তবকাৎ-ই-নাসিরীতে[৪৪], এই সকল হিন্দুরাজগণের মধ্যে উদয়সিংহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়সিংহ প্রমুখ হিন্দুরাজগণ বাদ্‌শাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। শমস্‌-ই-সিরাজ্‌ আফিফ্‌ রচিত তারিখ্‌-ই-ফিরোজ্‌ শাহী গ্রন্থে সুলতান্‌ ফিরোজ্‌ শাহের প্রথম গৌড়াভিযানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ফিরোজ্‌ শাহ সপ্ততি সহস্র সেনা সমভিব্যবহারে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাদ্‌শাহী সেনা কৌশিকী নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বাদ্‌শাহের গতিরোধ হইয়াছিল। গঙ্গা ও কৌষিকীর মিলনস্থলে নদীর পূর্ব্ব তীরে সুলতান্‌ শমস্‌-উদ্দীন্‌ ইলিয়াসের সেনা যুদ্ধার্থ সজ্জিত আছে দেখিয়া ফিরোজ্‌ শাহ সেই সেইস্থানে নদী পার হইতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি কৌশিকীতীরে অবলম্বন করিয়া শত ক্রোশ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং চম্পারণ বা চম্পাকারণের নিকট কৌশিকী নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কৌশিকী এইস্থানে হিমবানের পাদমূল হইতে নির্গত হইতেছে। শিলাসংকুল স্রোতস্বিনী-গর্ভে স্রোতবেগ অসহনীয় দেখিয়া বাদ্‌শাহের আদেশে হস্তিযূথ দুই দলে বিভক্ত হইয়া নদীগর্ভে দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং হস্তিপৃষ্ঠে-নির্ম্মিত সেতু অবলম্বনে বাদ্‌শাহের সেনা কৌশিকী উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ফিরোজ্‌ শাহ

(৪২) জিম্মি—মুসলমানগণের আশ্রিত বিধর্ম্মী অর্থাৎ হিন্দু।

(৪৩) জিয়া-উদ্দিন্‌ বার্ণী রচিত তারিখ্‌-ই-ফিরোশাহী, মূল, Bibliotheca Indica, পৃঃ ৫৮৬-৮৮।

(৪৪) তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা, নওলকিশোর ছাপাখানা, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ২৮৬।

(৪৫) তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২৪৪।

কৌশিকী উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ সসৈন্য গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। বাদশাহ চম্পারণ ও রাচাবের পথে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[৪৬]। ইলিয়াস্ শাহ গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডুয়ার দুর্গে স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া স্বয়ং পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী একডালা নামক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহের পুত্রের হস্তে পাণ্ডুয়া-দুর্গ রক্ষার ভারার্পণের কথা, কেবল রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া যায়[৪৭]। আফিফের মতানুসারে ইলিয়াস্ শাহ পাণ্ডুয়া রক্ষার চেষ্টা না করিয়া একডালা-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৮]। একডালা-দুর্গের অবস্থান লইয়া বহু মতভেদ আছে। রেনেল্ (Rennell[৪৯] ও বেভারিজের (Beveridge)[৫০] মতানুসারে একডালা ঢাকার নিকট অবস্থিত। রেনেলের হিন্দুস্থানের মানচিত্রে একডালার অবস্থান ঢাকার উত্তরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ওয়েষ্টমেকট (Westmacott) বলেন যে, একডালা বর্ত্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত[৫১]। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, মালদহ জেলার দমদমা নামক স্থানই প্রাচীন একডালা দুর্গ। মালদহ নিবাসী পণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিতেন। ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর কিছুদিন পূর্ব্বে একডালার অবস্থান সম্বন্ধে কলিকাতা এসিয়াটি সোসাইটিকে একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ঢাকা জেলায় আবিষ্কৃত একটি আরবী শিলালিপিতে একডালার নাম আছে। এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট হইতে এই শিলালির প্রতিলিপি চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ প্রতিলিপি প্রেরিত হয় নাই বলিয়া প্রবন্ধটি এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় মুদ্রিত হয় নাই। ব্লখ্‌ম্যান (Blochmann) অনুমান করেন যে, একডালার বাঙ্গালা নাম একদল।[৫২] মুসলমান ঐতিহাসিকগণ "একডালা" লিখিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ একডালা বা একদলা নামে একাধিক দুর্গ ছিল; কিন্তু ফিরোজ্ শাহের আক্রমণের ভয়ে শমস্-

(৪৬) Elliot's History of India, Vol. III, pp. 293-224.

(৪৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০০।

(৪৮) Elliot's History of India, Vol. 111, p. 294

(৪৯) Memoirs of the Asiatic Socicty of Bengal, Vol. 111. No. 3. Map.

(৫০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIV, 1895, part 1, p. 213.

(৫১) Ibid, Vol. XLIII. 1874. pt. I pp.244-45,

(৫২) Ibid, Vol. XIII, 1873, pt. I, p. 212, note.

(৫২) জিয়া-উদ্দীন্ বর্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্‌শাহী, পারস্য মূল, পৃঃ ৫৮৮।

উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ যে একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এই একডালা পাণ্ডুয়ার নিকটে অবস্থিত একটি গ্রাম এবং ইহার একদিকে জঙ্গল অপরদিকে নদী আছে।[৫৩] দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্ববঙ্গ তখনও শমস্উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই, কারণ ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহ তখনও জীবিত ছিলেন। যাঁহারা বলেন যে, একডালা পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত তাঁহারা সম্ভবতঃ অন্যতম সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফের উক্তিতে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন। আফিফের তারিখ্-ই-ফিরোজশাহীতে একডালার দ্বীপ বা দ্বীপমালা (জজাঈর) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে[৫৪]। পূর্ব্ববঙ্গের নদীবেষ্টিত ভূখণ্ডকে যদি দ্বীপমালা বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে গঙ্গা-মহানন্দা-কালিন্দী-বেষ্টিত গৌড়নগরের উপকণ্ঠকে যে, কেন দ্বীপমালা বলা যাইতে পারিবে না তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রাভেনশ (Ravenshaw) প্রদত্ত মানচিত্রে গৌড়ের পূর্ব্বে বহু জলাভূমি ও হ্রদ দৃষ্ট হয়[৫৫], বর্ষাকালে এই সমস্ত হ্রদ ও জলাভূমি কালিন্দী, গঙ্গা ও মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রবৎ বিস্তৃত জলাশয়ে পরিণত হয়, তখন উচ্চ-ভূখণ্ডগুলি পশ্চিমাঞ্চলবাসী ব্যক্তিগণের নিকট দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সম্ভবতঃ এইরূপ দৃশ্যই আফিফের গ্রন্থে একডালা-দুর্গকে দ্বীপরূপে বর্ণনার কারণ।

শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ একডালা-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সুলতান্ ফিরোজ্ শাহ দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া তোপে মুর্চ্চা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহের সেনা নিত্য একডালা-দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাদ্শাহের সেনা আক্রমণ করিত কিন্তু তাহারা বাদ্শাহের সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া একডালার দ্বীপ-সমূহের মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিলে সুলতান্ ফিরোজ্ শাহ পাণ্ডুয়ার নিরীহ অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করেন নাই এবং শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের প্রাসাদ ও উদ্যান নষ্ট করেন নাই[৫৫]। এই সময়ে বাদ্শাহী সেনা সমস্ত গৌড়দেশ অধিকার করিয়া হিন্দুরাজ্য ও ভূস্বামিগণকে বশীভূত করিল[৫৬]। ফিরোজ্ শাহ পাণ্ডুয়া নগর অধিকার করিয়া ইলিয়াস্ শাহের পুত্রকে বন্দী করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে বাদ্শাহ যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার নাম

---

(৫৪) Elliot's History of India, Vol. III, p. 295.

(৫৫) Ravenshaw's Gaur—Its Ruins and Inscriptions. Map.

(৫৫ক) জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহী, পারস্য-মূল (Bibliotheca Indica), পৃঃ ৫৮৯।

(৫৬) Elliot's History of India, vol. III, p. 294.

ফিরোজ্‌পুরাবাদ বা ফিরোজাবাদপুর[৫৭]। এইস্থান হইতে ফিরোজ্‌ শাহ পাণ্ডুয়া-দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইলিয়াস্‌ শাহের পুত্রকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। প্রথম দিন বাদ্‌শাহের সেনার সহিত ইলিয়াস্‌ শাহের সেনার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার পরে বাদ্‌শাহ দ্বাবিংশতি দিবস একডালা-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন[৫৮]। দ্বাবিংশতি দিবস একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়াও সুলতান ফিরোজ্‌ শাহ নদী ও অরণ্য-বেষ্টিত দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। শমস্‌-ই-সিরাজ্‌ আফিফ্‌ লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, কিছুকাল যুদ্ধ করিবার পরে বর্ষা আগতপ্রায় দেখিয়া সুলতান্‌ ফিরোজ শাহ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ দেখিলেন যে, বর্ষাকালে দেশ জলে প্লাবিত হইবে এবং তখন সুলতান্‌ ফিরোজ্‌ শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন ইহা ভাবিয়া বর্ষাকালের প্রতীক্ষায় ইলিয়াস্‌ শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, কৌশলে ইলিয়াস্‌ শাহকে সসৈন্য একডালা দুর্গ হইতে বাহির করিবার জন্য দিল্লীর পথে কিয়দ্দূর প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। এই পরামর্শ অবলম্বন করিয়া সুলতান্‌ ফিরোজ্‌ শাহ পরদিন একডালা হইতে যাত্রা করিয়া সাত ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করিলেন। বাদ্‌শাহের আদেশে দুই চারিজন কলন্দর (ফকীর) শিবির হইতে একডালা দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা যথাসময়ে গৌড়ের সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শমস্‌-উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ শাহের সম্মুখে নীত হইল এবং তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল যে সুলতান্‌ ফিরোজ্‌ শাহ সসৈন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন[৫৯]। কোন কোন ঐতিহাসিক লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে, একডালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সুলতান্‌ ফিরোজ্‌ শাহ শিবিরের সমস্ত সম্পত্তিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া আসিয়াছিলেন[৬০]। ফিরোজ্‌ শাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত গুপ্তচরগণের মিথ্যাবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া শমস্‌-উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ শাহ একডালা দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পর বাদ্‌শাহী সেনাকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে মনঃস্থ করিলেন।

ইলিয়াস্‌ শাহ দশসহস্র অশ্বারোহী দুই লক্ষ পদাতিক ও পঞ্চাশটি হস্তী লইয়া বাদ্‌শাহী সেনার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন[৬১]। ফিরোজ্‌ শাহ যেস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইস্থানে একটি নদী তীর্থ ছিল। বাদ্‌শাহী সেনার সম্পত্তি যখন নদী পার হইতেছিল তখন বাঙ্গালার সুলতান্‌ বাদ্‌শাহী সেনা আক্রমণ করিলেন। বাদ্‌শাহের আদেশে মালিক্‌ দীলান্‌ ত্রিংশৎ

---

(৫৭) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০০।

(৫৮) তদেব।

(৫৯) Elliot's History of India, Vol. III, pp. 394-95.

(৬০) শমস্‌-ই-সিরাজ্‌-আফীফ্‌ রচিত তারিখ্‌-ই-ফিরোজ্‌ শাহী, পারস্য-মূল, Bibliotheca Indica, পৃঃ ১১৩।

(৬১) Elliot's History of India, Vol. III, p. 295.

সহস্র অশ্বারোহী লইয়া দক্ষিণ-পক্ষে, মালিক্ হাসাম্ নবতিত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া বামপক্ষে ও খান্-ই-আজম্ তাতার খাঁ ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মধ্যদেশে স্থান গ্রহণ করিলেন। বাদ্শাহী সেনার হস্তিদল তিনভাগে বিভক্ত হইয়া অশ্বারোহী সেনার সম্মুখে স্থাপিত হইল। প্রথমে বামপক্ষে হুসাম্-উদ্দীন্ নবাব সেনাদলের সহিত গৌড়ীয় সেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাদ্শাহী সেনার শ্রেণীবিন্যাস দেখিয়া ইলিয়াস্ শাহ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ফকীরগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরে বাঙ্গালার সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। বাদ্শাহী সেনা লইয়া সেনাপতি তাতার খাঁ একডালা পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইলিয়াস্ শাহ পুনরায় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফিরোজ্ শাহ শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার পাণ্ডুয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং একডালা দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে ইলিয়াস্ শাহের ৪৮টি হস্তী বাদ্শাহী সেনা কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল[৬২]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৪৪টি হস্তী ধৃত হইয়াছিল[৬৩]।

দ্বিতীয়বার একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়াও দিল্লীশ্বর ফিরোজ্ শাহ গৌড়েশ্বরের দুর্ভেদ্য আশ্রয়স্থল অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি এইবারে কতদিন একডালা অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয় নাই। আফিফের মতানুসারে ফিরোজ্ শাহ দ্বিতীয়বার একডালা অবরোধ করিলে, একডালার অবরোধবাসিনী মুসলমান রমণীগণ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া, তাঁহার সম্মুখে অবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছিলেন। মুসলমান সমাজে ইহা গভীর শোক ও দুঃখের চিহ্ন। এই দৃশ্য দেখিয়া বাদ্শাহ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, নগর অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে বহু মুসলমান হত্যা করিতে হইয়াছে এবং দুর্গ অধিকার করিতে হইলে বহু মুসলমান হত্যা করিতে হইবে, তাঁহার সৈন্যগণের হস্তে বহু অবরোধবাসিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী লাঞ্ছিতা হইবেন। সুলতান্ ফিরোজ্ শাহের সমসাময়িক ঐতিহাসিক শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় অবরোধবাসিনীগণের রোদনধ্বনিতে বিচলিত হইয়া বাদশাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন[৬৪]। আফিফের এই উক্তি ফিরোজ্ শাহের গৌড়াভিযানের বিফলতা গোপন করিবার জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বাদ্শাহ্ যখন গৌড়াভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন তখন কি জানিতেন না যে, গৌড়-যুদ্ধে বহু মুসলমান নিহত হইবে এবং তাহাদিগের পুত্র কলত্রের আর্ত্তনাদ সতত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ

(৬২) Elliot's History of India, pp. 295-97

(৬৩) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০২।

(৬৪) Elliot's History of India. Vol. III, p. 297.

করিবে? সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইলেও ইলিয়াস্ শাহের সেনা তখনও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই, গৌড়দেশ অধিকৃত হইলেও রাজধানীর প্রধান দুর্গ তখনও অনধিকৃত ছিল, এই অবস্থায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা যদি বিজয় হয়, তাহা হইলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তি সত্য। বর্ষাকালে গৌড়দেশে অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া এবং সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ অধিকার অসম্ভব জানিয়া, গৌড়াভিযানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ্ শাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী বঙ্গদেশীয় রাজা ও পদাতিক সেনার কাপুরুষতার কথা লিবিপন্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে বাঙ্গালী রাজগণ ও তাঁহাদিগের পদাতিক সেনা আস্ফালন করিতেছিল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহারা ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিরা ভূমি চুম্বন করিয়াছিল[৬৫]। শামস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ সুলতান্ শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের কাপুরুষতার কথা লিপিবন্ধ করিয়াছেন, তিনি বলেন যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইলিয়াস্ শাহ যখন পলায়ন করিতেছিলেন, তখন ফিরোজ্ শাহের সেনাপতি খান্-ই-আজম্ তাতার খাঁ তাঁহাকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইলিয়াস্ শাহ যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন[৬৬]। ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে কিন্তু এই কাপুরুষ সুলতান তাঁহার অধীন কাপুরুষ বাঙ্গালী রাজগণ এবং তাঁহাদিগের অধীন কাপুরুষ পদাতিক সেনার জন্য ভারতেশ্বর ফিরোজ্ শাহকে একডালার অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে গৌড়াভিযানে ফিরোজ্ শাহের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায়, পরাজয়ের পরিবর্ত্তে উহাই প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল[৬৭]। শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে সুলতান ফিরোজ্ শাহ্ প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলে তাঁহার অনুচরবর্গ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল। কেবল বীরাগ্রগণ্য তাতার খাঁ বার বার দিল্লীশ্বরকে গৌড়রাজ অধিকার করিয়া শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহকে সম্পূর্ণরূপে শাসন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন[৬৮]।

গোলাম হোসেন সলিম রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে ইলিয়াস্ শাহ ও ফিরোজ্ শাহ সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। একডালা অবরোধের সময়ে মুসলমান সাধু শেখ্ রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হইয়াছিল। সুলতান শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং তিনি ছদ্ম-

(৬৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLII, 1873, pt. 1. p. 259.

(৬৬) Elliot's History of India, Vol. III, p. 296.

(৬৭) Ibid, p. 254.

(৬৮) Ibid, p. 227.

বেশে উক্ত সাধুর শবের সহিত গোরস্থানে গিয়াছিলেন। সাধুর শব সমাধিস্থ হইলে তিনি বাদশাহ্ ফিরোজ্ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে এই কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৬৯]। ফিরোজ্ শাহ একাদশ মাস গৌড়াভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং এই যুদ্ধে এক লক্ষ অশীতিসহস্র বাঙ্গালী সৈন্য নিহত হইয়াছিল[৭০]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্কার বলেন যে বর্ষাকালের আশঙ্কায় ফিরোজ্ শাহ ইলিয়াস্ শাহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহও একডালায় অবরুদ্ধ থাকিয়া নানাপ্রকার অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। এইজন্য তিনিও কিয়ৎপরিমাণে অধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহের আদেশে শমস্-উদ্দীনের পুত্র ও গৌড়-রাজ্যের অন্যান্য বন্দী মুক্ত হইয়াছিলেন। পরে একডালার অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া তিনি দিল্লিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৭১]। বদাওনীর গ্রন্থেও সন্ধির কথা দেখিতে পাওয়া যায়[৭২]। কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক শমস্-ই-সিরাজ আফিফ্-রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্ শাহীতে সন্ধির কথা নাই, পরন্তু আফিফ্ বলিয়াছেন যে, ফিরোজ্ শাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শমস্-উদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ একডালায় (সম্ভবতঃ পাণ্ডুয়ার, কারণ একডালা সর্ব্বদা ইলিয়াস্ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল) প্রবেশ করিয়া (ফিরোজ্ শাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত) শাসন-কর্ত্তাকে বধ করিয়াছিলেন[৭৩]। তবকাৎ-ই-আক্বরীতেও সন্ধির কথা আছে[৭৪]। নিজাম্ উদ্দীন্ আহমদ্ অনুসারে ফিরোজ্ শাহ রবিউয়ল-আউয়ল মাসের সপ্তম দিবসে একডালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্তমাসের উনত্রিংশ দিবসে ফিরোজ্ শাহ প্রত্যাবর্ত্তনের ছলে একডালা হইতে সপ্তক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। রবিউল্-আখের মাসের পঞ্চম দিবসে শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ একডালা হইতে বহির্গত হইয়া ফিরোজ্ শাহের সেনা আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত মাসের সপ্তম দিবসে ফিরোজ্ শাহ গৌড়রাজ্যের বন্দিদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। উক্তমাসের সপ্তবিংশ দিবসে তিনি সন্ধি-স্থাপন করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং শাবান মাসের দ্বাদশ দিবসে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৭৫]।

ফিরোজ্ শাহের প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরে শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ নৌকাযোগে সুবর্ণগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া সহসা সুলতান্ ফখর্-উদ্দীন্

(৬৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০২।
(৭০) Elliot's History of India, Vol. III. p. 297.
(৭১) রিয়াজ্-উস-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০২।
(৭২) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২৫।
(৭৩) Elliot's History of India, Vol. III, p. 298.
(৭৪) তবকাৎ-ই-আক্বরী, ইরাজী অনুবাদ, ২৪৫।
(৭৫) তদেব, পৃঃ ২৪৫।

মবারক্ শাহকে আক্রমণ করিয়া স্বর্ণগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন[৭৬]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৭৫৫ হিজরায় সুলতান শমস্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত দিল্লীতে সুলতান ফিরোজ্ শাহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহ সর্ব্বদা ফিরোজ্ শাহের ভয়ে ভীত থাকিতেন এবং সেইজন্য ৭৫৭ হিজরায় (১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে) সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল এবং দিল্লীর সাম্রাজ্য ও গৌড়রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সময় হইতে বাঙ্গালার গৌড়রাজ্যের স্বাধীনতা দিল্লীর বাদ্শাহগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। ৭৫৮ হিজরায় (১৩০৮ খৃষ্টাব্দে) সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ গৌড় হইতে মালিক্ তাজ্-উদ্দীন্ ও অন্যান্য ওমরাহদিগকে বহুমূল্য উপঢৌকন সহ দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতান ফিরোজ্ শাহ মালিক্ সৈফ্-উদ্দীন্ শাহ নফীলের সহিত বহমূল্য আরব ও তুরুষ্কদেশীয় অশ্ব ও অন্যান্য বহু মহার্ঘ উপঢৌকন গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মালিক্ সৈফ্-উদ্দীন্ ও মালিক্ তাজ্-উদ্দীন্ বিহারে আসিয়া শুনিলেন যে, সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মালিক্ সৈফ্-উদ্দীন্ উপহারের দ্রব্যাদি বিহরে প্রদেশের বাদ্শাহী সেনার মধ্যে বেতনের পরিবর্ত্তে বিতরণ করিয়াছিলেন[৭৭]। কথিত আছে, যে; সুলতান ফিরোজ্ শাহ পাণ্ডুয়াকে ফিরোজাবাদ এবং একডালাকে আজাদ্পুর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ায় তাঁহার নামে খোৎবু পঠিত হইয়াছিল[৭৮]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ ষোড়শ বৎসর কতিপয় মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন[৭৯]। ৭৫৯ হিজরার পরে এবং ৭৬১ হিজরার পূর্ব্বে কোনও সময়ে সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল, কারণ শেষোক্ত বর্ষে ইলিয়াস্ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের রাজ্যকালের কোন শিলালিপি বা প্রাচীন কীর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ যখন জীবিত, তখন হইতেই ইলিয়াস্ শাহ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আলা-উদ্দীন্ আলী শাহ তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[৮০]। ফিরোজাবাদে আলা-উদ্দীন্ আলী শাহের জীবদ্দশায়, শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ ৭৪০ ও ৭৪৪ হিজরায় নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন

(৭৬) Elliot's History of India, Vol. III, p. 304.
(৭৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ৩০৩।
(৭৮) Elliot's History of India, Vol. III, p. 298.
(৭৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৩।
(৮০) তদেব, পৃঃ ৯৮।

করাইয়াছিলেন[৮১]। ৭৪৬ হিজরার পরে মুদ্রিত আলা-উদ্দীন্ আলী শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, সম্ভবতঃ এই বর্ষে (১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে) ইলিয়াস্ শাহ্ আলী শাহকে হত্যা করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদে মুদ্রিত হিজরাব্দের ৭৪০, ৭৪৪, ৭৪৬-৫১ ও ৭৫৩-৫৮[৮২] বর্ষের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুলতান ফিরোজ্ শাহ একডালা দুর্গ-অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলে সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ ফখর্-উদ্দীন মবারক্ শাহকে পরাজিত করিয়া সুবর্ণ-গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। ৭৫৪-৫৫ হিজরায় (১৩৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম বিজিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ কিছুদিনের জন্য সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার নামে ৭৫৩ ও ৭৫৪ হিজরায় ও সুবর্ণগ্রামে মুদ্রাঙ্কিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৩]। ফিরোজাবাদ ও সুবর্ণগ্রাম ব্যতীত শহর্-ই-নৌ নামক একটি অধুনা অজ্ঞাতস্থানে ইলিয়াস্ শাহ একটি টাঁকশাল স্থাপন করিয়াছিলেন[৮৪]। দিল্লীশ্বর ফিরোজ্ শাহ কর্ত্তৃক পাণ্ডুয়ার ফিরোজাবাদ নামকরণ সম্ভবতঃ অলীক, কারণ আলাউদ্দীন্ আলী শাহের সময় হইতেই গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী মুদ্রায় ফিরোজাবাদ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে[৮৫]। শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৬]।

---

(৮১) Thomas, Initial Coinage of Bengal, p. 62.

(৮২) Ibid ; H. N. Wright, Catalogue of Coins, Indian Museum, Calcutta, vol. II, pt. II. p. 151, No. 28.

(৮৩) এতদ্ব্যতীত সুবর্ণগ্রামে ইলিয়াস্ শাহের নামে মুদ্রিত ৭৫৫-৫৮ হিজরায় রজতমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। Thomas—Initial Coinage of Bengal, p. 63.

(৮৪) H. N. Wright, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 152, Nos. 35-36.

(৮৫) Ibid, p. 150, Nos, 22-23.

(৮৬) Ibid, No. 23 (a).

পরিশিষ্ট (ঘ)

শহর্-ই-নৌ

শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ ও তৎপুত্র সিকন্দর শাহের তিনটি মুদ্রা শহর্-ই-নৌ নামক টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়াছিল। স্যর্ জেমস্ বোর্ডিলনের (Sir Jams Bourdillon) মতানুসারে এই নগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত এবং সম্ভবতঃ গৌড়ের একটি উপনগর ছিল। নিকোলা জি কন্তি নামক ভিনিস্ দেশীয় জনৈক পর্যটক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে "শের্নোব" নামক নগরের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ ইহাই শহর্-ই-নৌ নগর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার স্বাধীনতা—ইলিয়াস্ শাহের বংশ

হিজরা ৭৫৯—৮১২, খৃষ্টাব্দ ১৩৫৮—১৪০৯

নান্যদেবের বংশ—জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপি—কর্ণাটক রাজবংশের তালিকা—হরসিংহ দেব—প্রথম মুসলমান আক্রমণ—গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহ—মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ—ফিরোজ্ শাহ—নরসিংহদেব—কার্ণাটকবংশের রাজ্যকালে মিথিলায় বিদ্যাচর্চ্চা—মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশ—কামেশ্বর রাজপণ্ডিত—ভোগীশ্বর—সিকন্দর শাহ—জফর্ খাঁ—ফিরোজ্ শাহের আশ্রয় গ্রহণ—বাঙ্গালাদেশে ফিরোজ্ শাহের দ্বিতীয় অভিযান—সিকন্দর শাহের একডালায় আশ্রয় গ্রহণ—তৃতীয় বার একডালা দুর্গ অবরোধ—সিকন্দরীয়া দুর্গের পতন—ফিরোজ্ শাহের দুর্ব্বলতা—সিকন্দর শাহের সহিত সন্ধি—ফিরোজ্ শাহের জাজ্নগর আক্রমণ—আদিনা মসজিদ—গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের বিদ্রোহ—পিতাপুত্রে যুদ্ধ—সিকন্দর শাহের মৃত্যু—সিকন্দর শাহের মুদ্রা—সিকন্দর শাহ কর্ত্তৃক কামরূপ আক্রমণ—গঙ্গারামপুরের মসজিদ—মোল্লা সিমলার মসজিদ—ইলিয়াস্ শাহের বংশের রাজ্যকালে বিহারের অবস্থা—গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ—হাফেজের সহিত পত্র ব্যবহার—আজম্ শাহের মৃত্যু—রাজা গণেশ—আজম্ শাহের মুদ্রা—সৈফ্-উদ্দীন্ হম্জা শাহ—দ্বিতীয় শমস্ উদ্দীন্—হিন্দু স্বাধীনতা—শাহাব্-উদ্দীন্—বায়াজিদ্ শাহ।

বাঙ্গালার সুলতানগণ		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
সিকন্দর শাহ (১ম)	···	৭৫৯—৭৯২	১৩৫৮—১৩৮৯
গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ	···	৭৯২—৭৯৯	১৩৮৯—১৩৯৬
সৈফ্-উদ্দীন্ হমজা শাহ	···	৭৯৯—৮০৯	১৩৯৬—১৪০৬
শমস্-উদ্দীন্ (২য়)	···	৮০৯—৮১২	১৪০৬—১৪০৯
দিল্লীর সুলতানগণ—			
ফিরোজ্ শাহ	···	৭৫২—৭৯০	১৩৫১—১৩৮৮
গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্ শাহ (২য়)	···	৭৯০—৭৯১	১৩৮৮
আবুবক্র শাহ	···	৭৯১—৭৯২	১৩৮৮—১৩৮৯
মহম্মদ্ শাহ	···	৭৯২—৭৯৫	১৩৮৯—১৩৯২
সিকন্দর শাহ (১ম)	···	৭৯৫	১৩৯২
মহমুদ্ শাহ	···	৭৯৫—৮১৫	১৩৯২—১৪১২
নসরৎ শাহ	···	৭৯৭—৮০২	১৩৯৪—১৩৯৯

উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ—		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
৩য় ভানুদেব	...	...	১৩৫২—১৩৭৯
৪র্থ নরসিংহদেব	...		১৩৭৯—১৪০২
আসামের রাজগণ—			
সুক্রাঙ্গফা		...	১৩৩২—১৩৬৪
সুতুফা	...		১৩৬৪—১৩৭৬
ত্যাওখামৃতি	...	...	১৩৮০—১৩৮৯
সুদাঙ্গফা	...	...	১৩৯৭—১৪০৭
সুজাঙ্গফা	...	...	১৪০৭—১৪২২
নেপাল রাজগণ—			
জয়াজ্জুনমল্ল	...	..	১৩৬৩—১৩৭৬
জয়স্থিতিমল্ল	...	...	১৩৮০—১৩৯৪
জয়সিংহরাম	...	...	১৩৯৫—১৩৯৬
জয়ধর্ম্মমল্ল	...	...	১৪০৩

পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আর্য্যাবর্ত্ত যখন মুসলমানের পদানত তখনও গঙ্গা-কৌশিকী-গণ্ডকী-রেখায় সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র তীরভুক্তি-রাজ্য স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, ইহা মিথিলাবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। গন্ধার, পঞ্চনদ, দিল্লী, আজমীর, কান্যকুব্জ, বারাণসী, পাটলীপুত্র, লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম যখন মুসলমান বাদশাহগণের অধিকারভুক্ত তখনও তীরভুক্তিতে কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয়বীরগণ স্বধর্ম্ম, মাতৃভাষা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই নান্যদেবের বংশ ইতিহাসে বিখ্যাত ও ভারতে পূজনীয়। দক্ষিণে মগধ, পূর্ব্বে গৌড় ও বঙ্গ এবং পশ্চিমে কান্যকুব্জ রাজ্য বিধর্ম্মীর পদানত দেখিয়া দলে দলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ বিশাল আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের যশোপ্রভায় ও তদ্রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের কীর্ত্তিরত্নমালায় ক্ষুদ্র তীরভুক্তির ক্ষুদ্র রাজার ক্ষুদ্র মুকুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়েশ্বর বিজয়সেনের সমসাময়িক নরপতি কার্ণাটবংশীয় নান্যদেব, মিথিলায় যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বার বার মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মহম্মদ্-বিন্-তোগলক্ শাহের রাজ্যকালে তীরভুক্তি সর্ব্বপ্রথমে দিল্লীর বাদশাহকে কর প্রদান করিয়াছিলেন, ফিরোজ্ শাহের রাজ্যকালে তীরভুক্তিতে সর্ব্বপ্রথমে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বাদশাহী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ তীরভুক্তি আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে তীরভুক্তি মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান-

গণের রাজ্যকালে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মুসলমান বিজয়ের পরবর্ত্তি যুগে প্রাচীন তীরভুক্তি ও মিথিলার ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক।

মিথিলার কর্ণাট রাজবংশের ইতিহাস অদ্যাবধি কোন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রাচীন মৈথিল ইতিহাসের যে কঙ্কাল যোজনা করিয়াছেন, তাহাই ঐতিহাসিকের একমাত্র অবলম্বন[১]। পূর্ব্বভাগে একাদশ পরিচ্ছেদে বিজয়সেনের রাজ্যকালীন ঘটনা-প্রসঙ্গে নান্যদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। নেপালরাজ জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপিতে নান্যদেব কার্ণাটক-রাজবংশের প্রথম রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন[২]। নেপালরাজ বংশাবলীতে কার্ণাটক রাজবংশের তালিকায় সর্ব্বপ্রথমে নান্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩]। হিন্দু বা মুসলমান রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালেখ, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রার অভাববশতঃ প্রাচীন মৈথিল ইতিহাস রচনার পথ সুগম নহে। তীরভুক্তিতে রচিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থমালার পুষ্পিকা ও নেপালে আবিষ্কৃত নেপালের রাজবংশাবলী অবলম্বনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তীরভুক্তি ও মিথিলার প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। কার্ণাট বংশীয় রাজগণের যথার্থ বংশপরিচয় ও বংশলতিকা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। নেপালরাজ জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপিতে কার্ণাটক রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশলতিকা প্রদত্ত আছে:—

নান্যদেব (রাজ্যকাল ৫০ বর্ষ)
|
গঙ্গদেব („ ৪১ বর্ষ)
|
নৃসিংহ („ ৩৯ বর্ষ)
|
রামসিংহ („ ৫৮ বর্ষ)

শক্তিসিংহ
|
ভুপালসিংহ
হরসিংহ („ ২৮ বর্ষ)[৪]

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, pp. 407-433.

(২) Indian Antiquary, Vol IX, 1880, p. 188.

(৩) Ibid. Vol. XIII, 1884, p. 414.

(৪) Journal and Proceedings of Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 410.

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে এই বংশলতিকা সত্য নহে, কারণ ইহাতে বংশক্রমের ব্যতিক্রম হইয়াছে। নান্যদেবের বংশধরের মধ্যে হরসিংহ, রামসিংহ ও নৃসিংহ ব্যতীত অন্য কোন রাজার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। চণ্ডেশ্বর প্রণীত "কৃত্যরত্নাকর", "দানরত্নাকর" ও "বিবাদ-রত্নাকর" নামক গ্রন্থত্রয় হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় হরসিংহদেবের রাজ্যকালের ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। "কৃত্যরত্নাকর" অনুসারে হরসিংহদেব মিথিলার রাজা। চণ্ডেশ্বর, তাঁহার পিতা বীরেশ্বর ও পিতামহ দেবাদিত্য পুরুষানুক্রমে হরসিংহদেবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন[৫]। দেবাদিত্যের অপর পুত্র গণেশ্বর স্বরচিত "সুগতিসোপান" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি হরসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন[৬]। বিদ্যাপতি রচিত "পুরুষ পরীক্ষা" নামক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গণেশ্বর হরসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন[৭]। কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর বিবাদরত্নাকর অনুসারে চণ্ডেশ্বর প্রভুর জন্য নেপালরাজ্য জয় করিয়াছিলেন[৮]। নেপাল জয়ের পরে হরসিংহ-দেবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর ১২৩৬ শকাব্দের (১৩১৪ খৃষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসে বাগ্মতী নদীতীরে তুলাপুরুষ দান করিয়াছিলেন[৯]।

হরসিংহদেবের রাজ্যকালে মিথিলা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। দানরত্নাকরে লিপিবদ্ধ আছে যে, চণ্ডেশ্বর ম্লেচ্ছমহার্ণবে মগ্না ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন[১০]। কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর প্রণীত ধূর্ত্তসমাগম নামক নাটিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ণাটচূড়ামণি রাজা হরসিংহদেব সুরত্রাণকে

---

(৫) অস্তি শ্রীহরসিংহদেবঃ নৃপতির্নিঃশেষবিদ্বেষিণাং
নির্মাথী মিথিলাং প্রসাসদখিলাং কার্ণাটবংশোদ্ভবঃ।
আশাঃ সিঞ্চতি যো যশোভি রমণৈঃ পীযূষধারাদ্রবৈ—
র্দেবঃ শারদসার্ব্বরী পতিরিবাশেষপ্রিয়ম্ভাবুকঃ॥

—কৃত্যরত্নাকর এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, পৃঃ ১ক, গভর্ণমেণ্টের পুঁথি নং ৩৬০৪, পৃঃ ১ক; ইণ্ডিয়া অফিসের পুঁথি নং ১৩৮৭।

(৬) বেদস্মৃতি পুরাণাদি দৃষ্টবা লোকহিতৈষিণঃ।
কৃতংসুগতিসোপানং শ্রীগণেশ্বরমন্ত্রিণা॥

—সুগতিসোপান - ১ম শ্লোক।

(৭) আসীন্মিথিলায়াং কার্ণাটকুলসম্ভবো হরিসিংহদেবো নাম রাজা। তস্য সাংখ্যাসিদ্ধান্ত পারগামী—দণ্ডনীতিকুশলো গণেশ্বরনামধেয়ো মন্ত্রী বভুব।

—পুরুষ পরীক্ষা, ২য় অধ্যায়।

(৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 411, note 3.

(৯) Ibid, p. 411.

(১০) Rajendra Lala Mitra, Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. VI, p. 135, No, 2069.

জয় করিয়াছিলেন[১১]। আরবী "সুলতান" শব্দ সংস্কৃত ভাষায় "সুরত্রাণ" আকার ধারণ করিয়াছে, আর্য্যাবর্ত্তের বহু শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়[১২]। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন যে, হরসিংহদেবের সহিত যে সুলতানের যুদ্ধ হইয়াছিল, তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহ[১৩]। জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্শাহীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্বন্বংশীয় বাঙ্গালার সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদরশাহের বিরুদ্ধে যখন গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন লক্ষ্মণাবতীর অধীশ্বর সুলতান নাসির্-উদ্দীন্ তীরভুক্তিতে আসিয়া সুলতান গিয়াস্-উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সময় তীরভুক্তি দেশের রায় ও রাণাগণ বাদ্শাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন[১৪]। ধূর্ত্তসমাগম নাটিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমান সেনার সহিত হরসিংহদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল[১৫]। গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগলক্ শাহ ৭২৪ হিজরায় (১৩২৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন[১৬]। সুতরাং উক্তবর্ষের পরে ধূর্ত্তসমাগম নাটিকা রচিত হইয়াছিল[১৭]। এই নাটিকা হরসিংহ-দেবের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি অন্ততঃ ১৩২৫ অথবা ১৩২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপি ও বার্লিনে রক্ষিত বংশাবলী অনুসারে নৃসিংহ বা নরসিংহদেবের পূর্ব্বপুরুষ কিন্তু বিদ্যাপতির ভূপরিক্রমণ অনুসারে তাঁহাকে হরসিংহদেবের উত্তর পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। ভূপরিক্রমণ অনুসারে হস্তিনাপুরে যবন রাজা মহম্মদ্ কাফর রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলে তিনি কার্ণাটক কুলসম্ভব নৃসিংহদেব ও চৌহানবংশীয় চার্চ্চিকদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন[১৮]। হস্তিনাপুরের যবন

---

(১১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 411.

(১২) Cunningham's Reports of the Archæological Survey of India, Vol. III, pp. 127-28 ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, p. 108.

(১৩) Ibid, New Series, Vol. XI, p. 412.

(১৪) Elliot's History of India, Vol. III, p. 234.

(১৫) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 412.

(১৬) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৯৯।

(১৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. III, p. 207.

(১৮) Catalogue of Manuscripts in the Sanskrit College, Calcutta, Vol. VI, p. 79, Fol. 27 a-b.

রাজা মহম্মদ্ দিল্লীর সুলতান মহম্মদ্-বিন-তোগ্লক্ শাহ ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না। গিয়াস্-উদ্দীন্ তোগ্লক্ শাহের মৃত্যুর পরে মহম্মদ্ পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং নৃসিংহ বা নরসিংহ হরসিংহদেবের পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ উত্তর পুরুষ ছিলেন। দানপদ্ধতি প্রণেতা রামদত্ত নরসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন[১৯]? রামদত্ত চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র[২০]। মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লকের রাজ্যবিবরণে ত্রয়োবিংশতি প্রদেশের মধ্যে তীরভুক্তি বা তীরহুতের নাম নাই, কিন্তু দুইবার তৈলিঙ্গদেশের নাম আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করেন যে, লিপিকর প্রমাদ বশতঃ তীরহুত স্থানে তৈলিঙ্গ লিখিত হইয়া থাকিবে[২২]। মহম্মদ্ বিন্ তোগ্লক্ শাহ তীরহুতে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[২৩]।

ফিরোজ্ শাহ যখন বাঙ্গালার সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী প্রাচীনপথ অবলম্বন না করিয়া উত্তরতীর ধরিয়া দিল্লী হইতে গোরক্ষপুরে উপনীত হইয়াছিলেন। মহম্মদ্-বিন্-তোগ্লক্ শাহ যখন গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন তখন তিনিও সম্ভবতঃ গঙ্গার উত্তর তীরের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহ গোরক্ষপুর, খরোসা ও তীরহুতের রাজগণকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়ে সর্ব্বপ্রথমে তীরহুতে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য বাদশাহী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল[২৪]। জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত ফিরোজ্ শাহী অনুসারে

---

(১৯) আনম্রক্ষিতিপালমৌলিবলভীপ্রত্যুপ্তরত্নাংকুর—
জ্যোতিঃ ক্ষালিতপাদপদ্মযুগলঃ শ্রীমান্নৃসিংহো নৃপঃ।
সৌর্য্যশ্রীনিকষঃ প্রশান্তি মিথিলাভূমণ্ডলং রংজয়ন্
কার্ণাটান্বয়ভূষণঃকৃতধিয়াং নির্ব্যাজ কল্পদ্রুমঃ॥
মংত্রী তস্য মরুত্বতো গুরুরিব শ্রীরামদত্তঃ সতাম্
আধারঃ সুকৃতী সমস্তভুবনপ্রখ্যাতদানোৎসবঃ।
—দান-পদ্ধতি, ইণ্ডিয়া অফিসের পুঁথি নং ১৭১৪, পৃঃ ৫৫০।

(২০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 413.

(২১) Thomas, Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, p. 203, note 1.

(২২) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series, Vol. XI, p 412

(২৩) H. N. Wright's Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. I, p. 60, No. 384

(২৪) জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্ শাহী (Bibliotheca Indica) পারস্য মূল, পৃঃ ৫৮৯।

সুলতান ফিরোজ্ শাহ ৭৫৪ হিজরায় শওয়াল মাসের দশম দিবসে (৮ই নভেম্বর ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে) দিল্লী হইতে শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ৭৫৫ হিজরায় শাবান মাসের দ্বাদশ দিবসে (১লা সেপ্টেম্বর ১৩৫৫ খৃষ্টাব্দ) দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[২৫]। সুতরাং ১৩৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ফিরোজ্ শাহ তীরভুক্তির মধ্য দিয়া কৌশিকী পার হইয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহ যখন তীরভুক্তিতে আসিয়াছিলেন, তখন কার্ণাটক বংশের কোন্ রাজা তীরভুক্তির অধিপতি ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। নরসিংহদেব তখনও পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন কি না তাহাও জানিতে পারা যায় নাই।

কার্ণাটক বংশের শেষ রাজা রামসিংহদেব। জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপি অনুসারে রামসিংহ নরসিংহদেবের পুত্র[২৬]। তিনি ১৪৪৬ বিক্রম সম্বৎসরে অর্থাৎ ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, কারণ তাঁহার রাজ্যকালে উক্তবর্ষে পৌষমাসের চতুর্দ্দশ দিবসে শুক্লপক্ষে শুদ্ধিকল্পতরুর একখানি পুঁথি লিখিত হইয়াছিল[২৭]। রামসিংহদেব মিথিলায় বিদ্যাচর্চ্চার উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার সদস্য শ্রীকর আচার্য্য অমরকোষের ব্যাখ্যামৃত নামক এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে রত্নেশ্বর মিশ্র, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের রত্নদর্পণ নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং পৃথ্বীশ্বর আচার্য্য মৃচ্ছকটিকের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন[২৮]।

কার্ণাটক রাজবংশের অধিকারকাল মিথিলায় বিদ্যাচর্চ্চার গৌরবময় যুগ। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এবং শ্রীদত্তোপাধ্যায়, ভবশর্ম্মা, হরিনাথ উপাধ্যায়, ইন্দ্রপতি, লক্ষ্মীপতি প্রমুখ পণ্ডিতগণ নব্যস্মৃতির চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুপদ্মরচয়িতা পদ্মনাভদত্ত[২৯] ও তাঁহার ছাত্রবৃন্দ ব্যাকরণ শাস্ত্রে নবরীতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভানুদত্ত মিশ্র কামশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কবি শেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর মৈথিলী ভাষা সম্বন্ধে বর্ণরত্নাকর নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ভবদত্ত নৈষধচরিতের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন[৩০]। বার্লিনে রক্ষিত নেপাল রাজবংশাবলীতে কর্ম্মসিংহ, ভবসিংহ, মল্লারসিংহ এবং রাইটের (Wright) নেপালের ইতিহাসে মতিসিংহ, শ্যামসিংহ প্রভৃতি কার্ণাটক

(২৫) জিয়া-উদ্দীন্ বার্ণী রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্ শাহী (Bibliotheca Indica) পারস্য মূল, পৃঃ ৫৮৭, ৫৯৬।

(২৬) Indian Antiquary, Vol. XI, p. 189.

(২৭) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি নং ৪৭৪১, পৃঃ ৬২ খ।

(২৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 414.

(২৯) Ibid, Vol. III, p. 207.

(৩০) Ibid, Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, nos. 3830-31.

রাজবংশের রাজগণের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে[৩১], কিন্তু ইঁহাদিগের রাজ্যকাল বা পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কার্ণাটকবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণের অধঃপতনের পরে শ্রোত্রিয় বংশীয় রাজপণ্ডিত কামেশ বা কামেশ্বর মিথিলার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কি প্রকারে কার্ণাটক রাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল এবং তীরভুক্তি ও মিথিলা রাজপণ্ডিত কামেশ্বরের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই। বিদ্যাপতি কামেশ্বরের সম্পূর্ণ নাম ও তাঁহার রায় এবং রাজপণ্ডিত উপাধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[৩২]। কামেশ্বরের অন্ততঃ দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র ভোগীশ্বর তাঁহার মৃত্যুর পরে মিথিলার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। পদাবলীতে বিদ্যাপতি তাঁহার রায় উপাধি এবং পদ্মাবতী নাম্নী পত্নীর নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[৩৩]। বিদ্যাপতি রচিত কীর্ত্তিলতা অনুসারে দিল্লীশ্বর সুলতান ফিরোজ্ শাহ ভোগীশ্বরের বন্ধু ছিলেন[৩৪]। এতদ্ব্যতীত কামেশ্বর বা ভোগীশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

সুলতান শমস্-উদ্দীন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে সিকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৩৫]। সম্ভবতঃ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে) সিকন্দর শাহ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সিকন্দর শাহের অভিষেকের অব্যবহিত পরে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ্ শাহ দ্বিতীয়বার গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ফিরোজ্ শাহ প্রথম গৌড়াভিযান হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ সহসা সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিয়া ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। ইলিয়াস্ শাহ কর্ত্তৃক সুবর্ণগ্রাম আক্রমণের সময়ে তাঁহার জামাতা জফর্ খাঁ রাজস্ব-সংগ্রহ ও সংগ্রকারী কর্ম্মচারিগণের হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সুলতান ফখর্-উদ্দীন্ মবারক্ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মীয় ও অনুচরবর্গ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জফর্ খাঁ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রপথে সুবর্ণগ্রাম

(৩১) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambirdge, p. xv.

(৩২ Rajendra Lala Mitra, Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. V. p. 137, No. 1830; R. G. Bhandarkar, Report on the search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency. 1883-84 p. 352.

(৩৩) পদাবলী—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, সংখ্যা ৮০১।

(৩৪) গভর্ণমেন্টের পুঁথি, দ্বিতীয় পল্লব, পৃঃ ৪।

(৩৫) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৩-৪।

পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া সিন্ধুদেশে তত্তা বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন[৩৬]। তবকাৎ-ই-আকবরী অনুসারে ৭৫৮ হিজরায় (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে) জফর্ খাঁ তত্তা বন্দর হইতে হিসার ফিরোজায় উপস্থিত হইয়াছিলেন[৩৭]। জফর্ খাঁ যখন বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন শমস্-ই সিরাজ্ আফিফের পিতা ফিরোজ্ শাহের খাওয়াস ছিলেন। জফর্ খাঁ বাদশাহী দরবারে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। জফর্ খাঁ বাদশাহকে একটি হস্তী উপহার দিয়াছিলেন, বাদশাহ তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার অনুচরবর্গ পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রথম দিন বস্ত্রাদি ধৌত করণের জন্য তিনি ত্রিংশৎ সহস্র তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে জফর্ খাঁ ও তাঁহার অনুচরবর্গের ভরণপোষণের জন্য চারি লক্ষ তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নায়েব উজীর ও পরে উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে সুলতান ফিরোজ্ শাহ জফর্ খাঁকে বিষন্ন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জফর্ খাঁ তাঁহাকে তাঁহার আবেদনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সুলতানের আদেশে জফর্ খাঁ দিল্লীতে খাঁ-ই-জহাঁর নিকটে গমন করিয়াছিলেন। খাঁ-ই-জহাঁ তাঁহাকে বাদশাহের কসর্ সবজ্ (হরিদ্বর্ণ প্রাসাদ) নামক প্রাসাদে অবস্থান করিতে দিয়াছিলেন। সুলতান ফিরোজ্ শাহ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার আদেশে দ্বিতীয় গৌড়াভিযানের উদ্যোগ আরব্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতীতে শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ যখন শুনিলেন যে, ফিরোজ্ শাহ দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন তিনি একডালায় অবস্থান নিরাপদ নহে মনে করিয়া সুবর্ণগ্রামে পলায়ন করিলেন। ফিরোজ্ শাহ ৭৬০ হিজরায় খাঁ-ই-জহাঁকে প্রতিনিধি স্বরূপ দিল্লীতে রাখিয়া দ্বিতীয় গৌড়াভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সপ্ততি সহস্র অশ্বারোহী, চারিশত সত্তরটি হস্তী এবং অসংখ্য পদাতিক যাত্রা করিয়াছিল[৩৮]। খাঁ-ই-আজম্ তাতার খাঁ মুলতানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহ কনৌজ ও অযোধ্যার পথে জৌনপুরে আসিয়া ছয়মাস অবস্থান করিয়াছিলেন[৩৯]। ছয়মাস পরে ফিরোজ্ শাহ যখন গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যু হইয়াছে এবং সিকন্দর শাহ গৌড় ও বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছেন। ফিরোজ্ শাহের যাত্রার সংবাদ পাইয়া সিকন্দর শাহও তাঁহার পিতার ন্যায় জলবেষ্টিত একডালা দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাদশাহের সেনা তৃতীয়বার একডালা দুর্গ অবরোধ করিল[৪০]।

(৩৬) Elliot's History of India, Vol. III, pp, 303-4.

(৩৭) তবকাৎ-ই-নাসিরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২৪৬।

(৩৮) Elliot's History of India, Vol. III, pp. 304-5.

(৩৯) Ibid, pp. 306-7.

(৪০) Ibid, p. 308.

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান ফিরোজ্ শাহের প্রীত্যর্থে পঞ্চাশটি হস্তী দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৪১]। মন্তুখব্-উৎ-তওয়ারিখ্[৪২] ও তবকাৎ-ই আক্বরী[৪৩] অনুসারে ফিরোজ্ শাহ জফরাবাদ হইতে সৈয়দ্ রসুলদারকে দূত স্বরূপ লক্ষ্মণাবতীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে জফরাবাদ হইতে দূত প্রেরণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দূতের নাম লিপিবদ্ধ হয় নাই[৪৪]।

সুলতান ফিরোজ্ শাহ একডালা দুর্গ অবরোধ করিয়া চতুর্দ্দিকে আরাদা (শূল ক্ষেপণের যন্ত্র) ও মঞ্জানিক (শর ক্ষেপণের যন্ত্র) স্থাপন করিয়াছিলেন। অবরোধের পরে সিকন্দর শাহের সেনা দুর্গের বাহিরে আসিতে পারিত না। কিছুকাল পরে সিকন্দরীয়া দুর্গের একটি প্রাকার গুরুভারের জন্য পতিত হয় এবং সেই পথে প্রবেশ করিবার জন্য বাদ্শাহের সেনা প্রস্তুত হয়। বাদ্শাহের পুত্র ফতে খাঁ এবং মালিক্ হসাম্-উদ্দীন্ বিনষ্ট প্রাকারের পথে অগ্রসর হইতে বাদ্শাহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু অবরোধবাসিনী সম্ভ্রান্ত রমণীগণ দুর্ব্বৃত্ত সৈন্যগণের হস্তে লাঞ্ছিতা হইবেন বলিয়া ফিরোজ্ শাহ দুর্গ-আক্রমণের অনুমতি দেন নাই। সন্ধ্যার পরে সিকন্দর শাহ বিনষ্ট প্রাকার পুনর্নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুর্গপ্রাকার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ রচিত তারিখ্-ই-ফিরোজ্-শাহীতে সুলতান ফিরোজ্ শাহ কর্ত্তৃক তৃতীয়বার একডালা-দুর্গ অবরোধের উপরিলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে[৪৫]। সিকন্দরীয়া দুর্গ সম্ভবতঃ একডালা দুর্গের অংশ বিশেষ। বিনিষ্ট প্রাকারপথে একডালা দুর্গ আক্রমণ না করা ফিরোজ্ শাহের সেনার দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। কিছুকাল পরে একডালা দুর্গ হইতে সিকন্দর শাহের মন্ত্রিগণ সুলতান ফিরোজ্ শাহের মন্ত্রিগণের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহের মন্ত্রিগণ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, খাঁ-ই-আজম্ জফর্ খাঁ সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সন্ধিস্থাপন করিবেন। বাদ্শাহের আদেশে মন্ত্রিগণ হয়বৎ খাঁকে দূত স্বরূপ সিকন্দর শাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহের মন্ত্রিগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দূতকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে গৌড়ের বাদ্শাহের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সিকন্দর শাহ সমস্ত জানিয়াও দূতের নিকট অজ্ঞতার ভাণ করিয়াছিলেন। হয়বৎ খাঁ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার দুইটি পুত্র

(৪১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৪।
(৪২) মন্তুখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২৮।
(৪৩) তবকাৎ-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২৪৬।
(৪৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৫।
(৪৫) তদেব, পৃঃ ৩০৮-৯।

সিকন্দর শাহের অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। রাজনীতি-কুশল হয়বৎ খাঁ গৌড়ের বাদ্‌শাহের সহিত কিয়ৎক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত করাইয়াছিলেন। সুলতান ফিরোজ্‌ শাহের প্রস্তাব অনুসারে গৌড়ের সুলতান সিকন্দর শাহ খাঁ-ই-আজম্‌ জফর্‌ খাঁকে সুবর্ণগ্রামের রাজ্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

হয়বৎ খাঁ বাদ্‌শাহের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিকন্দর শাহের সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফিরোজ্‌ শাহ তোরাবন্দ অপর নামধেয় মালিক্‌ কবুলকে অশীতি সহস্র তাম্রমুদ্রা মূল্যের একটি মুকুট এবং পঞ্চশত আরব ও তুরুষ্কদেশীয় অশ্ব প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুলতান ফিরোজ্‌ শাহ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলে সুলতান সিকন্দর শাহ তাঁহাকে চল্লিশটি হস্তী ও অন্যান্য বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। রিয়াজ্‌-উস্‌ সালাতীন্‌ অনুসারে সিকন্দর শাহ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার সময় প্রতিবর্ষে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। গৌড়ের বাদ্‌শাহের প্রেরিত উপঢৌকন যখন ফিরোজ্‌ শাহের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি জফর্‌ খাঁকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণগ্রামে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন এবং কহিলেন যে, তাঁহার সাহায্যের জন্য আবশ্যক হইলে তিনি সেই স্থানে দিল্লীর সমস্ত সেনা লইয়া অবস্থান করিতে পারেন। জফর্‌ খাঁ, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার সমস্ত অনুচর ও বন্ধুবর্গ নিহত হইয়াছেন বলিয়া সুবর্ণগ্রামের রাজ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তদবধি সিকন্দর শাহ ও তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ নির্ব্বিবাদে বিস্তৃত গৌড় ও রাজ্যের অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন[৪৬]। ৭৬০ হিজরার জমাদী-উল্‌-আউয়ল্‌ মাসের বিংশতিতম দিবসে ফিরোজ্‌ শাহ গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং বর্ষার পূর্ব্বে জৌনপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৪৭]। বর্ষাকাল জৌনপুরে অতিবাহিত করিয়া ফিরোজ্‌ শাহ উক্তবর্ষের জিলহিজ্জা মাসে বিহারের পথে জাজ্‌নগরের হিন্দুরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। শমস্‌-ই-সিরাজ্‌ আফিফের তারিখ্‌-ই-ফিরোজ্‌শাহীতে[৪৮], বখ্‌শী নিজাম্‌-উদ্দীন্‌ আহম্মদ্‌ রচিত তবকাৎ-ই-আক্‌বরীতে[৪৯] এবং বদাওনীর মন্ত্‌খব-উৎ-তওয়ারিখে[৫০] সুলতান ফিরোজ্‌ শাহের জাজ্‌নগর অভিযানের বিবরণ আছে। ফিরোজ্‌ শাহ প্রথমে গড়াকটঙ্কার সীমায় অবস্থিত জাজ্‌নগর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। বদাওনী অনুসারে ফিরোজ্‌ শাহ প্রথমে সাতগড় দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পরে জাজ্‌নগরের রাজধানী বানারস বা বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া-

(৪৬) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ৩০৯-১২।

(৪৭) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২৪৭।

(৪৮) Elliot's History of India, Vol. III, pp. 312-16.

(৪৯) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ২০৭।

(৫০) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২৯।

ছিলেন। বারাণসীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে তিনি মহানদী পার হইয়াছিলেন। জাজ্‌নগরের রাজা তেলিঙ্গদেশের দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল জাজ্‌নগরের বনে হস্তী শিকার করিয়া ফিরোজ্‌ শাহ জাজ্‌নগরের রাজধানী হইতে জগন্নাথ নামক দেবমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তি পরে হিসার ফিরোজায় লইয়া গিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। জাজ্‌নগরের রাজা পত্র পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং বিংশতিটি বৃহৎকায় হস্তী উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া প্রতিবর্ষে রাজস্বের পরিবর্ত্তে কয়েকটি হস্তী প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ফিরোজ্‌ শাহ তাঁহার সহিত এই সর্ত্তে সন্ধিস্থাপন করিয়া ৭৬২ হিজরায় (১৩৬০ খৃষ্টাব্দে) রজব মাসে কড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৫১]। ফিরোজ্‌ শাহের জাজ্‌নগর অভিযানের বিবরণ প্রাচীন জাজ্‌নগর রাজ্যের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য অত্যাবশ্যক। শমস্‌-ই-সিরাজ্‌ আফিফ্‌, নিজাম্‌-উদ্দীন্‌ আহ্‌মদ্‌, আবদুল কাদর-বদাওনী ও ফেরেশ্‌তা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তি অনুসারে জাজ্‌নগররাজ্য বিহার বা মগধের নিকটে এবং গড়াকটঙ্কার সীমায় অবস্থিত ছিল, সুতরাং এই রাজ্য কখনই বর্ত্তমান ত্রিপুরা হইতে পারে না। প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে গঙ্গবংশীয় তৃতীয় ভানুদেব সুলতান ফিরোজ্‌ শাহের জাজ্‌নগরে অভিযানের সময়ে মহাকোশল ও ওড্র বিষয়ের অধিপতি ছিলেন। তৃতীয় ভানুদেব ১২৭৪ শকাব্দ হইতে ১৩০১ শকাব্দ পর্য্যন্ত (১৩৫২-১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ) মহাকোশলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৫২]। ফিরোজ্‌ শাহের আক্রমণের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় ভানুদেব বিজয়নগর-রাজ প্রথম বুক্কের ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৫৩]।

ফিরোজ্‌ শাহের দ্বিতীয় গৌড়াভিযান শেষ হইলে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানগণ প্রায় দ্বিশতবর্ষ কাল দিল্লীর সুলতানগণের সংস্পর্শে আসেন নাই। ফিরোজ্‌ শাহের পরে মোঙ্গোল চাগতাইবংশীয় বাবর বাদশাহের পুত্র হুমায়ুন বাদ্‌শাহ ফরীদ্‌-উদ্দীন্‌ শের শাহকে দমন করিবার জন্য ৯৪৫ হিজরায় (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে) গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন[৫৪]। ৭৬৬ হিজরায় সিকন্দর শাহের আদেশে পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ আদিনা মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে সিকন্দর শাহ নির্ম্মাণ-কার্য্য

---

(৫১) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৩০।

(৫২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXXII. 1903, p. 135.

(৫৩) Ibid, p. 136.

(৫৪) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজী অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৫৬-৫৮।

শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই[৫৫]। আদিনা মস্‌জিদে আবিষ্কৃত শিলালিপি অনুসারে উহা ৭৭০ হিজরার রজব মাসের ষষ্ঠ দিবসে সিকন্দর শাহ্ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল[৫৬]।

আদিনা মসজিদের ন্যায় বিশাল মসজিদ্ ভারতবর্ষে অন্য কোন স্থলে কখন নির্ম্মিত হয় নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে এই মসজিদ্-নির্ম্মাণ শেষ হয় নাই। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংস করিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল[৫৭]। আদিনার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাষাণ-নির্ম্মিত বহু দেব-দেবী ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদিনা মসজিদে বেদীর (মিম্বর) নিম্নে ভগ্ন সোপানাবলী মধ্যে অল্পদিন পূর্ব্বে একটি ভগ্ন দশভুজা মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইত[৫৮]। আদিনা মস্‌জিদ্ দৈর্ঘ্যে পাঁচশত ফুট ও প্রস্থে তিনশত ফুট। মস্‌জিদের মধ্যস্থলের প্রশস্ত অঙ্গন এবং অঙ্গনের তিন দিকে দুই শ্রেণীর স্তম্ভ ও দুইটি প্রাচীরবাহিত তিন শ্রেণীর গম্বুজ ছিল। চতুর্থদিকে চারি শ্রেণীর স্তম্ভ ও দুইটি প্রাচীর-বাহিত পাঁচ শ্রেণীর গম্বুজ ছিল। এই দিকের মধ্যদেশে বিশাল তোরণের নিম্নে অপরূপ কারুকার্য্যশোভিত ব্রহ্মশিলা (কষ্টি পাথর) নির্ম্মিত একটি বেদী ও দুইটি মিহরাব বা খিলান আছে। এই দিকের কিয়দংশ দ্বিতল, ইহা বাদ্‌শাহ-কা-তখ্‌ৎ নামে পরিচিত। মসজিদের বহির্দ্দেশে সিকন্দর শাহের পাষাণ-নির্ম্মিত সমাধি আছে[৫৯]। ক্ষুদ্র ছায়াচিত্রে এই বিশালকায় মসজিদের আকৃতি অংকন অসম্ভব, সেইজন্য ইহার একটি মিহরাবের চিত্র প্রদত্ত হইল।

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে সিকন্দর শাহের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সপ্তদশটি ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একটি পুত্র ছিল। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম গিয়াস্-উদ্দীন, তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। কথিত আছে যে, গিয়াস্-উদ্দীনের বিমাতা ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া সিকন্দর শাহকে বলিয়াছিলেন যে গিয়াস্-উদ্দীন্ তাঁহার পুত্রগণকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে চায়। সিকন্দর শাহ পত্নীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া গিয়াস্-উদ্দীনের হস্তে রাজ্যশাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন্ বিমাতার ভয়ে মৃগয়ার ছলে সুবর্ণগ্রামে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য প্রথমে সোনারগড়ী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। সিকন্দর শাহ পাণ্ডুয়া হইতে

---

(৫৫) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৫।

(৫৬) Journal of the Asiatic Society of Ben.al, Old Series, 1873, Vol. XLII, p. 257.

(৫৭) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৮।

(৫৮) Ravenshaw's Gaur—Its Ruins and Inscriptions, plate 40.

(৫৯) Ibid, plate 36.

পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং পরদিন পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী গোয়ালপাড়া গ্রামে সিকন্দর শাহ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ অনুসারে সিকন্দর শাহ নয় বৎসর কয়েক মাস রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[৬০]। তদনুসারে ষ্টুয়ার্ট তাঁহার ইতিহাসে ৭৬৯ হিজরায় (১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৬১]। কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে তিনি ৭৯১ হিজরা[৬২] (১৩৮৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

সিকন্দর শাহের সময় হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অতীব জটিল। ফিরোজাবাদ হইতে সিকন্দর শাহ ৭৫০-৫৪, ৭৫৮-৬০ হিজরায় নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন,[৬৩] ইহার মধ্যে ৭৫০ হইতে ৭৫৯ হিজরা পর্য্যন্ত তাঁহার পিতা শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ জীবিত ছিলেন, সুতরাং সিকন্দর শাহ তাঁহার পিতার জীবদ্দশাতেই স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ স্বনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৭৫৯ হিজরায় শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময় হইতে সিকন্দর শাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ফিরোজাবাদে তাঁহার নামে মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল। সিকন্দর শাহের নামে ফিরোজাবাদে মুদ্রিত ৭৬০,[৬৪] ৭৬৪,[৬৫] ৭৬৭,[৬৬] ৭৬৯,[৬৭] ৭৬৫-৬৬,[৬৮] ৭৭০-৭৩,[৬৯] ৭৭৬[৭০]-৭৭[৭১] ৭৭৯-৯২[৭২] হিজরার রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণগ্রামে সিকন্দর শাহ পিতার জীবদ্দশায় ৭৫৬-৬০ হিজরায় নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৭৩]। ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময়ে সুবর্ণ-

---

(৬০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৮।

(৬১) Stewart's History of Bengal, p. 89.

(৬২) Thomas, Initial Coinage of Bengal, p. 71.

(৬৩) Ibid, p. 67.

(৬৪) Ibid.

(৬৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, Pt. II, p. 153, No. 47.

(৬৬) Ibid, p. 155, No 59.

(৬৭) Initial Coinage of Bengal, p. 69, No. 23.

(৬৮) Ibid, No. 22.

(৬৯) Ibid

(৭০) Ibid.

(৭১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II. pt. II, p. 154.

(৭২) Initial Coinage of Bengal, pp. 69, 71.

(৭৩) Ibid, p. 68, No. 18.

গ্রামে সিকন্দর শাহের নামে মুদ্রিত ৭৬৩[৭৪] ও ৭৮৪[৭৫] হিজরার রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণবঙ্গে, সপ্তগ্রামে তাঁহার নামে ৭৮০-৮৪ ও ৭৮৮[৭৬] হিজরায় মুদ্রিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে মুয়জ্জমাবাদে ৭৬০—৬৪[৭৭] ও ৭৭৭[৭৮] হিজরায় এবং পশ্চিমবঙ্গে শহর-ই-নোতে ৭৮১—৮৬[৭৯] হিজরায় সিকন্দর শাহের নামে রজতমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। ৭৫৯ হিজরায় সিকন্দর শাহ কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যৌবরাজ্যে বা সিংহাসন লাভের পরে সিকন্দর শাহ কর্ত্তৃক কামরূপ আক্রমণের কথা মুসলমান বা হিন্দুরচিত কোন ইতিহাসে নাই, কিন্তু সিকন্দর শাহ ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে) কামরূপ জয় করিয়া নিজ নামে কামরূপে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এই মুদ্রায় কামরূপের অপর নাম চাউলিস্তান (তণ্ডুলের দেশ) লিখিত আছে[৮০]। ৭৬৫ হিজরায় (১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে) মৌলানা আতা কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মসজিদের শিলালিপি মাত্র দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮১]। ৭৭৭ হিজরায় (১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে) হুগলি জেলায় বৈদ্যবাটীর নিকটে মোল্লা সিমলা গ্রামে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মসজিদের শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে সিকন্দর শাহের নাম নাই[৮২]। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লথ্ম্যান অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ তৎকালে সিকন্দর শাহের সহিত তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দীন্ আজম্ শাহের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেইজন্য প্রকৃত রাজা কে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া লেখক শিলালিপিতে রাজার নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই[৮৩]।

গৌড় ও বঙ্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেও মগধ বা বিহার বহুদিন দিল্লীর তোগ্লক্‌বংশীয় বাদশাহগণের অধিকারভুক্ত ছিল। বিহার প্রদেশে বিহার

(৭৪) Initial Coinage of Bengal, p. 68, No. 18.

(৭৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, pt. II, p. 153, No. 41.

(৭৬) Initial Coinage of Bengal, p. 70. No. 24.

(৭৭) Ibid, p. 68. No. 19.

(৭৮) Catalogue of Coios in the Indian Museum, Vol. II, II, 154, No. 50.

(৭৯) Initial Coinage of Bengal, p. 71. No. 24.

(৮০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, 1873, II. p. 152, No. 38.

(৮১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, (৮২) LI. 1872, pt. I, pp. 104-5.

40. Ibid, Vol. XXXIX, 1870, pt. I, p. 292.

(৮৩) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I, 258, note

নগরে পীর-বদর্-উদ্দীন্ বদর্-ই-আলমের সমাধিস্থানে একটি প্রাচীন শিলালিপি আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৬১ হিজরায় (১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে) ফিরোজ্ শাহের রাজ্যকালে একটি মস্‌জিদ্ পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল[৮৪]। বিহারে আবিষ্কৃত আর একখানি অস্পষ্ট শিলালিপিতে ৭৬৭ হিজরা (১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ) তারিখ আছে[৮৫]। বিহার নগরে কবীর-উদ্দীন্‌গঞ্জ মহল্লায় একটি প্রাচীন মসজিদ্ আছে, ইহার শিলালিপিতে সুলতান ফিরোজ্ শাহের পুত্র মহম্মদ্ শাহের নাম আছে। এই শিলালিপি অনুসারে, মসজিদ্‌টি ৭৯২ হিজরায় আলার পুত্র খাজা জিয়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৬]। মুনের বা মনেরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, ৭৯৮ হিজরায় (১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে) ফিরোজ্ শাহের পৌত্র মহম্মদ্ শাহের পুত্র, মহম্মদ্ শাহের রাজ্যকালে জলীল্-উল্-হক্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পুরাতন মসজিদ্ হম্মাদ্ খাতীর কর্ত্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল[৮৭]। জিয়া-উল্-হক্, মহম্মদ্ শাহ এবং মহমুদ্ শাহের রাজ্যকালে বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে জৌনপুরের মালিক্ সরওর প্রকৃতপক্ষে বিহারের অধীশ্বর ছিলেন। ৭৯৯ হিজরায় (১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে) বিহার নগরে একটি উপাসনা-কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কক্ষের শিলালিপিতে নস্‌রৎ শাহের পরিবর্ত্তে মহমুদ্ শাহের নাম আছে[৮৮], কারণ মালিক্ সরওর নস্‌রৎ শাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তৃতীয়পাদ পর্য্যন্ত বিহারপ্রদেশ জৌনপুরের সুলতানগণের অধিকারভুক্ত ছিল।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ গৌড় ও বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, তবকাৎ-ই-আক্‌বরী এবং তারিখ্-ই ফেরেশ্‌তা ব্যতীত মুসলমান-রচিত অপর কোন ইতিহাসে বাঙ্গালাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ সিংহাসনপ্রাপ্তির পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন[৮৯]। তাঁহার রাজ্যকালের অন্য কোন ঘটনা জানিতে পারা যায় নাই। গিয়াস্-উদ্দীন্ একবার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়া সর্ব্ব গুল ও লালা নাম্নী অবরোধবাসিনীত্রয়কে তাঁহার মৃত্যুর পরে শব ধৌতকরণের ভার দিয়াছিলেন, এইজন্য অপরা অবরোধবাসিনীগণ এই তিনজনকে বিদ্রূপ

(৮৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII. 1873, pt. I, p 303

(৮৫ Epigraphia Indica, Vol. II, p. 294.

(৮৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p 303.

(৮৭) Epigraphia Indica, Vol. II. p, 294.

(৮৮) Joarnal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, vol. xlii, 1873, pt. I, p. 304.

(৮৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৮।

করিতেন। ইহা শ্রবণ করিয়া গিয়াস্-উদ্দীন্ একটি শ্লোকের প্রথমাংশ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে অথবা হিন্দুস্থানে কেহ এই কবিতার দ্বিতীয়াংশ রচনা করিতে পারেন নাই। গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ এই কবিতাটি লিখিয়া পারস্যদেশে সিরাজনগরে প্রসিদ্ধ পারসিক কবি হাফেজের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাফেজ্ তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়াংশ রচনা করিয়া বাদ্শাহের নামে একটি নবরচিত গজলের সহিত ফিরিয়া পাঠাইয়াছিলেন[১০]। কথিত আছে, গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ হাফেজ্‌কে গৌড়দেশে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু হাফেজ্ আসিতে স্বীকার করেন নাই। ৭৯১ হিজরায় (১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে) হাফেজের মৃত্যু হইয়াছিল[১১], সুতরাং সিকন্দর্ শাহের জীবদ্দশাতেই গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ যখন পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন. তখনই বাঙ্গালাদেশ হইতে পারস্যদেশে সিরাজনগরে শমস্উদ্দীন্ হাফেজের নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছিল। গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ ধর্ম্মভীরু রাজা ছিলেন। গোলাম হোসেন তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচায়ক একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ একদিন মৃগয়াকালে এক বিধবার (একমাত্র) পুত্রকে শর দ্বারা দৈবাৎ আহত বা নিহত করিয়াছিলেন। বিধবা, কাজী সিরাজ্-উদ্দীনের নিকট বাদ্শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল। কাজী অনেক বিবেচনা করিয়া বাদ্শাহকে ধরিয়া আনিবার জন্য একজন হরকরা পাঠাইয়াছিলেন। হরকরা বাদ্শাহের নিকট উপস্থিত হইতে না পারিয়া অসময়ে আজান্ দিতে আরম্ভ করিল। অসময়ে আজান্ শুনিয়া বদ্শাহ মুয়জ্জিনকে সন্ধান করিতে পাঠাইলেন, মুয়জ্জিন হরকরাকে লইয়া বাদ্শাহর নিকটে গেল। অসময়ে আজান্ দিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে হরকরা কহিল যে, কাজী সিরাজ্-উদ্দীন্ অপরাধীস্বরূপ বাদ্শাহকে বিচারালয়ে ধরিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাদ্শাহের সকাশে উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য অসময়ে আজান্ দিয়াছিল। বাদ্শাহ বস্ত্রমধ্যে একটি ক্ষুদ্র তরবারি লুকাইয়া বিচারালয়ে গিয়াছিলেন। তথায় কাজী সিরাজ্-উদ্দীন্ মস্‌নদের নিম্নে একটি চাবুক লুকাইয়া বাদ্শাহের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাদ্শাহ উপস্থিত হইলে কাজী তাঁহাকে উক্ত বিধবাকে শান্ত করিতে আদেশ করিলেন; বিধবা শান্ত হইলে কাজী সিরাজ্ উদ্দীন্ মস্‌নদ হইতে উঠিয়া বাদ্শাহকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে মস্‌নদের উপরে বসাইলেন। বাদ্শাহ মস্‌নদে উপবেশন করিয়া কাজীকে কহিলেন, "কাজী আইনের বিধান অনুসারে আমি অদ্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু অদ্য তোমাকে আইনের বিধান হইতে বিচলিত হইতে দেখিলে

---

(১০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১০৯।

(১১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series. vol. xlii, 1873, pt. I. p, 258.

এই তরবারীর দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিতাম।" প্রত্যুত্তরে কাজী মসনদের নিম্ন হইতে চাবুক লইয়া বাদশাহকে দেখাইলেন এবং কহিলেন, "অদ্য আপনাকে আইনের বিধান হইতে বিচলিত হইতে দেখিলে আমি এই কশাঘাতে আপনার পৃষ্ঠদেশ দীর্ণ করিতাম"[৯২]। গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ বোধপুররাজ্যে নগোর নগরবাসী শেখ্ হামিদ্-উদ্দীন্ কুঞ্জনশীনের ছাত্র ও প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু শেখ্ নূর কুতব্-উল্ আলমের সতীর্থ ছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৭৭৫ হিজরায় (১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে) সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[৯৩], কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে সিকন্দর শাহ ৭৯২ হিজরায় (১৩৮৯ খৃষ্টাব্দ) ও গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ ৭৯৯ হিজরা (১৩৯৬ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন[৯৪]। সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রামে গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল, কারণ নারায়ণগঞ্জের নিকটে মগরাপাড়া গ্রামে তাঁহার সুন্দর ব্রহ্মশিলা-নির্ম্মিত সমাধি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুয়ায় আদিনা-মস্জিদের পার্শ্বে তাঁহার পিতা সিকন্দর শাহের সমাধি আছে, এই সমাধি সম্ভবতঃ গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে কিছুদিন পূর্ব্বে সিকন্দর শাহের যে সমাধি প্রদর্শিত হইত[৯৫] তাহা সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সিকন্দর শাহের সমাধি[৯৬]। এতদ্ব্যতীত গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের রাজ্যকালে নির্ম্মিত কোন সৌধের ধ্বংসাবশেষ বা শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে হিন্দু জমিদার গণেশের বিশ্বাসঘাতকতা বা চক্রান্তে গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ নিহত হইয়াছিলেন[৯৭]। ফিরোজাবাদে ৫৯১—৯৯ হিজরায় গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের নামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[৯৮]। সপ্তগ্রামে ৭৯০, ৭৯৫, ৭৯৬ ও ৭৯৮ হিজরায় তাঁহার নামে মুদ্রিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৯৯]। পূর্ব্ববঙ্গে মুয়জ্জমাবাদে ৭৭২, ৭৭৫, ৭৭৬[১০০], ৭৯৩ ও ৭৯৯[১০১] হিজরায় তাঁহার নামে মুদ্রিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সপ্তগ্রাম ও মুয়জ্জমাবাদের মুদ্রা হইতে প্রমাণ হয় যে, গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ সিকন্দর

(৯২) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১০-১১১।

(৯৩) তদেব, পৃঃ ১১১।

(৯৪) Initial Coinage of Bengal, p. 75. No. 33,

(৯৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, vol. xliii, 1874, pt. I, p. 85.

(৯৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২১।

(৯৭) তদেব, পৃঃ ১১১।

(৯৮) Initial Coinage of Bengal, p. 75.

(৯৯) Ibid, p, 76.

(১০০) Ibid, p. 117.

(১০১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol II, pt. II, p. 158, No. 74 and p. 159 No. 82.

শাহের মৃত্যুর অন্ততঃ সপ্তদশবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৭৯০ হিজরায় জন্নতাবাদ নামক স্থানে তাঁহার নামে রজতমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল[১০২] কিন্তু এই টাঁকশালের অবস্থান অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। কনিংহাম গৌড়ে একটি মস্‌জিদের ইষ্টকলিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার মতানুসারে ইহাতে গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ আজম্‌ শাহের নাম আছে[১০৩], কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মসজিদ্‌টি আলা-উদ্দীন্‌ হোসেন শাহের পুত্র গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।[১০৪]

গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ আজম্‌ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সৈফ্‌-উদ্দীন্‌ হম্‌জা শাহ গৌড় বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইনি তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা, রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ ও তবকাৎ-ই-আক্‌বরী অনুসারে সুলতান্‌ (রাজাধিরাজ) নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোন ঘটনা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌[১০৫] এবং তবকাৎ-ই আক্‌বরী[১০৬] অনুসারে সৈফ্‌-উদ্দীন্‌ হম্‌জা শাহ দশ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন্‌ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ মতান্তর অনুসারে হম্‌জা শাহ তিন বৎসর সাত মাস রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোন প্রাচীনকীর্ত্তি অথবা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ফিরোজাবাদে মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১০৭]।

সৈফ্‌-উদ্দীন্‌ হম্‌জা শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় শমস্‌-উদ্দীন্‌ গৌড়ের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসরমাত্র রাজ্যভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ ও তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্বের অপর কোন প্রমাণ নাই[১০৮]। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীনের মতানুসারে ৭৮৫ হিজরায় (১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে) সৈফ্‌-উদ্দীন্‌ হম্‌জা শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[১০৯]। কিন্তু লেন-পুল (Lane-Poole) ও রাইটের (H.N. Wright) মতানুসারে ৮০৯ হিজরায় (১৪০৬ খৃষ্টাব্দে) হম্‌জা শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[১১০]।

---

(১০২) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 158, Nos. 76—77.

(১০৩) Archaeologycal Survey Reports, Vol. XV, pl. XX.

(১০৪) Epigraphia Indo-Moslemica.

(১০৫) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১২।

(১০৬) তবকাৎ-ই-আকবরী, পারস্য মূল।

(১০৭) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 160, Nos. 87—88.

(১০৮) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১২।

(১০৯) তদেব।

(১১০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, p. 131.

৮০৯ হইতে ৮১২ হিজরার (১৪০৬-৯ খৃষ্টাব্দে) মধ্যে শমস্-উদ্দীন্ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে, পীড়ায় অথবা রাজা গণেশের চক্রান্তে সুলতান শমস্ উদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার অপর নাম শাহাব্-উদ্দীন্ এবং তিনি সৈফ্-উদ্দীন্ হম্জা শাহের দত্তক পুত্র[১১১]। সুলতান শমস্-উদ্দীনের রাজ্যকালের কোন ধ্বংসাবশেষ, শিলালিপি অথবা মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের রাজ্যের শেষভাগে ভাতুরিয়া পরগণার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজম্ শাহ ও শমস্-উদ্দীন্ তাঁহার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন এবং পরে তিনি স্বয়ং গৌড়বঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(১১১) রিয়াজ-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১২।

পরিশিষ্ট (ঙ)

ইলিয়াস্ শাহের বংশ

শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ
|
সিকন্দর শাহ
|
গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ
|
সৈফ্-উদ্দীন্ হম্জা শাহ
|
শমস্-উদ্দীন্ — শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ

পরিশিষ্ট (চ)

মা হুয়ানের বঙ্গ-বিবরণ

১৪০৫ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ মাসে চীনদেশীয় সম্রাট য়ুঙ্গ-লো-চেঙ্গ-নামক দূতকে দক্ষিণ এসিয়ার রাজ্যসমূহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মা-হুয়ান, চেঙ্গ-হোর সহিত দ্বিভাষীরূপে আসিয়াছিলেন। ৬২ খানি জাহাজে ৩০০০০ সৈন্য লইয়া চেঙ্গ-হো, লিউ-কিয়া-কিয়াঙ্গ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। "য়িঙ্গ-য়াই-শেঙ্গ-লান্" গ্রন্থে মা-হুয়ান কর্তৃক সংকলিত বঙ্গ-বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ফিলিপস্ (George Phillips) এই অংশ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"য়িঙ্গ-য়াই-শেঙ্গ-লান্" অনুসারে বাঙ্গালা রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে সু-মেন-তালা (সুমাত্রা) হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে হয় এবং একবিংশ দিবসে বায়ু অনুকূল থাকিলে চেহ-টি-গান (চট্টগ্রাম) বন্দরে উপস্থিত হওয়া যায়। এইস্থান হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় ৫০০০ লি (৮৩⅓ ক্রোশ) গমন করিলে সোনা-উরহ্-কোঙ্গ (সোনার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম) নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এইস্থান হইতে জলপথে ৫২½ ক্রোশ গমন করিলে বাঙ্গলা রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। এই দেশে নগরসমূহ প্রাচীরবেষ্টিত, অধিবাসিগণ মুসলমান এবং কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা

মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকে। রাজা ও রাজকর্মচারিগণ মুসলমানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। এই দেশের ভাষার নাম বাঙ্গালা, তবে পারস্য ভাষাও ব্যবহৃত হয়। মুদ্রার নাম টঙ্কা, সামান্য মূল্যের জন্য কড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত বৎসর চীনদেশের গ্রীষ্মকালের ন্যায় গরম। দেশে বহুবিধ ধান্য, গোধূম, যব, সর্ষপ প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। নারিকেল, ধান্য, তাল ও কাজঙ্গ (?) হইতে মদ্য উৎপন্ন হয় এবং প্রকাশ্যভাবে মদ্য বিক্রীত হইয়া থাকে। এই দেশে কদলী, পনস, আম্র, দাড়িম্ব, ইক্ষু প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই দেশে ছয় প্রকার কার্পাস নির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্র বয়ন করা হয়, এই সমস্ত বস্ত্র প্রস্থে দুই হস্ত দৈর্ঘ্যে উনবিংশ হস্ত। এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়। চিকিৎসা, ব্যবসায়ী, জ্যোতিষী, শিল্পী ও পণ্ডিতগণের বাস আছে। দেশে কোনও নির্দ্দিষ্ট পঞ্জিকা নাই, দ্বাদশ মাসে বৎসর গণিত হয় কিন্তু মলমাস গণনার ব্যবস্থা নাই। রাজা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে জাহাজ পাঠাইয়া থাকে। মুক্তা ও বহুমূল্য মণিসমূহ কর-স্বরূপ চীনদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে—Journal of the Royal Asiatic Society, 1895, pp. 529-33.

চেঙ্গ-হো যখন বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন, তখন সৈফ্-উদ্দীন্ হমজা শাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। চীনদেশের মিঙ্গ-রাজবংশের ইতিহাসানুসারে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজা গে-য়া-সু-দ্-টিঙ্গ (গিয়াস্-উদ্দীন্) বহু উপঢৌকনের সহিত চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে গিয়াস্-উদ্দীন্ উপাধিধারী কোন রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান—গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের বংশ

হিজরা ৮১২—৮৪৬, খৃষ্টাব্দ ১৪০৯—১৪৪২

রাজা কানস্—গণেশ—আজম্ শাহের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী—শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ—গণেশের সহিত সম্বন্ধ—বায়াজিদ্ শাহের বংশ পরিচয়—বায়াজিদ্ শাহের মুদ্রা—রাজা গণেশ কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্ম দূরীকরণের চেষ্টা—মুসলমান সাধুগণের উৎপীড়ন—নূর কুতব্-উল্-আলম—সুলতান ইব্রাহিম্ শাহ শার্কী কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ—যদুর মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন—ইব্রাহিম্ শাহের প্রত্যাবর্ত্তন—যদুর প্রায়শ্চিত্ত—মুসলমানগণের উৎপীড়ন—শেখ্ বদর্-উল্-ইসলাম—ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ—উত্তরাপথে মুসলমান রাজগণের অবস্থা—যদুর মুসলমান পত্নী গ্রহণ—গণেশের মৃত্যু—মুসলমান প্রীতি—গৌড়ে সংস্কৃত চর্চা—জলাল্-উদ্দীন্, মহম্মদ্ শাহ—হিন্দু উৎপীড়ন—দনুজমর্দ্দনদেব—মালদহ খুলনা ও পূর্ব্ববঙ্গের মুদ্রা—পাণ্ডুনগর বা ফিরোজাবাদ অধিকার—চন্দ্রদ্বীপ—মহেন্দ্রদেব—পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার—চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা—মহম্মদ্ শাহ কর্ত্তৃক ফিরোজাবাদ অধিকার—দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার—চট্টগ্রাম আক্রমণ—মহম্মদ্ শাহের মৃত্যু—একলাখী—শমস্-উদ্দীন্ আহমদ্ শাহ—মুদ্রা—অত্যাচার—আহমদ্ শাহের মৃত্যু।

বাঙ্গালার সুলতানগণ				
শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ ও রাজা গণেশ		...	৮১২—৮১৭	১৪০৯—১৪১৪
জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ	...	...	৮১৭—৮৩৫	১৪১৪—১৪৩১
শমস্-উদ্দীন্ আহম্মদ্ শাহ	...	...	৮৩৫—৮৪৬	১৪৩১—১৪৪২
বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজাগণ				
দনুজমর্দ্দনদেব	...	...	১৩৩৯—১৩৪০	১৪১৭—১৪১৮
মহেন্দ্রদেব	...	...	১৩৪০—?	১৪১৮—?
দিল্লীর সুলতানগণ				
মহমুদ-তোগলক্ (২য়)	...	...	৭৯৫—৮১৫	১৩৯২—১৪১২
দৌলৎ খাঁ লোদী	...	...	৮১৫—৮১৭	১৪১২—১৪১৪
সৈয়দ খিজর্ খাঁ	...	...	৮১৭—৮২৪	১৪১৪—১৪২১
মবারক্ শাহ	...	...	৮২৪—৮৩৭	১৪২১—১৪৩৩
মহম্মদ্ শাহ	...	...	৮৩৭—৮৪৯	১৪৩৩—১৪৪৫

		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
জৌনপুরের সুলতানগণ			
খোজা-ই-জহান্	... ...	৭৯৬—৮০২	১৩৯৪—১৩৯৯
মবারক্ শাহ	... ...	৮০২—৮০৩	১৩৯৯—১৪০০
ইব্রাহিম্ শাহ	... ...	৮০৩—৮৪৪	১৪০০—১৪৪০
মহমুদ্ শাহ	... ...	৮৪৪—৮৬১	১৪৪০—১৪৫৬
উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজগণ—			
৪র্থ ভানুদেব	... ...		১৪২৪—১৪৩৪
সূর্যবংশীয়			
কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরদেব	... ...		১৪৩৪—১৪৭০
আসামের রাজগণ—			
সুজাঙ্গফা	... ...		১৪০৭—১৪২২
সুফাক্ফা	... ...		১৪২২—১৪৩৯
সুসেনফা	... ...		১৪৩৯—১৪৮৮
নেপালরাজগণ—			
জয়জ্যোর্তির্মল্ল	... ...		১৪১১—১৪২৯
যক্ষমল্ল	... ...		১৪২৯ - ১৪৭৪

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালায় একজন হিন্দু জমিদার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের প্রপৌত্র অথবা বৃদ্ধ প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন। পারসিক ভাষায় লিপিবদ্ধ ইতিহাসে ইহার নাম 'কানস্;'[১]। "কানস্" সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় গণেশ অথবা কংস হইতে পারে। ওয়েষ্টমেকট্ (E. V. Westmacott) বলেন যে, "কানসের" সংস্কৃত মূল গণেশ[২]। ব্লখ্ম্যান (Blochmann) বলেন যে, "কানস্" "গণেশ" হইতে পারে না, কারণ পারসিক মূলে "গাফের" পরিবর্তে সর্বত্র "কাফ্" ব্যবহৃত হইয়াছে[৩]। বেভারিজের (Beveridge) মতানুসারে "কানস্" "গণেশ" হওয়াই সম্ভব, কারণ পারসিক হস্তলিখিত গ্রন্থে সাধারণতঃ "গাফের" পরিবর্তে "কাফ্" লিখিত হয়[৪]। ডাক্তার বুকানন হ্যামিল্টন (Buchanan Hamilton) তাঁহার "প্রাচ্যভারত" নামক গ্রন্থে দিনাজপুর জেলার

(১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, পারস্য মূল, (Bibliotheca Indica) পৃঃ ১১০।

(২) Calcutta Review, Vol. LV, p. 208.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, pt. I, p. 287.

(৪) Ibid, Vol. LXI, 1892, pt. I, p. 118.

বিবরণে গণেশ নামই ব্যবহার করিয়াছেন[৫]। "কাফের" পরে "আলিফ্" সংযুক্ত থাকায় নামটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় গণেশ হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গণেশ ভাতুরিয়ার রাজা বা জমিদার[৬]। হ্যামিলটনের মতানুসারে গণেশ দিনাজের (দিনাজপুরের ?) হাকিম[৭]। আইন-ই-আক্বরীতে ভাতুরিয়ার নাম নাই, কিন্তু রেনেলের (Rennell) মানচিত্র অনুসারে ইহা একটি বিস্তৃত পরগণা, ইহার পশ্চিমে মহানন্দা এবং পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণে গঙ্গা এবং পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা[৮]। গ্ল্যাড্উইন্ (Gladwin) সঙ্কলিত রাজস্ব-বিবরণ অনুসারে ভাতুরিয়ার সের একপ্রকার ওজন[৯]। গ্রাণ্টের (Grant) বিবরণ অনসারে ভাতুরিয়া একটি প্রাচীন পরগণা এবং এক সময়ে ইহা নবাব মুয়জ্জম খাঁ, খান্-ই-খানানের (মীরজুম্লার) জায়গীর ছিল[১০]। এককালে নাটোর ভাতুরিয়া পরগণার অন্তর্গত ছিল[১১]। গণেশ কি জাতি ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র অনুসারে গণেশ ব্রাহ্মণ ছিলেন[১২] এবং কায়স্থকুলপঞ্জিকা অনুসারে তিনি কায়স্থ ছিলেন ও দিনাজপুরের রাজবংশের কুটুম্ব ছিলেন[১৩]। কিন্তু এই সকল কুলগ্রন্থের প্রমাণ কতদূর ঐতিহাসিক তাহা নির্ণীত হয় নাই।

কথিত আছে যে, গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের রাজ্যকালে রাজা গণেশ রাজস্ব ও শাসনবিভাগের কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন[১৪]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে রাজা গণেশের চক্রান্তে গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ নিহত হইয়াছিলেন এবং এই ঘটনার অন্ততঃ ত্রয়োদশবর্ষ পরে আজম্ শাহের পৌত্র সুলতান শমস্-উদ্দীন্ও তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শমস্-উদ্দীনের মৃত্যুর পরে রাজা গণেশ গৌড় ও বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ব্লখ্ম্যানের (Blochmann) মতানুসারে গণেশ রাজপদবী গ্রহণ অথবা সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। তিনি ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ শাহাব্-

(৫) Eastern India, Vol. :I, p. 618.

(৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৩, পাদটীকা।

(৭) Eastern India, Vol. II, p. 618.

(৮) Rennell's Atlas, 1778.

(৯) Revenue Accounts, p. 13.

(১০) Grant's Fifth Report, p. 347.

(১১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXI. 1892, pt, I, p. 120.

(১২) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৬৯-৭৪।

(১৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৬৮।

(১৪) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

উদ্দীন্ বায়াজিদ-শাহ নামক একজন মুসলমানকে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাখিয়া স্বয়ং রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন[১৫]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে, শাহাব্-উদ্দীন্ সুলতান শমস্-উদ্দীনের নামান্তর মাত্র[১৬]। সৈফ্ উদ্দীন্ হমজা শাহের পুত্র সুলতান শমস্-উদ্দীনের নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা অথবা তাঁহার রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণীত হওয়া কঠিন। শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ ৮১২ হইতে ৮১৭ হিজরা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, কারণ ৮১২,[১৭] ৮১৬,[১৮] ও ৮১৭[১৯] হিজরায় তাঁহার নামে মুদ্রিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা গণেশ বাধ্য হইয়া শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলমের নিকট মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে দেন নাই। গণেশ মুসলমানগণের প্রীত্যর্থে হিন্দু থাকিয়াও হয়ত শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮১৭ হিজরায় অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুলতান শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ উপাধিধারী রাজা গণেশের অথবা ক্রীড়াপুত্তলিকা বায়াজিদ্ শাহের এবং তাঁহার প্রকৃত প্রভু রাজা গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল। কারণ ৮১৮ হিজরা হইতে রাজা গণেশের পুত্র যদু, সুলতান জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া ফিরোজাবাদ হইতে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন[২০]।

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্-প্রণেতা গোলাম হোসেন্ মুসলমান, তিনি মাত্র মুসলমান রচিত ইতিহাস অবলম্বনে গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে গণেশের নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা নাই। ব্লখ্ম্যান সত্যই বলিয়াছেন যে, রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে গণেশের শত্রুপক্ষের উক্তিই লিপিবদ্ধ আছে[২১]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা ও তবকাৎ-ই-আক্বরীতে রাজা গণেশের বিবরণ আছে, তন্মধ্যে রিয়াজ্-উস্-সালাতীনেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাম হোসেনের মতানুসারে রাজা গণেশ বাঙ্গালাদেশ হইতে মুসলমানধর্ম্ম দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত মুসলমান বিনাশের উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে বহু

---

(১৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 263.

(১৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১২।

(১৭) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 160, No. 89.

(১৮) Ibid, p. 161, No. 91.

(১৯) Ibid, pp. 160-61, No. 90, 92.

(২০) *Ibid, p. 161, No. 93.*

(২১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 264.

শিক্ষিত মুসলমান নিহত হইয়াছিলেন। শেখ্ মুঈন্-উদ্দীন্ আব্বাসের পুত্র শেখ্ বদর্-উল্ ইস্লাম্ রাজা গণেশকে অভিবাদন না করায় তাঁহার আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। সেইদিনই অবশিষ্ট শিক্ষিত মুসলমানগণকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদীর মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া জলমগ্ন করা হইয়াছিল। মুসলমানগণের প্রতি অত্যাচারে বিচলিত হইয়া শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলম্, জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম্ শাহ শার্কীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সেই পত্রে ইব্রাহিম্ শাহকে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাজী শাহাব্-উদ্দীন্ জৌনপুরী, ইব্রাহিম্ শাহকে নূর কুতব্ উল্-আলমের অনুরোধ রক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সুলতান ইব্রাহিম্ শাহ শার্কী গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করিলে রাজা গণেশ শেখ্-নূর কুতব্-উল্-আলমের শরণাগত হইয়াছিলেন। রাজা শেখের চরণতলে মস্তক স্থাপন করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন যে, গণেশ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তিনি তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য ইব্রাহিম্ শাহকে অনুরোধ করিতে পারেন। গণেশ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেন নাই। তাঁহার অনুরোধে নূর কুতব্-উল্-আলম্ গণেশের পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জলাল্-উদ্দীন নাম দিয়াছিলেন। ইহার পরে জলাল্-উদ্দিন্ গৌড়ের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যে নমাজের সময়ে তাঁহার নামে খোৎবা পঠিত হইয়াছিল। তখন নূর কুতব্-উল্ আলম্ ইব্রাহিম্ শাহের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালিত হয় নাই বলিয়া, শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলম্ ইব্রাহিম্ শাহকে ও কাজী শাহাব্-উদ্দীন্‌কে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইব্রাহিম্ শাহ ব্যর্থমনোরথ হইয়া জৌনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। রাজা গণেশ সম্বন্ধে ইহাই গোলাম-হোসেনের উক্তির সারাংশ[২২]। ইহা সর্ব্বথা সত্য নহে, কারণ তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা অথবা মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখে ইব্রাহিম্ শাহ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণের কথা নাই এবং গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের বহুকাল পরে এবং রাজা গণেশের মৃত্যুর অন্ততঃ ষড়্বিংশতিবর্ষ পরে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[২৩]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্‌কারের উক্তির অবশিষ্টাংশ সত্য কি না তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কারণ রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ ব্যতীত গণেশের সমসাময়িক ইতিহাস সঙ্কলনের অন্য কোনও উপাদান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। গণেশের পুত্র মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহার নাম যদু এবং তিনি

---

(২২) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ পৃঃ ১১৩-১১৭।

(২৩) **Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 208.**

জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাও সত্য, কিন্তু গণেশ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন কি না এবং পরে পত্নীর অনুরোধে নিরস্ত হইয়াছিলেন কি না তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

গোলাম হোসেন বলেন যে, ইব্রাহিম্ শাহের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া রাজা গণেশ জলাল্-উদ্দীন্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পুনর্ব্বার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে যদু বা জলাল্-উদ্দীন্, সুবর্ণনির্ম্মিত গাভীর মুখে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎদেশ দিয়া নির্গত হইয়াছিলেন। পরে সেই গাভীর সুবর্ণ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। যদু বা জলাল্ উদ্দীন্ বিখ্যাত মুসলমান সাধু শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলম্ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সেইজন্য মুসলমানধর্ম্মে তাঁহার আস্থা হ্রাস হয় নাই। গণেশ ইহার পরেও মুসলমানগণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলমের পুত্র শেখ্ আনোয়র ও শেখ্ জাহিদ্ কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শেখ নূর কুতব্-উল্-আলমের পরিচারক ও অনুচরবর্গের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। শেখ্ আনোয়র ও শেখ্ জাহিদ্ পরে সুবর্ণগ্রামে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন এবং তথায় শেখ্ আনোয়র গণেশের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন[২৪]।

৭৯৯ হিজরায় (১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে) অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পরে গিয়াস-উদ্দীন্-আজম্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ভাতুরিয়া পরগণার রাজা গণেশ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার চক্রান্তে আজম্ শাহ নিহত হইয়াছিলেন[২৫]। গিয়াস্-উদ্দীন্-আজম্ শাহের পুত্র সৈফ্-উদ্দীন্ হম্‌জা শাহ তিন বৎসর অথবা দশবৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, সুতরাং, ৮০২ অথবা ৮০৯ হিজরায় (১৩৯৯ অথবা ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রাইট ও লেন-পুল, ৮০৯ হিজরা সৈফ্-উদ্দীন্ হম্‌জা শাহের মৃত্যুকাল ধরিয়া লইয়াছেন[২৬]। হম্‌জা শাহের পুত্র সুলতান শমস্ উদ্দীন্ তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিককাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[২৭]। তিনি সম্ভবতঃ ৮০৯ হিজরা হইতে ৮১২ হিজরা পর্য্যন্ত (১৪০৬—০৯ খৃষ্টাব্দ) গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন[২৮]। মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহ ৮১২ হইতে ৮১৭ হিজরা পর্য্যন্ত ফিরোজাবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ৮১৮ হিজরায় (১৪১৫ খৃষ্টাব্দে গণেশের পুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট

---

(২৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৬-১১৭।

(২৫) তদেব, পৃঃ ১১১।

(২৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 131.

(২৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১২।

(২৮) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 131.

প্রমাণ হইতেছে যে, গণেশ ৭৯৯ হিজরা হইতে ৮১৭ হিজরা পর্য্যন্ত (১৩৯৬—১৪১৫ খৃষ্টাব্দ) কোনও সময়ে স্বাধীনতা অবলম্বন-করিয়া গৌড়ের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, গণেশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং গিয়াস্ উদ্দীন্ আজম্ শাহের মৃত্যুকাল হইতে জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের অভিষেককাল পর্য্যন্ত তাঁহারই আদেশে, গৌড়ে বাদ্‌শাহগণের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইত কিন্তু তিনি কখনও স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করেন নাই। মুসলমান-সমাজে নিজনামে মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ্য নমাজের সময়ে নামোল্লেখ কেবল স্বাধীন রাজারই সম্ভব। গণেশের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই; তিনি হিন্দু, সুতরাং নমাজের সময় তাঁহার নামোল্লেখ অসম্ভব এবং সুলতান শমস্-উদ্দীনের মৃত্যুকাল হইতে গণেশের পুত্র যদু বা জলাল্-উদ্দীনের অভিষেককাল পর্য্যন্ত, শাহাব্-উদ্দীন্ বায়াজিদ্ শাহের নামে ফিরোজাবাদে মুদ্রাঙ্কন হইয়াছিল। সুতরাং রাজা গণেশের গৌড়ীয় সিংহাসনে আরোহণ ও স্বাধীনতা-ঘোষণার স্বপক্ষে প্রমাণাভাব। গণেশ হিন্দু কিন্তু তিনি মুসলমানরাজ্যে এত অধিক পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার আদেশে, শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের বংশধরগণ গৌড়বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিতেন অথবা সিংহাসনচ্যুত হইতেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ প্রণেতা মুসলমান, তিনি মুসলমান-রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে গণেশের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার কারণ গণেশ বিধর্ম্মী হিন্দু হইয়াও গৌড়রাজ্যে বাদ্‌শাহ অপেক্ষা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোলাম হোসেন গণেশের চরিত্রে কালিমা লেপনের জন্য যে কয়টি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে কয়টিই গণেশের চরিত্রের দৃঢ়তা-পরিচায়ক। কথিত আছে, শেখ্ বদর্-উল্ ইসলাম্ রাজাকে অভিবাদন না করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, শেখ্ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার জন্য জগতের ইতিহাসে যে কোনও যুগে, সভ্য বা অসভ্য দেশে, তিনি কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। গণেশ তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন কি না গোলাম হোসেন তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, দ্বিতীয়দিন গণেশের গৃহে প্রবেশকালে শেখ্ বদর্-উল্-ইস্‌লাম মস্তক অবনত করেন নাই বলিয়া গণেশ তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন[২৯]। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশে, কোনও রাজ্যে, কোন ধর্ম্মযাজক, রাজাকে এইরূপভাবে অবমানিত করিলে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডাপেক্ষা ভীষণতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। যদি কোন হিন্দু কোনও মুসলমান রাজাকে এইরূপভাবে অবমানিত করিত, তাহা হইলে মুসলমান রাজা কি তাহাকে পুরস্কৃত করিতেন? গোলাম হোসেন মুসলমান ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি গণেশের

(২৯) রিয়াজ্-উস্ সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৩-১৪।

অত্যাচারের যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য হওয়াই সম্ভব, কারণ রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মুসলমান বিজিত ভারতে বহুকাল পরে একজন হিন্দুরাজা পরাক্রান্ত হইয়া উঠায়, গৌড়দেশের মুসলমান-সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড় ও বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর জনসমাজ মুসলমান পীর ও ফকীরগণের অত্যাচারের ভয়ে মুসলমান ধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মের কঠোরতার অভাব দেখিয়া এবং মুসলমান-শাসিত রাজ্যে উচ্চজাতীয় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ইতরশ্রেণীর ব্যক্তিগণের অধিকতর সমাদর দেখিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এই সকল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে রাজা অপেক্ষা, পীর ফকীর, মুরশিদ্ প্রভৃতি উপাধিধারী ধর্ম্মযাজকগণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। শমস্-উদ্দীন্ শাহের বংশধরগণ হীনবল হইয়া পড়িলে এবং বিধর্ম্মী হিন্দুরাজা গণেশ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, এই সকল ধর্ম্মযাজকগণ সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের শিষ্যসেবকগণকে উত্তেজিত করিয়া গণেশের প্রাধান্য স্থাপনে বাধা দিয়াছিলেন সেইজন্যই গণেশ মুসলমান ধর্ম্মযাজকদিগকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গণেশ কর্ত্তৃক গৌড়ের একজন মুসলমান বাদ্শাহ হত্যার কথা ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশে দেখিতে পাওয়া যায়[৩০]।

শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলম্ ও রাজা গণেশ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য না হইলেও না হইতে পারে। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম্ শাহ শার্কী কোনও সময়ে গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করেন নাই, কারণ তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা বা মস্তখব্-উৎ-তওয়ারিখে ইব্রাহিম্ শাহের গৌড়াভিযানের উল্লেখ নাই। গোলাম হোসেন বলিয়াছেন যে, তখন ইব্রাহিম্ শাহের রাজ্য বিহারের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল[৩১], ইহা সত্য, কারণ ইব্রাহিম্ শাহের অধিকার প্রাচীন দিল্লীর নগর-প্রাচীর হইতে মগধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নূর কুতব্-উল্-আলম্ গৌড়ীয় মুসল্-মানগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ, হয়ত ইব্রাহিম্ শাহকে বিধর্ম্মী রাজার বিনাশ-সাধনের জন্য তাঁহাকে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইব্রাহিম্ শাহ সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তখন তিনি, ফিরোজ্ শাহের বংশধর, মহম্মদ শাহ তোগ্লকের

---

(৩০) "যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদ্শাহে মারি' গৌড়ে হৈল রাজা॥"

১৪৯০ শকে রচিত অদ্বৈত-প্রকাশ, অধ্যায় ৯, পৃঃ ৩।

(৩১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৪।

নিকট হইতে তোগ্‌লক্‌বংশের অধিকারের ধ্বংসাবশেষ গ্রাস করিতে সমুৎসুক। বস্তুতঃ আশ্রয়স্থল হইতে পারেন এইরূপ পরাক্রান্ত মুসলমান নরপতি কেহ ছিলেন না। ফিরোজ্‌ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ তোগ্‌লক্‌ শাহ ৭৯০ হিজরায় (১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৩২], কিন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন এবং ফিরোজ্‌ শাহের অপর পৌত্র আবুবকর্‌ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৩৩]। ৭৯২ হিজরায় (১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে) ফিরোজ্‌ শাহের প্রধান মন্ত্রী খান্‌-ই-জহান্‌কে পরাজিত করিয়া ফিরোজ্‌ শাহের তৃতীয় পুত্র মহম্মদ্‌ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৩৪]। ৭৯৫ বা ৭৯৬ হিজরায় ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শাহজাদা হুমায়ুন সিকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া পঞ্চচত্বারিংশ দিবসমাত্র দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৩৫]। তাঁহার পরে, মহম্মদ্‌ শাহের অপর পুত্র মহমুদ্‌ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৩৬]। তাঁহার রাজ্যকালে ফিরোজ্‌ শাহের অপর পৌত্র নসরৎ শাহ পুরাতন দিল্লীর অনতিদূরে ফিরোজাবাদে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন[৩৭]। মহমুদ্‌ শাহ ও নসরৎ শাহ নিরত দিল্লী অধিকারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, এই অবসরে ইব্রাহিম্‌ শাহ শার্কী দিল্লীর নগর-প্রাচীর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। ৮০১ হিজরায় (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে) প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর মোঙ্গোলরাজ তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব ও দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন[৩৮]। তৈমুর প্রস্থান করিলে দিল্লীতে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। তৈমুরের আক্রমণের সময়ে মহমুদ্‌ শাহ গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন, তিনি ৮০৪ হিজরায় (১৪০১ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া ৮১৫ হিজরা (১৪১২ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন[৩৯]। ইহার পরে ৮৫৫ হিজরায় (১৪৫১ খৃষ্টাব্দে) বহ্‌লোল্‌ লোদীর রাজ্যলাভ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীশ্বরগণ সামান্য ভূস্বামী মাত্র ছিলেন। সুতরাং জোনপুরের সুলতান ইব্রাহিমের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত বাঙ্গালার মুসলমানগণের গত্যন্তর ছিল না।

---

(৩২) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. I, pt. I, p. 2.

(৩৩) Ibid.

(৩৪) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৪৩।

(৩৫) তদেব, পৃঃ ৩৪৭—৪৮।

(৩৬) তদেব, পৃঃ ৩৪৮।

(৩৭) তদেব, পৃঃ ৩৫০।

(৩৮) তদেব, পৃঃ ৩৫৬।

(৩৯) তদেব, পৃঃ ৩৬১, ৩৬৬।

রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা সত্য। তবকাৎ-ই-আক্‌বরী অনুসারে যদু রাজ্যলোভে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন[৪০], কিন্তু রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে শেখ্‌ নূর কুতব্‌-উল্‌ ইস্‌লামের ন্যায় বিখ্যাত সাধু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া যদু মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই[৪১]। গণেশের পুত্রের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বনের প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। বারেন্দ্রভূমিতে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে যদু ইলিয়াস্‌ শাহের বংশজাতা কোন সম্ভ্রান্তা মুসলমান রমণীর রূপে মোহিত হইয়া স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কোনও মতে যদু আজম্‌ শাহের কন্যা আসমান্‌ তারার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৪২], মতান্তরে যদুর মুসলমান পত্নীর নাম ফুলজানি বেগম[৪৩]।

যে কোনও কারণে হউক, যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে রাজা গণেশ স্বর্ণধেনু ব্রত[৪৪] করাইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণধেনু-ব্রতের হাস্যোদ্দীপক বিবরণ গোলাম হোসেন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীনে গণেশের নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তায় তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা আছে। ফেরেশ্‌তা বলিয়াছেন যে, গণেশ মুসলমান হন নাই, কিন্তু তিনি মুসলমানদিগকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন[৪৫]। তাঁহার মৃত্যুর পরে গৌড়ীয় কোন কোন মুসলমান, প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় তাঁহার শব সমাধিস্থ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, তবকাৎ-ই-আক্‌বরী ও তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা অনুসারে রাজা গণেশ সাত বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

মুসলমান-অধিকৃত উত্তরাপথে যিনি সর্ব্ব প্রথমে হিন্দুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি যে সর্ব্ববিষয়ে গৌড়দেশে মুসলমানগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিন্দার পরিমাণই তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ। গণেশ মুসলমানগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতেন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু সম্ভবতঃ অবস্থা

---

(৪০) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, পৃঃ ৫২৪।

(৪১) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৬।

(৪২) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস পৃঃ ৭৬।

(৪৩) ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ফুলজানি।

(৪৪) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে সুবর্ণনির্ম্মিত গাভীর মুখ দিয়া যদুকে প্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাদ্দেশ দিয়া বাহির করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এই ব্রতের নাম সুবর্ণধেনু, কিন্তু হেমাদ্রিরচিত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির ব্রতখণ্ডে বা প্রায়শ্চিত্ত খণ্ডে এই জাতীয় ব্রতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৪৫) তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ২৯৭।

প্রশ্রয়-প্রয়াসী হইলে তিনি মুসলমান ধর্ম্মযাজক ও ওমরাহগণকে কঠোর রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। গণেশ নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুবর্ণধেণুব্রত দ্বারা যদুর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণাভাস মাত্র। রাজা গণেশের সময় হইতে গৌড়ে ও বঙ্গে পুনায় সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল, সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনাও আরম্ভ হইয়াছিল[৪৬] এবং বাঙ্গালাভাষার উন্নতির সূচনা হইয়াছিল। এই সকল কারণের জন্য গণেশ বাঙ্গালার ইতিহাসে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ৮১৭ হিজরায় (১৪১৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র যদু জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট (Stewart) অনুমান করেন যে, যদু বা জলাল-উদ্দীন গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র এবং রাজার জ্যেষ্ঠ বা একমাত্র পুত্র বলিয়া তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৪৭]। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে "রাজা গণেশের হিন্দু পত্নী গর্ভজাত সন্তানেরা সাহায্যের অভাবে রাজ্যাধিকার করিতে পারেন নাই"[৪৮]। তারিখ-ই-ফেরেশতা অনুসারে যদুর নাম জয়মল্ল বা জিতমল্ল। রিয়াজ-উস-সালাতীন অনুসারে যদু মুসলমানধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি অনেক হিন্দুকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণহেতু তাঁহার পিতা যখন সুবর্ণ-ধেনুব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন, তখন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সেই সকল সুবর্ণনির্ম্মিত ধেনুর অংশ দানগ্রহণ করিয়াছিলেন, যদু তাহাদিগকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যদুর অনুরোধে শেখ জাহিদ সুবর্ণগ্রাম হইতে পাণ্ডুয়ায় আসিয়াছিলেন[৫০]।

(৪৬) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে গণেশের অভ্যুদয় কাল হইতে বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। "এই পঞ্চদশ শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাই বৃহস্পতি নামে একজন বড় পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান রাজা গণেশ ও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারিগণের নিকট "রায়মুকুট" এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়া বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ পনরখানি বৌদ্ধ পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অমরকোষের টীকার তারিখ ১৪৩১ সাল।"—নারায়ণ, ২য় বর্ষ, পৃঃ ১৬৭।

(৪৭) Stewart's History of Bengal, p. 94.

(৪৮) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১।

(৪৯) তারিখ-ই-ফেরেশতা, পারষ্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৯৭।

(৫০) রিয়াজ-উস-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৮।

গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই অথবা করিতে ভরসা করেন নাই, আর একজন বাঙ্গালী হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক তাহা স্বচ্ছন্দে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম দনুজমর্দ্দনদেব। মুসলমান রচিত ইতিহাসে অথবা হিন্দুর পুরাণে তাঁহার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে, তারিখ্-ই-ফেরেশ্তায় অথবা তবকাৎ-ই-আক্বরীতে তাঁহার নাম নাই। কায়স্থ-জাতির কুলপঞ্জিকায় তাঁহার নামমাত্র আছে, তদনুসারে তিনি জাতিতে কায়স্থ এবং চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ সম্বন্ধে ইদিলপুরের ঘটকগণের কারিকা ও কতিপয় রজতমুদ্রা ব্যতীত দনুজমর্দ্দনদেবের অস্তিত্বের অপর কোনও নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কায়স্থজাতির কুলপঞ্জিকা হইতে ডাক্তার ওয়াইজ্ (Dr. Wise)[৫১] ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[৫২] দনুজমর্দ্দনদেবের পরিচয় ও কাল-নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই তাঁহাকে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বনের সমসাময়িক সুবর্ণগ্রামের অধিপতি দনুজরায় মনে করিয়া-ছিলেন। এই দনুজরায় ১২৮১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন[৫৩]। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে তাঁহার প্রকৃতকাল নির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে। বহুপূর্ব্বে, গৌড়ে দনুজমর্দ্দনদেবের নামাঙ্কিত একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে তারিখ ছিল না অথবা তখন তাহা পড়িতে পারা যায় নাই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের বিবরণ-রচয়িতা ক্রেইটনের (Creighton) মৃত্যু হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে এই মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ক্রেইটনের গৌড় বিবরণে এই মুদ্রাটির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে[৫৪]। এই মুদ্রাটি এখন কোথায় রক্ষিত আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়ায় আদিনা মস্জিদের উত্তর পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে একজন সাঁওতাল কৃষক দনুজমর্দ্দনদেবের একটি রজতমুদ্রা হলকর্ষণ-কালে আবিষ্কার করিয়াছিল। এই মুদ্রাটি পাণ্ডুনগর হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং ইহাতে অসম্পূর্ণ তারিখ ছিল[৫৫]। এই মুদ্রার তারিখ "শকাব্দা ৩৬৬" দেখিয়া স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ অনুমান করিয়াছিলেন যে, মুদ্রাটি ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল[৫৬]। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খুলনা জেলার বাসুদেবপুর নিবাসী জনৈক মুসলমান, সমাধিখননকালে দনুজমর্দ্দনদেবের আর একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল। ইহা ১৩৩৯ শকাব্দে (১৪১৭

(৫১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 206.

(৫২) Ibid, Vol. LXV, 1896, pt. I, pp. 32-33.

(৫৩) Elliot's History of India, Vol. III, p. 116.

(৫৪) Creighton's Ruins of Gaur, p. II.

(৫৫) প্রবাসী, প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮৩-৮৬।

(৫৬) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৭০-৭৪।

খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল[৫৭]। এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। খুলনা জেলার মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইয়াছিল যে, মালদহ জেলার আবিষ্কৃত মুদ্রাটিও ১৩৩৯ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। পাণ্ডুনগর, পাঁড়ুয়া বা পাণ্ডুয়ার সংশোধিত অথবা প্রাচীন নাম। ১৩৩৯ শকাব্দে (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ৮১৯-২০ হিজরায়) পাণ্ডুয়া দনুজমর্দ্দনদেবের অধিকারভুক্ত ছিল। ফিরোজাবাদ পাণ্ডুয়ার নামান্তর, এই ফিরোজাবাদ হইতে ৮১৮, ৮১৯, ৮২২, ৮২৩, ৮২৮,[৫৮] ও ৮৩৪[৫৯] হিজরায় জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের নামে রজতমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার নামে ৮২০ বা ৮২১ হিজরায় (১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত কোনও মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ডুয়া জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল না। এই সময়ে সম্ভবতঃ কায়স্থজাতীয় দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ অথবা তৎপুত্র জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের সহিত দনুজমর্দ্দনদেবের কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, বোধ হয় যে, শক্তি-উপাসক, কায়স্থকুলতিলক দনুজমর্দ্দনদেব নবদীক্ষিত মুসলমান রাজার অত্যাচারে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম বিলোপের সম্ভাবনা দেখিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ৮১৭ হিজরার শেষভাগে অথবা ৮১৮ হিজরায় প্রারম্ভে (১৪১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে) রাজা গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল এবং যদু জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। যদুর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে দনুজমর্দ্দনদেব তাঁহাকে পাণ্ডুয়া নগর হইতে তাড়িত করিয়া স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দনদেবের যতগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় ১৩৩৯[৬০] ও ১৩৪০[৬১] শকাব্দে (১৪১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি সম্ভবতঃ প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। যদু অথবা জলাল্-উদ্দীন্ শাহের পরাজয় এবং পাণ্ডুয়া হইতে নিষ্কাশনের কথা রিয়াজ্-উস্-সালাতীনেও নাই। দনুজমর্দ্দনদেবের অধিকার উত্তরবঙ্গে পাণ্ডুয়া হইতে দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত মুদ্রায় পাণ্ডুনগরের নাম ও খুলনায় আবিষ্কৃত মুদ্রায় চন্দ্রদ্বীপের (?) নাম আছে এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গে ঢাকা বিভাগের শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্টন (N. E.

(৫৭) প্রবাসী, ১৩১৯, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬।

(৫৮) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. I, p. 161, Nos. 93-98,

(৫৯) Ibid, p. 163, No. 108.

(৬০) প্রবাসী, প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮৫-৮৬।

(৬১) Dacca Review, 1915, Vol. V, p. 26.

Stapleton) কর্ত্তৃক দনুজমর্দ্দনদেবের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার একদিকে বঙ্গাক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার নাম ও অপরদিকে "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" লিখিত আছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে পুরুষপুর হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত কোনও জনপদে বা দেশে, কোনও হিন্দুরাজা নিজ নামে ভারতীয় অক্ষরে বা ভাষায় ইহার পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন করিতে ভরসা করেন নাই। ১৩১০ শকাব্দেই সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। গণেশ অথবা যদু যাহা করিতে পারেন নাই, আর্য্যাবর্ত্তে কোনও হিন্দুরাজা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

দনুজমর্দ্দনদেবের পরে মহেন্দ্রদেব পাণ্ডুনগরের এবং সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মালদহ জিলায় পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের নিকটে দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার সহিত মহেন্দ্রদেবের একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাও ১৩৩৯ শকাব্দে পাণ্ডুনগরে মুদ্রিত হইয়াছিল[৬২]। মহেন্দ্রদেবের রাজ্যাভিষেকের এক বা দুই বৎসর পরে পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, কারণ ৮২২ হইতে ৮২৪ হিজরা (১৪১৯-২১ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ফিরোজাবাদে মুদ্রিত জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টনের চেষ্টায় মহেন্দ্রদেবের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইগুলি শকাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষবর্ষে অথবা পঞ্চম দশকে (শকাব্দ ১৩৪০-৪৫, ১৪১৮-১৭ খৃষ্টাব্দ) [sic] মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল মুদ্রার আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন মুদ্রাসমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং মহেন্দ্রদেবের রাজ্যকাল ও রাজ্যবিস্তৃতি সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারা যায় না। ইদিলপুরের ঘটকগণের কারিকা অনুসারে দনুজমর্দ্দনদেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রমাবল্লভদেব রায় চন্দ্রদ্বীপের অধিকার লাভ করিয়াছিল[৬৩]। ডাক্তার ওয়াইজ্ ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[৬৪ক] চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের যে পরিচয় সকলন করিয়াছেন, তাহাতে মহেন্দ্রদেবের নাম পাওয়া যায় না। মহেন্দ্রদেব জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমাবল্লভ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রদেবের মৃত্যুর পরে সম্ভবতঃ দনুজমর্দ্দনদেবের বংশের অধিকার চন্দ্রদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল।

---

(৬২) প্রবাসী, প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮৫। শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন মহেন্দ্রদেবের ১৩৪০ শকাব্দে মুদ্রিত অনেকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৬৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXII, 1874, pt. I. 207.

(৬৪ক) Ibid, Vol. LXV. 1896. pt. I.

জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ ধীরে ধীরে সমগ্র গৌড় ও বঙ্গ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফিরোজাবাদে মুদ্রিত তঁাহার নামাঙ্কিত ৮২৮ ও ৮৩৪ হিজরার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে জলাল্‌ উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ ৮২২ হিজরায় রাজধানী ফিরোজাবাদে বা পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন [৬৪খ]। ৮২১ হিজরায় (১৪১৮ খৃষ্টাব্দে) সপ্তগ্রামে মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [৬৫]। পূর্ব্ববঙ্গে মুয়জ্জমাবাদ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, কারণ ৮১৮ হিজরায় (১৪১৫ খৃষ্টাব্দে) উক্তস্থানে মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [৬৬]। দক্ষিণবঙ্গে বর্ত্তমান ফরিদপুর তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ ফতেহাবাদে মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত ৮২১, ৮৩৪ ও ৮৪০ হিজরার রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [৬৭]। ইহার মধ্যে শেষোক্তবর্ষের মুদ্রাটি সম্ভবতঃ জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ৮৩৪ হিজরায় (১৪৩০ খৃষ্টাব্দে) তিনি চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার চট্টগ্রাম-অভিযানের কথা রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ প্রমুখ মুসলমান-রচিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্তবর্ষে চট্টগ্রামে মুদ্রিত জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের নামাঙ্কিত একটি মাত্র রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার চট্টগ্রাম বিজয়ের একমাত্র প্রমাণ [৬৮]।

জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে তিনি গৌড়ে একটি মসজিদ্‌, দুইটি জলাশয় ও একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে একটিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কথিত আছে যে, তাঁহার রাজ্যকালে পাণ্ডুয়া জনপরিপূর্ণ বিস্তৃত জনপদে পরিণত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড় পুনরায় জনসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছিল [৬৯]। গোলাম হোসেন বলেন যে, পাণ্ডুয়ার একলাখী নামক হর্ম্ম্য জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ তাঁহার পুত্র ও পত্নীর সমাধি। রাভেনশ (Ravenshaw) বলিয়াছেন যে, একলাখী সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ তাঁহার পত্নী ও পুত্রবধূর সমাধি [৭০]। বাঙ্গালাদেশে গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ উপাধিধারী তিনজন মুসলমান রাজা

(৬৪খ) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৮। মূলে ৮১২ হিজরা তারিখ আছে, ইহা সম্ভবতঃ ৮২২ হিজরা হইবে, কারণ ৮১২ হিজরায় জলাল্‌-উদ্দীন্‌ সিংহাসন লাভ করেন নাই।

(৬৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, vol. II, pt. II. p. 162. No. 99.

(৬৬) Ibid, No. 102.

(৬৭) Ibid, p. 163, Nos. 104-7.

(৬৮) Ibid, No. 110.

(৬৯) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৮।

(৭০) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 58.

ছিলেন ; বল্‌বনের প্রপৌত্র গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহ বন্দীরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ আজম্‌ শাহ ঢাকা জিলায় মগরাপাড়া গ্রামে সমাহিত আছেন এবং হুসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ ভাগলপুরের নিকটে কহলগাঁওয়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং একলাখী জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের সমাধি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। কানিংহামের মতানুসারে একলাখী বাঙ্গালাদেশে পাঠান রাজ্যকালের স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন[৭১]। একলাখী সমভুজ চতুষ্কোণ, ইহাতে একটিমাত্র খিলান আছে এবং ইহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সার্দ্ধ সপ্তপঞ্চাশৎ হস্ত। কোনও হিন্দু বা বৌদ্ধমন্দির ধ্বংস করিয়া একলাখী নির্ম্মিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে হিন্দু বা বৌদ্ধ-স্থাপত্য-নিদর্শনযুক্ত বহু প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়[৭২]। একলাখীর তোরণ এককালে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধমন্দিরের দ্বার ছিল, কারণ এই ব্রহ্মশিলানির্ম্মিত তোরণের নিম্নদেশে এখনও খর্ব্বকায় গণ ও দুই একটি দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ সপ্তদশ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন[৭৩]।

জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শমস্‌-উদ্দীন্‌ আহমদ্‌ শাহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে আহমদ্‌ শাহ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রধানগণ শাদী খাঁ ও নাসির্‌ খাঁ নামক ক্রীতদাসদ্বয়ের সাহায্যে অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন[৭৪]। শমস্‌-উদ্দীন্‌ আহমদ্‌ শাহের একটিমাত্র রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা ৮৩৬ হিজরায় (১৪৩২ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত হইয়াছিল[৭৫]। রিয়াজ্‌-উস্‌-সমালাতীন্‌ অনুসারে আহমদ্‌ শাহ ৮৩০ হিজরায় নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে তিনি ৮৩৬ হিজরায় জীবিত ছিলেন, সুতরাং গোলাম হোসেনের মত সত্য হইতে পারে না। শমস্‌-উদ্দীন্‌ আহমদ্‌ শাহ ৮৩৪ অথবা ৮৩৫ হিজরায় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে তিনি ষোড়শ অথবা অষ্টাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন[৭৬], সুতরাং ৮৫১ বা ৮৫৩ হিজরায় (১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে) আহমদ্‌ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালের শেষভাগে

(৭১) Cunningham's Report of the Archæological Survey of India Vol. XV, pp. 88-90.

(৭২) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 58.

(৭৩) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৮।

(৭৪) তদেব, পৃঃ ১১৯।

(৭৫) Marsden's Numismata Orientalia, pt. XXXVII, No. DCCLXXIV.

(৭৬) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৯।

ইলিয়াস্ শাহের বংশজাত নাসির্-উদ্দীন্ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ ৮৪৬ হিজরা (১৪৪২ খৃষ্টাব্দ) হইতে নিজনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন[৭৭]। শমস্-উদ্দীন্ আহমদ্ শাহের রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি বা প্রাচীন কীর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

(৭৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873. pt. I, p. 269.

পরিশিষ্ট (চ)

গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের বংশ

(ক) গণেশের বংশ

রাজা গণেশ

|

যদু বা জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ

|

শমস্-উদ্দীন্ আহমদ্ শাহ

(খ) দনুজমর্দ্দনদেবের বংশ

দনুজমর্দ্দনদেব (বাঙ্গালার রাজা)

|

মহেন্দ্রদেব (বাঙ্গালার রাজা)

রমাবল্লভদেব (চন্দ্রদ্বীপের রাজা)

|

কৃষ্ণবল্লভদেব রায় (চন্দ্রদ্বীপের রাজা)

|

হরিবল্লভদেব রায়

|

জয়দেব রায়

পরিশিষ্ট (ছ)

শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল প্রণীত 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' অনুসারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশীয় দুইজন রাজা গৌড়ে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একজনের নাম কংসরাম ও গণেশ-নারায়ণ। সান্যাল মহাশয়ের বিজ্ঞাপন অনুসারে "প্রচলিত ইংরাজি ও পারসী ইতিহাস, পুরাতন জমিদারদিগের সনদ, বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী শেখ্ শুভোদয়া নামক গ্রন্থ, রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, বল্লালচরিত এবং ভট্টকবিতা এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্যানির্ণয়পূর্ব্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি[৭৮]।" সান্যাল মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মূল পারসিক গ্রন্থসমূহ তিনি কখনও অধ্যয়ন করেন নাই এবং বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র ব্যতীত রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ সত্য হইলেও হইতে পারে, কারণ সাঁতোড়, একটাকিয়া প্রভৃতি নামগুলি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্বন্ধে অপর কোন গ্রন্থ না থাকায়, গণেশের বংশপরিচয় সম্বন্ধে সান্যাল মহাশয়ের উক্তি আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

এই গ্রন্থানুসারে, কংসরাম নামক সান্যাল-বংশীয় জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার শমস্ উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের মৃত্যুর পর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ইলিয়াস্ শাহের মুসলমান-পত্নীর গর্ভজাত পুত্র নিহত হইলে হিন্দু-পত্নীর গর্ভজাত পুত্র গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কংসরাম অবশেষে এই সুলতানের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। সান্যাল মহাশয়ের মতানুসারে ইলিয়াস্ শাহের হিন্দুপত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম ময়জুদ্দীন্। ময়জুদ্দীন্ বা মুঈজ্-উদ্দীন্ উপাধিধারী ইলিয়াস্ শাহের বংশের কোনও রাজার অস্তিত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সান্যাল মহাশয়ের মতানুসারে এই ময়জুদ্দীনের পুত্রের নাম গয়সুদ্দীন্ এবং তাঁহার পুত্রের নাম সৈফুদ্দীন্। সান্যাল মহাশয় বোধ হয় ইংরাজি বা পারস্য ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন না করিয়াই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্যই ইলিয়াস্ শাহের বংশপরিচয় নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতানুসারে সৈফুদ্দীনের দুই পুত্র নসেরিৎ ও আজিম্। সৈফুদ্দীনের মৃত্যুর পরে একটাকিয়ার রাজা গণেশনারায়ণ, উভয় ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যদুনারায়ণ খাঁ তাঁহার মৃত্যুর পরে আজিম

(৭৮) বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ।৵০।

শাহির কন্যা আসমান তারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মূল পারসিক ইতিহাস, শিলালিপি ও মুদ্রাতত্ত্বের প্রামাণানুসারে শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের পুত্রের নাম সিকন্দর শাহ, পৌত্রের নাম গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহ, প্রপৌত্রের নাম শমস্-উদ্দীন্ হমজা শাহ এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম শমস্-উদ্দীন্। সৈফ্-উদ্দীন্ হমজাশাহের নসেরিৎ (নসরৎ) ও আজিম্ (আজম্) নামক পুত্রদ্বয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কংসরাম নামক কোনও দুশ্চরিত্র বারেন্দ্রব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী, ইলিয়াস্ শাহের বংশের উত্থান ও পতনের সহিত জড়িত ছিলেন কি না বলিতে পারা যায় না, থাকিলেও বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। যিনি গৌড়দেশে হিন্দুর প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন, সান্যাল মহাশয়ের মতানুসারে তিনি একটাকিয়ার ভাদুড়ী বংশজাত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণেশনারায়ণ খাঁ। তাঁহার পুত্র যদুনারায়ণ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিলে যদুর পুত্র অনুপনারায়ণ একটাকিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। সান্যাল মহাশয়ের এই সকল উক্তির মূল্য নির্দ্ধারণের কোনও উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার মতানুসারে তাহিরপুরের জমিদারবংশে কংসনারায়ণ নামক আকবরের সমসাময়িক একজন রাজা ছিলেন।

পক্ষান্তরে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত কায়স্থ কুলশাস্ত্রানুসারে রাজা গণেশ দত্তখান নামে পরিচিত। বসুজ মহাশয়ের মতানুসারে গণেশ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ [৭৯]।

(৭৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৬৮-৬৯।

পরিশিষ্ট (জ)

দনুজমর্দ্দনের বংশ পরিচয়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কায়স্থ কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, সে কয়টিতেই বাঙ্গালার সেনরাজবংশের সহিত কায়স্থ সমাজের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেনরাজগণ তাঁহাদিগের লেখমূহ অনুসারে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশ্বাসযোগ্য। ঐতিহাসিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলে তাঁহাদিকে কায়স্থ অথবা বৈদ্যজাতীয় বলা যায় না। বসুজ মহাশয় সন্দেহজনক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া দুইবার সেনরাজবংশকে জাতিতে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সেইজন্য প্রতিবারেই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বসুজ মহাশয় চন্দ্রদ্বীপের ঘটকগণের কারিকা অনুসারে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনোজামাধবদেবকে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন[৮০]। কিন্তু দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইয়াছিল যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণসেনের পৌত্র হইতে পারেন না, কারণ তিনি ১৩৩৯ শকাব্দে (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন[৮১]। ইহার পরে দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা প্রকাশিত হইলে সেনবংশের সহিত কায়স্থ সমাজের নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তদনুসারে বটুভট্টের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি. আই. ই. মহাশয়ের প্রবল আনুকূল্য সত্ত্বেও ষ্টেপলটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, বটুভট্টের "দেববংশ" নামক গ্রন্থের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে[৮২]। দেববংশ অনুসারে দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংসকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশান্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাপুত্রসহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূলে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন[৮৩]।

শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সম্প্রতি তৎকর্ত্তৃক দনুমর্জ্জন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে মহেন্দ্রদেবের সমস্ত

---

(৮০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXV, 1896, pt. I, p. 35.

(৮১) প্রবাসী, প্রথম খণ্ড, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮৬।

(৮২) বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, পরিশিষ্ট (ছ)

(৮৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৬৭।

মুদ্রাই ১৩৪০ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কখনই দনুজমর্দ্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা হইতে পারেন না।

মালদহ জেলায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় তারিখের এককের অঙ্ক অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ ও আমি প্রথমে ঐ তারিখটি ১৩৩৬ পাঠ করিয়াছিলাম। মহেন্দ্রদেবের অন্যান্য মুদ্রায় ১৩৪০ শকাব্দ তারিখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, উহা ১৩৩৯ শকাব্দ ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন কর্ত্তৃক প্রকাশিত দনুজমর্দ্দনদেবের একটি মুদ্রার তারিখ ১৩৪০ শকাব্দ, সুতরাং দনুজমর্দ্দনদেবের জীবদ্দশায়, তাঁহার মৃত্যুর অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে মহেন্দ্রদেব নিজনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ১৩৩৯ শকাব্দে বিদ্রোহী হইয়া মহেন্দ্রদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(৮৪) Dacca Review, 1915, Vol. V. p. 26.

(৮৫) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1913-14.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইলিয়াস্ শাহের বংশের পুনরুত্থান

হিজরা ৮৪৬—৮৯৩, খৃষ্টাব্দ ১৪৪২—১৪৮৭

তীরভুক্তির অবস্থা—মগধের অবস্থা—ভোগীশ্বর—সুলতান ফিরোজ্—তোগ্লকের সহিত সম্বন্ধ—গণেশ্বর—আসলান্ খাঁর সহিত যুদ্ধ—বীরসিংহ—কীর্ত্তিসিংহ—ভবসিংহ বা ভবেশ্বর—দেবসিংহ—তুলাপুরুষ মহাদান—শিবসিংহ—পত্নীগণ—মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ—সাহিত্যচর্চা—সুবর্ণমুদ্রা—পদ্মসিংহ—হরসিংহ—তীরভুক্তিতে স্বতন্ত্র রাজ্য—পৃথ্বীসিংহ—শক্তিসিংহ—চম্পকারণ্য—মদনসিংহ—মদনরত্ন-প্রদীপ—মিথিলারাজ্য—নরসিংহ—বীরসিংহ—গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ—বীরসিংহ—ভৈরবেন্দ্র বা ভৈরবসিংহ—বাচস্পতিমিশ্র—রামভদ্রদেব—লক্ষ্মীনাথ—সিকন্দর লোদীর আক্রমণ—তীরভুক্তি ও মিথিলার স্বাধীনতা-বিনাশ—সাদী খাঁ ও নাসির্ খাঁ—নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ—পূর্ব্বাবস্থা—গৌড়ের দুর্গ নিৰ্ম্মাণ—কোৎওয়ালী দরওয়াজা—রাজ্য-বিস্তৃতি—জৌনপুরের শার্কী বংশীয় সুলতানগণ কর্ত্তৃক মগধ অধিকার—মহমুদ্ শাহের মুদ্রা—রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ—সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা—ইসমাইল গাজী—কামরূপ ও জাজ্নগর আক্রমণ—রিসালৎ-উশ্-শুহাদা—রাজ্য-বিস্তৃতি—বারবক্ শাহের মুদ্রা—শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহ—শ্রীহট্টবিজয়—সুহৈল্-ই-য়মন্—গৌরগোবিন্দ—শাহ জলাল্ সম্বন্ধে জনপ্রবাদ—তাঁতিপাড়া মসজিদ্—পাণ্ডুয়ার মিনার—পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজ্য ধ্বংস—ইউসফ্ শাহের মুদ্রা—দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ—জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহ—রাজ্যবিস্তৃতি—মুদ্রা—হাব্‌শী ক্রীতদাসাদগের প্রভাব—ফতে শাহের হত্যা।

বাঙ্গালার সুলতানগণ—		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ শাহ	...	৮৪৬—৮৬৪	১৪৪২—১৪৫৯
রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ	...	৮৬৪—৮৭৯	১৪৫৯—১৪৭৪
শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ শাহ	...	৮৭৯—৮৮৭	১৪৭৪—১৪৮২
দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ	...	৮৮৭	১৪৮২
জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহ	...	৮৮৭—৮৯৩	১৪৮২—১৪৮৭
দিল্লীর সুলতানগণ—			
মহম্মদ্-বিন্-ফরিদ্	...	৮৩৭—৮৪৯	১৪৩৩—১৪৪৫
আলম্ শাহ	...	৮৪৯—৮৫৫	১৪৪৫—১৪৫১
বহ্লোল্ লোদী	...	৮৫৫—৮৯৪	১৪৫১—১৪৮৮
জৌনপুরের সুলতানগণ—			
মহমুদ্ শাহ	...	৮৪৪—৮৬৩	১৪৪০—১৪৫৮
মহম্মদ শাহ	...	৮৬১—৮৬৩	১৪৫৬—১৪৫৮
হোসেন শাহ	...	৮৬৩—৮৮১	১৪৫৮—১৪৭৬

আসামের আহমরাজগণ—		
সুসেন ফা		১৪৩৯—১৪৮৮
উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজগণ—		
কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরদেব		১৪৩৪—১৪৭০
পুরুষোত্তমদেব		১৪৭০—১৪৯৭
নেপাল রাজগণ—		
যক্ষমল্ল		১৪৭১—১৪৭৪
ত্রিপুর রাজগণ—	শকাব্দ	
ধর্ম্মমাণিক্য	১৩২৯—১৪০০ (?)	১৪০৭—১৪৭৮
প্রতাপমাণিক্য	—	—

সুলতান ফিরোজ্ শাহ জাজ্নগর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মিথিলার হিন্দুরাজগণ পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। ফিরোজ্ শাহের আদেশে নিযুক্ত রাজস্বসংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণ অনেকদিন তীরভুক্তিতে তিষ্ঠিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। দিল্লীর আমিলগণের নিষ্কাশনের পরে তীরভুক্তি বা মিথিলার ব্রাহ্মণবংশীয় রাজগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গৌড়ে সিকন্দর শাহের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র কখনও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তীরভুক্তি আক্রমণ বা অধিকার করিতে পারেন নাই। পশ্চিমে জৌনপুরে দিল্লীর শাসনকর্ত্তৃগণ ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল তীরভুক্তিতে পদার্পণ করিতে সাহস করেন নাই। দক্ষিণে, প্রাচীন মগধে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ ও সেনাপতিগণ বহুদিন তোগ্লক্-বংশের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জৌনপুরের সুলতানগণের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন এবং কখনও ভাগীরথী পার হইবার উদ্যম করেন নাই।

বিদ্যাপতি-রচিত কীর্ত্তিলতা অনুসারে রাজপণ্ডিত কামেশ্বরের পুত্র ভোগীশ্বর সুলতান 'পিঅরোজ্ শাহে'র (সুলতান ফিরোজ্ শাহের) প্রিয়সখা ছিলেন এবং তিনি ফিরোজ্ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন[১]। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে ফিরোজ্ শাহের প্রথম গৌড়াভিযান হইতে প্রত্যাগমনের সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৩৫৫—৮৮ খৃষ্টাব্দ) কোনও সময়ে ভোগীশ্বরের সহিত ফিরোজ্ শাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল[২]। জনপ্রবাদ অনুসারে গণেশ্বর ভোগীশ্বরের পুত্র[৩]। কীর্ত্তিলতা অনুসারে তিনি কীর্ত্তিসিংহের পিতা[৪] এবং তিনি ২৫২ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে (১৩৭০ খৃষ্টাব্দে) আস্লান নামক

(১) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, দ্বিতীয় পল্লব, পৃঃ ৪।

(২) Journal and Proceedings of Asiatic Society of Bengal, New Series. Vol. XI, p. 416.

(৩) Ibid.
(৪) Ibid.

মুসলমানের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন[৫]। এই আস্লানের নাম সম্ভবতঃ আর্সলান্ খাঁ, কিন্তু মুসলমান রচিত কোনও ইতিহাসে তাঁহার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। কীর্ত্তিলতা অনুসারে বীরসিংহ গণেশ্বরের পুত্র[৬] এবং কীর্ত্তিসিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে তাঁহার উপাধি "মহারাজাধিরাজ"[৭]। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে তাঁহার সিংহাসন-লাভ সন্দেহের বিষয়, কারণ চণ্ডেশ্বর, রামদত্ত প্রমুখ মন্ত্রিগণ স্বরচিত গ্রন্থে স্বয়ং এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন[৮]। গণেশ্বরের অপর পুত্র কীর্ত্তিসিংহদেব পিতৃবৈরীর হস্তগত পৈত্র্যরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন[৯]। বিদ্যাপতি তাঁহার নামানুসারে কীর্ত্তিলতা নাম্নী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১০]। তদনুসারে কীর্ত্তিসিংহের উপাধি রাজগুরু। কামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র ভোগীশ্বরের বংশলোপ হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ভবসিংহ বা ভবেশ মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির গ্রন্থমালায় সাধারণতঃ ভবসিংহদেবের পূর্ণ নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বর্দ্ধমান-রচিত গঙ্গাকৃত্যাবিবেকে, বাচস্পতিমিশ্র রচিত কৃত্যমহার্ণবে এবং মহাদাননির্ণয়ে, মিসরুমিশ্রের বিবাদচন্দ্রে এবং বিদ্যাপতি-রচিত বিভাগসারে, ভবসিংহদেব ভবেশ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন[১১]। মুরারি রচিত শুদ্ধিনিবন্ধ অনুসারে মুরারির প্রপিতামহ জয়ধরলাঢ ভবসিংহের প্রধান বিচারপতি ছিলেন[১২]। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষা অনুসারে বাগ্বতী নদীতীরে ভবসিংহদেবের দুই পত্নী তাঁহার সহিত চিতারোহণ করিয়াছিলেন[১৩]। ভবসিংহদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবসিংহদেব পিতার মৃত্যুর পরে মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম "গরুড় নারায়ণ" এবং পদাবলী অনুসারে তাঁহার পত্নীর নাম হাসিনীদেবী[১৪]। তাঁহার আদেশে বিদ্যাপতি ভূ-পরিক্রমণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে নৈমিষারণ্য হইতে জনকভূমি পর্য্যন্ত বলদেবের ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে[১৫]। দেবসিংহের আদেশে শ্রীদত্ত

---

(৫) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, দ্বিতীয় পল্লব, পৃঃ ৪।

(৬) তদেব।

(৭) তদেব।

(৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengnl, New Series, Vol. XI, p. 416.

(৯) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, প্রথম পল্লব, পৃঃ ২।

(১০) তদেব, প্রথম পল্লব, পৃঃ ১, শ্লোক ৫।

(১১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series, Vol. XI, p, 417.

(১২) Ibid.

(১৩) পুরুষপরীক্ষা, শেষ শ্লোক।

(১৪) পদাবলী, নং ২৬৯ ; পরিষদ্ গ্রন্থাবলী ২৪, পৃঃ ১৭০।

(১৫) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 417.

একাগ্নিদানপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১৬]। মুরারির পিতামহ হরিহর ইঁহার প্রধান বিচারপতি ছিলেন[১৭]। দেবসিংহদেব ব্রাহ্মণগণকে বহু দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রথ ও স্বর্ণনির্ম্মিত হস্তী উল্লেখযোগ্য। তিনি তুলাপুরুষ মহাদান করিয়াছিলেন এবং শঙ্করপুর নামক ব্রাহ্মণশাসনে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন[১৮]। একটি শ্লোক অনুসারে ১৩২৪ শকাব্দে ২৯৩ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে বৃহস্পতিবারে চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে দেবসিংহদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। এই শ্লোকই বিদ্যাপতি রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গণনা অনুসারে ১৩৩৪ শকাব্দে (১৪১৩ খৃষ্টাব্দে) দেবসিংহদেবের মৃত্যু হইয়াছিল [২০]।

দেবসিংহদেবের পুত্র শিবসিংহ পিতার মৃত্যুর পরে মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি রচিত ভু-প্রদক্ষিণ অনুসারে শিবসিংহদেবের পিতার নাম দেবসিংহ[২১] এবং পুরুষপরীক্ষা অনুসারে শিবসিংহদেবের অপর নাম "রূপনারায়ণ"[২২]। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম লখিমা দেবী বা লছিমা দেবী[২৩]। এতদ্ব্যতীত সুখমা দেবী[২৫] মধুমতী দেবী [২৪] সুরমা দেবী[২৬], রূপিণী দেবী[২৭], মেধা দেবী[২৮] এবং মোদবতী দেবী [২৯] নাম্নী তাঁহার অপর ছয় পত্নীর নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধুমতী নাম্নী কাব্য

---

(১৬) ভু-পরিক্রমণ, সংস্কৃত কলেজের পুঁথি নং VI, 79, পৃঃ ১ক, শ্লোক ২৩।

(১৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series, Vol. XI, p. 417.

(১৮) পুরুষপরীক্ষা, শ্লোক নং ২; শৈবসর্ব্বস্বসার, প্রথম শ্লোক নং ৪।

(১৯) অনলরংধ্রকর লকখন নরবহ্

সক সমুদ্দ কর (পুর ?) অগিনি সসী।

চতকারি ছঠি জেঠা মিলিও

বার বেহপ্পই জাউলসী॥

—পরিষদ্ গ্রন্থাবলী ২৪, পৃঃ ৫৩১।

(২০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 419.

(২১) Ibid.

(২২) পুরুষপরীক্ষা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ; পদাবলী নং ২১, পৃঃ ১৫।

(২৩) পদাবলী নং ২৩, পৃঃ ১৬, নং ১৯, পৃঃ ১৪, নং ১৭, পৃঃ ১২।

(২৪) তদেব নং ১২৭, পৃঃ ৮১, নং ৪৬৭, পৃঃ ২৮৬।

(২৫) তদেব নং ১৮৬, পৃঃ ১১৪।

(২৬) তদেব নং ৩০৯, পৃঃ ১৮৮, নং ৫২৩, পৃঃ ৩২১।

(২৭) তদেব নং ৬৭৮, পৃঃ ৪০৬।

(২৮) তদেব নং ৬০, পৃঃ ৫১।

(২৯) তদেব নং ৬৯৩, পৃঃ ৪১৫।

প্রকাশের টীকা-রচয়িতা রবির পিতামহ অচ্যুত শিবসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন[৩০]। পদাবলীতে মহেশ্বরদেব[৩১] ও রতিধরদেব[৩২] নামক দুইজন মন্ত্রী এবং শঙ্কর নামক[৩৩] উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পুরুষ-পরীক্ষা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বর ও গজ্জনেশ্বরের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন[৩৪]। শিবসিংহদেবের রাজ্যকালে রাজা গণেশের পুত্র জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গজ্জনেশ্বর শব্দে বিদ্যাপতি বোধ হয় গজ্নী-রাজের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মিথিলার কোনও রাজার সহিত গজ্নী-রাজের যুদ্ধ অসম্ভব এবং দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধও অসম্ভব। অনুমান হয়, জৌনপুরের শার্কী-বংশীয় সুলতান ইব্রাহিম্ শাহের সহিত শিবসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। শিবসিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সন ৮০৭, বিক্রম সম্বৎসর ১৪৫৫, শকাব্দ ১৩২১ ও ২৯২ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে প্রদত্তহইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নলিপিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসারে ইহা কৃত্রিম[৩৫]। এই তাম্রশাসন দ্বারা শিবসিংহদেব কবি বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম দান করিয়া ছিলেন। ২৯১ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে শিবসিংহদেবের রাজ্যকালে বিদ্যাপতির আদেশে শ্রীধরের কাব্যপ্রকাশবিবেক নকল করা হইয়াছিল[৩৬]। বিদ্যাপতি রচিত যে শ্লোকটিতে দেবসিংহদেবের মৃত্যুর তারিখ আছে, তদনুসারে শিবসিংহদেব মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন[৩৭]। বিদ্যাপতি রচিত পদাবলীতে ত্রিপুরসিংহ এবং তৎপুত্র অর্জ্জুনরায়ের উল্লেখ আছে[৩৮]। প্রবাদ অনুসারে ত্রিপুরসিংহ শিবসিংহের ভ্রাতা এবং অমরসিংহের পিতা।[৩৯]।

(৩০) Peterson's Third Report on the search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, p. 332.

(৩১) পদাবলী, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী নং ৭৬, পৃঃ ৪৯, নং ৬০৯, পৃঃ ৩৫৮, নং ৮০৩, পৃঃ ৪৯।

(৩২) তদেব নং ৩৩৩, পৃঃ ২০৫।

(৩৩) তদেব নং ৩৫৭, পৃঃ ২৯৯।

(৩৪) পুরুষপরীক্ষা, শ্লোক নং ৩, শৈবসর্ব্বস্বসার, ৫ম শ্লোক।

(৩৫) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1895, pt. III; Indian Antiquary, Vol. XIV, 1885, p. 190; Epigraphia Indica, Vol. V, Appendix, p. 79 No. 578.

(৩৬) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, পৃঃ ১১৭ ক।

(৩৭) পদাবলী, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী ২৪, পৃঃ ৫৩১।

(৩৮) তদেব, নং ৯৯, পৃঃ ৬৪; নং ৩০০, পৃঃ ১৮৩; নং ৭২৯, পৃঃ ৪৩১; নং ৭২৫, পৃঃ ৪৩৩।

(৩৯) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series. Vol. XI, p. 422.

পদাবলীতে অমরসিংহ ও তৎপত্নী জ্ঞানদেবীর উল্লেখ আছে [৪০]। বিদ্যাপতির লিখনাবলী অনুসারে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক পুরাদিত্য অর্জুনরায়কে হত্যা করিয়াছিলেন [৪১]। শিবসিংহদেব স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজনামে স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রাংকন করিয়াছিলেন। তীরভুমি ও মিথিলার নানাস্থানে শিবসিংহদেবের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৪২]। কোন সময়ে শিবসিংহদেবের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। শিবসিংহের পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পদ্মসিংহ মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন [৪৩]। বিদ্যাপতি রচিত শৈবসর্বস্বসার অনুসারে পদ্মসিংহদেবের পত্নীর নাম বিশ্বাসদেবী[৪৪]। পদ্মসিংহ সম্ভবতঃ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পরে ভবসিংহের কনিষ্ঠপুত্র হরসিংহদেব মিথিলার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে তীরভুক্তি ও মিথিলা স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তীরভুক্তিতে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আর একটি শোত্রিয় ব্রাহ্মণবংশ রাজপদবী লাভ করিয়াছিলেন। চম্পারণ্যে অথবা চম্পকারণ্যে এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই ব্রাহ্মণ-রাজবংশে মাত্র তিনজনের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে পৃথ্বীসিংহ ১৪৯২ বিক্রম সম্বৎসরে জীবিত ছিলেন, কারণ উক্তবর্ষে (১৪৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে) দেবীমাহাত্ম্যের একখানি গ্রন্থ নকল করা হইয়াছিল এবং এই গ্রন্থের পুষ্পিকায়, পৃথ্বীসিংহ-দেবের নাম ও তাঁহার রাজধানী চম্পকারণ্যের উল্লেখ আছে [৪৫]। সম্ভবতঃ শক্তিসিংহদেব তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন। শক্তিসিংহের পরে মদনসিংহদেব তীরভুক্তির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। মদনসিংহদেবের রাজ্যকালে ১৫১১ বিক্রম সম্বৎসরে (১৪৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে) চম্পকারণ্য নগরে অমরকোষের একখানি পুঁথি নকল করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় মদনসিংহদেবের ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তির এবং তাঁহার বিরুদ "দৈত্যনারায়ণের" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [৪৬]। ৩৩৯ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) গোরক্ষপুরে সিপাহকটক নামক স্থানে মদনসিংহদেবের রাজ্যকালে নরসিংহ পুরাণের একখানি পুঁথি নকল করা হইয়াছিল[৪৭]। মদনসিংহদেবের আদেশে

(৪০) পদাবলী, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী নং ৭২৩, পৃঃ ৪৩২।

(৪১) লিখনাবলী, শ্লোক ১।

(৪২) Annual Report of the Archaeological Survey of India 1913-14.

(৪৩) Journal and Proceedings of the Asiatic Socicty of Bengal, New Series. Vol. XI, p. 423.

(৪৪) শৈবসর্বস্বসার, শ্লোক, ৬-৮

(৪৫) Catalogue of Palmleaf & Selected paper Manuscripts Durbar Library, Nepal, Vol. I, p. 61. (ঙ),

(৪৬) Ibid, pp,50-51 (চ)।

(৪৭) Ibid, p. 29 (জ)।

"মদনরত্নপ্রদীপ" নামক একখানি গ্রন্থ কাশীতীর্থ নিবাসী বিশ্বনাথ নামক একব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহার পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মদনসিংহের পিতার নাম শক্তিসিংহ। শক্তিসিংহের বিরুদ "কোদণ্ডপরশুরাম" এবং মদনসিংহ সম্ভবতঃ "মদনরত্নপ্রদীপ" রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন [৪৮]। মিথিলার শিবসিংহের ন্যায় তীরভুক্তিতে মদনসিংহদেব স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ নিজনামে তাম্রমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রা গোরক্ষপুরে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে [৪৯]। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি. আই. ই. মহাশয়ের মতানুসারে মদনসিংহদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে দিল্লী-প্রদেশে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আপিসে রক্ষিত মদনরত্নপ্রদীপের সময় নির্ণয়োদ্দ্যোত নামক প্রথম উদ্দ্যোতে গ্রন্থারম্ভে দুইটি শ্লোকে দিল্লীর নাম আছে [৫০]। এই পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং ইহার ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে দিল্লীর নাম আছে। ইহার পরে চতুর্দ্দশটি শ্লোক নাই। দ্বাবিংশ শ্লোকে মদনসিংহের নাম আছে। ইণ্ডিয়া আফিসে যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ রক্ষিত আছে তৎসমুদায়ের তালিকায় এগ্‌লিং (Julius Eggeling) মদনরত্নপ্রদীপের প্রথম উদ্দ্যোতের যে কয়টি শ্লোক তালিকায় মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কোনটিতে মদনসিংহদেবের সহিত দিল্লীর কোন সম্বন্ধের উল্লেখ নাই [৫১]। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে দিল্লীর নাম ও দ্বাবিংশ শ্লোকে মদনসিংহের নামে দেখিয়া পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি দিল্লীর রাজা ছিলেন। এগ্‌লিং রচিত ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথির তালিকায় কোনও স্থানে মদনসিংহ দিল্লীশ্বর রূপে উল্লিখিত হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে মহম্মদ্‌ তোগ্‌লকের মৃত্যুর পরে দিল্লীনগর ও দিল্লী-প্রদেশ রাজপুত ও আফগানগণের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল এবং মদনসিংহ এই সময়ে দিল্লী-প্রদেশে একজন পরাক্রান্ত সামন্ত ছিলেন। মদনসিংহের সহিত দিল্লীর সম্পর্ক কি এবং কি কারণে ১৪১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ্‌ তোগ্‌লকের মৃত্যুর পরে তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এগ্‌লিং-এর তালিকায় ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. মহোদয়-বিরচিত

---

(৪৮) মদনরত্নপ্রদীপে প্রায়শ্চিত্তোদ্দ্যোতঃ—Ibid, p, 223, No. 1236

(৪৯) V. A. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta, Vol. I. p. 293, Nos. 1-3; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXVI, 1897, pt, I p. 310.

(৫০) Catalogue of palmleaf & Selected paper Manuscripts, Durbar Library, Nepal, p. XVIII.

(৫১) Julius Eggeling's Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library of the India Office, London, 1891, pt. III, p, 537A, No 1681-416 B.

নেপালরাজ্যের গ্রন্থাগারের তালিকাদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রমাণাভাবে শক্তিসিংহের পুত্র মদনসিংহকে দিল্লী-প্রদেশের রাজপুত জাতীয় রাজা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মদনসিংহের পরে তীরভুক্তি বা পশ্চিম মিথিলারাজ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা জানা যায় না।

পদ্মসিংহের মৃত্যুর পরে ভবসিংহের অপর পুত্র হরসিংহদেব মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি রচিত বিভাগসারে[৫২], বাচস্পতিমিশ্র রচিত কৃত্যমহার্ণবে[৫৩] ও মহাদাননির্ণয়ে,[৫৪] মিসরু-মিশ্রের বিবাদচন্দ্রে[৫৫] এবং বর্দ্ধমানের গঙ্গাকৃত্যবিবেকে[৫৬] হরসিংহদেবের নাম আছে, কিন্তু তাঁহার কোনও বিরুদ বা তাঁহার কোনও পত্নীর নাম অথবা তাঁহার রাজ্যকালের কোনও ঘটনা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই। হরসিংহদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নৃসিংহ বা নরসিংহদেব মিথিলার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৫৭]। বিদ্যাপতি রচিত দানবাক্যাবলীতে বাচস্পতিমিশ্র রচিত কৃত্যমহার্ণবে, ব্যবহার-চিন্তামণিতে ও মহাদাননির্ণয়ে, মিসরুমিশ্রের বিবাদচন্দ্রে রুচিপতির অনর্ঘরাঘবটীকায়, বর্দ্ধমানের গঙ্গাকৃত্যবিবেকে ও গঙ্গাধর রচিত তন্ত্র-প্রদীপে নৃসিংহ বা নরসিংহদেবের নাম এবং তাঁহার বিরুদ "দর্পনারায়ণ" দেখিতে পাওয়া যায়[৫৮]। বিদ্যাপতি রচিত দানবাক্যাবলীতে নরসিংহদেবের পত্নী ধীরমতীর উল্লেখ আছে[৫৯]। তাঁহার অপরা পত্নী হীরাদেবীর আদেশে মিসরুমিশ্র বিবাদচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন[৬০]। নরসিংহদেবের অনেকগুলি পুত্র ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তন্মধ্যে ধীরসিংহদেব মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম "হৃদয়নারায়ণ"। বিদ্যাপতি রচিত শেষ গ্রন্থ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে, বাচস্পতিমিশ্র রচিত ব্যবহার-চিন্তামণিতে, মধুসূদনমিশ্র রচিত জ্যোতিঃ-প্রদীপাঙ্কুরে এবং গদাধর রচিত তন্ত্র-প্রদীপে

---

(৫২) Rajendralala Mitra, Notice of Sanskrit Manuscript, Vol. VI, p. 68,-No. 2037.

(৫৩) Ibid, Vol, V. p. 202, No. 1886.

(৫৪) Buddhist Sanskrit Manuscripts from Nepal,p. 122, শ্লোক ২।

(৫৫) Catalouge of Manuscripts in the Sanskrit College Library. Calcutta, pt. II, p. 116 শ্লোক ৩।

(৫৬) Catalouge of Sanskrit Manuscripts in the British Museum, London, p. 75, শ্লোক ৩।

(৫৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Soeiety of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 424.

(৫৮) Ibid.

(৫৯) দানবাক্যাবলী, শ্লোক ৪।

(৬০) বিবাদচন্দ্র, শ্লোক ৪।

ধীর সিংহদেবের নাম আছে[৬১]। ধীরসিংহদেব জ্যোতিঃ-প্রদীপাঙ্কুর অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে শতাধিক গাভী ও সুবর্ণ কঙ্কন দান করিয়াছিলেন এবং একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন[৬২]। তিনি ৩২১ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে (১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে তাঁহার রাজ্যকালে শ্রীনিবাস রচিত সেতুদর্পণী নামক সেতুবন্ধ নামধেয় একখানি প্রাকৃত কাব্যের টীকা নকল করা হইয়াছিল[৬৩]। তাঁহার রাজ্যকালে তাঁহার কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ভৈরবেন্দ্র বা ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৬৪]। কথিত আছে যে, ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায় মিথিলা-রাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন[৬৫]। ধীরসিংহের অন্ততঃ একটি পুত্র ছিল, তাঁহার নাম রাঘবেন্দ্র। রাঘবেন্দ্রের পুত্র গদাধর তন্ত্র-প্রদীপ রচনা করিয়াছিলেন[৬৬]। ধীরসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবেন্দ্র বা ভৈরব সিংহ মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৬৭]। বিদ্যাপতি-রচিত দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে ভৈরবেন্দ্র প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার "রূপনারায়ণ" ও "হরি-নারায়ণ" এই দুইটি বিরুদ ছিল। রুচিপতি-রচিত অনর্ঘরাঘবটীকায়, বাচস্পতি মিশ্র রচিত দ্বৈত-নির্ণয়ে, কৃত্যমহার্ণবে, মহাদাননির্ণয়ে, শূদ্রাচার-চিন্তামণিতে ও পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীতে এবং বর্দ্ধমান-রচিত দণ্ডবিবেকে ও গঙ্গাকৃত্যবিবেকে ভৈরবসিংহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার এক পত্নীর নাম জয়া বা জয়াত্মা দেবী ইঁহার পুত্রের নাম রাজাধিরাজ পুরুষোত্তমদেব এবং ইহার আদেশে বাচস্পতি মিশ্র দ্বৈতনির্ণয় নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন[৬৮]। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার পারিষদ (কর্ম্মচারী)[৬৯] ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণিক বা বিচারপতি ছিলেন[৭০]। তাঁহার রাজ্যকালে

---

(৬১) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, নং ৪৭৬০, পৃঃ ৯৯ ক-খ; তন্ত্র-প্রদীপ—Notices of Sanaskrit Manuscripts, Vol, p. 233. No. 2172.

(৬২) Catalouge of Sanskrit Manuscripts in the India office Library, p. 1006, No. 3904.

(৬৩) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series. Vol. XI, p. 426, Note 1.

(৬৪) অনর্ঘরাঘব টীকা (নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই), পৃঃ ২ শ্লোক ৩।

(৬৫) দণ্ডবিবেক (এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি), পৃঃ ১ শ্লোক ৪।

(৬৬) Journal and Proccedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, pp. 424-425.

(৬৭) Ibid, p. 426.

(৬৮) Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. 1, p. 149, No. 275.

(৬৯) *Ibid, Vol. VI*, p. 22, No. 2015.

(৭০) দণ্ডবিবেক (এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি), পৃঃ ৪৮, ৫৯, ৬৬, ৮০, ও ১০৮।

রুচিপতি অনর্ঘরাঘবটীকা, বাচস্পতি মিশ্র ব্যবহার চিন্তামণি, কৃত্যমহার্ণব ও মহাদাননির্ণয় এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায় দণ্ডবিবেক রচনা করিয়াছিলেন। ভৈরবসিংহদেব তুলাপুরুষ মহাদান করিয়াছিলেন, শত শত পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহু নগর ও পত্তন দান করিয়াছিলেন[৭১]। ভৈরবেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম চন্দ্রসিংহ। বিদ্যাপতি-রচিত দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে[৭২] এবং মিসরুমিশ্র-রচিত বিবাদচন্দ্রে[৭৩] ও পদার্থচন্দ্রে[৭৪] চন্দ্রসিংহের নাম আছে। চন্দ্রসিংহের পত্নীর নাম লখিমা দেবী বা লছিমা দেবী, তাঁহার আদেশে মিসরুমিশ্র বিবাদচন্দ্র ও পদার্থচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন[৭৫]। ভৈরবসিংহদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রামভদ্রদেব মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রামভদ্রদেবের অপর নাম রূপনারায়ণ। তাঁহার রাজ্যকালে বাচস্পতি মিশ্র পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায় গঙ্গাকৃত্যবিবেক ও তত্ত্বামৃতসারোদ্ধার রচনা করিয়াছিলেন[৭৬]। গয়া নিবাসী শ্রীরামভট্ট তীর্থযাত্রাকালে তীরভুক্তিতে গমন করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি তদ্রচিত বিদ্বৎ-প্রবোধিনী নাম্নী সারস্বত ব্যাকরণের টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন[৭৭]। রামভদ্রদেবের রজ্যকালে রাজবংশীয় গদাধর তন্ত্র-প্রদীপ রচনা করিয়াছিলেন। গদাধরের আদেশে ৩৭২ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে (১৪৯১ খৃষ্টাব্দে) ভোজদেব-রচিত বিবিধবিদ্যাবিচারচতুর,[৭৮] ১৪২৬ শকাব্দে (১৫০৪ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৪ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে কৃত্যকল্পতরুর দানকাণ্ড নকল করা হইয়াছিল। ৩৭৬ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে) গঙ্গাকৃত্যবিবেক[৭৯] নকল শেষ হইয়াছিল।

প্রবাদ অনুসারে লক্ষ্মীনাথদেব রামভদ্রের পুত্র এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে

---

(৭১) মহাদাননির্ণয়, শ্লোক ৭।

(৭২) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, নং ৪৭৬০, পৃঃ ৯৯ক।

(৭৩ Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit College Library, Calcutta, pt. II, p. 107.

(৭৪) Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. IX, p. 12, No. 290.

(৭৫) Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Sanskrit College Library, Calcutta, p. 117.

(৭৬) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, নং ৮৯৭ পৃঃ ৮৪ ক; Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the British Museum, London, pp. 75-76 ; Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. VI, p. 57, No. 2030.

(৭৭) Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London, p. 214, No. 804.

(৭৮) Notices of Sanskrit Manuscripts in the Durbar Library, Nepal, p. 65.

(৭৯) গভর্ণমেণ্টের পুঁথি, নং ৪০২৬ পৃঃ ১৩১ ক।

মিথিলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৮০]। লক্ষ্মীনাথদেবের অপর নাম কংসনারায়ণ। তাঁহার রাজ্যকালে রুচিপতির পুত্র হরপতি আগমাচার্য্য মন্ত্রপ্রদীপ রচনা করিয়াছিলেন[৮১]। লক্ষ্মীনাথদেবের রাজ্যকালে ৩৯২ লক্ষ্মণ সম্বৎসরে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) দেবী-মাহাত্ম্যের একখানি পুঁথি নকল করা হইয়াছিল[৮২]। এই সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে বাঙ্গালার সুলতান আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ পশ্চিমদিক হইতে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী তীরভুক্তি ও মিথিলা আক্রমণ করিয়া মৈথিল স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন। ৯০১ (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ) দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী বাঙ্গালার সুলতান আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন তদনুসারে মগধ তীরভুক্তি সিকন্দর শাহের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল[৮৩]। এই দুইটি প্রদেশ লাভ করিয়া সিকন্দর শাহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন না অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তীরভুক্তি আক্রমণ করিয়া মৈথিলরাজকে অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের পুত্র শমস্-উদ্দীন্ আহমদ্ শাহ, শাদী খাঁ ও নাসির্ খাঁ নামক ক্রীতদাসদ্বয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। আহমদ শাহের মৃত্যুর পরে শাদী খাঁ নাসির্ খাঁকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সমস্ত ক্ষমতা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে শাদী খাঁ নিহত হইল এবং নাসির্ খাঁ গৌড়রাজ্যের অধিকার লাভ করিল। আহমদ্ শাহের ওম্রাহগণ ক্রীতদাসের অধীনতা স্বীকার না করিয়া সাত দিন অথবা অর্দ্ধ দিন পরে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের নাসির্-উদ্দীন্ নামক একজন বংশধর ওমরাহগণ কর্ত্তৃক গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে নাসির্-উদ্দীন্ সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহের পৌত্র[৮৪]। তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা অনুসারে নাসির্-উদ্দীন্ সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন[৮৫]। এতদ্ব্যতীত রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে, তাঁহার রাজ্যকালের অপর কোনও ঘটনার উল্লেখ নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গৌড়ের দুর্গ এবং গৌড়ের কতকগুলি ইমারৎ সুলতান্ নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৬]। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে গৌড় নগরের

(৮০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XI, p. 430.

(৮১) Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. VI, pp 34-35.

(৮২) Notices of Sanskrit Manuscripts in the Durbar Library, Nepal, p. 63.

(৮৩) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪১৭।

(৮৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১১৯।

(৮৫) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৯৮।

(৮৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২০।

দক্ষিণদিকের প্রাকারে বর্ত্তমান মহদীপুর গ্রামের নিকটে অবস্থিত সেলামী দরওয়াজা বা কোৎওয়ালী দরওয়াজা নাসিরু-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৭]। এই তোরণের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহার নিম্নের পথ প্রায় দ্বাদশ হস্ত প্রশস্ত। ক্রেটন (Creighton) যখন গৌড়ে ছিলেন, তখনও এই বিশাল তোরণের খিলান বিদ্যমান ছিল। ক্রেটনের গ্রন্থে ইহার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে[৮৮]। ৮৪৭ হিজরায় (১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে) রমজান মাসে উলুগ্ সরফ্রাজ খাঁ কর্ত্তৃক মুর্শীদাবাদ জেলায় দুইটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্-এ, মুর্শীদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায় এই মসজিদদ্বয়ের শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। উভয় শিলালিপিতেই নাসিরু-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের নাম আছে[৮৯]। ওয়েস্টমেকট্ গৌড়ের দুর্গের নিকটে একটি সমাধির উপরে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে হিলাল্ নামক একব্যক্তি ৮৫৯ হিজরায় শাবান মাসে, উনবিংশ দিবসে (৪ঠা আগষ্ট ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৯০]। ৮৬১ হিজরায় (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) মুসম্মৎ বখ্ৎ বিনৎ নাম্নী এক মহিলা ঢাকা নগরে একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৯১]। এই মসজিদের শিলালিপি বর্ত্তমান সময়ে একটি আধুনিক গৃহের প্রাচীরে সংলগ্ন আছে। নাসিরু-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের রাজ্যকালে ৮৬১ হিজরায় (১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) তরবিয়ৎ খাঁ কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিটি বর্ত্তমান সময়ে ত্রিশবিঘা গ্রামে শেখ্ জমালু-উদ্দীনের সমাধির পার্শ্বে পতিত আছে[৯২]।

---

(৮৭) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

(৮৮) Creighton's Ruins of Gour, pl. IV.

(৮৯) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মুর্শীদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায় যতগুলি পারসী ও আরবী শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেগুলি প্রবন্ধাকারে Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধটির নাম "Some Traditions about Sultan Alauddin Husain Shah & notes on some Arabic Inscriptions from Murshidabad.

(৯০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old. Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 294; Ravenshaw's Gaur Its Ruins and Inscriptions, p. 72.

(৯১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 145

(৯২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXIX, 1870, pt. I, pp. 292-293, Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I, pp. 270-71.

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কোৎওয়ালী দরওয়াজায় একখানি শিলালিপি সংলগ্ন আছে, তদনুসারে ৮৬২ হিজরায়, শফর মাসের পঞ্চম দিবসে (২৩শে ডিসেম্বর ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে) নাসির-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের রাজ্যকালে একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্লখ্ম্যান অনুমান করেন যে, কোৎওয়ালী দরওয়াজার নিকটে যে পাঁচ খিলানের সেতু আছে, এই শিলালিপি খানি তাহাতে সংলগ্ন ছিল[৯৩]। ৮৬৩ হিজরায় শাবান মাসের বিংশতি দিবসে (১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে) মবারকাবাদ নামক সীমান্তস্থিত প্রদেশে খোজা জহান্ কর্ত্তৃক একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই তোরণের শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[৯৪]। পাণ্ডুয়ার ছোটি দরগায় একখানি শিলালিপি রক্ষিত আছে, তদনুসারে জিলহিজ্জা মাসের অষ্টবিংশতি দিবসে ৮৬৩ হিজরায় সোমবারে (২৬শে অক্টোবর ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে) লতীফ্ খাঁ কর্ত্তৃক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৫]। এই সকল শিলালিপির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণবঙ্গের কিয়দংশ নাসির-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময়ে মগধ জৌনপুরের সুলতানগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বিহার নগরে পাহাড়পুরের জামী মসজিদে আবিষ্কৃত শিলালিপি অনুসারে উহা ৮৪৭ হিজরায় রজব মাসের প্রথম দিবসে (২৫শে অক্টোবর ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে) জৌনপুরের সুলতান মহমুদ্ শাহের রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৬]। ভাগলপুরে মাণ্ডারোগা মহল্লায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, ৮৫০ হিজরার জমাদি-উল্-আউয়ল্ মাসের দশম দিবসে (৩রা আগষ্ট ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে) প্রাসাদের কর্ম্মচারী খুরশেদ্ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৭]। বিহার নগরে পাহাড়পুরে জামী মসজিদে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি অনুসারে, মুসলমান সাধু শেখ্ শর্ফু-উল্-হকের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রমজান মাসের সপ্তবিংশ দিবসে, বুধবারে, ৮৫৯ হিজরায়

(৯৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol XLIV. 1875, pt. I, p. 289.

(৯৪) Ibid, Vol. XLI, 1872, pt. I, pp. 107-8; Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VI, pp. 145.

(৯৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 271; Ravenshaw's Gour, Its Ruins and Inscriptions, p. 52.

(৯৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 305.

(৯৭) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 280.

(১০ই সেপ্টেম্বর ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৮]। উক্তস্থানে পূর্ব্বোক্ত তারিখে উক্ত মসজিদের আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৯৯]। নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রায় মহমুদাবাদ [১০০]; নসরতাবাদ [১০১] ও ফতেহাবাদের [১০২] নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তম্মধ্যে ফতেহাবাদ বর্ত্তমান ফরিদপুরের প্রাচীন নাম। মহমুদাবাদ ও নসরতাবাদের অবস্থান অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। আইন্-ই-আক্‌বরীতে সরকার মহমুদাবাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[১০৩], কিন্তু নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদের মুদ্রায় যে মহমুদাবাদের নাম আছে, তাহা এই মহমুদাবাদ কি না বলিতে পারা যায় না। এই সময় হইতে বাঙ্গালাদেশের মুদ্রায় ফিরোজাবাদ অথবা সুবর্ণগ্রামের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ দ্বাত্রিংশ বর্ষ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[১০৪]। ৮৬৩ হিজরার পরে, সম্ভবতঃ ৮৬৪ হিজরার প্রারম্ভে নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের রাজ্যকাল-সম্বন্ধে গোলাম হোসেনের উক্তি গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি অন্ততঃ ৮৩৭ হিজরায় অর্থাৎ শমস্-উদ্দীন্ আহমদ্ শাহের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপে গৌড়রাজ্যের অধিকার লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে খাঁ জহান্ নামক একব্যক্তি দক্ষিণবঙ্গের বনময় প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। খুলনা জেলায় বাগেরহাটে তাঁহার সমাধি আছে। জিলহিজ্জা মাসে, সপ্তদশ দিবসে বৃহস্পতিবারে, ৮৬৩ হিজরায় (২৪শে অক্টোবর ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে) খাঁ জহানের দেহ সমাহিত হইয়াছিল[১০৫]।

রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ পিতার জীবদ্দশায় দক্ষিণবঙ্গের সম্ভবতঃ

---

(৯৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Serles, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 306-7.

(৯৯) Ibid, pp. 306.

(১০০) Catalogue of Coins in the Indian Musuem, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 164, No. 116.

(১০১) Ibid, p. 166, No. 125.

(১০২) Ibid, p. 165, No. 119.

(১০৩) Ain-i-Akbari, English Trans, (Bib. Ind.) Vol. II, pp. 132-33.

(১০৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ পৃঃ ১২০।

(১০৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXVI, 1867, pt. I, p. 135.

সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ৮৬০ হিজরায় মহমুদ্ শাহের পুত্র বারবক্ শাহের রাজ্যকালে রাজান্তঃপুর-রক্ষক সাজ্‌লো মন্‌খাবাদ প্রদেশের এবং লাউবলা নগরেরের সর্‌লস্কর (সেনাপতি) ও উজীর ইক্‌রার খাঁর সেনাপতি উলুগ্ আজমল্ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১০৬]। লাউবলা নগর বর্ত্তমান সময়ে লাউপালা নামে পরিচিত, ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার হাবিলি সহর পরগণায় অবস্থিত[১০৭]। চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমানের পাষাণ-প্রতিমার পশ্চাদ্দেশে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল[১০৮] এবং ইহাতে বারবক্ শাহের মালিক্ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা অনুসারে বারবক্ শাহ সুবিচারক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে কাজিগণ কোনও বিষয়ে বিচার করিতে অক্ষম হইলে তিনি স্বয়ং বিচারের ভার গ্রহণ করিতেন এবং কেহ প্রকাশ্যে মদ্যপান করিতে সাহস করিত না।[১০৯] রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের রাজ্যকালে ইসমাইল্ গাজী নামক তাঁহার একজন সেনাপতি উড়িষ্যা ও কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর জেলায় কাটাদুয়ার নামক স্থানে ইসমাইল্ গাজীর সমাধিস্থানে একজন ফকীরের নিকটে রিসালৎ-উশ্-শুহাদা নামক একখানি পারস্যভাষায় লিখিত গ্রন্থ আছে; এই গ্রন্থ অনুসারে ইসমাইল্-গাজী কোরেশ জাতীয় আরব ছিলেন এবং মক্কায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বারবক্ শাহের রাজ্যকালে লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়াছিলেন। গৌড়নগরের উত্তরদিকে ছুটিয়াপটিয়া নামক একটি নদী বা জলাভূমি ছিল, ইহা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া গৌড় প্রদেশের অধিবাসিগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করিত। বারবক্ শাহের রাজ্যকালে এই নদী বা জলাভূমির চারিদিকে বহুবার আলি বন্ধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোনও বার উদ্যম সফল হয় নাই। ইসমাইল্ ছুটিয়াপটিয়ার উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। রিসালৎ-উশ্-শুহাদা অনুসারে মন্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে ইসমাইল্ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন। এই সময়ে সম্ভবতঃ মন্দারণ উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। কিয়ৎকাল পরে ইসমাইল্ কামরূপরাজ কামেশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কামেশ্বর ইসমাইলের গুণে মুগ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ

---

(১০৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXIX, 1870, pt. I, p. 290.

(১০৭) Ibid p. 224, note.

(১০৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, p. 249.

(১০৯) তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ৭ম ভাগ পৃঃ ২৯৮।

করিয়াছিলেন ও মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন[১১০]। আসামের আহম্ বংশের ইতিহাসে কামেশ্বর নামক কোনও রাজার নাম পাওয়া যায় না। আহম্-বংশীয় সুফাক্ফার পুত্র সুসেনফা ১৪৩৯ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কামরূপের অধীশ্বর ছিলেন[১১১] ইসমাইল্ কর্ত্তৃক পরাজিত কামেশ্বর সম্ভবতঃ কামতাপুরের রাজা। কামেশ্বর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত সন্তোষের নিকটে ইসমাইলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রিসালৎ-উশ্-শুহাদা অনুসারে ইসমাইল্ ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে, বারবক্ শাহের আদেশে ৮৭৮ হিজরায়, শাবান মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে নিহত হইয়াছিলেন[১১২]। তাঁহার দেহ হুগলী জেলার মন্দারণ পরগণায় ও তাঁহার মস্তক রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানায়, কাঁটাদুয়ার গ্রামে সমাহিত আছে[১১৩]।

শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী মার্শম্যান (Marshman) গৌড় হইতে রুকন্-উদ্দীন বারবক্ শাহের রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি লইয়া আসিয়াছিলেন, ইহা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল শ্রীরামপুরের কলেজের প্রাঙ্গণে পতিত ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ্ম্যানের অনুরোধে ইহা কলিকাতার চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শিলালিপি অনুসারে রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের রাজ্যকালে জমাদি-উল্-আউয়ল মাসের দশম দিবসে ৮৬৫ হিজরায় (২৪শে ডিসেম্বর ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১১৪]। দিনাজপুরে চিহিলগাজীর সমাধির উপরে ওয়েষ্টমেকট্ বারবক্ শাহের আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই শিলালিপি অনুসারে বারবক্ শাহের রাজ্যকালে ৮৬৫ হিজরায় সফর মাসের ষোড়শ দিবসে (১লা ডিসেম্বর ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে) জোর, বরুর ও অন্যান্য মহলের শিকদার ও জঙ্গদার উলুগ্ নসরৎ খাঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১১৫]। ওয়েষ্টমেকটের মতানুসারে, বরুর পূর্ণিয়া জেলার একটি পরগণা। ওয়েষ্টমেকট্ দিনাজপুর জেলায় মহিসন্তোষ নামক স্থানে বারবক্ শাহের রাজ্যকালের আর একটি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১১৬]।

---

(১১০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, pp. 215-20.

(১১১) Gait's History of Assam, p. 82.

(১১২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol, XLIII, 1874, pt. I, p. 221.

(১১৩) মৌলবী শ্রীযুক্ত আব্দুলওয়ালী মন্দারণে শেখ্ ইসমাইল্ গাজীর সমাধি সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

(১১৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, p. I, p. 295.

(১১৫) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I. pp. 272-73.

(১১৬) Ibid, p. 273.

অনুসারে ৮৬৫ হিজরায় উলুগ্ ইকরার্ খাঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১১৭]। এই ইকরার্ খাঁ দিনাজপুরের চিহিলগাজীর সমাধির শিলালিপিতে[১১৮] এবং সপ্তগ্রামের শিলালিপিতে[১১৯] উল্লিখিত হইয়াছেন। ওয়েষ্টমেকট পুরাতন মালদহ হইতে একাদশ ক্রোশ উত্তরে দেওতলাও গ্রামে একটি মসজিদের উপরে বারবক্ শাহের রাজ্যকালের আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই শিলালিপি অনুসারে তিরুয়াবাদে অর্থাৎ দেওতলাওতে উলুগ্ মরাবৎ খাঁ কর্ত্তৃক ৮৬৮ হিজরার রজব মাসের পঞ্চম দিবসে (১৪ই মার্চ্চ ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে) একটি মস্জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১২০]। এই মসজিদে উলুগ্ মরাবৎ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আর একটি মসজিদের শিলালিপি রক্ষিত আছে[১২১]। বারবক্ শাহের রাজ্যকালে দক্ষিণবঙ্গের বনময় প্রদেশে হিন্দুরাজগণের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল। বারবক্ শাহের রাজ্যকালে ৮৭০ হিজরায় (১৪৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দ) আজিয়াল্ খাঁ কর্ত্তৃক বাখরগঞ্জ জিলায় মির্জাগঞ্জ নামক স্থানে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১২২], ইহাই দক্ষিণবঙ্গের মুসলমান শাসনকালের প্রাচীনতম নিদর্শন। মালদহ জেলার গুয়ামালতীতে একটি দীর্ঘ আরবী শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তদনুসারে ৮৭১ হিজরায় (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) বারবক্ শাহ কর্ত্তৃক্ গৌড়ের প্রাসাদ-সীমায় একটি দীর্ঘিকা খনিত হইয়াছিল এবং একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১২৩]। দিনাজপুর জেলায় মহিসন্তোষে আবিষ্কৃত একখানি ভগ্ন শিলালিপি অনুসারে ৮৭৬ হিজরায় (১৪৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে) বারবকাবাদ মকানের উজীর কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১২৪]। চট্টগ্রাম বারবক্ শাহের অধিকারযুক্ত ছিল, কারণ বিখ্যাত কবি আলাওল্ খাঁর দরগায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৮৭৮ হিজরায় (১৪৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে) রমজান মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের রাজ্যকালে মজলিস্-ই-আলার আদেশে রাস্তি খাঁ কর্ত্তৃক চট্টগ্রামে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১২৫]।

(১১৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I. p. 290.

(১১৮) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 273.

(১১৯) Ibid, Vol. XXXIX, 1870, p. 220.

(১২০) Ibid, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 296.

(১২১) Ibid, p. 296,

(১২২) Ibid, Vol. XXXIX, 1860, p. 407.

(১২৩) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 18.

(১২৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, pt. I, p. 291.

(১২৫) স্বর্গীয় ডাক্তার থিয়োডোর ব্লখ্ কর্ত্তৃক এই শিলালিপি পঠিত হইয়াছে, ইহার উদ্ধৃত পাঠ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

এই শিলালিপিখানি একটি আধুনিক মসজিদের প্রাচীরে সংলগ্ন আছে। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, তবকাৎ-ই-আক্‌বরী ও তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা অনুসারে-বারবক্ শাহ সপ্তদশ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া ৮৭৯ হিজরায় (১৪৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে) পরলোকে গমন করিয়াছিলেন[১২৬]। রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু এই সকল মুদ্রায় কোনও স্থানের নাম পাওয়া যায় না, সমস্ত মুদ্রাই "দার্-উজ্-জরব্"[১২৭] (টাঁকশাল) ও "খজানা"[১২৮] (কোষাগার) হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের পুত্র শমস্ উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহ পিতার মৃত্যুর পরে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে শ্রীহট্ট মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। নাসির্-উদ্দীন্ নামক সিলহটের জনৈক মুনসেফ্ সুহৈল-ই-য়মন নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১২৯]। তাহাতে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট-বিজয়ের জনপ্রবাদ-মূলক কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মুসলমান বিজয়ের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, বাঙ্গালার নানাস্থানে সেইরূপ বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টে বা সিলহটে, টোলটকর নামক মহল্লায় শেখ্‌ বুর্‌হান্ নামক জনৈক মুসলমান বাস করিতেন। তিনি পুত্রলাভেচ্ছায় মানস করিয়াছিলেন যে, পুত্রসন্তান লাভ করিলে তিনি একটি গোহত্যা করিবেন। বুর্‌হান্-উদ্দীন্ পুত্রসন্তান লাভ করিয়া গোহত্যা করিলে একটি চিল একখণ্ড গোমাংস লইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের নিকট অভিযোগ করিলে তাঁহার আদেশে বুর্‌হান্-উদ্দীনের পুত্র নিহত হইয়াছিল এবং বুর্‌হান্-উদ্দীনের দক্ষিণহস্ত কর্ত্তিত হইয়াছিল। বুর্‌হান্-উদ্দীন্ শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিযোগ অনুসারে গৌড়ের সুলতান তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান সিকন্দরকে ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণগ্রামের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের জনপ্রবাদ অনুসারে গৌড়ের সুলতান শমস্-উদ্দীনের রাজ্যকালে ৭৮৬ হিজরায় (১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে) শেষ হিন্দুরাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হইয়াছিলেন[১৩০] কিন্তু ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় শমস্-উদ্দীন্ নামক কোন সুলতান ছিলেন না, তখন সিকন্দর শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত[১৩১]। অনুমান হয় যে, জনপ্রবাদমূলক তারিখের

(১২৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২০।

(১২৭) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol, II; pt. II, pp 167-68, Nos. 133, 140-141, 146.

(১২৮) Ibid, p. 168, No. 148.

(১২৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 273.

(১৩০) Ibid p. 279.

(১৩১) ৮৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শতবর্ষ পরে শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ সাহের রাজ্যকালে শ্রীহট্টে হিন্দু-স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল, কারন শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ সাহের শিলালিপি শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আরবী শিলালিপি। সুহৈল-ই-য়মন্ অনুসারে ইন্দ্রজালবলে গৌরগোবিন্দ সুলতান সিকন্দরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গৌড়ের সুলতান পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সিপাহ্‌শালার নাসির্-উদ্দীন্‌কে সুলতান সিকন্দর শাহের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শাহ্ জলাল্ নামক জনৈক মুসলমান সাধু ৩৬০ জন দরবেশ লইয়া হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি এই সময়ে সুলতান সিকন্দর ও সিপাহ্‌শালার নাসির্-উদ্দীনের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। শাহ্ জলালের পুণ্যবলে গৌরগোবিন্দের ইন্দ্রজাল পরাজিত হইয়াছিল এবং গৌরগোবিন্দ নানাস্থানে পরাজিত হইয়া অবশেষে শ্রীহট্টে এক সপ্ততল-মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই দেখিয়া গৌরগোবিন্দ অবশেষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং সসৈন্য পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৩২]। সুহৈল-ই-য়মন্ গ্রন্থে বহু অলীক কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থানুসারে ৫৯১ হিজরায় শাহ জলালের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু তিনি দিল্লীতে নিজাম্-উদ্দীন্ আউলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং ৭২৫ হিজরায় শেখ্ নিজাম্-উদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছিল[১৩৩]। সুতরাং ৫৯১ হিজরায় সুলতান মহম্মদ্ বিন্-সাম্ কর্ত্তৃক চাহ্‌মান্-বংশীয় দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজদেবের পরাজয়ের দুই বৎসর পরে শাহ্ জলালের মৃত্যু সম্ভব নহে। ইবন্ বতুতা সপ্তগ্রাম হইতে শেখ্ জলাল্-উদ্দীন্ তব্রীজী নামক মুসলমান সাধুর দর্শন মানসে কামরূপের পার্ব্বত্য-প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন[১৩৪]। মুসলমানসেনা কর্ত্তৃক শ্রীহট্টবিজয়ের সময়ে শাহ্ জলাল্ জীবিত ছিলেন কি না এবং শ্রীহট্টের শাহ্ জলাল্ ও শেখ্ জলাল্-উদ্দীন্ তব্রীজী একই ব্যক্তি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

৮৭০ অথবা ৮৭৮ হিজরায় ইউসফ্ শাহের রাজ্যকালে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মালদহে শাকমোহন মহল্লায় এই মসজিদের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৩৫]। কানিংহামের মতানুসারে এই শিলালিপির তারিখ

---

(১৩২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, · t. I, p. 281.

(১৩৩) Ibid, p. 281.

(১৩৪) Lee's Ibn Batutah, p. 195.

(১৩৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I. p. 298 , Vol. LXIV, 1895, pt. I, p. 199.

৮৭৮ হিজরা[১৩৬], কিন্তু মালদহ নিবাসী শেখ্ ইলাহি বখশ্[১৩৭] ও ব্লখ্ম্যানের[১৩৮] মতানুসারে ইহার তারিখ ৮৭০ হিজরা। ৮৭০ হিজরায় রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ জীবিত ছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে বাখরগঞ্জ জিলায় মির্জাগঞ্জের শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ৮৭১ হিজরায় গৌড়ের শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং ৮৭৩ ও ৮৭৪ হিজরায় রুকন্-উদ্দীন্ বারবক্ শাহের নামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, সুতরাং এই শিলালিপি সম্ভবতঃ ৮৭৮ অথবা ৮৭৯ হিজরায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ৮৮০ হিজরায় (১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে) সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহ কর্ত্তৃক গৌড়ে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৩৯]। এই মসজিদের শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদে এই শিলালিপি সংলগ্ন ছিল[১৪০]। ইউসফ্ শাহের রাজ্যকালে রাঢ়ে পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজ্য বিজিত হইয়াছিল এবং সূর্য্য ও নারায়ণের মন্দির, মসজিদ্ ও মিনারে পরিণত হইয়াছিল। ব্রহ্মশিলা-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তির পশ্চাদ্দেশে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি অনুসারে ইউসফ্ শাহের রাজ্যকালে বুধবারে মহরম মাসের প্রথম দিবসে ৮৮২ হিজরায় (১৫ই এপ্রিল ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৪১]। এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান সময়ে বাইশ দরওয়াজা নামে পরিচিত এবং ইহাতে হিন্দুমন্দিরের বহু শিলাস্তম্ভ ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়[১৪২]। এই মসজিদের দেবী বা মিম্বরু একটি হিন্দুমন্দিরের গর্ভগৃহ। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মুসলমান সাধু নূর কুতব্ উল্-আলমের সমাধির নিকটে একটি মসজিদ্ আছে, ইহার শিলালিপি অনুসারে এই মসজিদ্‌টি শুক্রবারে, ৮৮৪ হিজরার রজব মাসের বিংশতি দিবসে (৮ই অক্টোবর ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহের রাজ্যকালে মজলিস্-উল্-মজালিস্ উপাধিধারী জনৈক মুসলমান ওমরাহ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

(১৩৬) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XV, p. 78.

(১৩৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXIV, 1895, pt. I, p. 199.

(১৩৮) Ibid, Vol. XLIII, p. 298.

(১৩৯) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XV, pp. 60-61 ; Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 30. note.

(১৪০) Creighton's Ruins of Gour, pl. XII.

(১৪১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 275,

(১৪২) Ibid, Vol. XXXIX, 1870, pt. I, pl. VIII, X.

হইয়াছিল[১৪৩]। উক্তবর্ষে ইউসফ্ শাহ কর্ত্তৃক গৌড়ে মহদীপুর এবং ফিরোজপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে দরাসবাড়ী বা বিদ্যালয় নামক স্থানে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের বৃহদাকার শিলালিপি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা সৈয়দ্ ইলাহি বখশ্ আঙ্গরেজাবাদী কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল[১৪৪]। কানিংহাম এই শিলালিপির প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইহা বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ঢাকা হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে মীরপুরে শাহ আলীবোগ্দাদীর দরগাহে একখানি শিলালিপি আছে, তদনুসারে ইউসফ্-শাহের রাজ্যকালে ৮৮৫ হিজরায় একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৪৫]। উক্তবর্ষে, রমজান মাসের দশম দিবসে (১৩ নভেম্বর ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ে খাকান উপাধিধারী জনৈক মুসলমান ওমরাহ্ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৪৬]। মেজর ফ্রাঙ্কলিন্ (Major Francklin) পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদে একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, তদনুসারে ৮৮৫ হিজরায় মহরম মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে ইউসফ্ শাহ কর্ত্তৃক এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৪৭]। শ্রীহট্টে শাহ জলালের সমাধির চারিদিকে চারিটি মসজিদ্ আছে, তন্মধ্যে একটিতে ইউসফ্ শাহের রাজ্যকালের শিলালিপি প্রোথিত আছে। ইহার অধিকাংশ প্রাচীরগাত্রে প্রোথিত থাকায়, ইমারতের প্রকার অথবা তারিখ পঠিত হইতে পারে নাই। এই শিলালিপিতে, নির্ম্মাতা, উজীর মজলিস্-ই-আলা উপাধিধারী জনৈক মুসলমান ওমরাহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[১৪৮]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, তবকাৎ-ই-আকবরী ও তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা অনুসারে শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহ সাত বৎসর ছয় মাস রাজ্যভোগ করিয়া ৮৮৭ হিজরায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন[১৪৯]। শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহের অনেকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইগুলি "খজানা" (কোষাগার) হইতে মুদ্রিত

(১৪৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873. p. 276; Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 50.

(১৪৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol, LXIV, 1895, pt. I, pp. 222-2.

(১৪৫) Ibid, Vol. XLVI, 1875, pt. I, p. 293.

(১৪৬) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 277; Vol. LXIV. 1895, pt. I, p. 218.

(১৪৭) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 55 note.

(১৪৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 277.

(১৪৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২০।

হইয়াছিল[১৫০]। কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) উহা সমাধা করেন। এই গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"[১৫১]। বিজয় পণ্ডিত ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মহাভারতের আদি হইতে অভিষেকপর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশাবলী" নামক কুলগ্রন্থে বিজয় পণ্ডিতের পুত্রের কুলক্রিয়ার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং বিজয় পণ্ডিত সম্ভবতঃ এই সময়ে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন।

শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহের পরে দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ নামক ইলিয়াস্ শাহের বংশজাত এক ব্যক্তি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্ সালাতীন্ অনুসারে তিনি ইউসফ্ শাহের পুত্র[১৫২]; কিন্তু ষ্টুয়ার্টের মতানুসারে তিনি রাজবংশজাত মাত্র[১৫৩]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ যে দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিনই পদচ্যুত হইয়াছিলেন। আইন-ই-আক্‌বরী অনুসারে তাঁহার রাজ্যকাল অর্দ্ধদিবস[১৫৪] এবং তবকাৎ-ই-আক্‌বরী অনুসারে সার্দ্ধ দুই দিবস[১৫৫]। ষ্টুয়ার্টের মতানুসারে দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ দুই মাস কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন[১৫৬]। তাঁহার রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি অথবা তাঁহার নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় সিকন্দর শাহের পরে নাসির্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের অপর পুত্র জালাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে উম্মাদরোগের জন্য এবং রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষমতার জন্য দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ পদচ্যুত হইয়াছিলেন[১৫৭]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ফতে শাহ ইউসফ্ শাহের পুত্র, কিন্তু সমসাময়িক আরবী শিলালিপি সমূহের প্রমাণানুসারে তিনি মহমুদ্ শাহের পুত্র। ফতে শাহ শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহের জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কারণ ৮৮৬ হিজরায়

---

(১৫০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 169.

(১৫১) তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

(১৫২) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২১।

(১৫৩) Stewart's History of Bengal, London, 1813, p. 101.

(১৫৪) আইন-ই-আক্‌বরী, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৭।

(১৫৫) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ৫২৫।

(১৫৬) Stewart's History of Bengal, London, 1813, p. 101.

(১৫৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২১।

তাঁহার নামে মুদ্রাঙ্কিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৫৮]। ঢাকায় খিজিরপুরের অপরপারে ত্রিবেণী খালের উপরে অবস্থিত বন্দর নামক স্থানে একটি পুরাতন মসজিদে জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের রাজ্যকালের একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদনুসারে ৮৮৬ হিজরায় জিলকাদা মাসের প্রথম দিবসে (২রা জানুয়ারী ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে) বাবা সালেহ্ কর্ত্তৃক এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৫৯]। ঢাকার থামরাই গ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের রাজ্যকালে জমাদি-উল্-আউয়ল্ মাসের দশম দিবসে, ৮৮৭ হিজরায় (২৭শে জুন ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে) মীর-বহর্ (Admiral) মালিক্-উল্-মুলুক আখুন্দ্ শের কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল [১৬০]। ঢাকায় বিক্রমপুরে কাজীকস্‌বা গ্রামে আদম্ শহীদের মসজিদে একখানি শিলালিপি আছে। তদনুসারে ৮৮৮ হিজরার রজব মাসের মধ্যভাগে (আগষ্ট মাস ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে) মালিক্ কাফুর কর্ত্তৃক জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের রাজ্যকালে এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬১]। সুবর্ণগ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের রাজ্যকালে ৮৮৯ হিজরার মহরম মাসে (১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে) রাজার পরিচ্ছদ-রক্ষক, মুয়জ্জমাবাদ বা মহমুদাবাদের উজীর ও সর্‌লস্কর এবং লাউড় বা শ্রীহট্ট থানার সর্‌লস্কর কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬২]। গৌড়ে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে উক্তবর্ষে গৌড়ে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬৩]। গৌড়ের নিকট একটি আধুনিক মসজিদে সংলগ্ন একখানি শিলালিপি অনুসারে, জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের রাজ্যকালে ৮৯১ হিজরার রমজান মাসে (সেপ্টেম্বর ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) তাজ্ খাঁর পুত্র মৌলানা বরখুরদারের সমাধি-শীর্ষে সৈয়দ্ রাহতের পুত্র সৈয়দ্ দস্তুর কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬৪]। জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের রাজ্যকালে সপ্তগ্রামে ৮৯২ হিজরায়, মহরম মাসের ৪র্থ দিবসে (১লা জানুয়ারী ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে) সাজ্‌লা মন্‌খাবাদের উজীর ও সর্‌লস্কর, সিমলাবাদ নগর, লাওবলা ও মিহিরবক্ থানার এবং হাদিগড় মহলের সর্‌লস্কর উলুগ্ মজলিস্ নূর

(১৫৮) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, pp. 169-70, Nos. 153-54.

(১৫৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, pp. 282-13.

(১৬০) Ibid, Vol. XLI, 1872, pt. I, p. 109.

(১৬১) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 284.

(১৬২) Ibid, pp 285-86.

(১৬৩) Cunningham's Archæological Survey Reports. Vol. XV, pl. XXIII.

(১৬৪) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 287.

কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের শিলালিপি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সপ্তগ্রামে জলাল্-উদ্দীনের সমাধিপার্শ্বে পতিত আছে[১৬৫]। ৮৮৬ হিজরায় ফতেহাবাদে মুদ্রিত জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের নামাংকিত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৬৬]। ফতে শাহের আর একটি মুদ্রায় মহম্মদাবাদ টাঁকশালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[১৬৭]। ফতে শাহের অন্যান্য মুদ্রায় কোষাগার [১৬৮] ও টাঁকশালের [১৬৯] নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বারবগ্ নামক একজন হাব্শী ক্রীতদাস পদাতিক সেনাদলের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ফতে শাহকে শাহকে হত্যা করিয়াছিল। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৮৯৬ হিজরায় (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহ নিহত হইয়াছিলেন[১৭০], কিন্তু রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, তবকাৎ-ই-আক্বরী[১৭১] ও তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা[১৭২] অনুসারে ফতে শাহ সাত বৎসর পাঁচ মাস কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৮৯২ অথবা ৮৯৩ হিজরায় ১৪৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(১৬৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXIX, 1870, p. I, pp. 293-94.

(১৬৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, pp. 169-70, Nos. 153-54.

(১৬৭) Ibid, p. 170, No. 156.

(১৬৮) Ibid, No. 155.

(১৬৯) Ibid, No. 157.

(১৭০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২১।

(১৭১) তবকাৎ-ই-আক্বরী, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, পৃঃ ৫২৫।

(১৭২) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল, নওলকিশোর প্রেস, ৭ম ভাগ, পৃঃ ২৯৯।

পরিশিষ্ট (ঝ)

কামেশ্বরের বংশ

(১) কামেশ্বর-রাজপণ্ডিত

(২) ভোগীশ্বর = পদ্মা (৬) ভবসিংহ

(৩) গণেশ্বর

(৭) দেবসিংহ, গরুড়নারায়ণ = হাসিনী দেবী ত্রিপুরসিংহ (১০) হরসিংহ

(৪) বীরসিংহ (৫) কীর্ত্তিসিংহ রায়গুরু

(৮) শিবসিংহ ; রূপনারায়ণ = (১) লখিমা (৯) পদ্মসিংহ = বিশ্বাস
(২) সুখমা ; (৩) মধুমতী ; (৪) সুরমা ;
(৫) রূপিণী ; (৬) মেধা ; (৭) মোদবতী।

অর্জ্জুন (১) গুণা অমর = জ্ঞানদেবী
(২) কমলা

(১১) নরসিংহ, দর্পনারায়ণ =
(১) বীরমতী, (২) হীরা

চন্দ্রসিংহ = লছিমা

(১২) বীরসিংহ (১৩) ভৈরবসিংহ, হরিনারায়ণ = জয়া

রাঘবেন্দ্র

(১৪) রামভদ্র, রূপনারায়ণ পুরুষোত্তম

গদাধর অন্যান্য (১৫) লক্ষ্মীনাথ, কংসনারায়ণ

নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের বংশ

শমস্-উদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ
(১) নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ

(২) রুকন-উদ্দীন্ বারবক্ শাহ
(৩) শমস্-উদ্দীন্ ইউসফ্ শাহ
(৪) সিকন্দর শাহ (দ্বিতীয়)

(৫) জালাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহ
(৮) নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ (দ্বিতীয়)

নবম পরিচ্ছেদ

অরাজকতা ও হোসেন্ শাহের বংশ

হিজরা ৮৯২—৯৪৫, খৃষ্টাব্দ ১৪৮৬—১৫৩৮

হাব্‌শী ক্রীতদাসগণের প্রাধান্য—আভিজাত সম্প্রদায়ের বিরক্তি—সুলতান শাহ্‌জাদা বার্‌বগ্—মালিক্ আন্দিল্—বার্‌বগের মৃত্যু—মালিক আন্দিলের সিংহাসন লাভ—সুলতান সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ্—গৌড়ের ফিরোজ মিনার—শিলালিপি—মুদ্রা—মৃত্যুকাল—নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ্—বংশ-পরিচয়—শিলালিপি—হত্যা—সিদী বদর্ দেওয়ানা - শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর শাহ—অত্যাচার—সৈয়দ্ হোসেন্—বিদ্রোহ—মজঃফর শাহের পরাজয় ও মৃত্যু—শিলালিপি—মুদ্রা—হোসেন্ শাহের বাঙ্গালাদেশে আগমন—বংশ-পরিচয়—পূর্ব্ব-পরিচয়—আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ—পুরন্দর খাঁ—রূপ ও সনাতন—উড়িষ্যা আক্রমণ—কামরূপ বিজয়—শাহ্‌জাদা দানিয়াল—সিকন্দর লোদীর সহিত যুদ্ধ—আহম্ রাজ্য আক্রমণ—মৃত্যু—ত্রিপুরা আক্রমণ—হোসেন্ শাহের মৃত্যু—শিলালিপি—মুদ্রা—বাঙ্গালা সাহিত্যে হোসেন্ শাহের উল্লেখ—নাসির্ উদ্দীন্ নস্‌রৎ শাহ—ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়—মহমুদ্ লোদীর আশ্রয় গ্রহণ - বাবরের সহিত সন্ধি—গুজরাটে দূত প্রেরণ—আহম্ রাজ্য আক্রমণ—মৃত্যু—প্রাচীন কীর্ত্তি - শিলালিপি—মুদ্রা—বাঙ্গালা সাহিত্যে নস্‌রৎ শাহের উল্লেখ - আলা-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ—হত্যা—শিলালিপি—মুদ্রা—গিয়াস্ উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ—মখদুম্ আলমের বিদ্রোহ—শের খাঁর সহিত যুদ্ধ—কুতব্ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু—মখদুম্ আলমের পরাজয় ও মৃত্যু—ইব্রাহিম্ খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু—বাঙ্গলাদেশে পর্ত্তুগীজগণের আগমন—শের খাঁ কর্ত্তৃক গৌড় অবরোধ—গৌড় অধিকার—মহমুদ্ শাহের পলায়ন—মৃত্যু—প্রাচীন কীর্ত্তি - শিলালিপি—হুমায়ুন কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—মুদ্রা।

বাঙ্গালার সুলতান-গণ		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
সুলতান শাহজাদা বার্‌বগ্	...	৮৯২	১৪৮৬
সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ	...	৮৯২—৮৯৫	১৪৮৬—১৪৮৯
নাসির্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ	...	৮৯৫—৮৯৬	১৪৮৯—১৪৯০
শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর্ শাহ	...	৮৯৬- ৮৯৯	১৪৯০—১৪৯৩
আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ	...	৮৯৯—৯২৫	১৪৯৩ ১৫১৯
নাসির্-উদ্দীন্ নস্‌রৎ শাহ	...	৯২৫—৯৩৯	১৫১৯—১৫৩২
আলা-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ	...	৯৩৯	১৫৩২
গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ	...	৯৩৯—৯৪৫	১৫৩২—১৫৩৮
নাসির্-উদ্দীন্ হুমায়ুন	...	৯৪৪	১৫৩৮

দিল্লীর সুলতানগণ

বহ্‌লোল্‌ লোদী	...	.	৮৫৫—৮৯৪	১৪৫১ ১৪৮৮
সিকন্দর লোদী	...	...	৮৯৪ - ৯২৩	১৪৮৮—১৫১৭
ইব্রাহিম্‌ লোদী	...	...	৯২৩—৯৩২	১৫১৭—১৫২৬
জহীর্‌-উদ্দীন্‌ বাবর্‌	.	...	৯৩২—৯৩৭	১৫২৬—১৫৩০
নাসির্‌-উদ্দীন্‌ হুমায়ুন	...	...	৯৩৭—৯৪৬	১৫৩০—১৫৩৯

আসামের রাজগণ

সুসেন ফা	...	...	...	...	১৪৩৯—১৪৮৮
সুহেন ফা	...	...	...	...	১৪৮৮—১৪৯৩
সুপিম্‌ ফা	...	...	...	...	১৪৯৩—১৪৯৭
সুহুঙ্গ মুঙ্গ	...	...	...	...	১৪৯৭—১৫৩৯

উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজগণ

পুরুষোত্তমদেব	...	...	...	...	১৪৬৯—১৪৯৭
প্রতাপরুদ্রদেব	...	...	...	...	১৪৯৭ – ১৫৪০

নেপালরাজগণ

ভাটগাওঁ

রায়মল্ল	...	...	...	...	১৪৯৫—১৪৯৬
ভুবনমল্ল	...	...	...	...	—
জিতমল্ল	...	...	...	...	১৫২৪—১৫৩৩
প্রাণমল্ল	...	...	...	...	১৫২৪ – ১৫৩৩

ত্রিপুররাজগণ			শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ
প্রতাপমাণিক্য			?—১৪১২	?—১৪৯০
ধন্যমাণিক্য	...	..	১৪১২ – ১৪৪২	১৪৯০ ১৫২২
ধ্বজমাণিক্য	...	...	১৪৪২	১৫২২
দেবমাণিক্য	...	...	১৪৪২—১৪৫৭	১৫২২ – ১৫৩৫
ইন্দ্রমাণিক্য	...	...	১৪৫৭	১৫৩৫
বিজয়মাণিক্য	...	...	১৪৫৭—১৫০৫	১৫৩৫—১৫৮৩

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ গৌড় ও বঙ্গে অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ওমরাহদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য সুলতান রুকন্‌-উদ্দীন্‌ বারবক্‌ শাহ আফ্রিকা হইতে হাব্‌শী খোজা আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রাসাদ রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই সমস্ত ক্রীতদাস গৌড়ের সুলতানগণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিয়াছিল এবং বাদশাহের অনুগ্রহে ওমরাহ পদে উন্নীত হইয়াছিল। হাব্‌শী খোজাগণকে বাদশাহের অনুগ্রহভাজন হইতে দেখিয়া গৌড়মণ্ডলের হিন্দু ও মুসলমান প্রধানগণ নিশ্চয়ই প্রীত হন নাই। আভিজাত্যগৌরবাভিমানী হিন্দু বা মুসলমানগণের পরিবর্ত্তে বাদশাহের

আদেশে হাব্‌শীগণ যখন রাজ্যের প্রধান প্রধান পদ অধিকার করিয়াছিল, তখন সেই অসন্তোষ বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পরে কাফ্রী ক্রীতদাসগণ যখন বাদশাহের অনুগ্রহে ওমরাহ পদে উন্নীত হইয়াছিল, তখন প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান ওমরাহগণ ধীরে ধীরে প্রাসাদসীমা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অযথা হাব্‌শী প্রীতি ইলিয়াস্‌ শাহের বংশের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। হাব্‌শীগণ বাদশাহের অনুগ্রহে প্রধান প্রধান রাজপদ ও আভিজাত্য লাভ করিয়া ক্রমে গৌড়ের বাদশাহ অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইলিয়াস্‌ শাহের বংশের পুরাতন ভৃত্য ও প্রভুভক্ত অনুচরবর্গ ধীরে ধীরে প্রাসাদসীমা হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বাদশাহগণ হাব্‌শী প্রীতিতে অন্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় আপনাদিগের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জলাল্‌-উদ্দীন্‌ ফতে শাহ নিহত হইবার বহু পূর্ব্বে একবার মুসলমান ক্রীতদাসগণ গৌড়-সিংহাসন অধিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গণেশের পৌত্র শমস্‌-উদ্দীন্‌ আহমদ্‌ শাহ শাদী খাঁ ও নাসির্‌ খাঁ নামক ক্রীতদাসদ্বয় কর্ত্তৃক নিহত হইলে নাসির্‌ খাঁ কিয়ৎকাল গৌড় সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধপ্রথার অনুরোধে, জগতের সর্ব্বত্র মুসলমান নরপতিগণ অবরোধ রক্ষার জন্য ক্লীব ক্রীতদাস নিয়োগ করিতেন। ইহারা সর্ব্বত্র, সকল সময়ে বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিত। অধিকতর বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলে কোন কোন ক্রীতদাস বিশ্বাসহন্তা হইয়া প্রভুহত্যা করিত এবং মুহূর্ত্তের জন্য শূন্য সিংহাসনের অধিকারী হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইত। পর মুহূর্ত্তেই তাহার ছিন্নশীর্ষ শূন্যসিংহাসনের পাদমূলে লুণ্ঠিত হইত। আহমদ্‌ শাহকে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস নাসির্‌ খাঁ যখন তাহার কলুষিত পাদস্পর্শে পবিত্র গৌড় সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল, তখন গৌড়রাষ্ট্রের আভিজাত্যাভিমানী ওমরাহ্‌গণ ও আহমদ্‌ শাহের প্রভুভক্ত সেনানীগণ, সেই দিবসই তাহার রক্ত গৌড়-সিংহাসনের কলঙ্ককালিমা ধৌত করিয়াছিলেন। কিন্তু আহমদ্‌ শাহের হত্যার অর্দ্ধশতাব্দী পরে ইলিয়াস্‌ শাহের বংশের শেষ সুলতান জলাল্‌-উদ্দীন্‌ ফতে শাহ অপর একজন ক্রীতদাস কর্ত্তৃক নিহত হইলে কেহ তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে ভরসা করে নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে হিন্দু ও ওমরাহ্‌ এবং সেনাপতিগণ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজানুগ্রহাভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদ অথবা রাজধানী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জলাল্‌-উদ্দীন্‌ ফতে শাহের হত্যার দুই অথবা ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত প্রভুহন্তা বার্‌বক্‌ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ফতে শাহের পত্নী ও শিশুপুত্র প্রাসাদ হইতে তাড়িত হইয়া গৌড়নগরে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতেছিলেন। সিংহাসন অধিকৃত করিয়া ক্রীতদাস বার্‌বক্‌ সুলতান শাহজাদা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিল এবং অন্যান্য খোজা ও নিম্নশ্রেণীর

ব্যক্তিগণকে অর্থপ্রদানে বশীভূত করিয়াছিল। ফতে শাহের মৃত্যুকালে গৌড়রাজ্যের প্রধান অমাত্য মালিক্ আন্দিল্ হাব্সী রাজকার্য্যে সীমান্তে গমন করিয়াছিলেন। বার্বগ্ তাঁহাকে বশীভূত না করিতে পারিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মালিক্ আন্দিল্ বার্বগ্কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফতে শাহের পুত্রকে গৌড়-সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। মালিক্ আন্দিল্কে বিনাশ করিবার জন্য বার্বগ্ অবশেষে তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে আদেশ করিল। মালিক্ আন্দিল্ সসৈন্য গৌড়-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে বার্বগ্ তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করিল না, কিন্তু মালিক্ আন্দিল্ কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইলেন যে, বার্বগ্ যতক্ষণ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ তিনি তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না।

একদিন গভীর রাত্রিতে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মালিক্ আন্দিল্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বার্বগ্ সুরাপানে অচেতন হইয়া সিংহাসনের উপরে নিদ্রিত রহিয়াছে। পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া মালিক্ আন্দিল্ তখন বার্বগ্কে স্পর্শ করিলেন না, কিন্তু দুরদৃষ্ট-বশতঃ বার্বগ্ মত্ততা প্রযুক্ত সিংহাসন হইতে ভূমিতে পতিত হইল। তখন মালিক্ আন্দিল্ তাহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিলেন। সে আঘাতে প্রভুহন্তা নিহত হইল না। বার্বগ্ মালিক্ আন্দিল্কে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষের উপরে উপবেশন করিল। এই সময়ে তুরুষ্ক জাতীয় য়গ্রুশ্ খাঁ ও মালিক্ আন্দিলের অন্যান্য হাব্শী অনুচর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের আঘাতে হীনবল হইয়া বারবগ্ মৃতবৎ পড়িয়া রহিল এবং এই সময়ে কক্ষের প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় সে ভূগর্ভস্থিত একটি কক্ষে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিল। মালিক্ আন্দিল্, য়গ্রুশ্ খাঁ ও হাব্সীদিগের সহিত অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাওয়াচী বাশী নামক জনৈক কর্ম্মচারী সেই কক্ষে আসিয়া দীপ প্রজ্জ্বলিত করিল। সে ভূগর্ভস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিলে বার্বগ্ তাহাকে দেখিয়া মৃতবৎ পতিত রহিল, কিন্তু পরক্ষণেই মিষ্ট কথায় প্রতারিত হইয়া সে তাওয়াচী বাশীকে প্রাসাদের বাহিরে গিয়া রাজ্যের প্রধান-গণকে ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। তাওয়াচী বাশী অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া মালিক্ আন্দিল্কে বার্বগের কথা জানাইল, তখন তিনি দ্বিতীয়বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বার্বগ্কে হত্যা করিলেন।

বার্বগ্ নিহত হইলে মালিক্ আন্দিল্ গৌড়রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী খাঁ জহান্কে আহ্বান করিলেন। সুলতান জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের বিধবা পত্নী গৌড়নগরে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেছিলেন, রাজ্যের প্রধানগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন যে, তাঁহার পুত্র এখনও শিশু। এই শিশুর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপর কোনও যোগ্যব্যক্তিকে রাজ্যভার প্রদান করা উচিত। বিধবা রাজ্ঞী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ফতে শাহের হত্যাকারীকে

যিনি নিহত করিবেন, তিনি গৌড়রাজ্য পাইবেন। উজীর, খাঁ জহান্, মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলে গৌড়রাজ্যের প্রধানগণ একমত হইয়া মালিক্ আন্দিল্কে গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তদনুসারে মালিক্ আন্দিল্ হাব্সী সুলতান সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান শাহজাদা উপাধিধারী ক্রীতদাস বার্বগ্ অষ্টমাস অথবা সার্দ্ধমাসদ্বয় গৌড়ীয় সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন[১]।

সুলতান সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ রাজ্যলাভ করিয়া রাজধানী গৌড়-নগরে গমন করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে সৈফ্উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ সুবিচারক ও দাতা ছিলেন। তাঁহার দানাধিক্যে সময়ে সময়ে রাজকর্ম্মচারীগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। তিনি গৌড়নগরে একটি মস্জিদ্, একটি দীর্ঘিকা ও একটি মিনার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৌড়ে যে প্রস্তর-নির্ম্মিত মিনারটি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভবতঃ ফতে শাহের ক্রীতদাস সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[২]। ফ্রাঙ্কলিন গয়ামালতীর কুঠিতে একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে ফিরোজ শাহ কর্তৃক একটি মিনার নির্ম্মাণের কথা ছিল[৩]। এই শিলালিপি এখন আর দেখিতে পাওয়া [যায়] না। ফার্গুসন (Fergusson) অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই মিনার সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্বনের পৌত্র বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[৪]। তিনি অনুমানের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। ফার্গুসন ভারতেতিহাসাজ্ঞতা বশতঃ ভারতীয় স্থাপত্য-নিদর্শন সম্বন্ধে বহু অলীক অনুমান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ বর্ত্তমানযুগে পাঠের যোগ্য নহে। মেজর ফ্রাঙ্কলিন গয়ামালতীর কুঠিতে প্রাপ্ত ফিরোজ্ শাহের শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের নাম স্পষ্ট

(১) রিয়াজ-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২২-২৪।

(২) তদেব, পৃঃ ১২৫।

(৩) Journal of a route from Rajemehul of Gaur, A. D. 1810-11, p. 2.

(৪) Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture Vol. II, নূতন সংস্করণে এই কথা নাই; pp. 259-60. খাঁ সাহেব মৌলবী আবিদ্ আলি খাঁ ফার্গুসনের এই মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—Short Notes on the Ancient Monuments of Gaur and Pandu.h, Malda, 1913, p. 23.

লিখিত আছে*। ময়মনসিংহে, শেরপুরের জমিদার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই শিলালিপিখানি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই লিপি অনুসারে সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ একটি গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৬]। ওয়েষ্টমেকট্ গুয়ামালতীর কুঠিতে সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের রাজ্যকালের আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তদনুসারে উলুগ্ মুখলিস্ খাঁ, ৮৯৪ হিজরায়, শফর মাসের পঞ্চদশ দিবসে (১৮ই জানুয়ারী ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৭]। ওয়েষ্টমেকট্ পুরাতন মালদহের কাটরায় আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের রাজ্যকালে একটি মসজিদ্ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপির তারিখ সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় নাই[৮]। সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের অনেকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইগুলি ফতেহাবাদ[৯] ও কোষাগারে[১০] মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রভুপত্নীর আদেশানুসারে তিন বৎসর গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রভুভক্ত হাব্সী ক্রীতদাস মালিক্ আন্দিল্ অথবা সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৮৯৬ হিজরায় ফতে শাহের[১১] এবং ৮৯৯ হিজরায় সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[১২]। কিন্তু ৮৯২[১৩] ও ৮৯৩[১৪] হিজরায় মুদ্রিত ফিরোজ্ শাহের মুদ্রা এবং ৮৯৬[১৫] হিজরায় মুদ্রিত মজঃফর্ শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে

(৫) Journal of a route from Rajemehul to Gaur, A. D. 1810-11, by Major William Francklin, Regulating Officer at Bhagulpore, Eastern Bengal and Assam Secretariat Press, 1910, p. 2.

(৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I. p, 300.

(৭) Ibid, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 299.

(৮) Ibid, p. 300.

(৯) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 171, No. 160.

(১০) Ibid, No. 161.

(১১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২১।

(১২) তদেব, পৃঃ ১২৫।

(১৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 170, No. 159.

(১৪) Ibid, Nos, 160-61.

(১৫) Ibid, No. 163.

এবং গৌড়ের শিলালিপিতে ৮৯৪ হিজরার তারিখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ইহা স্থির যে, সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ ৮৯২ হিজরায় (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) গৌড়সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং তিন বৎসর রাজ্যভোগের পরে ৮৯৫ হিজরায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে নির্ম্মিত ইমারৎ-সমূহের মধ্যে একমাত্র মিনারটি বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রেটন যখন গৌড়ে ছিলেন, তখন এই মিনারের উপরে একটি গম্বুজ ছিল[১৬]। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে চিত্রকর (Daniell) যখন গৌড়ে আসিয়াছিলেন তখন এই গম্বুজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ডেনিয়েল কর্ত্তৃক অঙ্কিত ফিরোজ্ মিনারের চিত্র দুইবার প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের অর্ম্মে (Edward Orme) ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন[১৭] এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বোয়ার (Robert Bowyer) কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল[১৮]। অর্ম্মে কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্র দুর্ল্লভ, কিন্তু ইহা স্পষ্টতর, দুর্ভাগ্যবশতঃ এই চিত্রখানি "A Pagoda" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা ফিরোজ্ মিনারের চিত্ররূপে পরিচিত নহে। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-সরস্বতী-শাস্ত্রবাচস্পতি-সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় এই চিত্র আছে।

সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের মৃত্যুর পরে জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের শিশুপুত্র, নাসির্-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহ উপাধিতে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে নাসির্-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহ সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র[১৯]। যে সকল হাব্সী ক্রীতদাস ভারতবর্ষে আনীত হইত তাহারা সকলেই নপুংসক। মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্ কি জন্য নপুংসকের পুত্রপ্রাপ্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। রিয়াজ্-উস্-সালাতীনে উল্লিখিত হাজী মহম্মদ্ কান্দাহারী রচিত ইতিহাস অনুসারে নাসির্-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহ (দ্বিতীয়) জলাল্-উদ্দীন্ ফতে শাহের পুত্র। মালিক্ আন্দিল্ যখন সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি শিশু, সুতরাং তিন বৎসর পরেও তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। মালিক্ আন্দিল্ বা সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের আদেশানুসারে হবশ্ খাঁ বা জশন্ খাঁ নামক একজন হাব্শী ক্রীতদাস তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিল। তিনি রাজ্যলাভ করিলে এই হবশ্ খাঁ বা জশন্ খাঁ রাজ্যের প্রধান অমাত্যপদ লাভ করিয়াছিল। কিছুদিন পরে হবশ্ খাঁ বা জশন্ খাঁ প্রভুহত্যা করিয়া সিংহাসনলাভের উদ্যম করিয়াছিল। মালিক

(১৬) Creighton's Ruins of Gaur, pt. I.
(১৭) প্রকাশিত চিত্র দ্রষ্টব্য। [এই গ্রন্থে নাই। প্রকাশক]
(১৮) Daniell's Oriental Scenery, Vol. V, p. 23.
(১৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৬।

বদর দেওয়ানা নামক আর একজন হাব্‌শী, দ্বিতীয় মহমুদ শাহ ও হবশ্‌ খাঁকে হত্যা করিয়া গৌড়সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে দ্বিতীয় নাসির্‌ উদ্দীন্‌ মহমুদ্‌ শাহ ছয় মাস গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[২০]। কানিংহাম গৌড়ে একখানি আরবী শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে দ্বিতীয় মহমুদ্‌ শাহের রাজ্যকালে উলুগ্‌ মজলিস্‌ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল[২১]। মুর্শীদাবাদ জেলায় চুনীখালিতে দ্বিতীয় মহম্মদ্‌ শাহের রাজ্যকালের আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তদনুসারে ৮৯৬ হিজরায় মহরম মাসের দ্বিতীয় দিবসে (রবিবার, ১৫ই নভেম্বর ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল[২২]।

বর্দ্ধমান জেলার কালনায় একটি পুরাতন পরিত্যক্ত মসজিদে নাসির্‌-উদ্দীন্‌ মহমুদ্‌ শাহের রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিখানি অত্যন্ত অস্পষ্ট, ইহাতে দ্বিতীয় মহমুদ শাহের নাম এবং ৮৯৬ হিজরা তারিখ আছে[২৩]। এই শিলালিপিখানি বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতার চিত্রশালার রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় মহমুদ্‌ শাহের দুই একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৪]।

সিদীবদর্‌ দেওয়ানা, শমস্‌-উদ্দীন্‌ মজঃফর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন্‌ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, বারবগ্‌কর্ত্তৃক জলাল্‌-উদ্দীন্‌ ফতে শাহ নিহত হইলে, যে কেহ রাজাকে হত্যা করিত সেই দেশের সর্ব্বত্র সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারিরূপে সম্মানিত হইত[২৫]। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফারিয়া-ই-সুজা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়দেশে পুত্র পিতৃসিংহাসন অধিকার করে না, সময়ে সময়ে ক্রীতদাসগণ প্রভুহত্যা করিয়া

(২০) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৬।

(২১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873 pt. I, p. 1289.

(২২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1893, p. 55.

(২৩) Annual Report of the Archaeological Surveyor, Bengal Circle, 1903-4, p. 4.

(২৪) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p, 171, No. 162.

(২৫) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৪।

রাজ্যলাভ করে[২৬]। ফেরেশ্‌তা বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রভুহত্যা না করিলে কেহ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিতে পারিত না[২৭]।

রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে শমস্‌-উদ্দীন্‌ মজঃফর শাহ সিংহাসন লাভ করিয়া অভিজাত বংশজ বহু বিদ্বান্‌ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছিলেন এবং যে সকল হিন্দুরাজা গৌড়ের মুসলমান বাদ্‌শাহগণের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এই সময়ে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সৈয়দ্‌ হোসেন্‌ শরীফ্‌ মক্কী মজঃফর শাহের উজীর ও প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে মজঃফর শাহ সৈনিকদিগের বেতন হ্রাস করিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। মজঃফর শাহ রাজস্ব-সংগ্রহকালে প্রজাপীড়ন করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ সৈয়দ্‌ হোসেন্‌ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা ও প্রজার বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল। গৌড়নগরের প্রধান ব্যক্তিগণ মজঃফর শাহকে গৌড়ে রাখিয়া নগর পরিত্যাগ করিলেন। গোলাম হোসেনের মতানুসারে ৯০৩ হিজরায় (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা ঘটিয়াছিল[২৮]। কিন্তু ইহার প্রকৃত তারিখ সম্ভবতঃ ৮৯৯ হিজরা (১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ) করণ ৮৯৯ হিজরায় খোদিত লিপিতে আলা-উদ্দীন্‌ হোসেন্‌ শাহের নাম পাওয়া যায়[২৯] এবং উক্তবর্ষে হোসেনাবাদ, কোষাগার, টাঁকশাল, ফতেহাবাদ প্রভৃতিস্থানে হোসেন্‌ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল[৩০]। গোলাম হোসেন্‌, রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীনে জলাল্‌-উদ্দীন্‌ ফতে শাহের ও সৈফ্‌-উদ্দীন্‌ ফিরোজ্‌ শাহের মৃত্যুকালের প্রকৃত তারিখ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। গৌড়নগরের প্রধানগণ নগর পরিত্যাগ করিলে শমস্‌-উদ্দীন্‌ মজঃফর শাহ পঞ্চসহস্র হাব্‌শী ও তিনসহস্র আফগান ও বাঙ্গালীসেনা লইয়া গৌড়ের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মজঃফর শাহ দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন। চারিমাস পরে শমস্‌-উদ্দীন্‌ মজঃফর শাহ গৌড় দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী প্রধান-গণকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে উজীর সৈয়দ্‌ হোসেন্‌ ও বিদ্রোহী প্রধানগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং শমস্‌-উদ্দীন্‌ মজঃফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন। গোলাম হোসেন্‌ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, হাজী মহম্মদ্‌ কান্দাহারী-রচিত ইতিহাসানুসারে, মাসচতুষ্টয়ব্যাপী যুদ্ধে উভয়পক্ষে

---

(২৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I. p. 286.

(২৭) তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা, পারস্য মূল. পৃঃ ৩০০।

(২৮) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৭।

(২৯) Ravenshaw's Gour, Its Ruins and Inscriptions, p. 78.

(৩০) Catalogue of Coins in the Indian Museum. Calcutta, Vol. II. pt. II. pp. 172-75.

একলক্ষ বিংশতি সহস্র সেনা নিহত হইয়াছিল[৩১] এবং নিজাম্-উদ্দীন্ আহমদ্-রচিত ইতিহাস অনুসারে মজঃফর শাহের অত্যাচারে গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলে, সৈয়দ্ হোসেন্ প্রাসাদ-রক্ষকের সাহায্যে নিশাযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মজঃফর শাহকে হত্যা করিয়াছিলেন[৩২]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর শাহ তিন বৎসর পাঁচ মাস কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি মসজিদ্ গোলাম হোসেনের জীবদ্দশায় গৌড়ে বিদ্যমান ছিল[৩৩]। গৌড়ের নিকটে গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে মজঃফর শাহের রাজ্যকালে মৌলানা আতা বা কুতব্-আউলিয়া-মখ্দুম্ কর্ত্তৃক ৮৯৬ হিজরায় (১৪৯০ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৩৪]। পাণ্ডুয়ার ছোটীদরগাহে নূর কুতব্-উল্ আলমের সমাধির নিকটে একখানি শিলালিপি রক্ষিত আছে, তদনুসারে সৈয়দ্ নূর কুতব্-উল্ আলমের সমাধিগৃহ, শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর শাহের রাজ্যকালে ৮৯৮ হিজরায় রমজান মাসের সপ্তদশ দিবসে (২রা জুলাই ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল[৩৫]। মালদহে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে রক্ষিত একখানি শিলালিপি অনুসারে শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর শাহের রাজ্যকালে ৮৯৮ হিজরায়, রবি-উল্-আউয়ল্ মাসের দশম দিবসে (৩০ শে ডিসেম্বর ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে) মজলিস্ উলুগ্ খুরশেদ্ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৩৬]। পাণ্ডুয়ায় আর একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তদনুসারে মৌলনা আতা শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর শাহের রাজ্যকালে একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৩৭]। শমস্-উদ্দীন্ মজঃফর শাহের সুবর্ণ ও রজতনির্ম্মিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সকল মুদ্রায় বারবকাবাদ[৩৮], কোশাগার[৩৯] ও টাঁকশালের[৪০] নাম দেখিতে পাওয়া যায় বারবকাবাদ মোগল-

(৩১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৮।

(৩২) তবকাৎ-ই-আকবরী, পারস্য মূল, পৃঃ ৫২৬।

(৩৩) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১২৮।

(৩৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 290.

(৩৫) Ibid, pp. 290-91.

(৩৬) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1890, p. 242.

(৩৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt. I, p. 107.

(৩৮) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol II pt. II, p. 172, No. 165.

(৪০) এই মুদ্রা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। পাটনার রায় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ জালানের নিকট একটি মুদ্রা আছে।

সাম্রাজ্যের একটি পুরাতন সরকারের নাম[৪১]। সরকার বারবকাবাদ বর্ত্তমান মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার অনেকগুলি পরগণা লইয়া গঠিত হইয়াছিল[৪২]।

জোআও দে বারোস্ রচিত "দা এসিয়া" নামক গ্রন্থে হোসেন্ শাহের বঙ্গদেশে আগমনের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশে চট্টগ্রামে আসিবার শতবর্ষ পূর্ব্বে অদন্ (Aden) বাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত আরব দুইশত আরবদেশীয় সেনা লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে আরও তিনশত আরবসেনা তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সাহায্যে বাঙ্গালার সুলতান উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যাবিজয়ের জন্য আরবগণের সেনাপতি প্রাসাদরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে তিনি প্রভুহত্যা করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৪৩]। শমস-উদ্দীন্ মজঃফর শাহ নিহত হইলে সৈয়দ্ হোসেন্ গৌড়ীয় প্রধানগণ কর্ত্তৃক রাজপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এইজন্য ব্লথ্‌ম্যান অনুমান করেন যে, জোআও দে বারোসের গ্রন্থের উল্লিখিত আরব সেনাপতি সৈয়দ্ হোসেন্ শরীফ্ মক্কী[৪৪]। সৈয়দ্ হোসেন্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ্ আশরফ্ উল্-হোসেনী এবং তিনি মক্কা শরীফের অন্যতম প্রধান ছিলেন। গোলাম হোসেন্ এক অজ্ঞাতনামী গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন যে সৈয়দ্ আশরফ্ ও সৈয়দ্ ইউসফ্ তুর্কীস্থানের তর্মুজ্ নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালাদেশে আসিয়া রাঢ়ের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে এক কাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৫]। ব্লথ্‌ম্যানের মতানুসারে হোসেন্ শাহ যশোহর জেলায় আলাইপুর গ্রামে এক কাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৬]। রাঢ়দেশে, মুর্শীদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় একানী চাঁদপাড়া নামক একখানি গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই গ্রামে একটি বৃহদাকার পুরাতন মসজিদ্ আছে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজ্যকালের বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম-এ মহাশয় হোসেন্ শাহ সম্বন্ধে মুর্শীদাবাদ জেলায় প্রচলিত যে সমস্ত জনপ্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে হোসেন্ শাহ বাল্যকালে চাঁদপাড়া নিবাসী এক ব্রাহ্মণের

(৪১) আইন্-ই-আকবরী, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৩৭।

(৪২) Journal of the Asiatic Soeiety of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, pp. 215-16.

(৪৩) Ibid, p. 287.

(৪৪) Ibid.

(৪৫) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩১।

(৪৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt I, 227, Note.

গৃহে গো-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাজ্যলাভ করিয়া হোসেন্ শাহ পুরাতন প্রভুকে এক আনা রাজস্বে চাঁদপাড়া-গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি এই গ্রাম এক আনা চাঁদপাড়া নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, হোসেন্ শাহের বেগম, পতির পুরাতন প্রভুকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণ পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে হোসেন্ শাহ চাঁদপাড়া গ্রামে যে কাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বংশ-পরিচয় অবগত হইয়া হোসেনের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার পরে হোসেন্ গৌড়ে মজঃফর্ শাহের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৪৭]।

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে আলাউদ্দীন্ হোসেন্ শাহ সিংহাসন লাভ করিয়া নিজ সেনাদলকে গৌড়নগর লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। লুণ্ঠন নিবারিত না হওয়ায়, তাঁহার আদেশে দ্বাদশ সহস্র সৈন্যের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের আদেশে প্রাসাদরক্ষক পদাতিক সেনাদল কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতক হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ গৌড়রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সৈয়দ্-বংশীয় এবং মোগল ও আফগানজাতীয় মুসলমানগণ গৌড়ের প্রধান প্রধান রাজপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন[৪৮]। বসু-বংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ পুরন্দর খাঁ, হোসেন্ শাহের উজীর ছিলেন[৪৯]। রূপ ও সনাতন নামক ভ্রাতৃদ্বয় হোসেন্ শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হোসেন্ শাহ সনাতনকে দবীর খাস্ (Private Secretary) নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং রূপকে সাকরমল্লিক উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতন যশোহর জেলায় ফতেহাবাদ নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এবং তাঁহারা গৌড়ের নিকটে রামকেলী গ্রামে বাস করিতেন। রমকেলীতে রূপ ও সনাতন কর্ত্তৃক খনিত রূপসাগর ও সনাতনসাগর নামক দুইটি দীর্ঘিকা অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অনুপ গৌড়ের টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। সনাতনের জ্যেষ্ঠ শ্যালক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রজাপীড়ন করিতেন, এইজন্য হোসেন্ শাহ আক্ষেপ করিয়াছিলেন[৫০]। চৈতন্যচরিতামৃতে সেই আক্ষেপের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৫১]। চৈতন্যদেবের দর্শনের পর হইতে রূপ ও সনাতনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানে

(৪৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XIII.

(৪৮) রিয়াজ্-উস্-সালতীন্. ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩১-১৩২।

(৪৯) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

(৫০) তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০৪-১১১।

(৫১) তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার ॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মাত্র সর্ব্বকার্য্যনাশ ॥
—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

হিন্দুজাতির প্রতি অত্যাচার দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমান রাজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যে অবহেলা দেখিয়া হোসেন্ শাহ সনাতনকে বন্দী করিয়াছিলেন। সনাতন কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেবের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামীও রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন[৫২]।

গৌড়সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া হোসেন্ শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহের উড়িষ্যা-আক্রমণের তারিখ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে তিনি গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত রাজার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন[৫৩]। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে হোসেন্ শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই[৫৪]। মাদ্‌লা পাঁজী অনুসারে ইসমাইল্ গাজী নামক বাঙ্গলার নবাবের জনৈক সেনাপতি উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পুরীনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং বহু হিন্দুমন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক বিবরণ অনুসারে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, এই সময়ে সূর্য্য-বংশীয় প্রতাপরুদ্রদেব উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন। মাদ্‌লা পাঁজী অনুসারে ইসমাইল্ গাজীর অভিযানের সময়ে প্রতাপরুদ্রদেব দক্ষিণাংশে ছিলেন, তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে মুসলমান সেনাপতি হুগলী জেলায় মন্দারণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ বিদ্যাধর নামক তাঁহার একজন প্রধান কর্ম্মচারী মুসলমান সেনার সহিত যোগদান করায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[৫৫]। বৃন্দাবনদাস-রচিত চৈতন্য-ভাগবতে মুসলমানসেনা কর্ত্তৃক উড়িষ্যার দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি-সমূহের বিনাশের বিবরণ অনেক স্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৫৬]। এতদ্ব্যতীত সুলতান আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রমণের অপর কোন সংবাদ অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই।

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে উড়িষ্যা আক্রমণের পরে হোসেন্ শাহ আসাম দেশ জয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপ ও কামতা প্রভৃতি

---

(৫২) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৮।

(৫৩) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩২।

(৫৪) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৯।

(৫৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXIX, 1900, pt, I, p. 186.

(৫৬) যে হুসেন-সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষ॥

—চৈতন্য ভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি—সম্পাদিত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪২৬।

রাজ্যের রূপনারায়ণ, মালকুমার, লক্ষ্মণ গোঁসাই প্রভৃতি রাজগণকে পরাজিত করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আসামের রাজা হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহ তাঁহার পুত্রকে নবার্জ্জিত রাজ্য-রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বর্ষাকাল আসিলে সমস্ত পথঘাট জলে ভাসিয়া গিয়াছিল, এই সময়ে আসামরাজ পার্ব্বত্য-প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া হোসেন্ শাহের পুত্রের সেনা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের শিবিরে খাদ্যাগমনের পথরোধ করিয়া অবশেষে মুসলমান সেনাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৭]। গোলাম হোসেন্ যাহা একটি অভিযানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পঞ্চবিংশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। আহম্ ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী অনুসারে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় মুসলমান সেনা কামতাপুরের খ্যেন্-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল[৫৮]। কামতাপুরের রাজা নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ জাতীয় মন্ত্রীর পুত্র রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করায় নীলাম্বর মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করিয়া পিতাকে পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। মন্ত্রী, পুত্রের পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গাস্নানের ছলে গৌড়ে হোসেন্ শাহের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহ, সেই ব্রাহ্মণের নিকট খ্যেন্‌রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কামতাপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কামতাপুর অবরোধ করিয়া খ্যেন্‌রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে হোসেন্ শাহ বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী নীলাম্বরের পত্নীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকায় মুসলমান সেনার কিয়দংশ কামতাপুর নগরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিয়াছিলেন। নীলাম্বর বন্দিরূপে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পথে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন[৫৯]। জনপ্রবাদ অনুসারে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামতাপুর মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কামতাপুর অধিকৃত হইলে হোসেন্ শাহ পূর্ব্বে বড়নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া তাঁহার পুত্রকে শাসনকর্ত্তৃস্বরূপ হাজোতে রাখিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহের এই পুত্রের নাম দানিয়াল। মুঙ্গেরের শাহ্‌নফার দরগার শিলালিপিতে দানিয়ালের নাম পাওয়া যায়। মুঙ্গের দুর্গের পুরাতন প্রাচীরের নিকটে শাহ্‌নফা নামক মুসলমান ফকীরের দরগা আছে, এই দরগার পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে একখানি শিলালিপি আছে, তদনুসারে ৯০৩ হিজরায় (১৪৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে রাজপুত্র দানিয়াল

(৫৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩২-৩৩।

(৫৮) Gait's History of Assam, p. 41.

(৫৯) Ibid, pp. 42-43.

একটি গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৬০]। বদাওনীর মুন্তখব-উৎ-তওয়ারিখে শাহজাদা দানিয়ালের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। ৯০০ হিজরায় (১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী পাটনায় বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়াছিলেন, এই অভিযানে দিল্লীশ্বরের সেনার বহু অশ্ব নিহত হইয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া জৌনপুরের সুলতান্ হোসেন্ শাহ শার্কী বিহার হইতে সিকন্দর লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সিকন্দর বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বারাণসীতে সিকন্দর লোদীর সহিত জৌনপুরের সুলতান হোসেন্ শাহ শার্কীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পরাজিত হইয়া জৌনপুর-রাজ বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সিকন্দর লোদী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলে হোসেন্ শাহ শার্কী ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁওতে পলায়ন করিয়া বাঙ্গালার সুলতান আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহ জৌনপুর-রাজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং হোসেন্ শাহ শার্কীর অবশিষ্ট জীবন গৌড়-রাজের আশ্রয়ে কহলগাঁওতে অতিবাহিত হইয়াছিল। হোসেন্ শাহ শার্কীকে আশ্রয় প্রদানের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান সিকন্দর লোদী ৯০১ হিজরায় (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে শাহজাদা দানিয়াল সিকন্দর লোদীর গতিরোধ করিবার জন্য বিহার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের সেনা কিয়দ্দিন পরস্পরের সম্মুখীন ছিল। ইহার পরে সন্ধিস্থাপন করিয়া সিকন্দর লোদী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৬১]। এতদিন পর্য্যন্ত মগধ জৌনপুরের শার্কী বংশীয় সুলতান-গণের অধিকারভুক্ত ছিল. কিন্তু ৯০১ হিজরা হইতে ফরীদ্-উদ্দীন্ শের শাহের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত উক্তপ্রদেশ হোসেন্ শাহের বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। সিকন্দর লোদীর সহিত সন্ধিস্থাপিত হইলে শাহজাদা দানিয়াল কামতাপুর-রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। আহম্-ভাষায় লিখিত বুরঞ্জী অনুসারে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামতাপুর বিজিত হইয়াছিল. ইহার পরে ১৫০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ বহুবার আসামের আহম্ রাজগণের অধিকার আক্রমণ করিয়াছিলেন[৬২]।

শাহাব্-উদ্দীন্ তালিশ্ রচিত ফতিয়াহ্-ই-ইব্রিয়াহ্ বা তারিখ্-ফতে-ই আশাম্ নামক গ্রন্থে হোসেন্ শাহের আসাম অভিযানের বিবরণ আছে। এই গ্রন্থানুসারে হোসেন্ শাহ ২৪০০০ সেনা ও বহু নৌকা লইয়া আসামরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। আসামরাজ তাঁহাদিগের গতিরোধ না করিয়া পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহ 'আসাম-

(৬০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt. I, p 335.

(৬১) মুন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

(৬২) Gait's History of Assam, pp. 87-92.

রাজ্যের সমতলভূমি অধিকার করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শাহাজাদা দানিয়াল সসৈন্য আসামে অবস্থিত করিতেছিলেন[৬৩]। এই সময়ে স্বহুঙ্গ মুঙ্গ আসামের অধিপতি ছিলেন[৬৪]। বুরঞ্জীসমূহ অনুসারে তাঁহার রাজ্যকালে আসাম সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল[৬৫]। মহম্মদ্ বখ্‌তিয়ার, মুজ্‌বক্ বা সিকন্দর শাহের আসাম আক্রমণের উল্লেখ পর্য্যন্ত কোন বুরঞ্জীতে পাওয়া যায় না। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ ও তারিখ্-ফতে-ই-আশাম্ অনুসারে দানিয়াল বর্ষাকাল পর্য্যন্ত সমতলভূমির অধিকারী ছিলেন। বর্ষাগমে আসামরাজ মুসলমান সেনা আক্রমণ করিয়া সসৈন্য দানিয়ালকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। মুসলমান সেনা যতবার আহমরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, ততবারই এইরূপে পরাজিত হইয়াছিল। আহম্ ভাষায় লিখিত বুরঞ্জীসমূহ অনুসারে হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে মুসলমান জাতি সর্ব্বপ্রথমে আহমরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং এই অভিযানের মুসলমান সেনাপতির নাম "বড় উজীর"। আহমসেনা মুসলমান সেনার সম্মুখ ও পার্শ্ব দেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। আহম্-সেনাপতি মুসলমানদিগকে বুরাই নদীতীর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়া চল্লিশটি অশ্ব ও কুড়ি হইতে চল্লিশটি কামান অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। বুরঞ্জীসমূহ অনুসারে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি "বড় উজীর" আহম্-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৬৬]। এই জন্যই আসামের ইতিহাসকার গেট্ (Sir Edward Gait) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কামতাপুর ধ্বংসের অন্ততঃ বিংশতিবর্ষ পরে হোসেন্ শাহ আহমরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে, কারণ মালদহে আবিষ্কৃত ৯০৭ হিজরার (১৫০২ খৃষ্টাব্দের) শিলালিপি অনুসারে হোসেন্ সাহ তৎপূর্ব্বে কামরূপ ও কামতা বিজয় করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে অন্ততঃ একবার কামরূপ আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার পরে হোসেন্ শাহের পুত্র নাসির্-উদ্দীন্ নাসিরৎ আহমরাজ্য একাধিকবার মুসলমান সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

৮কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "রাজমালা" বা ত্রিপুরার ইতিহাস অনুসারে সুলতান আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহ ত্রিপুরা অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য এবং তাঁহার সেনাপতি রায় চয়চাগের যত্নে বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন[৬৭]। হোসেন্ শাহ যে, ত্রিপুরারাজ্য

(৬৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI. 1872, pt. I, p, 79.

(৬৪) Gait's History of Assam, p. 83,

(৬৫) Ibid, p. 87.

(৬৬) Ibid, p. 88.

(৬৭) ত্রিপুরার ইতিহাস, পৃঃ ৪৩।

আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একখানি আরবী শিলালিপি হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিখানি সুবর্ণগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা অনুসারে ৯১৯ হিজরায় (১৫১৩ খৃষ্টাব্দে) খাওয়াস্ খাঁ ত্রিপুরার সর্‌লস্কর্ ও ইক্‌লিম্ মুয়জ্জমাবাদের উজীর ছিলেন[৬৮]। ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত "রাজমালা" অনুসারে হোসেন্ শাহ প্রথমবার পরাজিত হইয়া গৌর মল্লিককে দ্বিতীয় অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুমিল্লার যুদ্ধে গৌর মল্লিক চয়চাগ্‌কে পরাজিত করিয়া মেহেরকুল দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। মুসলমান সেনা রাজধানীর রাঙ্গামাটীয়ার দিকে অগ্রসর হইলে ত্রিপুর সৈন্য সোণামাটিয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চয়চাগ্ গোমতীনদীতে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জলস্রোত আবদ্ধ করিয়াছিলেন। "তৎপরে যখন মুসলমান সৈন্য জলশূন্য শুষ্ক গোমতী অতিক্রম করিতেছিল, তখন তাহারা ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে ত্রিপুরা বিজয় অপেক্ষা প্রাণরক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। প্রায় অধিকাংশ মুসলমান জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অবশিষ্ট মুসলমান সৈন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়া চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিরাপদ হইল না। ত্রিপুরসৈন্যরা রাত্রিশেষে মুসলমান-দিগের মধ্যে প্রবেশ করতঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।" "রাজমালা" অনুসারে হোসেন্ শাহ ত্রিপুররাজ্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযানে, হাতিয়ান খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চয়চাগ্ কুমিল্লার নিকট পরাজিত হইয়া হাতিয়ান খাঁকে গোমতী নদীগর্ভে জলপ্লাবিত করিয়াছিলেন। হাতিয়ান খাঁ পরাজিত হইয়া হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার পরে হোসেন্ শাহ চতুর্থবার ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কৈলারগড় নামক স্থানে তাঁহার সহিত মহারাজ ধন্যমাণিক্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ ধন্যমাণিক্য পরাজিত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুর-রাজ্যের কিয়দংশ হোসেন্ শাহের হস্তগত হইয়াছিল[৬৯]।

কামতাপুরের খ্যেনরাজ্য ধ্বংস করিয়া, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়া, পতনোন্মুখ শার্কীবংশীয় সুলতানগণের অধিকারভুক্ত মগধ প্রদেশ হস্তগত করিয়া এবং আহমরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দীর্ঘকাল রাজ্য-ভোগের পরে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে হোসেন্ শাহ সপ্তবিংশতিবর্ষ অথবা ঊনত্রিংশবর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। গোলাম হোসেনের মতানুসারে,

---

(৬৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol XLI, 1872, pt. I, pp. 333-54.

(৬৯) ত্রিপুরার ইতিহাস, পৃঃ ৪৬-৫০।

৯২৭ হিজরায় (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[৭০], কিন্তু ৯২৫ হিজরায় (১৫১৮ খৃষ্টাব্দে) ফতেহাবাদ,[৭১] হোসেনাবাদ[৭২] ও টাঁকশালে[৭৩] মুদ্রিত হোসেন্ শাহের পুত্র নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং উক্তবর্ষেই হোসেন্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল।

গৌড়, বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ওয়েষ্টমেকট্ মালদহে পাণ্ডু খাঁর গৃহে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; তদনুসারে ৮৯৯ হিজরায় জিলকাদা মাসের দশম দিবসে (১৩ আগষ্ট ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে মজলিস্ রাহাৎ-উল্লাহ্ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৭৪]। মালদহে কাটরার নিকটে একটি ক্ষুদ্র মসজিদে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯০০ হিজরায় শওয়াল্ মাসের একাদশ দিবসে (৫ই জুলাই ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে উলুগ্ শেরের পুত্র খাঁ মুয়জ্জম্ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৭৫]। মুর্শীদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমার খেরোল গ্রামে একটি পুরাতন মসজিদ্ আছে, উহার শিলালিপি অনুসারে উক্ত মসজিদ্ ৯০০ হিজরায় (১৪৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে) খাঁ মুয়জ্জম্ রিফাৎ খাঁ কর্ত্তৃক আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল[৭৬]। খেরোলে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি অনুসারে, হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে উক্তবর্ষে উক্ত ব্যক্তি আর একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৭৭]। ঢাকায় আজিমনগরে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ৯০১ বা ৯১০ হিজরায় মহরম মাসের প্রথম দিবসে (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে) মালিক্ বাবা সালেহ্ কর্ত্তৃক মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৭৮]। মুঙ্গেরে শাহ নফার দর্গাহে আবিষ্কৃত শিলালিপি অনুসারে ৯০৩ হিজরায় (১৪৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্

(৭০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৩।

(৭১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, p. 176 No. 202.

(৭২) Ibid, p. 177, No. 206.

(৭৩) Ibid, No. 204.

(৭৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874. pt. I, p. 302.

(৭৫) Ibid, p. 302.

(৭৬) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern Circle, 1904-5, p. 9.

(৭৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol. XIII.

(৭৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series. Vol. XLII, 1873, pt. I p. 284.

শাহের পুত্র শাহজাদা দানিয়াল শাহ্ নফার সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৭৯]। গৌড়ে কদম্ রসুল্ বা কদম্ শরীফের দ্বারের নিকটে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯০৯ হিজরায়, মহরম মাসের দ্বাবিংশ দিবসে, গৌড়ে একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮০]। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায় বাবর গ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তদনুসারে হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে ৯০৫ হিজরায় (১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে) মখ্দুম্ শাহের পুত্র মালিক্ সন্দল্ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৮১]। তীরভুক্তিতে সারণ জেলার ইস্মাইল্পুর গ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ৯০৬ হিজরার শাবান্ মাসে (মার্চ্চ ১৫০১ খৃষ্টাব্দে) মজলিস্-উল্-মজালিস্ উপাধিধারী জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮২]। মলদহে ইংরাজ-বাজারের থানার নিকটে ওয়েষ্টমেকট্ একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তদনুসারে কামরূপ ও কামতাবিজয়ী আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ ৯০৭ হিজরার রমজান মাসের প্রথম দিবসে (১০ই মার্চ্চ ১৫০২ খৃষ্টাব্দে) একটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৮৩]। ঢাকার বল্লীপুর পরগণার মাচাইন গ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ৯০৭ হিজরায়, জমাদি-উল্-আউয়ল মাসের দ্বাবিংশ দিবসে (৩রা ডিসেম্বর ১৫০১ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৮৪]। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভুতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বোনহারা গ্রামে একখান শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তদনুসারে ৯০৮ হিজরার জিলকাদা মাসে ১৫০২ খৃষ্টাব্দে, জুনমাসে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক একটি জামী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৫]। গৌড়ে কদম্ রসুল্ বা কদম্ শরীফের নিকটে মেজর ফ্রাঙ্কলিন একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, তদনুসারে সুলতান আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক ৯০৯ হিজরায়, মহরম মাসের দ্বাবিংশ

(৭৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt. I, p. 335.

(৮০) Francklin's Journal of a route from Rajemehul to Gour, A. D. 1810-11, pp. 5-6.

(৮১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol. XIII.

(৮২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 304, note.

(৮৩) Ibid, p. 303.

(৮৪) Ibid, Vol. XLII, 1872, pt. I, p. 293.

(৮৫) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1870, p. 247.

দিবসে (১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৬]। বিহার প্রদেশে সারণ জেলায় চেরাণ গ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ৯০৯ হিজরায় (১৫০৩-৪ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক একটি জামী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৭]। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় সুতিগ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তদনুসারে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে ৯০৯ হিজরায় (১৫০৩ খৃষ্টাব্দে) চাঁদমালিকের পুত্র মকরুরব্ খাঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৮৮]। মালদহের ইংরাজ-বাজার হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত গিলাবাড়ী নামক স্থানে ওয়েষ্টমেকট্ একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ ৯১০ হিজরায় (১৫০৪-৫ খৃষ্টাব্দে) একটি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৮৯]। হুগলীজেলায় ত্রিবেণীতে জফর্ খাঁর মসজিদে সংলগ্ন একখানি শিলালিপি অনুসারে হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে ৯১১ হিজরার রজব মাসের প্রথম দিবসে (৩১ শে অক্টোবর ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে) হোসেনাবাদ ও সাজ্‌লা মনখাবাদের উজীর ও সর্‌লস্কর্ এবং লাউবলা থানার সর্‌লস্কর্ উলুগ্ হিন্দু খাঁ কর্ত্তৃক একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯০]। মালদহে কনিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখান শিলালিপি অনুসারে ৯১১ হিজরায় (১৫০৫ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক একখানি জামী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯১]। পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত একখানি অস্পষ্ট শিলালিপিতে ৯১১ হিজরা তারিখ ও আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের নাম আছে[৯২]। সুবর্ণগ্রামে ডাক্তার ওয়াইজ একখানি শিলালিপি আবিষ্কার

---

(৮৬) Journal of a rout from Rajemehul to Gour, A. D. 1810-11, pp. 5-6.

(৮৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I. p. 304.

(৮৮) Journal and Proceedings of Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XIII.

(৮৯) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins nd Inscriptions, pp. 80 81

(৯০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, p. 260.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 294.

(৯২) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 82.

(৯১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII. 1873, pt, I, p. 294.

(৯২) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p 82.

করিয়াছিলেন, তদনুসারে ৯১১ হিজরায়, আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজ্যকাল হাজী বাবা সালেহ্ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৯৩]। শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে হোসেন শাহের রাজ্যকালে ৯১১ হিজরায় প্রাসাদের পরিচ্ছদ-রক্ষক ও মুয়েজ্জমাবাদ ইক্‌লিমের উজীর ও সর্‌লস্কর্ খালিশ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৪]। সুবর্ণ-গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, হাজী বাবা সালেহ্ ৯১২ হিজরায় (১৫০৬ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৯৫]। মালদহে চক্-আশ্বিয়াতে শেখ্ ইলাহি বখ্‌শ্ একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন, তদনুসারে মজলিস্ ইখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক ৯১৩ হিজরায় (১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৬]। ঢাকা জেলায় বাবা আদমের সমাধির শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি অনুসারে উহা ৯১৩ হিজরায় জমাদি-উস্-সানী মাসের সপ্তম দিবসে (১৫ই অক্টোবর ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৭]। মালদহের আদালতের উত্তরদিকে একটি দরগাহে চক্-আশ্বিয়ার শিলালিপিখানি বর্ত্তমান সময়ে রক্ষিত আছে। মালদহে ওয়েষ্টমেকট্ একটি আধুনিক মসজিদে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে ৯১৪ হিজরায় হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৮]। পাণ্ডুয়ায় শেখ্ নুর কুতব-উল-আলমের সমাধির শীর্ষদেশে একখানি শিলালিপি রক্ষিত আছে, তদনুসারে ৯১৫ হিজরায় (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৯৯]। মালদহে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯১৬ হিজরায় (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক দুইটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১০০]। কলিকাতার চিত্রশালায়-রক্ষিত একখানি শিলালিপি অনু-সারে ৯১৬ হিজরায় আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক একটি কুপ খনিত হইয়াছিল[১০১]। গৌড়ের নিকটে গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি

(৯৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873 p. I, 283.

(৯৪) Ibid, p. 293.

৯৫) Ibid, p. 283.

(৯৬) Ibid, Vol. LXIV, 1895, pt 1, p.198.

(৯৭) এই শিলালিপি স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লখ্ (Dr. Theodor Bloch) কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল, ইহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

(৯৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol XLII. 1874, pt I, p. 305.

(৯৯) Cunnigham's Archaeological Survey Reports. Vol. XV, p. 34

(১০০) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 86.

(১০১) অপ্রকাশিত।

অনুসারে ৯১৮ হিজরায় ১৫১২ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে সরুহদ্‌বাসী আলা-উদ্দীনের পুত্র খাঁ-ই-আজম্ রুকন্ খাঁ, শেখ আতার মন্দিরদ্বারের সম্মুখে একটি মসজিদ্ ও একটি মিনার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১০২]। রুকন্ খাঁ প্রাসাদের পানপাত্রবাহক জফরাবাদ নগরের উজীর, ফিরোজাবাদ নগরের সরলস্কর্ ও প্রধান কোৎওয়াল এবং উক্ত নগরের প্রধান গ্রন্থরক্ষক ছিলেন। গৌড়ে আবিস্কৃত আর একখানি শিলালিপি অনুসারে, আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ ৯১৮ হিজরায় (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) গৌড়দুর্গের তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১০৩]। পুরাতন মালদহের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মোল্নাতলী নামক স্থানে ওয়েষ্টমেকট্ একখানি শিলালিপি আবিস্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে ৯১৮ হিজরায় (১৫১২ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্ শাহ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১০৪]। সুবর্ণগ্রামে কানিংহাম একখানি শিলালিপি আবিস্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারে ৯১৯ হিজরায়, রবি-উস্-সানি মাসের দ্বিতীয় দিবসে (৭ই জুন ১৫১২ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরার শাসনকর্ত্তা ও ইক্লিম্, মুয়জ্জমাবাদের উজীর খাওয়াস্ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১০৫]। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মুর্শীদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায়, শেখেরদীঘি নামক স্থানে একখানি শিলালিপি আবিস্কার করিয়াছেন, তদনুসারে ৯২১ হিজরায় রবি-উল্-আউয়ল মাসে (১৫১৫ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক একটি কুপ খনিত হইয়াছিল[১০৬]। বীরভূমে আবিস্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, ৯২২ হিজরায় (১৫১৬ খৃষ্টাব্দে) আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহ কর্ত্তৃক আর একটি কুপ খনিত হইয়াছিল[১০৭]। ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে আবিস্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে উক্তবর্ষে হোসেন্ শাহ কর্ত্তৃক একটি জামী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১০৮]। মালদহে ভোলাহাট গ্রামে আবিস্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে ৯২৩ হিজরায় (১৫১৭ খৃষ্টাব্দে) দৌলৎ নাজির্ একটি মসজিদ্

১০২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt. I, p. 106.

(১০৩) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 295.

(১০৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 305.

(১০৫) Ibid, Vol. XLI, 1872. pt. I. 353.

(১০৬) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol XIII

(১০৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXX 1861 p. 390.

(১০৮) Ibid, Vol XLI, 1872, pt. I, p. 110.

নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১০৯]। গৌড়ে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯২৫ হিজরায়, (১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে সিকন্দর খাঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১১০]। সুবর্ণগ্রামে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯২৫ হিজরায়, শাবান মাসের পঞ্চদশ দিবসে (১২ই আগষ্ট ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) মোল্লা হিজাবর আক্‌বর খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১১১]। স্বর্গীয় ডাক্তার থিয়োডর ব্লখ্ বাঙ্গালা বা বিহারের কোন অজ্ঞাত স্থানে হোসেন্ শাহের রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি দেখিয়াছিলেন, তদনুসারে ৯২৫ হিজরায় (১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) খাঁ মুয়জ্জম্ আজম্ উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক একটি ইমারৎ নির্ম্মিত হইয়াছিল। হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে তারিখবিহীন অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড়ের ছোট সোণা মসজিদে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে উক্ত মসজিদ্ আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহের রাজ্যকালে আলীর পুত্র মজলিস্ উল্-মজালিস্, মনসুর ওয়ালী মহম্মদ্ কর্ত্তৃক কোন বর্ষের রজব মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে নির্ম্মিত হইয়াছিল[১১২]। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত শ্রীনগর গ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতে আলা-উদ্দীন হোসেন্ শাহের নাম আছে[১১৩]। ত্রিবেণীতে মসজিদ্ মধ্যে একখানি অস্পষ্ট শিলালিপি আছে, ইহাতে হোসেন্ শাহের নাম পড়িতে পারা যায়[১১৪]। এই শিলালিপির পার্শ্বে আর একখানি শিলালিপি আছে, তদনুসারে সরহদ্‌বাসী আলা-উদ্দীনের পুত্র হোসেনাবাদ বুজুর্গ নগরের সাজ্‌লা ও মনখাবাদ আর্সার উজীর ও সর্‌লস্কর্ এবং হাদীগড় (হাতিয়াগড়) নগর ও লাউবলা থানার সর্‌লস্কর্, রুকন্-উদ্দীন্ রুকন্ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১১৫]। এই শিলালিপিতে বাদশাহের নাম অথবা তারিখ নাই, কিন্তু গৌড়ের নিকট গঙ্গারামপুরে আবিষ্কৃত ৯১৮ হিজরার শিলালিপিতে রুকন্ খাঁর উল্লেখ আছে, সুতরাং ত্রিবেণীর শিলালিপি যে হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ সে বিষয়ে কোনে সন্দেহই থাকিতে পারে না। গৌড়ের নিকটে মহদীপুরে আবিষ্কৃত একখানি ভগ্ন-শিলালিপি অনুসারে হোসেন্ শাহের

(১০৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt I p 306

(১১০) Ibid, Vol. XL, 1871, pt. I, 256.

(১১১) Ibid, Vol XLII, 1873 pt. I, p. 295.

(১১২ Ibid, Vol. LXIV, 1895, pt. I, p. 224.

(১১৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা ত্রয়োবিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা।

(১১৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXIX, 1870, p. 283.

(১১৫) Ibid, pp, 183-84.

রাজ্যকালে সরনৌবৎ মালিক্ য়াজিদ্ জফর্ খাঁ কোন বর্ষের রবি-উল্-আখির মাসে একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[১১৬]।

আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহের নামাঙ্কিত কতকগুলি সুবর্ণ ও বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণমুদ্রাগুলি "কোষাগার"[১১৭] ও "মুয়জ্জমাবাদে"[১১৮] মুদ্রিত হইয়াছিল। রজতমুদ্রাসমূহে হোসেনাবাদ[১১৯] মহম্মদাবাদ[১২০] মুয়জ্জমাবাদ[১২১], ফতেহাবাদ[১২২], কোষাগার[১২৩] ও টাঁকশালের[১২৪] নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে বাঙ্গালাভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ফতেহাবাদ মুলুকের (সরকারের) অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামবাসী বিজয়গুপ্ত ১৪০৬ শকে (১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে) মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে অর্জ্জুন নামক একজন হিন্দু ফতেহাবাদের জমিদার ছিলেন—

ছায়াশূন্যবেদশশী পরিমিত শক।
সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুলুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম[১২৫]॥

হোসেন্ শাহ পরাগল্ খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে চট্টগ্রাম প্রদেশে ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন, এ পরাগল্ খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥

(১১৬) Epigraphia Indica, Vol. II, p 288.

(১১৭) Catalogue of Coins in India Museum, Calcutta. Vol. II. pt. II, p 172 No. 167.

(১১৮) Ibid, No 168.

(১১৯) Ibid, pp. 173-76, Nos, 177, 179-80, 182, 188-90, 199-200.

(১২০) Ibid, pp 175-76, Nos, 194-97.

(১২১) Ibid, p. 174, No. 183.

(১২২) Ibid, p. 173 Nos. 169-70, 175

(১২৩) Ibid, pp. 173-76, Not. 176, 181, 186, 198.

(১২৪) Ibid, pp. 173, 175, Vol. 178. 191-93.

(১২৫) Dinesh Chandra Sen's History of Bengali Language and Literature, p. 279, note.

লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনেন্ত নিতি হরষিত মতি ॥[১২৬]

কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; ১৪০২ শকে (১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) এই অনুবাদ শেষ হইয়াছিল। কথিত আছে হোসেন্ শাহ সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন[১২৭]। ১৪১৭ শকে বিপ্রদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মনসামঙ্গল নামক একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থের পুষ্পিকায় হোসেন শাহের নাম আছে—

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম
সুক্লা দসমী তিথি বৈশাখ মাসে
সিঅরে বসিয়া পদ্মা কহিলা উপদেশে
কবিগুরু ধিরজনে করি পরিহার
রচিল পদ্মার গিত সাস্ত্র অনুসার
সিন্ধু ইন্দুবেদ মহি সক পরিমাণ
নৃপতি হুসেন সা গৌড়ে সুলক্ষণ। [১২৮]

যশোরাজ খাঁর রচিত একটি গীতে হোসেন্ শাহের নাম পাওয়া যায়—

শ্রীযুক্ত হুসন, জগত ভুষণ, সেহ এহি রস জান।[১২৯]

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে জহীরু-উদ্দিন্ মহম্মদ্ বাবর বাদশাহ—ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন[১৩০], কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাবর হোসেন্ শাহের মৃত্যুর সাত বৎসর পরে ভারতবর্ষে

(১২৬) Dinesh Chandra Sen's History of the Bengali Language and Literature, p. 202, Note.

(১২৭) Ibid, p. 222.

(১২৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. v, p. 253; Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1893, p. 20.

(১২৯) Dinesh Chandra Sen's History of the Bengali Language and Literature, p. 12, note 3.

(১৩০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৩।

প্রবেশ করিয়াছিলেন [১৩১]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৯২৭ হিজরায় (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল [১৩২], কিন্তু ৯২৫ হিজরায় মুদ্রিত হোসেন শাহের পুত্র নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [১৩৩] সুতরাং উক্তবর্ষেই (১৫১৯ খৃষ্টাব্দে) হোসেন্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। আলা-উদ্দীন্ হোসেন শাহের তিন পুত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা দানিয়াল আহম্-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রগণের মধ্যে নাসির্-উদ্দীন নস্রৎ শাহ ও গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস-সালাতীন্ অনুসারে হোসেন্ শাহের অষ্টাদশ পুত্র ছিল, [১৩৪] কিন্তু অবশিষ্ট পঞ্চদশের নাম জানিতে পারা যায় নাই।

আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের মৃত্যুর পরে গৌড়রাজ্যের প্রধানগণ তাঁহার অন্যতম পুত্র নাসির উদ্দীন্ নস্রৎ শাহকে গৌড়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় রচিত ইতিহাস সমূহানুসারে নস্রৎ শাহের অপর নাম নসীব্ শাহ। মুসলমান রাজ্যসমূহে প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি অপর ভ্রাতৃগণকে হত্যা না করিয়া তাহাদিগের পদবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। নস্রৎ শাহ কর্ত্তৃক তীরভুক্তির হিন্দুরাজ্য বিজিত হইয়াছিল। তাহার আদেশে মখ্দুম্ আলম্ এবং আলা উদ্দীন্ নামধেয় হোসেন্ শাহের জামাতৃদ্বয় তীরভুক্তি আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পাটনার অপর পারে হাজীপুর নামক স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। চাগাটাই মোঙ্গোল বংশীয় জহীর-উদ্দীন্ মহম্মদ্ বাবর বাদ্শাহ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম্ লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিলে বহু সম্ভ্রান্ত আফগান গৌড়রাজ্যে আসিয়া নস্রৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৩৫]। বাঙ্গালা দেশ হইতে আফগানগণ, সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা, সুলতান মহমুদ্ লোদীকে রাজপদে বরণ করিয়া মোঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। বাবর সে সময়ে জৌনপুর প্রদেশ অধিকারে ব্যস্ত ছিলেন, সুলতান মহমুদ্ অবসর বুঝিয়া লক্ষাধিক সেনা সংগ্রহ করিয়া চুণারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে, নসরৎ শাহের আদেশে গৌড়ীয় সেনাপতি কুতব্ খাঁ বহরাইচ্ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার সহিত

(১৩১) James Burgess's Chronology of India, Edinburgh, 1913, p. 19

(১৩২) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৩।

(১৩৩) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II pt. II, pp. 176-78 Nos. 202, 204-07, 213, 215.

(১৩৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ পৃঃ ১৩৪।

(১৩৫) তদেব, পৃঃ ১৩৫।

মোঙ্গোলসেনার বহুবার যুদ্ধ হইয়াছিল[১৩৬]। অবশেষে বাবরের সেনাপতিগণ জৌনপুর প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ শাহ চুণারাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া বাবর বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সুলতান মহম্মদ্ লোদীর সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল[১৩৭]। পরে বাবর বাঙ্গালা রাজ্য জয় করিতে যাত্রা করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া নসরৎ শাহ দূতসহ বহুমূল্য উৎকৃষ্ট উপহার প্রেরণ করিয়া সন্ধি করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন[১৩৮]। সন্ধি স্থাপিত হইবার পূর্বে বাবর তীরভুক্তি অধিকার করিয়া গঙ্গা ও গণ্ডকীর সঙ্গমস্থলে আফগানদিগকে পরাজিত করিলেন[১৩৯]। বাবর এই সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, বঙ্গরাজ্য হইতে আফগান সেনা লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিয়াছে। তিনি নসরৎ শাহের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া জৌনপুরের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন[১৪০]। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে মুনের নগরে এই সন্ধিস্থাপিত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, গৌড়ের সুলতান আর কখনও সুলতান মহম্মদ্ লোদীকে কোনও রূপ সাহায্য করিবেন না[১৪১]। ফরীদ-উদ্দীন্ শের খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায়, সুলতান মহম্মদ্ লোদী লক্ষ্ণৌর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন[১৪২]। তিনি পাটনা প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শের শাহের রাজ্যের প্রথম ভাগে ৯৪৯ হিজরায় (১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[১৪৩]।

বদাওনী ও রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে ৯৩৭ হিজরায় (১৫৩০ খৃষ্টাব্দে) সুলতান জহীরু-উদ্দীন্ মহম্মদ্ বাবর বাদশাহের মৃত্যু হইয়াছিল[১৪৪]। তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে বাঙ্গালার সুলতান নসরৎ শাহের উল্লেখ করিয়াছেন[১৪৫]। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে নসরৎ শাহ শুনিতে পাইলেন যে, দিল্লীর বাদশাহ বাংলাদেশ জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া নসরৎ শাহ খোজা মালিক্ মর্জানকে গুজরাটের

---

(১৩৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৪।

(১৩৭) Elphinstones's History of India, 9th Edition. p 425

(১৩৮) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৫।

(১৩৯) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫১।

(১৪০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৫।

(১৪১) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫১।

(১৪২) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 349.

(১৪৩) Ibid, p. 350.

(১৪৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৬।

(১৪৫) Talbot's Memoirs of Babar, London, 1909, pp. 189-90.

সুলতান বহাদর শাহের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। মালিক্ মর্জান মাণ্ডূনগরে সুলতান বহাদর শাহের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এবং তথায় সুলতান বহাদর শাহ তাঁহাকে একটি খিলাত দিয়াছিলেন[১৪৬]।

আসামরাজ স্থহুঙ্গ মুঙ্গের রাজ্যকালে[১৪৭] ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় মুসলমানগণ আহমুরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন[১৪৮]। বুরঞ্জীসমূহপ্রদত্ত তারিখ সত্য হইলে সুলতান নাসিরু-উদ্দীন্ নসরৎ শাহের রাজ্যকালে আহমুরাজ্য গৌড়ীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। স্যর এড্ওয়ার্ড গেটের মতানুসারে, রিয়াজু-উস্-সালাতীনে হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে গৌড়ীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আহমুরাজ্য আক্রমণের যে বিবরণ প্রদত্ত আছে, সেই আক্রমণ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল[১৪৯]। কিন্তু ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং স্যর এড্ওয়ার্ড গেটের অনুমান সত্য হইতে পারে না। বুরঞ্জীসমূহ অনুসারে মুসলমান সেনাপতির নাম "বড় উজীর"। আহমুসেনা মুসলমানদিগের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহারা বুঝাই নদীর তীর পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চল্লিশটি অশ্ব এবং কুড়ি হইতে চল্লিশটি কামান অধিকার করিয়াছিল। আহমুসেনার বিজয়ের সংবাদ পাইয়া স্থহুঙ্গ মুঙ্গ সলা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং দুইমুনিশিলা অধিকার করিতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুরাই নদীর সঙ্গমস্থলে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ফুলবাড়ীতে সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পরে স্থহুঙ্গ মুঙ্গ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে স্থহুঙ্গ মুঙ্গ পুনরায় সলায় আসিয়াছিলেন এবং কলঙ্গ ও ভরালি নদীতীর অবলম্বন করিয়া গৌড়েশ্বরের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উভয় সেনাদল যে সমস্ত বাঙ্গালী প্রজা বন্দী করিয়া আনিয়াছিল সেই সমস্ত বন্দী ও লুণ্ঠন লব্ধ অর্থ আহমুরাজকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পরে নারায়ণপুরে সেনানিবাস স্থাপন করিয়া সুহুঙ্গ মুঙ্গ ডিহিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১৫০]।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশখানি জাহাজ লইয়া গৌড়ীয় মুসলমান সেনা পুনর্ব্বার আহমুরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তেমানি নামক স্থানে নৌ-যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমান সেনাপতি জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিয়াছিলেন। আহমুগণ সলা ও সিঙ্গিরিতে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিল। সিরিঙ্গতে আহমু সেনাপতি

(১৪৬) রিয়াজু-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৬।

(১৪৭) Gait's History of Assam, p. 83.

(১৪৮) Ibid, p. 87.

(১৪৯) Ibid. note.

(১৫০) Ibid, pp. 87-88.

বরপাত্র গোহাই পুনর্ব্বার মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আহমুগণ মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া খাগারিজান (বর্ত্তমান নওগাঁ) পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। এই যুদ্ধে মুসলমান সেনাপতি বিৎ মালিক্ নিহত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চাশটি অশ্ব এবং বহু কামান ও বন্দুক আহমুগণের হস্তগত হইয়াছিল[১৫১]।

১৫৩২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তর্বক্ নামক একজন মুসলমান সেনাপতি ত্রিশটি হস্তী, সহস্র অশ্ব এবং বহু কামান ও পদাতিক লইয়া আহমুরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সিঙ্গিরির আহমু-সেনানিবাসের নিকট স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। সুহুঙ্গ মুঙ্গ স্বীয় পুত্র সুক্লেনকে সিঙ্গিরিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং সলায় গমন করিয়াছিলেন। খণ্ডযুদ্ধে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া সুক্লেন জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে সুক্লেন পরাজিত ও আহত হইয়াছিলেন এবং আটজন আহমু সেনাপতি নিহত হইয়াছিল। পরাজিত আহমুসেনা সিঙ্গিরি পরিত্যাগ করিয়া সলার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং বরপাত্র গোহাই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান সেনা কোলিয়াবারে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া শরৎকালে ঘিলাধারি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। শীতের প্রারম্ভে সুক্লেন সুস্থ হইয়া প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সলায় আসিয়াছিলেন। মুসলমান সেনা সলা-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। দুর্গ আক্রান্ত হইলে আহমুগণ দুর্গপ্রাকার হইতে মুসলমান সেনার উপরে উষ্ণ জল ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। আহমুগণ একবার দুর্গের বাহিরে আসিয়া মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, মুসলমান সেনার অশ্বারোহীগণ পরাজিত হইলে কামানের বলে মুসলমানগণ আহমুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৫২]।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মুসলমান নৌবহর আহমুগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। মুসলমান সেনাপতি বঙ্গাল ও তাজু (? তাজ্-উদ্দীন্) নিহত হইয়াছিলেন। বাইশখানি জাহাজ এবং বহু কামান মুসলমান সেনার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পরাজিত তর্ব্বক হোসেন খাঁর সাহায্যে ডিক্রাই নদীর মুখে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আহমুসেনা নদীর পরপারে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। কয়েক মাস নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আহমুগণ মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছিল। ভরালি নদীর নিকটে শেষ যুদ্ধ হইয়াছিল; মুসলমান সেনার কতকগুলি হস্তী গভীরপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছিল এবং সেইজন্য মুসলমান সৈন্য-বিন্যাস বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। এই যুদ্ধে তর্ব্বক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। আহমু সেনাপতি করতোয়া

(১৫১) Gait's History of Assam, pp. 89-90.

(১৫২) Ibid, p. 90.

তীর পর্য্যন্ত পরাজিত মুসলমানগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন এবং করশোয়া তীরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে আহম্ সেনাপতি গৌড়ে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর আহম্‌রাজের জন্য রাজবংশজাতা একটি কন্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই কারণে স্যর এড্‌ওয়ার্ড গেট অনুমান করিয়াছেন যে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক শেষোক্ত আহম্‌রাজ্য আক্রমণ গৌড়েশ্বরের আদেশে হয় নাই, গৌড় রাজ্যের কোন প্রধান স্বেচ্ছায় আসাম আক্রমণ করিয়াছিল[১৫৩]। পরাজিত হইয়া মুসলমান সেনা যখন পলায়ন করিতেছিল, তখন হোসেন্ খাঁ ধৃত ও নিহত হইয়াছিলেন। অষ্টাবিংশতিটি হস্তী, সার্দ্ধ অষ্টশত অশ্ব এবং কামান ও বন্দুক আহম্‌গণের হস্তগত হইয়াছিল। তর্ব্বকের মস্তক চরাইদেও পর্ব্বতশীর্ষে সমাহিত হইয়াছিল[১৫৪]।

নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচারী ছিলেন। তিনি একদিন গৌড়ে আক্‌নকা বা একলাখা নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার পিতার সমাধি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গী জনৈক খোজা বিশেষ অপরাধ করায় নসরৎ শাহ তাহার শাস্তিবিধান করিয়াছিলেন। সেই খোজা ক্রুদ্ধ হইয়া নসরৎ শাহ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অন্যান্য খোজাগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে নসরৎ শাহ ষোড়শ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন এবং ৯৪৩ হিজরায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[১৫৫]। কিন্তু রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ প্রদত্ত তারিখ সত্য হইতে পারে না, কারণ নসরৎ শাহের পুত্র ৯৩৯ হিজরায় (১৫৩২ খৃষ্টাব্দে) নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[১৫৬] এবং উক্তবর্ষে উৎকীর্ণ কালনায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে তাঁহার নাম আছে[১৫৭]।

নাসির্-উদ্দীন্-নসরৎ শাহের রাজ্যকালে নির্ম্মিত অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ৯৩০ হিজরায় বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগরে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু প্রাচীর ও খিলানগুলি বর্ত্তমান আছে[১৫৮]। উক্তবর্ষে রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মসজিদ্ অল্পদিন পূর্ব্বে

---

(১৫৩) Gait's History of Assam, p, 91.

(১৫৪) Ibid. p. 82

(১৫৫ রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৬।

(১৫৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 17-. Nos. 220-21.

(১৫৭ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt. I, p. 332.

১৫৮) Ibid, Vol XLII, 1873 pt. I, p. 296.

গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছে[১৫৯]। ৯৩১ হিজরায় শেখ্ আখি সিরাজ্ উদ্দীনের সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬০]। ৯৩২ হিজরায় গৌড়ের প্রসিদ্ধ বারদুয়ারী বা সোণা মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬১]। ৯৩৬ হিজরায় সপ্তগ্রামে শেখ্ জমাল্-উদ্দীন্ আমলী একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই মসজিদের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে[১৬২]। ইহার দুই এক বৎসর পরে উক্ত মসজিদের পার্শ্বে জমাল্-উদ্দীন্ আমলীর সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৯৩৭ হিজরায় মহম্মদের পদচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা কদম্-রসুল বা কদম্-শরীফ্ নামে পরিচিত[১৬৩]। নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহ বহু অর্থব্যয় করিয়া গৌড়ে তাঁহার পিতার সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই সমাধি বিদ্যমান ছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন ইহা দর্শন করিয়াছিলেন, তখন ইহা বাদশাহ-কা-কবর নামে পরিচিত ছিল। ইহার তোরণ প্রস্তর নির্ম্মিত এবং দ্বারের চারিদিকে নীল ও শ্বেতবর্ণ চীনামাটির টালি দিয়া আচ্ছন্ন ছিল। চারিকোণে চারিটি মিনার ছিল, প্রত্যেক মিনারে এক একটি প্রস্তরময় পদ্ম ছিল এবং বৃক্ষ, লতা ও পুষ্পাদির চিত্রে শোভিত ছিল। গৃহের অভ্যন্তরে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ ও তদ্বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণের সমাধি ছিল। ইহার অভ্যন্তরভাগ শ্বেত ও নীলবর্ণের চীনাটালি দিয়া আবৃত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট আছে। ক্রেটন এই সমাধি দর্শন করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন[১৬৪]।

নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহের রাজ্যকালের বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড়ের অন্যতম প্রধান তোরণ দাখিল দরওয়াজা বা দখল দরওয়াজার নিকটে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯২৬ হিজরায় (১৫১৯-২০ খৃষ্টাব্দে) নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহ কর্ত্তৃক একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই শিলালিপি এককালে দখল দরওয়াজায় সংলগ্ন ছিল এবং উক্ত প্রসিদ্ধ তোরণ নসরৎ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬৫]।

(১৫৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXXIII, 1904, pt. I, pp. 108-13.

(১৬০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৬; Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 8, pt. 2.

(১৬১) Ibid, p. 54, pls. 5-7.

(১৬২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXIX, 1870, p. 297.

(১৬৩) Ravenshaw's Gaur, its Ruins and Inscriptions, p. 20, pt. 12.

(১৬৪) Creighton's Ruins of Gour, pt. VIII.

(১৬৫) Epigraphia Indo-Moslemica, 1911-12, pp. 5-7, pt. XXI.

সুবর্ণগ্রামে সাদীপুরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯২৯ হিজরায় (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে) নসরৎ শাহের রাজ্যকালে মুখতার-উল্-মজলিস্ উপাধিধারী আইন-উদ্দীনের পুত্র, সরওয়ারের পৌত্র, প্রধান ব্যবহারজীবী, হাদীগণের শিক্ষক, মালিক্-উল্-উমরা-ওয়াল্-উজ্‌রা, তকী-উদ্দীন্ বার্ মালিক্-উল্-মজ্‌লিস কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬৬]। মঙ্গলকোটে, বড়বাজার নূতন হাটের মসজিদ্ ৯৩০ হিজরায় (১৫২৪ খৃষ্টাব্দে) মুরাদ্ হয়দর্ খাঁর পুত্র খাঁ মিয়া মুয়জ্জম্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬৭]। মালদহে মোল্লনাতলীতে সুলতান শাহাব্-উদ্দীনের কবরের উপরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে খাঁ মুয়জ্জম্ ফতে খাঁ উক্তবর্ষে একটি মসজিদের তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৬৮]। রাজশাহী জেলায় বাঘাগ্রামে অবস্থিত এ টি মসজিদের শিলালিপি অনুসারে নসরৎ শাহের রাজ্যকালে, ৯৩০ হিজরায় উক্ত মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৬৯]। ৯৩১ হিজরায় গৌড়ে নসরৎ শাহ কর্ত্তৃক শেখ্ আখি সিরাজ্-উদ্দীনের সমাধির তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৭০]। ৯৩২ হিজরায় (১৫২৬ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ের প্রসিদ্ধ বারদুয়ারী বা সোণা মসজিদ্ নির্ম্মিত হইযাছিল[১৭১]। গৌড় হইতে একখানি শিলালিপি শ্রীরামপুরে আনীত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। তদনুসারে ৯৩৩ হিজরায় (১৫২৭ খৃষ্টাব্দে) নসরৎ শাহের রাজ্যকালে মজলিস্-সাদ্ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭২]। যুক্ত-প্রদেশে আজমগড় জেলায় সিকন্দর-পুর গ্রামে সরযূনদীর পূর্ব্বপারে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, ৯৩৩ হিজরার রজব মাসের সপ্তবিংশ দিবসে (২৮শে এপ্রিল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে) খরীদ্ গিরিসঙ্কটের সরলস্কর্, উলুগ্ খাঁ কর্ত্তৃক একটি মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৭৩]। মালদহে লঙ্কাপতি শাহ নামক পীরের কবরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯৩৫ হিজরায় (১৫২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে) নসরৎ শাহের রাজ্যকালে মজলিস্ করার পুত্র খাঁ মুয়জ্জম্ খালফ্ খাঁ একটি জামী মসজিদের তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭৪]। সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষ

---

(১৬৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt I, pp. 337-38.

(১৬৭) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt I, p. 296.

১৬৮) Ibid, Vol XLIII, 1874, pt. I, p. 307.

(১৬৯) Ibid, Vol. LXXIII, 1904, pt. I, p. 111

(১৭০) অপ্রকাশিত।

(১৭১) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 15.

(১৭২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p 307.

(১৭৩) Ibid, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 296.

(১৭৪) Ibid, Vol. XLIII, 1874, pt. I, pp. 307-8.

মধ্যে ত্রিশবিঘাগ্রামে একটি মসজিদে সংলগ্ন শিলালিপি অনুসারে ৯৩৬ হিজরায় রমজান মাসে (মে মাস ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে) আমুল্‌বাসী শেখ্ ফথ্‌র-উদ্দীনের পুত্র সৈয়দ্ জমাল্-উদ্দীন্ উক্ত মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭৫]। উক্তস্থানে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি অনুসারে উক্তবর্ষে জমাল্-উদ্দীন্ আর একটি জামী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭৬]।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মুর্শীদাবাদ শহরে ত্রিপোলিয়া দরওয়াজার উপরে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তদনুসারে নসরৎ শাহ ৯৩৬ হিজরায় একটি তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭৭]। গৌড়ের প্রসিদ্ধ কদম্-রসুল্ মন্দিরের বেদী নসরৎ শাহ কর্ত্তৃক ৯৩৭ হিজরায় (১৫৩০ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৭৮]। মালদহে চালসাপড়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯৩৮ হিজরায় (১৫৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে) নসরৎ শাহ একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন[১৭৯]। মালদহ জেলায় কালিন্দীনদীর উত্তরতীরে সোলপুর নাগরাই গ্রামে শেখ্ নূর কুতব্-উল্-আলমের চিল্লাখানা বা উপাসনা-গৃহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে তারিখ নাই এবং ইহা অনুসারে নসরৎ শাহের রাজ্যকালে মজলিস্ সিরাজ্ একটি জামী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৮০]। নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা নসরতাবাদ[১৮১], ফতেহাবাদ[১৮২] (ফরিদপুর), হোসেনাবাদ[১৮৩] (সপ্তগ্রাম), খলিফতাবাদ[১৮৪] (দক্ষিণ জশোর) মহম্মদাবাদ[১৮৫] উত্তর জশোর) ও টাঁকশাল[১৮৬] হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। খলিফতাবাদে নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা ৮২২ হিজরায় মুদ্রিত

---

(১৭৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XXXIX, 1870, p. 297.

(১৭৬) Ibid, p. 228.

(১৭৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XIII.

(১৭৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol XLI, 1872, pt. I, p. 338.

(১৭৯) Ibid, Vol. XLIII, 1874, pt. I, p. 308.

(১৮০) Ibid

(১৮১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 177, Nos. 208-10.

(১৮২) Ibid, p 176. No, 202.

(১৮৩) Ibid pp. 177-78, Nos. 206-7, 213.

(১৮৪) Ibid, pp. 177-78, Nos. 211-12.

(১৮৫) Ibid. p. 178, Nos. 216-18.

(১৮৬) Ibid, pp. 177-78. Nos. 204, 215.

হইয়াছিল। সুতরাং ইহা স্থির যে নস্‌রৎ শাহ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

নস্‌রৎ শাহের আদেশে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে—

"নস্‌রত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান[১৮৭]॥"

হোসেন্ শাহের সেনাপতি পরাগল্ খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন[১৮৮]। সম্ভবতঃ নস্‌রৎ শাহের রাজ্যকালের প্রারম্ভে এই অনুবাদ আরব্ধ হইয়াছিল।

নস্‌রৎ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আলা-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ গৌড়-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্ সালাতীন্ অনুসারে তিনি মাত্র তিনমাস কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন[১৮৯]। আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের অপর পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালের একখানি মাত্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় কালনার শাহ মজলিসের আস্তানার নিকটে একটি পুরাতন মসজিদে এই শিলালিপিখানি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তদনুসারে ৯৩৯ হিজরায় রমজান মাসের প্রথম দিবসে (২৭শে মার্চ্চ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) উলুগ্ মসনদ্ খাঁ মালিক্ কর্ত্তৃক এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৯০]। আলা-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের নামাঙ্কিত কতিপয় রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সমস্ত মুদ্রা ৯৩৯ হিজরায়[১৯১] এবং একটি হোসেনাবাদ[১৯২] হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম। তিনি নস্‌রৎ শাহ কর্ত্তৃক আমীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন[১৯৩]। তিনি নস্‌রৎ শাহের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, কারণ ৯৩৩ ও ৯৩৮ হিজরায় মুদ্রিত তাঁহার নামাঙ্কিত

(১৮৭) Dinesh Chandra Sen's History of the Bengali Language and Literature, p. 202.

(১৮৮) Ibid, p. 204.

(১৮৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৭।

(১৯০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLI, 1872, pt. I, p. 332.

(১৯১) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, p. 179, Nos. 220-21.

(১৯২) Ibid, Nos. 220.

(১৯৩) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৭।

রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৯৪]। এই সমস্ত মুদ্রায় টাঁকশালের নাম পড়িতে পারা যায় নাই, সুতরাং নসরৎ শাহের রাজ্যকালে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ বাঙ্গালাদেশের কোন অংশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার ভগিনীপতি মখদুম্ তীরভুক্তিতে বিদ্রোহী হইযাছিলেন[১৯৫]। আব্বাস্ খাঁ সরওয়ানী রচিত তারিখ্-ই-শেরশাহী অনুসারে শের খাঁ দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া বিহার প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত গৌড়রাজের ভৃত্য হাজীপুরের সর্লস্কর্, মখদুম্ আলমের বন্ধুত্ব হইয়াছিল[১৯৬]। কোনও কারণে গৌড়রাজ মখদুম্ আলমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহম্মদ্ শাহ মুঙ্গেরের সর্লস্কর্, কুতব্ খাঁকে মখদুম্ আলমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন[১৯৭]। তারিখ্-ই-শেরশাহী অনুসারে মহম্মদ্ শাহ বিহার বা মগধ প্রদেশ আফগানদিগের নিকট হইতে জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিলে[১৯৮]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ ও তারিখ্-ই-শেরশাহী অনুসারে শের খাঁ মহম্মদ্ শাহের সহিত মখদুম্ আলমের সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন[১৯৯]। সন্ধি স্থাপিত না হওয়ায় কুতব্ খাঁর সহিত শের খাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে কুতব্ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুতব্ খাঁ পরাজিত হইলে মখদুম্ আলম্ গৌড়রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মহম্মদ্ শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন[২০০]। তারিখ্-ই-শেরশাহী অনুসারে বাঙ্গালার সুলতান নসীব্ শাহ বা নসরৎ শাহের মৃত্যুর পরে গৌড়রাজ্যের প্রধানগণ সুলতান মহম্মদ্ শাহকে গৌড়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ শাহ রাজ্য-শাসন করিতে অপারগ হইলে গৌড়রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে শের খাঁ গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শের খাঁ এই সময়ে মগধের অধিপতি জলাল্ খাঁ লোহানীর অনুচররূপে পরিগণিত ছিলেন এবং মহম্মদ্ শাহের সেনা তখন মখদুম্ আলম্‌কে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন লোহানীগণের প্রতিকুলাচরণের জন্য শের খাঁ স্বয়ং তাঁহার সাহায্যার্থে গমন করিতে পারেন নাই। শের খাঁর আদেশে তাঁহার অনুচর মিয়াঁ হসন্ খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জয়লাভ করিলে পুনরায় ফিরাইয়া পাইবেন এই সর্ত্তে মখদুম্ আলম্ তাঁহার সমস্ত

(১৯৪) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol II, pt. II, 179. No. 222-23.

(১৯৫) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৮।

(১৯৬) Elliot's History of India, Vol. IV, pp. 332-33.

(১৯৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৮।

(১৯৮) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 333.

(১৯৯) Ibid ; রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৮।

(২০০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৮।

ধনসম্পত্তি শের খাঁকে প্রদান করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরের সেনাপতির সহিত যুদ্ধে মখদুম্ আলম্ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, মিয়াঁ হসন্ খাঁ অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং শের খাঁ মখদুম্ আলমের সমস্ত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন[২০১]।

শের খাঁ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে বিহারের অধীশ্বর জলাল্ খাঁ লোহানী তাঁহাকে দমন করিবার জন্য গৌড়েশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ জলাল্ খাঁ লোহানীর সহিত কুতব্ খাঁর পুত্র ইব্রাহিম্ খাঁর অধীনে বহু সেনা, হস্তী ও কামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। শের খাঁ কালবিলম্ব না করিয়া গৌড়রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে মৃন্ময় প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ইব্রাহিম্ খাঁ, শের খাঁর স্কন্ধাবার বেষ্টন করিয়া চারিদিকে তোপ স্থাপন করিলেন এবং সেনা প্রেরণ করিবার জন্য গৌড়েশ্বরকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎকাল মৃন্ময়-প্রাচীরবেষ্টিত-স্কন্ধাবার হইতে যুদ্ধ করিয়া শের খাঁ দূতমুখে ইব্রাহিম্ খাঁকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি পরদিন প্রভাতে স্কন্ধাবার হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। রাত্রিশেষে শের খাঁ সুশিক্ষিত অল্পসংখ্যক সেনা স্কন্ধাবারে রাখিয়া অবশিষ্ট সেনার সহিত উচ্চভূমির অন্তরালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় সেনা আসিলে শের খাঁ অশ্বারোহী সেনা একবার শর নিক্ষেপ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। আফগানগণ পলায়ন করিতেছে ভাবিয়া গৌড়ীয় অশ্বারোহীদল তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তখন শের খাঁ লুক্কায়িত সেনাদল লইয়া গৌড়ীয় সেনা আক্রমণ করিলেন। গৌড়ীয় সেনা রণে ভঙ্গ না দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল; ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং ইব্রাহিম্ খাঁ নিহত হইলেন। সেনাপতি নিহত হইলে গৌড়ীয় সেনা পরাজিত হইল এবং গৌড়েশ্বরের কোষাগার, সমস্ত হস্তী ও তোপ শের খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল[২০২]।

ইহার পরে শের খাঁ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া শিক্রিগলি বা মণ্ডলার গিরিপথের সীমা পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গৌড়রাজ্যের প্রধানগণ একমাস কাল শিক্রিগলির গিরিপথ রক্ষা করিয়া অবশেষে পরাজিত হইয়াছিলেন[২০৩]। ৯৪৩ হিজরায় (১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) শের খাঁ শিক্রিগলির গিরিপথ অধিকার করিয়াছিলেন। শিক্রিগলি অধিকৃত হইলে শের খাঁ তাঁহার পুত্র জলাল্ খাঁ, সেনাপতি খাওয়াস্ খাঁ এবং অন্যান্য আফগান প্রধানগণকে গৌড়রাজ্য বিজয় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন[২০৪]। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ তাহাদিগের গতিরোধ করিবার

(২০১) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 334.

(২০২) Ibid. pp. 338-39.

(২০৩) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৯।

(২০৪) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 356.

চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পরাজিত হইয়া প্রাকার ও পরিখাবেষ্টিত গৌড়নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[২০৫]। আফগান সেনা গৌড়নগর অবরোধ করিয়া গৌড়রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ অধিকার করিয়াছিল[২০৬]। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহ উপায়ান্তর না দেখিয়া দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিয়া বাদশাহ হুমায়ূনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন[২০৭]।

১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা নুনো ডা কুন্হা (Nuno da Cunha) পাঁচখানি জাহাজে দুইশত পর্ত্তুগীজ সেনা মার্টিন্ আফন্সো দে মেলো জুসার্ত্তের (Martin Affonso de Mello Jusarte) অধীনে চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দে মেলো জুসার্ত্তে কয়েকজন অনুচরকে বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত গৌড়ে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহমূদ্ শাহ পর্ত্তুগীজ দূতগণকে কারারুদ্ধ করিয়া চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজ সেনাপতিকে বন্দী করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে দে মেলো জুসার্ত্তে ত্রিশজন অনুচরের সহিত ধৃত হইয়া গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আফগানগণের সহিত যুদ্ধে এই সমস্ত পর্ত্তুগীজ বন্দী গিয়াস-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহকে সাহায্য করিয়াছিল। এই সহায়তার জন্য পর্ত্তুগীজ বন্দিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন[২০৮]। খোজা শাহাব্-উদ্দীন্ নামক একজন মুসলমান বণিক পারস্যদেশে নীত হইবার অঙ্গীকারে গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। দে মেলো জুসার্ত্তে প্রথমে গৌড়ে বন্দী ছিলেন। পরে, পর্ত্তুগীজগণ চট্টগ্রামে দুর্গ-নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে নুনো ডা কুন্হা তাঁহাকে দ্বিতীয়বার গৌড়রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার বন্দী হইলে নুনো ডা কুন্হা তাঁহার সাহায্যার্থে নয়খানি জাহাজে আণ্টনিও ডা সিল্ভা মেনেজেসের অধীনে সার্দ্ধ তিনশত পর্ত্তুগীজ সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেনেজেস্ চট্টগ্রামে আসিয়া খোজা শাহাব্-উদ্দীনের একখানি জাহাজ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে জুসার্ত্তে ও তাঁহার সঙ্গিগণের মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমূদ্ শাহকে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত মেনেজেস্ গৌড়রাজের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় মেনেজেস্ চট্টগ্রাম বন্দর এবং সমুদ্র তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ দাহ করিয়া-

(২০৫) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৯।

(২০৬) Elliot's History of India, Vol. IV, pp 356-57.

(২০৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৯।

(২০৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIII, 1873, pt. I, p. 298.

২০৯) F. C. Danvers, The Portuguese in India, Vol. I, pp. 422-23.

ছিলেন। ইহার পরেই গৌড়েশ্বরের পত্র আসিয়াছিল কিন্তু মেনেজেসের অত্যাচারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহমুদ্ শাহ পর্তুগীজ বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করেন নাই। এই ঘটনার পরে, শের খাঁ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে পর্তুগীজ বন্দিগণের সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ মহমুদ্ শাহ তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন।

শের খাঁ গৌড়নগর অবরোধ করিলে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ পর্তুগীজ বন্দিগণের দ্বারা গোয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৯৪৪ হিজরায়[২১০] (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে) খাঁ-ই-খানান্ ইউসফ্‌খেলের অনুরোধে শের খাঁকে দমন করিবার জন্য এবং গৌড়েশ্বরের সাহায্যার্থ হুমায়ুন সসৈন্য বিহারাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[২১১]। তিনি জোনপুর হইতে অগ্রসর হইয়া মোঙ্গোল আমীরগণের অনুরোধে প্রথমে চুণার বা চরণাদ্রিদুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন[২১২]। শের খাঁ চুণারদুর্গ রক্ষার জন্য গাজী খাঁ সুর ও বুলাকী খাঁকে[২১৩] রাখিয়া স্বয়ং ঝাড়খণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং কৌশলে রোহতাশ্ বা রোহিতাশ্ব দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন[২১৪]। হুমায়ুন ছয় মাস কাল চুণারদুর্গ অবরোধ করিয়া অবশেষে উহা অধিকার করিয়াছিলেন। চুণারদুর্গ পতনের সংবাদ পাইয়া শের খাঁ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সেনাপতি খাওয়াস্ খাঁ গৌড়নগরের পরিখায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে শের খাঁ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খাঁকে খাওয়াস্ খাঁ উপাধি দিয়া গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন[২১৫]। দ্বিতীয় খাওয়াস্ খাঁর যত্নে ৯৪৪ হিজরার জিলকাদা মাসের ষষ্ঠ দিবসে (৬ই এপ্রিল ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে) গৌড়নগর অধিকৃত হইয়াছিল[২১৬]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গৌড়নগরে খাদ্যাভাব হইলে আফগানগণ দুর্গ অধিকার করিতে পারিয়াছিল। মহমুদ্ শাহের পুত্রগণ শের খাঁর পুত্র জলাল্ খাঁ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন ও সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ দক্ষিণবঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন। শের খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে মহমুদ্ শাহ যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হইয়াছিলেন[২১৭]। চুণারদুর্গ অধিকার করিয়া হুমায়ুন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলে শের খাঁ

---

(২১০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৯।

(২১১) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 357.

(২১২) Ibid.

(২১৩) Ibid.

(২১৪) Ibid, pp. 357-58.

(২১৫) Ibid, p. 359.

(২১৬) Ibid, p. 360 ; রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৩৯-৪০।

(২১৭) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪০।

সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বাদশাহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ও দূতমুখে তাঁহাকে শের খাঁর বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মহমুদ্ শাহ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, গৌড়নগর শের খাঁর অধিকারভুক্ত হইলেও গৌড়রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত আছে এবং বাদশাহ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন[২১৮]। হুমায়ুন মহমুদ্ শাহের অনুরোধানুসারে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। খাঁ-ই-খানান্ ইউসফ্খেল তখন ঝাড়খণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বাদশাহ স্বয়ং গৌড়ে যাত্রা করিলেন। হুমায়ুনের আগমন সংবাদ পাইয়া শের খাঁ রোহতাসে পলায়ন করিলেন। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে মুনেরে হুমায়ুনের সহিত গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু হুমায়ুন গৌড়েশ্বরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই[২১৯]। মহমুদ্ শাহ শের শাহের সহিত গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[২২০]। মণ্ডলার গিরিপথে জলাল্ খাঁ ও খাওয়াস্ খাঁ একমাস কাল হুমায়ুনের সেনার গতিরোধ করিয়াছিলেন[২২১]। মণ্ডলা বা শিক্রিগলি অধিকৃত হইলে হুমায়ুন পুনরায় গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে ভাগপুরের নিকট কহলগাঁও গ্রামে হতভাগ্য সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ শুনিতে পাইলেন যে, শের খাঁর পুত্র জলাল্ খাঁর আদেশে তাঁহার বন্দী পুত্রদ্বয় গৌড়ে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ শোকে ও দুঃখে ৯৪৫ হিজরায় (১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে) কহলগাঁওতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন[২২২]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ পাঁচ বৎসর কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

৯৪১ হিজরায় (১৫৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে) গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ গৌড়ে সাদ্-উল্লাপুরে একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[২২৩]। গোলাম হোসেন্ এই মসজিদ্ দর্শন করিয়াছিলেন[২২৪]। ইহা বর্ত্তমান সময়ে জান-জান মিয়াঁর মসজিদ্ নামে পরিচিত[২২৫]। শিলালিপি অনুসারে, এই মসজিদ্টি গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের রাজ্যকালে বিবি অলতী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(২১৮) Elliot's History of India, Vol, IV, pp. 362-63.
(২১৯) Ibid, p. 364.
(২২০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪১।
(২২১) Elliot's History of India, Vol. IV. p, 367,
(২২২) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪১-৪২।
(২২৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXIV, 1895, pt. I, p. 226.
(২২৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪০।
(২২৫) Ravensha's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 10.

মালদহের নিকটে শাহপুর গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ ৯৪৩ হিজরায় (১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে) একটি তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১২৬]। এই শিলালিপি অনুসারে মহমুদ্ শাহের অপর নাম "আব্দ্ শাহ" ও "আব্দ্-উল্ বদর্"। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে চারিখানি ইষ্টকের উপরে একটি আরবী লিপি আছে। কনিংহাম ইহাতে গিয়াস্-উদ্দীন্ আজম্ শাহের নাম পাঠ করিয়াছিলেন এবং অনুমান করিয়াছিলেন যে, গৌড়ে শেখ্ আখি সিরাজ্-উদ্দীনের সমাধিগাত্রে সংলগ্ন ছিল[২২৭]। এই কয়খণ্ড ইষ্টক কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে এবং ইহাতে গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের নাম আছে। ডু বারোস (Du Barros) রচিত ডা এসিয়া (Da Asia) অনুসারে গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা নুনো ডা কুনহা, মহমুদ্ শাহের সাহায্যার্থে পেরেজ দে সম্পয়োর (Perez de Sampayo) অধীনে নয়খানি জাহাজ বাঙ্গালাদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পয়ো বাঙ্গালাদেশে আসিয়া শুনিয়াছিলেন যে, গৌড়নগর শের খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ নিহত হইয়াছেন[২২৮]। মহমুদ্ শাহের মৃত্যুর পরে হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় নগর অধিকার করিয়াছিলেন। গৌড়ে তাঁহার নামে খোৎবা পঠিত হইয়াছিল এবং মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল[২২৯]। তিনমাস গৌড়ে বাস করিয়া হুমায়ুন বর্ষারম্ভে গৌড় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার গৌড়াভিযানের বিবরণ ও শের খাঁ কর্ত্তৃক পরাজয় কাহিনী একাদশ পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি রজতমুদ্রা হোসেনাবাদ[২৩০] (সপ্তগ্রাম) ও খলিফতাবাদ[২৩১] (দক্ষিণ জশোর) হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ ও তাঁহার বংশধরগণের রাজ্যকাল মুসলমান-যুগের ইতিহাসে গৌড়বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। এই যুগে বাঙ্গালার মুসলমান রাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। উত্তরে কামরূপ ও কামতাপুর, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বসীমা

(২২৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXIV 1895, pt. I. p. 214.

(২২৭) Cunningham's Reports of the Archaelogical Survey of India, Vol. XV p. 72.

(২২৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLII, 1873, pt. I, p. 299.

(২২৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪২।

(২৩০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II. pt. II, pp. 179-80 Nos, 224, 223,

(২৩১) Ibid, p. 180, No. 225.

পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী ও মোঙ্গোল-বংশীয় প্রথম সম্রাট বাবর বাঙ্গালায় সুলতানের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শের খাঁর ন্যায় রাষ্ট্রনীতি ও রণনীতিকুশল নেতা লাভ করিয়া উত্তর-ভারতে দুর্দ্দান্ত আফগান-জাতি দুর্জ্জেয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনায়াসে গৌড়ের প্রাচীন ও দিল্লীর নবীনরাজ্য অধিকার করিয়াছে। হুমায়ুনের আলস্যে উভয় রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল। হুমায়ুন যদি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া চুণারদুর্গ অধিকারের জন্য অযথা কালব্যয় না করিতেন অথবা বক্সারের যুদ্ধে শের খাঁর সহিত সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে মোঙ্গোল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অন্যরূপে লিখিত হইত। হোসেন্ শাহের বংশের রাজ্যকালে গৌড়ীয় চৈতন্যদেব যে নবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সেই নব-প্রচারিত ধর্ম্ম উত্তরাপথে ও দাক্ষিণাপথে গৌড়ীয় গোস্বামীগণকে পূজনীয় করিয়াছিল। চৈতন্যদেবের জীবনের ও গৌড়ীয় সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট (ঞ)

হোসেন্ শাহের বংশ

সৈয়দ্ আশ্‌রফ্

|

আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ

|

দানিয়াল — নাসির্-উদ্দীন্ নস্‌রৎ শাহ — গিয়াস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ

| (নাসির্-উদ্দীন্ নস্‌রৎ শাহ)

আলা-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহ

পরিশিষ্ট (ট)

তুজুক্-ই-বাবরী

বাবর্ তুর্কী ভাষায় রচিত আত্মজীবনীতে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এই সময়ে সৈয়দ্ সুলতান আলা-উদ্দীনের পুত্র নস্‌রৎ শাহ গৌড়দেশের রাজা, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে গৌড়সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালারাজ্যে উত্তরাধিকার প্রথানুসারে সিংহাসন লাভ বিরল। যে কেহ সিংহাসন অধিকার করিতে পারে, সেই দেশে সর্ব্বত্র রাজা বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। নস্‌রৎ শাহের পিতার রাজ্য-লাভের পূর্ব্বে একজন হাব্‌শী, রাজাকে হত্যা করিয়া গৌড়ের শাসন করিয়াছিল এবং সুলতান আলাউদ্দীন সেই হাব্‌শীকে হত্যা করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশে আর একটি নিয়ম আছে। কোনও রাজার পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত অপমানজনক, প্রত্যেক রাজাই কোষাগারে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকেন ইহা গৌড়রাজগণের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক। বাঙ্গালাদেশের আর একটি নিয়ম আছে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের বা প্রত্যেক পদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক একটি ভূখণ্ডের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজার নিজের ব্যয়, মন্দুরা অথবা কোষাগারের ব্যয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্য

শকাব্দ ১৪০৭—৫৫, খৃষ্টাব্দ ১৪৮৫—১৫৩৪

চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস—জাজপুর—শ্রীহট্ট-জয়পুর—জগন্নাথমিশ্রের নবদ্বীপে আগমন—নবদ্বীপের অবস্থা—বিশ্বম্ভরের জন্ম—শৈশব—শিক্ষা—সুদর্শন পণ্ডিত—গঙ্গাদাস পণ্ডিত—প্রথম বিবাহ—পূর্ব্ববঙ্গে গমন—লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু—দ্বিতীয় বিবাহ—গয়াযাত্রা - ঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ—মন্ত্রগ্রহণ—প্রত্যাবর্ত্তন—অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ—জগাই ও মাধাই—গৃহত্যাগ—কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা—শান্তিপুর—পুরুষোত্তম যাত্রা—উৎকলের পথে—গোবিন্দদাসের কড়চা—পুরুষোত্তম- প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ—তীর্থযাত্রা—রামানন্দ রায়—চুণ্ডিরাম তীর্থ—তীর্থরাম—কাঞ্চী—ত্রিচিহ্নপল্লী—তাঞ্জোর—রামেশ্বর—কাবেরী—ঈশ্বর ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ—পুণা—মুরারিগণের উদ্ধার—নারোজীর উদ্ধার—পঞ্চবটী—নর্ম্মদা—আহমেদাবাদ—বারমুখী বেশ্যার উদ্ধার—সোমনাথ—বরোদা—পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন—নব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে হোসেন্ শাহের মত হোসেন্ শাহের আদেশে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার—শেষ জীবন—মৃত্যু—সমাধি—নিত্যানন্দ—অদ্বৈতাচার্য্য—অদ্বৈতের জীবনী—রঘুনাথ দাস—হরিদাস—অন্যান্য পারিষদবর্গ—চৈতন্যের জীবনীসমূহ—নূতন বৈষ্ণব সাহিত্য—সমসাময়িক বৌদ্ধসংঘ।

ভারতীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভাগবত-সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। এবং গৌড়দেশে শ্রীচৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা নবীন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে এই নূতন সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ এই সম্প্রদায়ে সকল জাতির সমান অধিকার এবং দুর্ব্বোধ্য জটিল দার্শনিকতার অভাব। নবীন সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বম্ভর বা নিমাই বঙ্গদেশে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের পিতা জগন্নাথ মিশ্র পাশ্চাত্য বৈদিক-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উৎকলে জাজপুর নগরের অধিবাসী ছিলেন[১]। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজা ভ্রমরবর-উপাধিধারী কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বরদেবের ভয়ে উৎকলরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র শ্রীহট্টদেশে বড়গঙ্গা নামক স্থানে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে

(১) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৯৬।

জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টদেশে জয়পুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন[২]। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া অধ্যয়নের জন্য অথবা গঙ্গাতীরে বাসের জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে শ্রীহট্টদেশে অনাচার, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র ও তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জয়পুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন[৩]। চৈতন্যমঙ্গলের নদীয়াখণ্ড পাঠ করিয়া মনে হয় যে, জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল[৪]। কিন্তু স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষের মতানুসারে নবদ্বীপে আসিবার পরে জগন্নাথের বিবাহ হইয়াছিল[৫]।

বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যভাগবত অনুসারে চৈতন্যদেবের জন্ম-সময়ে নবদ্বীপনগর জ্ঞানগর্ব্বস্ফীত অধ্যাপকগণের আবাস ছিল, নানা দেশ হইতে লোকে নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতে যাইত এবং নবদ্বীপে পাঠ না করিলে বিদ্যার্থীগণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে মনে করিত না। নবদ্বীপের প্রতি ঘাটে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতে আসিত। সাধারণ লোকে মঙ্গলচণ্ডীর গীত এবং বিষহরী বা মনসার পূজায় বিশেষ অনুরক্ত ছিল। পুত্রকন্যার বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করিত। লোকে মদ্যমাংস উপচার দিয়া যক্ষপূজা অথবা বাশুলীপূজা করিত এবং বৈষ্ণবগণকে উপহাস করিত[৬]। নবদ্বীপ নগরের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন জগন্নাথ মিশ্র ও তাঁহার শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী-পূর্ণিমাতে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজ্যকালে চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছিল[৭]। তাঁহার জন্মসময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। চৈতন্য মাতার দশম গর্ভজাত, তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে জগন্নাথ মিশ্রের আটটি সন্তান শৈশবে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। নবম গর্ভের সন্তান বিশ্বরূপ ষোড়শ বর্ষ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য শৈশবে অত্যন্ত দুরন্তপ্রকৃতি ছিলেন; তাঁহার পিতৃদত্ত নাম

---

২) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী পৃঃ ৯।

৩) তদেব।

(৪) Dinesh Chandra Sen's History of the Bengali Language and Literature, p. 41৬.

(৫) শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ॥৵০।

(৬) বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১৭।

(৭) কৃষ্ণদাস-বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৯।

বিশ্বম্ভর, সন্তান বাঁচিত না বলিয়া কুলমহিলাগণ তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন এবং গৌরবর্ণের জন্য প্রতিবেশিগণ তাঁহার গৌর বা গৌরাঙ্গ নাম দিয়াছিল। নবম বর্ষ বয়সে বিশ্বম্ভরের উপনয়ন হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি সুদর্শন ও বিষ্ণু পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একাদশ বর্ষ বয়সে চৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। জগন্নাথ মিশ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশ্বম্ভরকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন[৮]। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশ্বম্ভর বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন[৯]। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিশ্বম্ভরের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস-রচিত চৈতন্যভাগবতানুসারে বিশ্বম্ভর পিতার জীবদ্দশায় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে গমন করিয়াছিলেন[১০]। পাঠদ্দশায় বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে দেখিয়া বিশ্বম্ভর মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[১১]। বিবাহের পরে বিশ্বম্ভর কিয়ৎকাল গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন ও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে বিশ্বম্ভর অর্থোপার্জ্জন করিতে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন[১২]। বিশ্বম্ভর বঙ্গদেশে পদ্মাবতী নদীতীরে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর শুনিলেন যে, সর্পদংশনে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে[১৩]। পত্নী বিয়োগের পরে বিশ্বম্ভর শচীদেবীর আদেশে সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[১৪]। কিয়ৎকাল নবদ্বীপে বাস করিয়া বিশ্বম্ভর পিতৃ-পিণ্ডদান করিবার জন্য গয়া যাত্রা করিয়াছিলেন[১৫]। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলানুসারে বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতনের উপাধি রাজপণ্ডিত[১৬]। কিন্তু তিনি কোন্ রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

বিশ্বম্ভর গয়ার পথে মন্দার পর্ব্বতে মধুসূদন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন[১৭]

---

(৮) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৫৫।

(৯) অমিয়নিমাই চরিত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪।

(১০) চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৫৫।

(১১) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৬৬।

(১২) চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৪৭।

(১৩) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৬৭।

(১৪) চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৫১।

(১৫ চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৩১।

(১৬) চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৫১।

(১৭) তদেব।

এবং পরে পুনঃপুনাতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন[১৮]। মন্দার ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত এবং পুনঃপুনা নদীর বর্ত্তমান নাম পুনপুন। গয়ার তীর্থযাত্রিগণ অনেকে এই নদীতীরে পিন্ডদান করিতে আসিয়া থাকেন। গয়ায় আসিয়া বিশ্বম্ভর ব্রহ্মকুন্ডে স্নান করিয়া প্রেতশিলা, রামগয়া, উত্তরমানস, দক্ষিণমানস ও বিষ্ণুপদে পিন্ডদান করিয়াছিলেন এবং ভীমগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া প্রভৃতি ষোড়শ গয়ায় যথারীতি পিতৃপিন্ড প্রদত্ত হইয়াছিল[১৯]। গয়ায় তাঁহার সহিত ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন[২০]। গয়ায় বিষ্ণুপাদ দর্শনে বিশ্বম্ভরের ভাবান্তর হইয়াছিল[২১]। তাঁহার সঙ্গিগণ বহুচেষ্টায় তাঁহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। লোচনদাস-রচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে বিশ্বম্ভর গয়া হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু পথ হইতে দৈববাণী শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন[২২]। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া অধ্যাপনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভরের সহিত শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈতাচার্য্যের পরিচয় হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ নামক একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপবাসিগণ ক্রমশঃ বিশ্বম্ভরকে শ্রীকৃষ্ণের ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নবদ্বীপ নগরের পথে দলে দলে ভক্তগণ নাম কীর্ত্তন করিত। এই সময়ে নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই নামক ব্রাহ্মণদ্বয় অত্যন্ত অত্যাচার করিত। ইহারা অর্থ দিয়া মুসলমান বিচারপতি অথবা শাসনকর্ত্তাকে বশ করিয়া নবদ্বীপে যথেচ্ছাচার করিত। জয়ানন্দ ইঁহাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অন্নযোনিবিচার নাহিক দুই ভাই।
স্নানসন্ধ্যাবিবর্জ্জিত জগাই মাধাই।
গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ জত জত।
বলে ছলে গুরুপত্নী হরে কত শত॥
গোমাংস শূকরমাংস করে সুরাপান।
ধর্ম্মকথা না শুনে না করে গঙ্গাস্নান॥
শিশু সব আছাড়িঞা মারে শিলাপাটে।
কত কত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে॥

(১৮) চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৩২।

(১৯) তদেব, পৃঃ ১৩৪।

(২০) তদেব, পৃঃ ১৩৫, চৈতন্যমঙ্গল, পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৮৮।

(২১) চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৩৩।

(২২) চৈতন্যভাগত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃঃ ১৩৬; লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পাদিত, পৃঃ ৮৭।

গলে যজ্ঞসূত্র বান্ধা জেন সিংহনাদ।
উত্তম বধির প্রায় মহাপরমাদ॥
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরাভক্ষণে।
ঘূর্ণিতলোচনচারু পূর্ণ শক্রাসনে॥
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই।
বুকে বাঁশ দিঞা কারো সর্ব্বস্ব নেই[২৩]॥

লোচনদাস-রচিত চৈতন্যমঙ্গলেও এইরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—

ব্রাহ্মণীযবনী গন্ধর্ব্বঙ্গণা নাহি এড়ে।
সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে॥
দেব-গুরু-ব্রাহ্মণের হিংসা নিরন্তর।
বাহির হইলে বিনে বধে না যায় ঘর॥
ব্রহ্মবধ গোবধ স্ত্রীবধ* শত শত।
লিখিতে না পারি—পাপ করিয়াছে কত[২৪]॥

জগাই, মাধাই ও অন্যান্য পাষণ্ডগণ নগর সঙ্কীর্ত্তনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইত। জগাই ও মাধাই দুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অবশেষে বিশ্বম্ভরের শরণাপন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে চব্বিশ বৎসর বয়সে (১৪৩১ শকাব্দে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বম্ভর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন[২৫]। উত্তরায়ণের দিনে গৃহত্যাগ করিয়া বিশ্বম্ভর ইন্দ্রাণীর নিকটে অবস্থিত কাটোয়া নিবাসী কেশব ভারতীর নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দিয়াছিলেন[২৬]। কাটোয়া হইতে চৈতন্য শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীচৈতন্য পুরুষোত্তম যাত্রা করিয়াছিলেন। কর্ম্মকার জাতীয় গোবিন্দদাস-বিরচিত কড়চায় চৈতন্যের তীর্থযাত্রার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে আসিয়া কাঞ্চননগর-নিবাসী গোবিন্দদাস আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন[২৭]। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলানুসারে, চৈতন্য শান্তিপুর হইতে আম্বুয়ায় গিয়াছিলেন এবং আম্বুয়া হইতে গঙ্গার বাম তীর অবলম্বনে কাচমনি বেতড়া দক্ষিণে রাখিয়া কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন[২৮]। কড়চা অনুসারে, চৈতন্য দামোদর পার হইয়া কাশী মিশ্রের-গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। কাশীপুর হইতে হাজীপুর হইয়া চৈতন্য মেদিনীপুরের নিকটে উপস্থিত

(২৩) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৫৭।
(২৪) লোচনদাস-বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড, পৃঃ ১১২-১৩।
(২৫) চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৯।
(২৬) চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৬শ অধ্যায়, পৃঃ ৩৬৪-৬৭।
(২৭) গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়গোপাল গোস্বামী-সম্পাদিত, পৃঃ ২৮-২৯।
(২৮) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৯৫।

হইয়াছিলেন[২৯]; কিন্তু চৈতন্যমঙ্গলানুসারে, চৈতন্য দেবনদ পার হইয়া সেয়াখালা দিয়া তমলিপ্তে (তমলুকে) উপস্থিত হইয়াছিলেন। মন্ত্রেশ্বরকূলে বিষ্ণুদর্শন করিয়া সুবর্ণরেখা পার হইয়া চৈতন্য বারাসতে পৌঁছিয়াছিলেন[৩০]। কড়চা অনুসারে মেদিনীপুরের নিকটে কেশব সামন্ত নামক একজন ধনী চৈতন্যকে প্রলোভন দেখাইয়া সন্ন্যাসমার্গ হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে চৈতন্য নারায়ণগড়ে গিয়া ধলেশ্বর শিব দর্শন করিয়াছিলেন। নারায়ণগড় হইতে জলেশ্বরে গিয়া চৈতন্য, বিলেশ্বর শিব দর্শন করিয়াছিলেন[৩১]। চৈতন্যমঙ্গলানুসারে তিনি দাঁতন ও জলেশ্বর হইয়া আমরদাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং বাঁশদা ও রামচন্দ্রপুর হইয়া রেমুণাতে গোপীনাথ ও সরোনগরে সিদ্ধেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালপুর দিয়া অম্বরগড় দক্ষিণে রাখিয়া ভদ্রকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভদ্রক হইতে তুঙ্গদা হইয়া তিনি জাজপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জাজপুরে বিরজা, নাভিগয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়া চৈতন্য একাম্রবন বা ভুবনেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন। পথে পুরুষোত্তমপুর, পাটনা, আমরাল পার হইয়া কটকে রাজরাজেশ্বর দর্শন করিয়া চৈতন্য ভুবনেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন[৩২]। কড়চা অনুসারে জলেশ্বর ত্যাগ করিবার পরে স্বর্ণরেখাতীরে শ্রীচৈতন্যের সহিত সপ্তগ্রাম-নিবাসী রঘুনাথদাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হরিহরপুর, বালেশ্বর ও নীলগড় হইয়া বৈতরণী ও মহানদী পার হইয়া চৈতন্য ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন[৩৩]। ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর ও বাণেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের সহিত উৎকল যাত্রা করিয়াছিলেন[৩৪]। চৈতন্য মঙ্গলানুসারে ভুবনেশ্বর হইতে কপিলেশ্বর, কাঠতিপাড়া, কমলপুর ও আঠারনালার সেতু পার হইয়া চৈতন্য পুরুষোত্তমে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৩৫]। পুরুষোত্তমে ধ্যানপুরী, কৃষ্ণদাস, হরিদাস, শ্যামদাস, প্রেমদাস, মোহান্ত ব্রাহ্মণ, গোপীদাস, রঘুনাথদাস, নরহরি, দামোদর, গদাধর, কাশীমিশ্র, শংকরভারতী, পরমানন্দপুরী, দামোদর স্বামী, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, চিদানন্দগিরি, প্রেমানন্দ সরস্বতী ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্য সঙ্গী ছিলেন[৩৬]।

শ্রীচৈতন্য যখন উৎকলযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার সুলতান

(২৯ গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৩০-৩৩।
(৩০) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৯৫-৯৬।
(৩১) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৩৪-৪১।
(৩২) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ৯৬-৯৭।
(৩৩) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৪২-৪৩।
(৩৪) তদেব, পৃঃ ২৭।
(৩৫) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, ৯৭-১০০।
(৩৬) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৪৫-৪৭।

আলা-উদ্দীন্‌ হোসেন্‌ শাহের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, এইজন্য শান্তিপুরে ভক্তগণ তাঁহাকে নীলাচলযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্য এখনে কেহো পথে নাহি বয়॥
দুই রাজার হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবত উৎপাত কিছু উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়[৩৭]॥

বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যের উৎকলযাত্রার পথের ভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত, চৈতন্যের উৎকলযাত্রার পথের বিবরণ একরূপ নহে। বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যভাগবত অনুসারে, নিত্যানন্দ, গদাধর মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ চৈতন্যের সহিত উৎকলযাত্রা করিয়াছিলেন। চৈতন্য আটিসারা গ্রামে অনন্ত নামক সাধুর অতিথি হইয়াছিলেন। এবং তথা হইতে গঙ্গাতীরে ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে গমন করিয়াছিলেন। ছত্রভোগের গ্রামপতি রামচন্দ্র খাঁ চৈতন্যকে নীলাচলযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—

হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাসু' বলি লয় প্রাণে॥
কোন্‌ দিগদিয়া বা পাঠাও লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাও প্রভু। শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে নস্কর, এথাকার মোর ভার।
নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার॥
তথাপিহ যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥
যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা কর' সম্ব''গণে॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায়।
আজি রাত্রে তোমা' পাঠাইমু সর্ব্বথায়॥

এই স্থান হইতে শ্রীচৈতন্য নৌকাযোগে উৎকল দেশে প্রয়াগঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণরেখা পার হইয়া জলেশ্বর, বাঁসধা, রেমুণা, জাজপুর হইয়া কটকে সাক্ষীগোপাল দেখিয়া চৈতন্য ভুবনেশ্বর উপস্থিত হইয়াছিলেন[৩৮]। এই বিষয়ের গোবিন্দদাসের কড়চার সহিত বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের ঐক্য

---

(৩৭) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৩৮১।

৩৮) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৩৮২-৮৭।

দেখিতে পাওয়া যায়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলানুসারে, পুরুষোত্তম নগরের পথে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পত্নী চন্দ্রকলা চৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন[৩৯]। বৃন্দাবন-বিরচিত চৈতন্যভাগবতানুসারে চৈতন্য যখন প্রথমবার পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্রদেব বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সেইবার কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়া শ্রীচৈতন্য পুনরায় গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন[৪০]। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলানুসারে শ্রীচৈতন্য প্রতাপরুদ্রদেবের সহিত সাক্ষাতের পরে পুরুষোত্তম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথ যাত্রা করিয়াছিলেন[৪১]। গোবিন্দদাসের কড়চা অনুসারে তিন মাস কাল পুরুষোত্তমে বাস করিয়া বৈশাখ মাসের সপ্তম দিবসে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথ যাত্রা করিয়াছিলেন[৪২]। শ্রীচৈতন্য, কড়চা রচয়িতা গোবিন্দদাস ব্যতীত কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যান নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলানুসারে, চৈতন্য "মহানৈ" (মলানদী ?) পার হইয়া কাটাতিপাড়া বামে রাখিয়া জিয়ড় পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নৃসিংহ দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য পুরীগোসাই ও রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন[৪৩]। গোবিন্দদাসের কড়চা অনুসারে, পুরী ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য গোদাবরীতীরে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার সহিত রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল[৪৪]। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলানুসারে গোদাবরী পার হইয়া চৈতন্য পঞ্চবটীতে জনৈক তেলেঙ্গাব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং কাবেরী নদীর জলে স্নান করিয়া ত্রিমন্দনাথে গমন করিয়াছিলেন[৪৫]। কড়চা অনুসারে রামানন্দ রায়ের নিকট বিদায় লইয়া চৈতন্য ত্রিমন্দনগরে গমন করিয়াছিলেন[৪৬]। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতানুসারে ত্রিমন্দের বর্ত্তমান নাম ত্রিমলগড়া এবং ইহা নিজামের রাজ্যে অবস্থিত[৪৭]। ত্রিমন্দে শ্রীচৈতন্য বৌদ্ধগণের সহিত বিচার করিয়াছিলেন এবং বিচারে বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ পরাজিত. হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের অধিপতি রামগিরি রায় (অর্থাৎ রামগিরির রাজা) চৈতন্যের নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এইস্থানে তুঙ্গভদ্রাবাসী

(৩৯) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ১০৩।

(৪০) চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃঃ ৪১২।

(৪১) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ১০৩।

(৪২) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৪৭।

(৪৩) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ১০৩।

(৪৪) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৪৯।

(৪৫) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ১০৩।

(৪৬) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৫২।

(৪৭) Hisiory of the Bengali Language and Literture, p. 434.

ঢুণ্টিরামতীর্থ শ্রীচৈতন্যের সহিত বিচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং অবশেষে তৎকর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন[৪৮]। শ্রীচৈতন্য ত্রিমন্দ হইতে পন্থগুহা যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে বর্ত্তমান কড়পার নিকটে অবস্থিত সিদ্ধ বটেশ্বর তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থানে তীর্থরাম নামক একজন ধনবান যুবক লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাই নাম্নী দুইটি বেশ্যার সহিত আসিয়া চৈতন্যদেবকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল[৪৯]। তীর্থরামকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্য বটেশ্বর ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দশক্রোশ ব্যাপী অরণ্য পার হইয়া মুন্নানগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৫০]। মুন্না হইতে শ্রীচৈতন্য বেঙ্কটনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৫১]। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতানুসারে, বেঙ্কটনগর মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিপদীর নিকটে অবস্থিত[৫২]। এইখানে রামানন্দ পণ্ডিত নামক একজন অদ্বৈতবাদী দীক্ষিত হইয়াছিলেন[৫৩]। বেঙ্কটনগর হইতে বগুলা নামক অরণ্যে গমন করিয়া পন্থভীল নামক একজন দস্যুকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন[৫৪]। বগুলা অরণ্য হইতে শ্রীচৈতন্য গিরীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ত্রিপদী নগরে গমন করিয়াছিলেন। ত্রিপদী নগরে মথুরা নামক একজন রামায়তের সহিত চৈতন্যের বিচার হইয়াছিল[৫৫]। ত্রিপদী নগর হইতে পানানরসিংহ দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুকাঞ্চী গমন করিয়াছিলেন[৫৬]। কাঞ্চীপুর হইতে ছয়-ক্রোশ দূরে ত্রিকালেশ্বর শিব দর্শন করিয়া তীর্থভদ্রা নদীতে স্নান করিয়া পঞ্চ-ক্রোশ দূরে অবস্থিত কালতীর্থে বরাহমূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করিয়া-ছিলেন[৫৭]। কালতীর্থ হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে নন্দা ও ভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলে সন্ধিতীর্থে স্নান করিয়া শ্রীচৈতন্য তথায় সদানন্দপুরী নামক অদ্বৈতবাদীকে তর্কে পরাজিত করিয়া দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন[৫৮]। সন্ধিতীর্থ হইতে শ্রীচৈতন্য চাঁইপল্লীতীর্থে (বর্ত্তমান ত্রিচিরূপল্লী) গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে সিদ্ধেশ্বরী ও শৃগালী নামক দুই ভৈরবীকে দর্শন করিয়া চৈতন্য কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী নাগর-নগরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে সপ্তক্রোশ দূরে অবস্থিত তাঞ্জোর নগরে গমন করিয়াছিলেন[৫৯]। তাঞ্জোরে শ্রীচৈতন্য ধলেশ্বর নামক জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঞ্জোর হইতে তিনি চণ্ডালু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে জয়সিংহ

(৪৮) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৫৩-৫৪। (৪৯) তদেব, পৃঃ ৫৫-৫৬।
(৫০) তদেব, পৃঃ ৬২। (৫১) তদেব, পৃঃ ৬৬।
(৫২) History of the Bengali Language and Literature, p. 434.
(৫৩) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ৬৬-৬৭।
(৫৪) তদেব, পৃঃ ৬৮-৭০। (৫৫) তদেব, পৃঃ ৭০-৭৭।
(৫৬) তদেব, পৃঃ ৭৭-৭৯। (৫৭) তদেব, পৃঃ ৭৯-৮০।
(৫৮) তদেব, পৃঃ ৮০-৮১। (৫৯) তদেব, পৃঃ ৮১-৮৫।

নামে এক রাজা ছিলেন[৬০]। বন ত্যাগ করিয়া পম্মকোট তীর্থে অষ্টভুজা ভগবতী দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য ত্রিপাত্র নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৬১]। সেই স্থানে এক সপ্তাহ বাস করিয়া পঞ্চাশ যোজনব্যাপী ঝারিবন নামক অরণ্য পার হইয়া তিনি রঙ্গধাম বা শ্রীরঙ্গপট্টনে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৬২] শ্রীরঙ্গপট্টনে নরসিংহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য ঋষভ পর্ব্বত ও রামনাথ নগর হইয়া রামেশ্বর তীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৬৩]। রামেশ্বর দর্শন করিয়া, তিনদিন সেতুবন্ধে বাস করিয়া এবং সাতদিন ধরিয়া মাধবীবন পার হইয়া তিনি তত্ত্বকুণ্ডী তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন[৬৪] তথা হইতে তাম্রপর্ণী গিয়া নদীতীরে মাঘীপূর্ণিমার দিন উক্ত নদীতে স্নান করিয়াছিলেন এবং, এক পক্ষকাল বাস করিয়াছিলেন[৬৫]। তাম্রপর্ণী নদী হইতে চৈতন্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী কন্যাকুমারিকায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে পর্ব্বত ভেদ করিয়া ত্রিবঙ্কুর দেশে গমন করিয়াছিলেন[৬৬]। সেই দেশের রাজার নাম রুদ্রপতি[৬৭]। ত্রিবঙ্কুর হইতে রামগিরি দর্শন করিয়া চৈতন্য পয়োষ্ণি নগরে (বর্ত্তমান নাম পাননি) গমন করিয়াছিলেন। এইস্থানে শিবনারায়ণ দর্শন করিয়া ও শৃঙ্গেরীর মঠে বিচার করিয়া চৈতন্য মৎস্যতীর্থে গমন করিয়াছিলেন[৬৮]। মৎস্যতীর্থ হইতে কাচারে ভগবতী দর্শন করিয়া চৈতন্য ভদ্রানদীতে স্নান করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে নাগপঞ্চমীতে [নাগপঞ্চপদী] গমন করিয়া ত্রিরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন[৬৯]। নাগপঞ্চপদী হইতে তিনি পর্ব্বত পার হইয়া চিতোলে (বর্ত্তমান চিতল দুর্গ) গমন করিয়াছিলেন[৭০]। চিতোল হইতে তুঙ্গভদ্রায় স্নান করিয়া এবং কাবেরীর জন্মস্থান কোটিগিরি দর্শন করিয়া তিনি চণ্ডপুর নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; এইস্থানে তাঁহার সহিত ঈশ্বর ভারতীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল[৭১]। চণ্ডপুর হইতে দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া পর্ব্বত পার হইয়া, নীলগিরি পার হইয়া চৈতন্য গুর্জ্জরীনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৭২]। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতানুসারে গুর্জ্জরীনগর বর্ত্তমান হয়দরাবাদের নিকটে অবস্থিত[৭৩]। গর্জ্জরী হইতে বিজাপুর পর্ব্বত পার

(৬০) গোবিন্দ দাসের কচড়া, পৃঃ ৮৬-৮৮। (৬১) তদেব, পৃঃ ৮৯-৯৩।
(৬২) তদেব, পৃঃ ৯৬-৯৯। (৬২) তদেব, পৃঃ ৯৯-১০১।
(৬৪) তদেব, পৃঃ ১০৪-৫। (৬৫ তদেব, পৃঃ ১০৫।
(৬৬) তদেব, পৃঃ ১০৪-৮। (৬৭) তদেব, পৃঃ ১০৮।
(৬৮) তদেব, পৃঃ ১০৮-১৬। (৬৯) তদেব, পৃঃ ১১৬।
(৭০) তদেব, History of the Bengati Language and Literature, p. 435.
(৭১) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ১১৬-১৭।
(৭২) তদেব, পৃঃ ১২২-২৭।
(৭৩) History of the Bengali Language and Literature, 435.

হইয়া চৈতন্য পূর্ণনগরে বা পূণায় উপস্থিত হইয়াছিলেন[৭৪]। পূণা হইতে পার্ব্বত্যপথে শ্রীচৈতন্য ভোলেশ্বরে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে জিজুরীনগরে গমন করিয়াছিলেন[৭৫]। এইস্থানে খাণ্ডবাদেবের মন্দিরে দেবদাসী মুরারিগণকে উদ্ধার করিয়া চৈতন্য চোরানন্দীবনে গমন করিয়াছিলেন[৭৬]। তথায় নারোজী নামক একজন দস্যু সদলে দীক্ষিত হইয়াছিল[৭৭]। এই বন হইতে শ্রীচৈতন্য খণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং মুলানদী পার হইয়া নাসিক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৭৮]। নাসিক হইতে পঞ্চবটী দেখিয়া সুরঠরাজ্যে অষ্টভুজা মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন[৭৯]। তথা হইতে তাপতী নদীতে স্নান করিয়া ও বামনের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নর্ম্মদাতীরে ভরোচ নগরে গমন করিয়াছিলেন[৮০]। নর্ম্মদায় স্নান করিয়া চৈতন্যদেব বরোদা নগরে গমন করিয়াছিলেন, এইস্থানে তিনদিন পরে নারোজীর মৃত্যু হইয়াছিল[৮১]। বরোদা হইতে মহানদী পার হইয়া তিনি আহমদাবাদ নগরে গমন করিয়াছিলেন এবং শুভ্রামতী নদীতীরে (বর্ত্তমান নাম শবরমতী তাঁহার সহিত গোবিন্দচরণ ও রামানন্দ নামক দুইজন বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল[৮২]। এই স্থান হইতে ঘোঘাগ্রামে গমন করিয়া চৈতন্য বারমুখী নাম্নী এক বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন[৮৩]। ঘোঘা হইতে নয়দিন চলিয়া তাঁহারা সোমনাথপট্টনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং জুনাগড়, গির্ণার পর্ব্বত, ভদ্রনদী প্রভৃতি পার হইয়া প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৮৪]। আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসে তাঁহারা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এক পক্ষকাল বাস করিয়া পুরুষোত্তমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[৮৫]। তাঁহারা আশ্বিনের শেষ দিনে বরোদায় আসিয়াছিলেন এবং ষোড়শ দিবস পরে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন[৮৬]। এই স্থান হইতে দোহদ কুক্ষি, আমঝোরা, মন্দুরা, মণ্ডল, দেবঘর, শিবানী, চণ্ডীপুর ও রায়পুর হইয়া শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রত্নপুর, স্বর্ণগড়, সম্বলপুর, ভ্রমরা, দাসপাল ও আল্লালনাথ হইয়া মাঘমাসের তৃতীয় দিবসে (১৫১১ খৃষ্টাব্দে) শ্রীচৈতন্য পুরীতে আসিয়া পেঁৗছিয়াছিলেন[৮৭]।

দীক্ষার পরে, শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাইতে গৌড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কুলিয়া গ্রাম হইতে গৌড়ের নিকটে অবস্থিত রামকেলি নগরে উপস্থিত

(৭৪) গোবিন্দদাসের কড়চা, পৃঃ ১৩২-৩৩।

(৭৫) তদেব, পৃঃ ১৩৮-৪০।

(৭৬) তদেব, পৃঃ ১৪০-৩৪।

(৭৭) তদেব, পৃঃ ১৪৪-৪৮।

(৭৮) তদেব, পৃঃ ১৫৯-৫১।

(৭৯) তদেব, পৃঃ ১৫৩-৫৪।

(৮০) ঐ, পৃঃ ১৫৫-৫৭।

(৮১) ঐ, পৃঃ .৫৮-৫৯।

(৮২) ঐ, পৃঃ ১৬০-৬৪।

(৮৩) ঐ, পৃঃ ১৬৫-১৭০।

(৮৪) ঐ, পৃঃ ১৭৩-৮৭।

(৮৫) ঐ, পৃঃ ১৮৯ ৯৩।

(৮৬) ঐ, ১৯৭।

(৮৭) ঐ, পৃঃ ১৯৭-২১৯।

হইয়াছিলেন। •এই সময়ে আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহ্ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। তিনি চৈতন্যের গৌড়ে আগমনের কথা শুনিয়া কেশব খাঁকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হোসেন্ শাহ্ কেশব খাঁকে বলিয়াছিলেন—

"সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন
কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন ॥
কাজী বা কোটাল তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥[৮৮]

কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য যখন নবদ্বীপে নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন ভট্টাচার্য্যগণ নবদ্বীপের কাজীকে সংকীর্ত্তন-যাত্রা নিষেধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে কাজী নগর সংকীর্ত্তন দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন[৮৯]। কৃষ্ণদাস-রচিত চৈতন্যচরিতামৃতানুসারে, নবদ্বীপের মুসলানগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কাজীকে সঙ্কীর্ত্তন-যাত্রা রহিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন[৯০]।

জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে গৌড়েশ্বর হোসেন্ শাহ এক সময় শুনিয়াছিলেন যে, প্রবাদানুসারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে এবং গৌড় নগর অধিকার করিবে—

গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ ?
নবদ্বীপ-বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকহ প্রমাদ হব পাছে ॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্দ্ধর প্রজা ॥

বাদশাহের আদেশে পিরুল্যাগ্রামবাসী মুসলমানগণ নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণের উপরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন—

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে জার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে ॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপারে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥

---

(৮৮) বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪২৩ ২৫।

(৮৯) History of the Bengali Language and Literature, p. 431.

(৯০) চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৪।

গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত ॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥[৯১]

চৈতন্যদেবের জীবনের অবশিষ্টাংশ বৃন্দাবনে ও পুরুষোত্তমে অতিবাহিত হইয়াছিল[৯২]। তিনি একবার উজ্জ্বলজ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রতরঙ্গ দর্শনে যমুনাভ্রমে উদধিজলে লম্ফপ্রদান করিয়াছিলেন[৯৩]। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সময়েই তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সত্য নহে, কারণ একজন ধীবর সমুদ্রগর্ভ হইতে শ্রীচৈতন্যকে জালে উত্তোলন করিয়াছিল এবং তাঁহার চেতনা ফিরিয়াছিল[৯৪]। জয়ানন্দরচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে পদতলে ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার জন্যই চৈতন্যদেবের মৃত্যু হইয়াছিল[৯৫]। প্রবাদানুসারে, অপার্থিব পদার্থ নির্ম্মিত শ্রীচৈতন্যের দেহ, নিম্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত গোপীনাথ অথবা জগন্নাথের মূর্ত্তিতে লীন হইয়াছিল[৯৬]। অপ্রিয়কথা বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। লোচনদাস-বিরচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে তাঁহার দেহ পুরুষোত্তম-মন্দির মধ্যে নীত হইয়াছিল এবং গর্ভগৃহে বা অন্তরালে পাষাণাচ্ছাদনের নিম্নে সমাহিত হইয়াছিল[৯৭]। অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে, রবিবারের তৃতীয় প্রহরে, ১৪৫৫ শকাব্দে (জুলাই ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাব হইয়াছিল[৯৮]।

চৈতন্যদেবের পারিষদবর্গের মধ্যে গৃহী অদ্বৈতাচার্য্য ও সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ সর্ব্বপ্রধান ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে বীরভুম জেলার অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম হাড়াই ওঝা ও পিতামহের নাম সুন্দরমল্ল। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত, অম্বিকানগরের নিকটবর্ত্তী শালিগ্রাম-নিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন[৯৯]।

(৯১) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী ৭, পৃঃ ১১।

(৯২ চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৯।

(৯৩) তদেব, অন্ত্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৬৬।

(৯৪) তদেব, অন্ত্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩৬৭।

(৯৫) পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, ৭, পৃঃ ১৫০।

৯৬) History of the Bengali Language and Literature, pp. 472-73.

(৯৭) Ibid, p. 474.

(৯৮) Ibid p.439; চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৯।

(৯৯) History of the Bengali Language and Literature, p. 495.

অদ্বৈতাচার্যের প্রকৃত নাম কমলাকর চক্রবর্তী। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম সীতাদেবী। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত এবং তাঁহার পিতামহ নরসিংহ নাড়িয়াল, রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন[১০০]। অদ্বৈতের অনেকগুলি জীবনী রচিত হইয়াছিল—

১। লাউড় নিবাসী কৃষ্ণদাস-বিরচিত বাল্যলীলাসূত্র; কৃষ্ণদাস অদ্বৈতের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

২। শ্যামদাস-বিরচিত অদ্বৈতমঙ্গল, ইহা অদ্বৈতাচার্য্যের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে রচিত হইয়াছিল।

৩। ঈশানাগর বিরচিত অদ্বৈত-প্রকাশ, ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল।

৪। হরিচরণদাস-রচিত অদ্বৈতমঙ্গল, ইহা অদ্বৈতাচার্য্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিত হইয়াছিল।

৫। নরহরিদাস-বিরচিত অদ্বৈতবিলাস, ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল[১০১]।

সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্দ্ধনদাসের পুত্র রঘুনাথদাস, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধনদাসের বার্ষিক আয় বিংশতিলক্ষ মুদ্রা তন্মধ্যে দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা মুসলমান রাজাকে রাজস্ব দিতে হইত। সপ্তগ্রামে রঘুনাথদাসের সহিত হরিদাস ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে তাঁহার চিত্তবিকার হইয়াছিল। তিনি শান্তিপুরে দুইবার চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে রঘুনাথদাস রাত্রিযোগে শাক্যবুদ্ধের ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে চৈতন্যদেবের নিকটে গিয়াছিলেন[১০২]। হোসেন শাহের প্রিয় অমাত্য রূপ ও সনাতনের সংসারত্যাগের বিবরণ পূর্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে[১০৩]। সনাতন ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[১০৪]। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে রূপগোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল[১০৫]। জশোর জেলায় (মতান্তরে রাঢ়দেশে) বূঢ়ন গ্রামে যবন হরিদাসের জন্ম হইয়াছিল এবং ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[১০৬]। ৺রজনীকান্ত

---

(১০০) Hist. of the Bengali Lang. & Lit. pp. 495-96.
(১০১) Ibid, pp 496-97
(১০২) Ibid, pp. 500-3.
(১০৩) [নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]
(১০৪) Hist. of the Bengali Lang. and Lit. p. 504.
(১০৫) Ibid,
(১০৬) Ibid, p. 510.

চক্রবর্ত্তী, মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, হরিদাস ভাটকলাগাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নাম মনোহর ও মাতার নাম উজলা, ইহারা জাতিতে ভাটব্রাহ্মণ ছিলেন। অল্প বয়সে জনক জননীর মৃত্যু হইলে এক মুসলমান হরিদাসকে পালন করিয়াছিলেন[১০৭]। হরিদাস মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া গৌড়দেশের মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। হরিদাস বূঢ়নগ্রাম ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের নিকটে ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; মুসলমান হইয়া ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া একজন কাজী তাঁহার বিরুদ্ধে "মুলুকপতির" (মালিক্? ইজ্তাদার?) নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে হরিদাস বন্দী হইয়াছিলেন। কাজীর অনুরোধে, মুলুকপতির আদেশে পাইকগণ বাইশবাজারে হরিদাসের পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিল, তথাপি তিনি হরিনাম পরিত্যাগ করেন নাই[১০৮]॥

১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে নরহরি সরকারের জন্ম হইয়াছিল। নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দদাস হোসেন শাহের চিকিৎসক ছিলেন। ইঁহারা বৈদ্যজাতীয় এবং বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডে ইঁহাদিগের নিবাস ছিল। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন, চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে নরহরির তিরোভাব হইয়াছিল[১০৯]। কুলীনগ্রামবাসীদের শিবানন্দ সেন, চৈতন্যদেবের সময়ে যে সমস্ত যাত্রী জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, তাঁহাগিদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন[১১০]। শ্রীহট্টনিবাসী মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের সহপাঠী, ইনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খৃষ্টাব্দে) মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের যে জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এখন মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ[১১১]। বর্দ্ধমান জেলার শালীগ্রাম নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিত কালনার নিকটে অম্বিকানগরে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। চৈতন্যদেব ইঁহাকে একখানি বৈঠা ও একখানি গীতা দিয়াছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[১১২]। জশোর জেলায় তালখড়িগ্রামে লোকনাথ গোস্বামীর জন্ম হইয়াছিল। লোকনাথ, চৈতন্যদেবের সংসার ত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া[১১৩] ১৪৩২ শকাব্দে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) বৃন্দাবনে গিয়া

(১০৭) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।
(১০৮) চৈতন্য ভাগবত, আদিখণ্ড, একদশ অধ্যায়, পৃঃ ১১৯-২৩।
(১০৯) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১
(১১০) তদেব।
(১১১) তদেব, পৃঃ ১৪২।
(১১২) তদেব, পৃঃ ১৪২।
(১১৩) তদেব, পৃঃ ১৪৩।

বাস করিয়াছিলেন। চিরকুমার গদাধরমিশ্র, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গদাধর শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন এবং চৈতন্য ইঁহাকে স্বহস্তলিখিত একখানি শ্রীমদ্ভাগবত উপহার দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের তিরোভাবের এক বৎসর মধ্যে পণ্ডিত গোসাই উপাধিধারী গদাধরমিশ্রের দেহান্তর হইয়াছিল। গদাধর বারেন্দ্রশ্রেণীর কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন[১১৪]। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণবণিকজাতীয় উদ্ধারণ দত্তের জন্ম-হইয়াছিল। উদ্ধারণ দত্ত, দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া নিত্যানন্দের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইনি ৪৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ছয় বৎসর পুরুষোত্তমে ও ছয় বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন[১১৫]। কাটোয়ার নিকটে ইঁহার নামানুসারে পরবর্ত্তিকালে উদ্ধারণপুর নামক একটি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল। এই গ্রামে গঙ্গাতীরে একটি প্রশস্ত প্রাচীন ঘাট আছে এবং সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের গৃহের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটি প্রাচীন মাধবীলতার কুঞ্জ ও দুই একটি পুরাতন পুষ্করণী আছে[১১৬]। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পারিষদবর্গের জীবনী সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের শতবর্ষ মধ্যে শত শত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সমসাময়িক গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

১। গোবিন্দদাসের কড়চা—বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর গ্রামনিবাসী কর্ম্মকার জাতীয় গোবিন্দদাস, ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে পত্নী শশীমুখীর সহিত কলহ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তদবধি তিনি তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। গোবিন্দ, দক্ষিণা-পথে তীর্থযাত্রাকালে চৈতন্যের সহচর ছিলেন এবং গোপনে তীর্থযাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন[১১৭]।

২। বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যদেবের সহচর শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীনিবাসের পৌত্র। তিনি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনের বহু উপাদান সংগৃহীত আছে।[১১৮]

৩। জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গল—জয়ানন্দ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধিমিশ্র এবং তিনি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের বংশজাত। চৈতন্যদেব বাল্যকালে তাঁহার জয়ানন্দ নাম দিয়াছিলেন। জয়ানন্দ

(১১৪) গৌড়ের ইতিহাস, পৃঃ ১৪৩-৪৪।

(১১৫) তদেব, পৃঃ ১৪৪।

(১১৬) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ, পৃঃ ২১, চিত্র ২।

(১১৭) History ot the Bengali Language and Literature, pp. 446-64.

(১১৮) Ibid. pp. 464-71.

রচিত চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চার ন্যায় ইতিহাস রচনার উপাদানের অমূল্য আকর। তিনি চৈতন্য ও তাঁহার পারিষদবর্গের পরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় [না] [১১৯]।

৪। কৃষ্ণদাস বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত—কৃষ্ণদাস ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় ঝামৎপুর গ্রামে এক দরিদ্র বৈদ্যপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল এবং ইহার অতি অল্পকাল পরে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। যৌবনে নিত্যানন্দের শিষ্য মীনকেতনর সাক্ষাৎ পাইয়া কৃষ্ণদাস গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং চারিশত ক্রোশ পদব্রজে অতিবাহিত করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একোনাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বৃন্দাবনবাসী গোবিন্দ গোস্বামী, যাদবাচার্য্য গোস্বামী, ভুগর্ভ গোস্বামী, চৈতন্যদাস, কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৈষ্ণব প্রধানগণের অনুরোধে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীদাস, লোকনাথ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথদাস তাঁহাকে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুরারি গুপ্ত, স্বরূপ দামোদর, বৃন্দবনদাস ও কবি কর্ণপুরের রচনা হইতে কৃষ্ণদাস বহু সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। মূল গ্রন্থ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু পথে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বির তাহা অপহরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল[১২০]।

৫। লোচনদাস রচিত চৈতন্যমঙ্গল—ত্রিলোচনদাস বা লোচনদাস বর্দ্ধমান জেলার অজয়তীরবর্ত্তী কোগ্রামে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যর সহচর নরহরিদাস তাঁহার গুরু ছিলেন। লোচনদাসের গ্রন্থে কবিত্ব আছে, কিন্তু ইতিহাস রচনার বিশ্বাসযোগ্য উপাদান দেখিতে পাওয়া যায় না[১২১]।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হইতে গৌড়দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মে নবশক্তি উন্মেষের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলীসমূহ ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহার আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে রচনারীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তীকালে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদ-কর্ত্তগণ গৌড়ে ও বিদ্যাপতি মিথিলায় তাহা অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় এই জাতীয় গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার

(১১৯) Hist. of the Ben . Lang. & Lit. pp. 471.

(১২০) Ibid, pp. 477-89.

(১২১) Ibid, pp. 489-95.

পূর্ব্বে কোনও কবি কোনও দেশে এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। গৌড়ীয় স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে ঘোর বিপ্লবের যুগে বোধ হয় সাহিত্য-চর্চ্চা সম্ভবপর ছিল না। রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের পরে গৌড়ীয়-সাহিত্যে নবযুগ আরম্ভ হইলে চণ্ডীদাস সর্ব্বপ্রথমে জয়দেব অবলম্বিত গীতি-কবিতা রচনা-রীতি বাঙ্গালা ভাষায় নিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের মতানুসারে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালা দেশের একটি সামাজিক সমস্যা পূরণ হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত গৌড়ে ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ-প্রচলিত কঠোর সমাজ-শাসনে, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ হিন্দুসমাজে মিশিয়া যাইতে পারেন নাই। নব প্রচলিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্ব্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসংঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালাদেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই সকল ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণকে নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন[১২২]।

---

(১২২) Hist. of the Beng. Lang. & Lit. pp. 566-67.

একাদশ পরিচ্ছেদ

শের শাহের বংশ

হিজরা ৯৩৯—৯৬১, খৃষ্টাব্দ ১৫৩২—১৫৫৩

বংশ পরিচয়—সুর বংশ—ইব্রাহিম্ খাঁ সুর—হুসন্ খাঁ সুর—হসন্ খাঁর পুত্রগণ—ফরীদ্ খাঁর সহিত কুব্যবহার - গৃহত্যাগ—শিক্ষা—জায়গীর প্রাপ্তি—আগ্রা গমন—হসন্ খাঁর মৃত্যু—ফরীদ্ খাঁর জায়গীর লাভ—সোলেমানের সহিত যুদ্ধ—বিহার খাঁ লোহানীর আশ্রয় গ্রহণ—মহম্মদ্ খাঁ সুর কর্ত্তৃক জায়গীর অপহরণ—জুনৈদ্ বরলাসের আশ্রয় গ্রহণ—জায়গীর পুনঃপ্রাপ্তি—আগ্রা গমন—পলায়ন—গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের সহিত যুদ্ধ - লাদ্-মালিকার সহিত বিবাহ—চুণারদুর্গপ্রাপ্তি—সুলতান মহমুদ্ লোদীর আগমন—জৌনপুরের যুদ্ধযাত্রা—মহমুদ্ লোদীর পরাজয় ও পলায়ন - হিন্দু বেগের চুণারে আগমন—হুমায়ুনের সহিত শের খাঁর সন্ধি—গৌড়রাজ্য আক্রমণ—হুমায়ুনের চুণার আক্রমণ —রোহ্তাস্ অধিকার—গৌড় অধিকার—হুমায়ুনের গৌড় যাত্রা—হুমায়ুন কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—হুমায়ুনের আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন—সন্ধির প্রস্তাব—ছাপরঘাটের যুদ্ধ—হুমায়ুনের পলায়ন - জহাঙ্গীর কুলী বেগের পরাজয়—খিজ্র খাঁ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা—মালবে দূত প্রেরণ—গোয়ালিয়র অধিকার—যোধপুর আক্রমণ—কালঞ্জর অবরোধ—রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা—তোড়রমল্ল—আহমদ্ খাঁ রুমী—শের শাহের তোপ- হসন্ খাঁর সমাধি—শিলালিপি—মুদ্রা—জলাল্ খাঁ—আদিল্ খাঁ—ইসলাম শাহ্—মহম্মদ্ খাঁ সুর গৌড়ের শাসনকর্ত্তা—আদিল্ খাঁর প্রতি অত্যাচার—শুজাৎ খাঁর বিদ্রোহ—আজম্ হুমায়ুনের বিদ্রোহ—দুর্গ নির্ম্মাণ মীর্জা কামরানের দিল্লীতে আগমন—ইসলাম্ শাহের মৃত্যু - ইসলাম্ শাহের কীর্ত্তি—শিলালিপি—ফিরোজ্ শাহ—ইসলাম্ শাহের মুদ্রা—ফিরোজ শাহের হত্যা—মহম্মদ্ খাঁ সুরের বিদ্রোহ—গৌড়ের স্বাধীনতা।

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃগণ—	হিজরা	খৃষ্টাব্দ
ফরীদ্-উদ্দীন্ শের শাহ (বিহার)	৯৩৯—৪৫	১৫৩২—৩৮
খিজর্ খাঁ	৯৪৫—৪৮	১৫৩৮—৪১
কাজী ফজীলৎ	৯৪৮—৫২	১৫৪১—৪৫
মহম্মদ খাঁ সুর	৯৫২—৬০	১৫৪৫—৫৩
দিল্লীর বাদ্শাহগণ—		
নাসির্-উদ্দীন্ হুমায়ুন ...	৯৩৭—৪৬	১৫৩০—৩৯
ফরীদ্-উদ্দীন্ শের শাহ ...	৯৪৬—৫২	১৫৩৯—৪৫
ইসলাম্ শাহ ...	৯৫২—৬১	১৫৪৫—৫৩

	হিজরা	খৃষ্টাব্দ
ফিরোজ্ শাহ্	৯৬১	১৫৫৩
গুজরাটের সুলতানগণ		
বহাদর্ শাহ	৯৩২—৪৩	১৫২৬—৩৬
মহম্মদ্ শাহ .	৯৪৩	১৫৩৬
মহমুদ্ শাহ	৯৪৩— ৬১	১৫৩৬—৫৩
আহ্মদ্ শাহ	৯৬১—৬৯	১৫৫৩—৬১
আসামের রাজগণ -		
সুহুঙ্গ মুঙ্গ	...	১৪৯৭—১৫৩৯
সুক্লেন্ মুঙ্গ	...	১৫৩৯ - ৫২
সুখাম্ ফা	...	১৫৫২ ১৬০৩
নেপাল রাজগণ –		
ভাটগাঁও		
জিতমল্ল } প্রাণমল্ল	...	১৫২৪ - ৩৩
বিশ্বমল্ল	...	....
কাঠমণ্ডু		
নরেন্দ্র	..	১৫৫১—৬৬
ত্রিপুরার রাজগণ		
বিজয়মাণিক্য ...	১৪৫৭— ১৫০৫	১৫৩৫ - ৮৩
উড়িষ্যার রাজগণ –		
সূর্য্যবংশ		
প্রতাপরুদ্রদেব ...	...	১৪৯৭—১৫৪০
কালুআদেব .. .	...	১৫৪০—৪২
কথারুআদেব	...	১৫৪২
ভোইবংশ –		
গোবিন্দদেব	...	১৫৪২ ৪৯
শকাপ্রতাপদেব	...	১৫৪৯ - ৫৭

স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে যিনি পতনোন্মুখ আফগানশক্তি নিমেষের জন্য আর্য্যাবর্ত্তে অমানুষিক বলে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন, যাঁহার অপরিসীম বাহুবলে চাগতাই মোঙ্গোলের নবার্জ্জিত ভারত-সাম্রাজ্য মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তিনি মগধের জনৈক সামান্য ভূম্যধিকারীর পুত্র। ফরীদ্ খাঁ কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সুররাজবংশের প্রশস্তিবাচকগণ পরবর্ত্তীযুগে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, সুদূর

অতীতে গৌড়উপত্যকার অধিপতিগণের জনৈক বংশধর রোহ্[১] বান্দদ্[২] উপত্যকার অধিপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এই বিবাহে উৎপন্ন প্রজা সূর নামে খ্যাত। এই কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। আব্বাস্ খাঁ সরওয়ানী ও ফেরেশ্তা এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আবুল্ ফজল্ আক্‌বর-নামায় ইহার উল্লেখ করেন নাই[৩]। তারিখ্-ই-শের্‌শাহী অনুসারে, বহ্‌লোল্ লোদী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথে যখন নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন ফরীদ্ খাঁর পিতামহ আফগানিস্থানে সোলেমান পর্ব্বতে অবস্থিত শর্গরী বা রোহরী হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বহ্‌লোল্ লোদী দিল্লী-প্রদেশ অধিকার করিয়া যখন জৌনপুর ও অন্যান্য স্বাধীন রাজ্য বিজয়ের জন্য রোহ্-উপত্যকা হইতে আফগানগণকে ভারতবর্ষে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তখন ফরীদ্ খাঁর পিতামহ ইব্রাহিম্ খাঁ সূর ভারতবর্ষে আসিযা দাউদ সাহুখেল জাতীয় মহব্বৎ খাঁ সূরের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহব্বৎ খাঁ পঞ্জাবে হরিয়াণা ও বহকালা নামক পরগণাদ্বয় জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং নবাগত আফগানগণ বাজওয়ারা পরগণায় বাস করিয়াছিলেন[৪]।

সুলতান বহ্‌লোল্ লোদীর রাজ্যকালে তারিখ্-ই-খাঁ জহান্ লোদী অনুসারে, হিসার ফিরোজায়[৫] এবং আক্‌বরনামা অনুসারে, নার্ণোল প্রদেশে শাম্‌লা বা শম্‌লী গ্রামে[৬] ফরীদ খাঁর জন্ম হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে ইব্রাহিম খাঁ মহব্বৎ খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া হিসার ফিরোজায় জমাল খাঁ সারঙ্গখানীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অধীনে চল্লিশজন অশ্বারোহীর ভরণপোষণের জন্য কয়েকখানি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফরীদ্ খাঁর পিতা হসন্ খাঁ সূর, মস্‌নদ্-ই-আলী উমর্ খাঁ সর্‌য়ানী কাল্‌কাপুরীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া জায়গীর স্বরূপ শাহাবাদ পরগণার কয়েকখানি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম্ খাঁ সূরের মৃত্যু হইলে হসন্ খাঁ তাঁহার জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন[৭]। সুলতান বহ্‌লোল্ লোদীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী, তাঁহার ভ্রাতা বাইবকের নিকট হইতে জৌনপুর প্রদেশ

(১) Elliot's History of India, Vol. IV. p. 308, Note I.

(২) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ. পৃঃ ২২০।

(৩) আক্‌বরনামা, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, (Bibliotheca Indica) পৃঃ ৩২৬।

(৪) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 308.

(৫) Ibid, Note 3

(৬) আক্‌বরনামা, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২৭।

(৭) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 309.

অধিকার করিয়া জলাল্ খাঁকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইসময়ে হসন্ খাঁ জলাল খাঁর নিকট হইতে সহসরাম, খাসপুর-তন্দা ও হাজীপুর নামক পরগণাত্রয় জায়গীর পাইয়াছিলেন[৮]। ফেরেশ্তা অনুসারে হসন্ খাঁ সুর পঞ্চশত অশ্বারোহীর ভরণপোষণের জন্য এই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চারি পত্নীর গর্ভে হসন্ খাঁর আটটি পুত্র জন্মিয়াছিল, আফগানজাতীয়া পত্নীর গর্ভে ফরীদ্ খাঁ ও নিজাম্ খাঁ, দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে আলী খাঁ ও ও ইউসফ্ খাঁ, তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে খুর্রম ও সাদী খাঁ এবং চতুর্থার গর্ভে সোলেমান খাঁ ও আহমদ্ খাঁ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[৯]। সোলেমান ও ও আহমদের মাতা সম্ভবতঃ হিন্দুর কন্যা ছিলেন এবং হসুন খাঁর প্রিয়পাত্রী ছিলেন; ফরীদের মাতা হসন্ খাঁর প্রিয়পাত্রী ছিলেন না, এইজন্য ফরীদ্ কখনও পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। হসন্ খাঁ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার ব্যয়-নির্ব্বাহের উপযুক্ত জায়গীর প্রদান না করায়, ফরীদ্ গৃহত্যাগ করিয়া জৌনপুরে জমাল্ খাঁর নিকট গমন করিয়াছিলেন[১০]। পুত্র গৃহত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া হসন্ খাঁ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া জমাল্ খাঁকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ফরীদ্, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে স্বীকার না করিয়া জৌনপুরে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে হসন্ খাঁ সুর, জমাল্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে জৌনপুরে আসিলে তাহার স্বজাতীয় আফগানগণ ক্রীতদাসীর অনুরোধে, জ্যেষ্ঠপুত্রকে ত্যাগ করিবার জন্য অনুযোগ করিয়া ফরীদ্‌কে একটি পরগণার শাসনভার দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হসন্ জ্ঞাতিবর্গের অনুরোধে ফরীদের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দুইটি পরগণার শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন[১১]।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফরীদ্ পরগণাদ্বয় শাসন করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন[১২]। কিয়ৎকালপরে হসন্ খাঁ, সোলেমানের মাতার অনুরোধে, ফরীদের নিকট হইতে পরগণাদ্বয়ের শাসনভার গ্রহণ করিয়া সোলেমান ও আহমদ্‌কে শিকদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন[১৩]। ফরীদ্ পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া কানপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং কানপুর হইতে সুর জাতীয় শেখ্ ইসমাইল ও শেখ্ ইব্রাহিমের সহিত আগ্রায় সুলতান ইব্রাহিম্ লোদীর সভায় গমন করিয়াছিলেন[১৪]। আগ্রায় আজম হুমায়ুন সর্‌ওয়ানীর গৃহে প্রতিপালিত দৌলৎ খাঁ দ্বাদশ অশ্বারোহীর নায়ক ছিলেন, ফরীদ্ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৫]। কিয়ৎকাল পরে হসন্ খাঁ সুরের মৃত্যু হইয়াছিল এবং দৌলৎ খাঁর সাহায্যে, ফরীদ্ খাঁ পিতার জায়গীর লাভ করিয়া সুলতানের

(৮) Elliot's History of India, Vol. IV. p. 310,

(৯) Ibid.

(১০) Ibid, p. 311. (১১) Ibid, p. 312

(১২) Ibid pp. 313-17. (১৩) Ibid p. 319.

(১৪) Ibid, p. 312. (১৫) Ibid.

পরওয়ানা পাইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিলে হসন্ খাঁর সৈন্যগণ ফরীদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলন এবং সোলেমান চাওন্দ পরগণার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ্ খাঁ সূর দাউদ শাহ্‌খেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৬]। মহম্মদ্ খাঁ সোলেমানের পক্ষাবলম্বন করিলে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়বার্ত্তাশ্রবণ করিয়া ফরীদ্ খাঁ বিহারের অধীশ্বর দরিয়া খাঁ লোহানীর পুত্র বিহার খাঁ লোহানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম্ লোদীর মৃত্যুর পরে বিহার খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া সুলতান মহম্মদ্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে শিকারে একাকী একটি ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া ফরীদ্ খাঁ, শের খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন[১৭] এবং তদবধি তিনি ইতিহাসে শের খাঁ নামে পরিচিত।

কিয়ৎকাল পরে, শের খাঁ জায়গীর দর্শন করিতে গিয়া বিলম্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহম্মদ্ খাঁ সূর, সুলতান মহম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া শের খাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করিয়াছিলেন[১৮]। কিন্তু সুলতান মহম্মদ্ তাহাতে কর্ণপাত না করায়, তিনি ফিরিয়া আসিয়া শের খাঁর জায়গীর আক্রমণ করিয়াছিলেন। শের খাঁর পুরাতন ভৃত্য সুখা পরাজিত ও নিহত হইয়াছিল এবং পরগণাদ্বয় মহম্মদ্ খাঁ সূর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১৯]। শের খাঁ পাটনায় গমন করিয়া আগ্রার সুলতান জুনৈদ্ বরুলাসের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। জুনৈদ্ বরুলাস্ কড়া-মাণিকপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে শের খাঁ স্বীয় জায়গীর অধিকার করিয়া মহম্মদ্ খাঁ সূরের জায়গীর চাওন্দ পরগণা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ খাঁ ও সোলেমান পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন[২০]। এই সময়ে শের খাঁর সহিত মহম্মদ্ খাঁ সূরের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। শের খাঁ চাওন্দ পরগণা তাহাকে প্রত্যার্পণ করিয়া এবং স্বীয় জায়গীর নিজাম্ খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া সুলতান জুনৈদ্ বরুলাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগ্রায় গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত বাবর্ বাদশাহের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। শের খাঁ চন্দেরীর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং কিয়ৎকাল মোঙ্গোলদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছিলেন[২১]। সুলতান জুনৈদ্ বরুলাস্ আগ্রা পরিত্যাগ করিবার সময়ে শের খাঁর জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মীর খলিফাকে বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন[২২]। কিয়ৎকাল পরে

(১৬) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 323.
(১৭) Ibid, p. 325.
(১৮) Ibid, p 326
(১৯) Ibid, p. 328.
(২০) Ibid, p 329.
(২১) Ibid, p. 330
(২২) Ibid, p. 331.

শের খাঁ স্বীয় ব্লাক সংযমের অভাবে ভীত হইয়া মোঙ্গোল-শিবির হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন[২৩]। সাসারামে ফিরিয়া আসিয়া শের খাঁ সুলতান জুনৈদ্ বর্লাস্‌কে বহু উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বিহারে সুলতান মহম্মদ্ খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান্ মহম্মদ্ খাঁর মৃত্যু হইলে, শের খাঁ, তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা, বিবি দুদুর প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুলতান্ মহম্মদ্ খাঁর পুত্র, জলাল্ খাঁ যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন ততদিন শের খাঁ তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ মগধ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন[২৪]।

এই সময়ে বাঙ্গালার সুলতান মহমুদ্ শাহের ভগিনীপতি, হাজীপুরের শাসনকর্ত্তা মখদুম্ আলামের সহিত শের খাঁর বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মহমুদ্ শাহের সেনাপতি কুতব্ খাঁ মখদুম্ আলম্‌কে আক্রমণ করিতে গিয়া শের খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। কুতব্ খাঁকে সাহায্য না করায় মহমুদ শাহ মখদুম্ আলমের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুতব্ খাঁকে পরাজিত করিয়া শের খাঁ বহু ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার কণামাত্রও লোহানী মখদুম্ আলমের সাহায্যার্থ যাইতে দিল না। শের খাঁ মিয়াঁ হসনুকে মখদুম্ আলমের সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলন। মখদুম্ আলম্ পরাজিত ও নিহত হইলে শের খাঁ তাঁহার গচ্ছিত ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং মিয়াঁ হসনু ফিরিয়া আসিয়াছিল[২৫]। এই সময় হইতে শের খাঁর সহিত লোহানী-গণের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল এবং লোহানীনায়কগণ বহুবার শের খাঁকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। জ্ঞাতিবর্গের পরামর্শে সুলতান জলাল্ খাঁ, গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিবার ছলে বিহার পরিত্যাগ করিয়া গৌড়েশ্বর সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[২৬] এবং মগধরাজ্য বিনাযুদ্ধে শের খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ ইব্রাহিম্ খাঁর অধীনে শের খাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম্ খাঁর অভিযানের ফল পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে[২৭]।

সুলতান ইব্রাহিম্ লোদী তাজ্ খাঁ সারঙ্গখানীকে চুণারদুর্গের কিল্লাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন[২৮]। তাজ্ খাঁ বৃদ্ধ বয়সে লাদ্‌মালিকা নাম্নী এক রূপসী রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অন্যান্য পত্নীদিগকে অথবা তাঁহাদিগের গর্ভজাত পুত্রগণকে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ প্রদান করিতেন না। তাজ্ খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লাদ্‌মালিকার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তাজ্ খাঁ ক্ষিপ্ত হইয়া পুত্রহত্যা করিতে উদ্যত হইলে পুত্র আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে আহত করিয়াছিল। সেই আঘাতে তাজ্ খাঁর

(২৩) Elliot's History of India, p. 332.
(২৪) Ibid (২৫) Ibid, pp. 332-34
(২৬) Ibid, pp 334-38. (২৭) [১০ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।
(২৮) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 343.

মৃত্যু হইয়াছিল[২৯]। লাদ্‌মালিকা তাজ্ খাঁর সৈন্যগণকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন এবং চুণারদুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তাজ্ খাঁর ধনসম্পত্তি ও চুণারদুর্গের অধিকার লইয়া লাদ্‌মালিকার সহিত তাঁহার সপত্নী-পুত্রগণের বিবাদ আরম্ভ হইলে, শের খাঁ কৌশলে যুবতী বিধবাকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং চুণার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। বিবাহকালে শের খাঁ বহু অর্থলাভ করিয়াছিলেন[৩০]। ইহার পরে নাসির্ খাঁর বিধবা পত্নী, মৃত্যুকালে শের খাঁকে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন[৩১]।

এই সময়ে সুলতান সিকন্দর লোদীর পুত্র সুলতান মহমুদ্ লোদী বাবর বাদশাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনায় আসিয়াছিলেন। সুলতান মহমুদ্ পাটনায় আসিলে, শের খাঁ বাধ্য হইয়া মগধ প্রদেশের অধিকার ত্যাগ করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সমবেত আফগান আমীরগণের সহিত বিবাদ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। আফগান আমীরগণ মগধ প্রদেশ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; শের খাঁর পৈত্রিক জায়গীর মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। সুলতান মহমুদ্ শের খাঁকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি জোনপুর অধিকার করিলে মগধের অধিকার ফিরাইয়া দিবেন। শের খাঁ সুলতানের নিকট হইতে মগধের ফর্ম্মাণ লইয়া যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে সাসারামে গমন করিয়াছিলেন[৩২]।

সুলতান মহমুদ্ লোদী যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিয়া শের খাঁকে আহ্বান করিলে, শের খাঁ বলিয়া পাঠাইলেন যে, সমস্ত আয়োজন হইলে তিনি যাত্রা করিবেন। ইহা শুনিয়া আজম্ হুমায়ুন সর্‌ওয়ানী-প্রমুখ আমীরগণ সুলতান ক বুঝাইয়া দিলেন যে, যে, শের খাঁ সম্ভবতঃ মোঙ্গোলদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তাঁহার পরামর্শে সুলতান মহমুদ্ সসৈন্য সাসারামের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। শের খাঁ সুলতানকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত জোনপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন[৩৩]। সুলতান মহমুদের আগমন সংবাদ শুনিয়া জোনপুরের মোঙ্গোলগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সুলতান মহমুদ্ জোনপুরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার সেনাপতিগণ অগ্রসর হইয়া লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌতে উভয় সেনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময়ে শের খাঁ গোপনে হিন্দুবেগ্‌কে পত্র লিখিয়া হুমায়ুনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সুলতান মহমুদের সহিত মোঙ্গোলসেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শের খাঁ যুদ্ধ না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য আফগান সেনা পরাজিত হইয়াছিল[৩৪]। ইব্রাহিম্ খাঁ ইউসফ্‌খেল্ এবং মিয়াঁ বায়জিদ্ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নিহত হইয়াছিলেন, সুলতান মহমুদ্ পাটনায় পলায়ন করিয়াছিলেন এবং আফগান

(২৯) Elliot's History of India, p. 344.

(৩০) Ibid, p. 346.

(৩১) Ibid.

(৩২) Ibid, p. 347.

(৩৩) Ibid, pp. 348-49.

(৩৪) Ibid, p. 349.

আমীরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন[৩৫]। তারিখ্-ই-খাঁ-জহান্-লোদী অনুসারে ৯৪৪ হিজরায়[৩৬] এবং তারিখ্-ই-শেরশাহী অনুসারে ৯৪৯ হিজরায়[৩৭] সুলতান মহমুদ্ লোদীর মৃত্যু হইয়াছিল। তারিখ্-ই-দাউদী অনুসারে উড়িষ্যায় তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল[৩৮]।

সুলতান মহমুদ্ পরাজিত হইলে হুমায়ুন হিন্দুবেগকে চুণার দুর্গ অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শের খাঁ দুর্গের অধিকার প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই এবং তাঁহার পুত্র জলাল্ খাঁকে দুর্গরক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং নহর্কুণ্ডায় (পাঠান্তর বহর্কুণ্ডায়) পলায়ন করিয়াছিলেন[৩৯]। হুমায়ুন চুণার দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, বয়ানা দুর্গে অবরুদ্ধ মীর্জা মহম্মদ্ জমান্, কৃত্রিম ফর্ম্মাণ দেখাইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং গুজরাটের অধীশ্বর সুলতান বহাদুর্ শাহ্ দিল্লী আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন শের খাঁর প্রস্তাবানুসারে, তাঁহার পুত্র কুতব্ খাঁকে প্রতিভূস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আগ্রা যাত্রা করিয়াছিলেন[৪০]। শের খাঁ, এই অবসরে মগধে স্বীয় অধিকার সুদৃঢ় করিয়া সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গুজরাটের অধীশ্বর সুলতান বহাদুর্ শাহ্ পরাজিত হইলে তাঁহার অধীন আফগান প্রধান ও কর্ম্মচারিগণ শের খাঁর দলে যোগদান করিয়াছিলেন[৪১]। এই সময়ে সেনা সংগ্রহ করিয়া শের খাঁ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শিক্রীগলির গিরিপথ অধিকার করিয়াছিলেন। হুমায়ুন গুজরাট হইতে ফিরিয়া আসিলে খান্-খানান্ ইউসফ্খেল্ তাঁহাকে শের খাঁকে দমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, হুমায়ুন ৯৪৩ হিজরায় শের খাঁ সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য হিন্দুবেগকে জৌনপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শের খাঁ নানাবিধ উপহার পাঠাইয়া হিন্দুবেগ্কে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে হুমায়ুন সে বৎসর মগধ ও গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন নাই[৪২]। পর বৎসর (৯৪৪ হিজরায়, ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ুন মগধাভিমুখে যাত্রা করিয়া চুণার দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন[৪৩]। হুমায়ুনের আগমনের পূর্ব্বে শের খাঁ তাঁহার পুত্র জলাল্ খাঁ ও কর্ম্মচারী খাওয়াস্ খাঁকে গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৪৪]। গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহ্ পরাজিত হইয়া গৌড়নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন চুণার দুর্গ অবরোধ করিলে খান্-খানান্ ইউসফ্খেল্ তাঁহাকে সত্বর গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কারণ গৌড়নগরে বহু ধনসম্পত্তি ছিল।

---

(৩৫) Elliot's History of India, p. 350.
(৩৬) Ibid, note 1.
(৩৭) Ibid, p. 350. (৩৮) Ibid, note 1.
(৩৯) Ibid, p. 350. (৪০) Ibid, p. 351.
(৪১) Ibid, p. 352. (৪২) Ibid, p. 356.
(৪৩) Ibid, pp. 304 and 357. (৪৪) Ibid. p. 356.

গৌড়নগর শের খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে এই সমস্ত ধনসম্পত্তি শের খাঁর হস্তগত হইবে এবং তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবেন। হুমায়ুন এই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া গৌড়রাজ্য তাঁহার হস্তগত হইলেও তিনি উহা রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং অবশেষে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে শের খাঁ কৌশলে রোহ্‌তাস্‌ দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। রোহ্‌তাস্‌ দুর্গের হিন্দুজাতীয় অধিপতি, পূর্ব্বে একবার শের খাঁর দুঃসময়ে তাঁহার ভ্রাতা নিজাম্‌ খাঁ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। শের খাঁ, তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য দ্বিতীয়বার রোহ্‌তাস্‌ দুর্গে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে রোহ্‌তাসের অধীশ্বর সম্মত হন নাই[৪৫]। ফেরেশ্‌তা অনুসারে রোহ্‌তাসের হিন্দুরাজার নাম হরেকৃষ্ণ রায়[৪৬]। চূড়ামণ নামক এক ব্রাহ্মণ-জাতীয় মন্ত্রীর অনুরোধে হরেকৃষ্ণ রায় অবশেষে শের খাঁর পরিবারবর্গকে দ্বিতীয়বার রোহ্‌তাস্‌ দুর্গে আশ্রয় প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন[৪৭]। শের খাঁ, শিবিকায় পরিবারবর্গের পরিবর্ত্তে আফগান যোদ্ধৃগণকে প্রেরণ করিয়া অল্পায়াসে রোহ্‌তাস দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন[৪৮]। তারিখ্‌-ই-শেরশাহী রচয়িতা আব্বাস্‌ খাঁ সর্‌ওয়ানী বলেন যে, এইরূপে রোহ্‌তাস্‌ দুর্গ অধিকারের বিবরণ সত্য নহে[৪৯]।

এই সময়ে, শের খাঁর প্রধান কর্ম্মচারী খাওয়াস্‌ খাঁর প্রধান গৌড়দুর্গের পরিখায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শের খাঁ তাঁহার ভ্রাতা মোসাহেব খাঁকে, খাওয়াস্‌ খাঁ উপাধি দিয়া গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৫০]। দ্বিতীয় খাওয়াস্‌ খাঁ ও জলাল্‌ খাঁর যত্নে গৌড় নগর অধিকৃত হইয়াছিল এবং গৌড়েশ্বর গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মুদ্‌ শাহ জলপথে হাজীপুরে পলায়ন করিয়াছিলেন[৫১]। হুমায়ুন চুণার দুর্গ অধিকার করিয়া বারাণসী হইতে শের খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। শের খাঁ দূতমুখে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, গৌড়রাজ্যের অধিকার পাইলে তিনি মগধ বা বিহার প্রদেশ হুমায়ুনকে ছাড়িয়া দিবেন এবং বার্ষিক দশলক্ষ টাকা রাজস্ব প্রেরণ করিবেন। হুমায়ুন শের খাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে একটি অশ্ব ও একটি বহুমূল্য খিলাৎ প্রেরণ করিয়াছিলেন[৫২]। এই ঘটনার তিন দিন পরে, গৌড়ের সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের দূত হুমায়ুন বাদশাহের নিকট উপস্থিত

(৪৫) Elliot's History of India, p. 358.

(৪৬) তারিখ্‌-ই-ফেরেশ্‌তা, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, পৃঃ ২২৫।

(৪৭) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 359.

(৪৮) Dorn's History [illegible]

(৪৯) [illegible]

হইয়াছিল এবং তাঁহার কথানুসারে বাদশাহ খান্-খানান্ ইউসফ্খেল্ ও বরুলাস্জাতীয় প্রধানগণকে বহরকুন্ডায় ও মীর্জা হিন্দালকে হাজীপুরে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন[৫৩]। শের খাঁ সমস্ত সৈন্য বহরকুন্ডায় রাখিয়া হুমায়ুনের গৌড়যাত্রা-সংবাদ শ্রবণ মাত্র স্বয়ং গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। মনের গ্রামে হুমায়ুনের সহিত গিয়াস্-উদ্দীন মহমুদ্ শাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শিক্রীগলিতে শের খাঁর আদেশে ইউসফ্ খাঁ আচালেখ সর্ওয়ানী, হুমায়ুনের গতিরোধ করিয়াছিলেন[৫৫]। শের খাঁ, মুঙ্গের হইতে গৌড়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পুত্র জলাল্ খাঁকে, শিক্রীগলির গিরিপথ রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। জলাল্ খাঁ, গিরিপথে সহস্র অশ্বারোহী রাখিয়া অবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বারোহীর সহিত হুমায়ুনের সেনা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং মোঙ্গোল সেনা পরাজিত হইলে তিনি গিরিপথ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন শিক্রীগলিতে একমাস কাল অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই অবসরে শের খাঁ, গৌড়নগর-লুণ্ঠনলব্ধ সমস্ত ধনসম্পত্তি রোহ্তাস্ দুর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৫৬]। শের খাঁ, রোহ্তাস দুর্গে উপস্থিত হইয়া জলাল্ খাঁকে শিক্রীগলি পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন[৫৭] এবং হুমায়ুন গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইয়া ৯৪৫ হিজরায় (১৫৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে) গৌড় নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন[৫৮]।

রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে হুমায়ুনের নামে গৌড়ে খোৎবা পঠিত হইয়াছিল এবং মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল[৫৯]। হুমায়ুনের নামাঙ্কিত গৌড়ে মুদ্রিত কোনও মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। হুমায়ুন গৌড় নগরকে "জন্নতাবাদ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনমাস কাল ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন[৬০]। তারিখ্-ই শেরশাহী অনুসারে, হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করিলে শের খাঁ স্বয়ং বারাণসী আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং খাওয়াস্ খাঁকে মুঙ্গের দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খাওয়াস্ খাঁ, মুঙ্গের অধিকার করিয়া খান্-খানান্ ইউসফ্খেল্কে বন্দিস্বরূপ বারাণসীতে আনিয়াছিলেন। বারাণসী অধিকৃত হইলে শের খাঁ, হয়বৎ খাঁ নিয়াজী, জলাল্ খাঁ জালু, সর্ওয়ানী প্রমুখ আফগান প্রধানগণকে বহ্রাইচে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মোঙ্গোল সেনা বহ্রাইচে ও জৌনপুরে পরাজিত হইলে কনৌজ পর্যন্ত ভূমি শের খাঁ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৬১]।

---

(৫৩) Elliot's History of Indi ., Vol. IV, p. 363.
(৫৪) Ibid, p. 364.
(৫৫) Ibid, pp. 365-66.
(৫৬) Ibid, pp. 367-68.
(৫৭) Ibid, p. 368.
(৫৮) Ibid, p. 304.
(৫৯) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪২।
(৬০) ঐ।
(৬১) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 368.

মীর্জা হিন্দাল, শিক্কীগলি অধিকৃত হইলে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।[৬২] তিনি এই সময়ে শেখ্ বহ্‌লোল্‌কে হত্যা করিয়া আগ্রায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া[৬৩] আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে, গৌড়ে মড়কে বহু অশ্ব ও উষ্ট্র মরিয়া যাওয়ায় ও সৈন্যগণ পীড়িত হওয়ায়, ৯৪৬ হিজরায় হুমায়ুন আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[৬৪]। শেখ্ নিয়ামৎ-উল্লাহ্ রচিত তারিখ্ ই খাঁ-জহান্-লোদী অনুসারে, শের খাঁ গৌড়নগর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বিলাসপ্রিয় হুমায়ুন এই সুসজ্জিত প্রাসাদ অল্পদিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে না পারেন[৬৬]। হুমায়ুন যখন গৌড়ে বাস করিতেছিলেন, তখন জলাল্-খাঁ-বিন্-জালু সুর পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর সহিত গৌড় নগরের চারিদিক লুণ্ঠন করিয়া নগরে খাদ্যাভাব ঘটাইয়াছিলেন[৬৭]।

হুমায়ুন গৌড় হইতে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করিলে শের খাঁ সমস্ত আফগান প্রধানগণকে একত্র করিয়া সসৈন্য রোহ্‌তাস্ দুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। হুমায়ুন শোণ পার হইলে শের খাঁ বক্সার চৌসার নিকটে শতরাগ্রামে একটি নদীতীরে হুমায়ুনের আগ্রা যাইবার পথরোধ করিয়াছিলেন এবং শিবিরের চতুর্দ্দিকে মৃন্ময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৬৮]। হুমায়ুন গত্যন্তর না দেখিয়া শেখ্ ফরীদ্ শকর্‌গঞ্জের বংশধর শেখ্ খলীল্‌কে দূত স্বরূপ শের খাঁর শিবিরে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে রোহ্‌তাসে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শের খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হুমায়ুন তাঁহাকে গৌড়রাজ্যের অধিকারের জন্য ফর্ম্মাণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, কিন্তু শের খাঁ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন নাই[৬৯]। তারিখ্-ই-শেরশাহী অনুসারে, শেখ্ খলীল্ শের খাঁকে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন[৭০]। তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা[৭১], তারিখ্-ই-খাঁ-জহান্-লোদী[৭২] ও তারিখ্-ই-সালাতীন্‌আফাগনা[৭৩] অনুসারে,

(৬২) Elliot's History of India, Vol. IV. p 368

(৬৩) Ibid, p. 369.

(৬৪) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৩।

(৬৫) তদেব, পৃঃ ১৪২-৪৩।

(৬৬) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 115.

(৬৭) Ibid, p. 116.

(৬৮) Ibid, p. 118 ; Elliot's History of India, Vol IV, p. 370. note.

(৬৯) Ibid, p. 373.

(৭০) Ibid, p. 372.

(৭১) তারিখ্-ই-ফেরেশতা, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, পৃঃ ২২৬।

(৭২) *Dorn's History of the Afghans .pt. I. p. 120.*

(৭৩) তারিখ্-ই-সালাতীন্-ই-আফাগনা, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি, পৃঃ ১০৪ খ।

শেখ্ খলীল্ শের খাঁর গুরু এবং শের খাঁই তাঁহাকে দূত স্বরূপ প্রেরণা করিয়াছিলেন। ফেরেশ্তা অনুসারে, হুমায়ুন শক্রীগলি পর্যন্ত মগধ প্রদেশের অধিকার পাইবার সর্ত্তে, শেখ্ খলীলের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন[৭৪]। সন্ধি হইয়াছে জানিয়া, মোঙ্গোল সেনা নিশ্চিন্ত মনে নৌ-সেতু বন্ধন করিয়া নদীপার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে শের খাঁ হুমায়ুনের শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন[৭৫]। আব্বাস্ খাঁ সরওয়ানী রচিত তারিখ-ই-শেরশাহীতে শেখ্ খলীলের দৌত্যের ফল স্পষ্টরূপে লিখিত নাই। শের খাঁ, শেখ্ খলীলের অনুরোধ হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলিতেছেন যে, তিনি বাদশাহ হুমায়ুনের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন[৭৬]। শের খাঁ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সত্যরক্ষা করেন নাই। তিনি মহর্ত্তা নামক চেবো জাতির অধিপতিকে আক্রমণ করিবার ছলে, দুই তিন স্কন্ধাবার হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন[৭৭] এবং তৃতীয়দিনে অতর্কিতভাবে মোঙ্গোল-শিবির আক্রমণ করিয়া হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মোঙ্গোল সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই আক্রান্ত হইয়াছিল এবং হুমায়ুন অস্ত্র গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই যুদ্ধের ফল অবধারিত হইয়াছিল। নৌ-সেতু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বহু মোঙ্গোল জলমগ্ন হইয়াছিল[৭৮]। হুমায়ুন বস্ত্রাবাস হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সেনা পরাজিত হইয়াছিল, তাঁহার পত্নী চারি সহস্র মোঙ্গোল কুলবধূর সহিত বন্দী হইয়াছিলেন[৭৯] এবং মোঙ্গোল-শিবিরের ধনরত্ন ও অস্ত্রশস্ত্র শের খাঁর হস্তগত হইয়াছিল। শের খাঁর আক্রমণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া হুমায়ুন তাঁহার পত্নী রক্ষার্থ খোজা মুয়জ্জমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৮০]। কিন্তু অবশেষে তিনি স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠ হইতে গঙ্গাজলে লম্ফপ্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এই সময়ে একজন ভিস্তি মশক দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন[৮১]। ৯৪৬ হিজরায় সফর মাসের নবম দিবসে (২৬শে জুন ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে), নাশির-উদ্দীন্ মহম্মদ্ হুমায়ুন বাদশাহ, বক্সার ও চৌসায় মধ্যবর্ত্তী ছাপরঘাট নামক স্থানে শের খাঁর নিকট পরাজিত হইয়া

---

(৭৪) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্নৌ পৃঃ ২২৬।

(৭৫) তদেব, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্নৌ, পৃঃ ২২৬।

(৭৬) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 373.

(৭৭) Ibid.

(৭৮) Dorn's History of the Afghans, pt. I, pp. 122-23.

(৭৯) Elliiot's History of India, Vol. IV, p. 376.

(৮০) Dorn's History of Afghans, pt. I, 112.

(৮১) Ibid

একাকী কনৌজ পলায়ন করিয়া ছিলেন [৮২]। হুমায়ুনের পত্নী ও মোঙ্গোল রমণীগণ রোহতাস্ দুর্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন [৮৩] এবং শের খাঁ, স্বয়ং হুমায়ুনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কনৌজ আসিয়াছিলেন [৮৪]। হুমায়ুন কনৌজ হইতে আগ্রায় পলায়ন করিলে শের খাঁ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৮৫]।

হুমায়ুন কর্ত্তৃক নিযুক্ত গৌড়ের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলী বেগ্, জলাল্ খাঁ জালু ও হাজী খাঁ বটনী কর্ত্তৃক পরাজিত ও সসৈন্যে নিহত হইয়াছিলেন। বাদশাহ বাবরকে ভারতবর্ষে আনয়নের অপরাধে, খান্-খানান্ ইউসফখেল্ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন [৮৬]। মগধ ও গৌড়দেশ মোঙ্গোলশূন্য করিয়া ৯৪৬ হিজরায় শের খাঁ গৌড়ে ফরীদ্-উদ্দীন্ আবুল্ মজঃফর শের শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন [৮৭]। রিয়াজ্-উস্ সালাতীন্ অনুসারে শের শাহ এক বৎসর কাল গৌড়ে বাস করিয়া বিশৃঙ্খল গৌড় রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে, খিজর্ খাঁকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া শের শাহ আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন[৮৮]।

হুমায়ুন পরাজিত হইলে শের শাহ ইসা খাঁকে দূতস্বরূপ মালবে ও গুজরাটে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার পুত্র কুতব্ খাঁকে উক্ত প্রদেশদ্বয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৮৯]। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা মীর্জা হিন্দাল্ ও মীর্জা আস্করিকে চন্দেরী দুর্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৯০]। মালব ও গুজরাটের প্রধানগণ কুতব্ খাঁকে সাহায্য না করায় তিনি চোন্ধার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। হিন্দাল্ ও আস্করি জয়লাভ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৯১]। বদাওনী অনুসারে, শের খাঁর পুত্র কাল্পীর যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন[৯২]। হুমায়ুন নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ৯৪৬ হিজরার জিল্‌কাদা মাসে (এপ্রিল, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) কনৌজ অবধি অগ্রসর

---

(৮২) James Burgess, Chronology of Modern India, p 27.

(৮৩) Elliot's History of India, Vol. IV. p. 376.

(৮৪) Ibid, p, 378.

(৮৫ *তারিখ্-ই-ফেরেশ্‌তা, পারস্য মূল,* নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্নৌ, পৃঃ ২২৬।

(৮৬) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 379.

(৮৭) মন্তখব্-উৎ তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৬১।

(৮৮ রিয়াজ্-উস্ সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৫।

(৮৯) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 124.

(৯০) Ibid, p. 114-25.

(৯১) Ibid, p. 124-25

(৯২) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৬৩।

হইয়াছিলেন[৯৩]। শের খাঁ সসৈন্য কনৌজের পরপারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ৯৪৭ হিজরার মহরম মাসের দশম দিবসে (১৭ই মে, ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ুন গঙ্গা পার হইয়া শের খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পরাজিত হইয়াছিলেন[৯৪]। হুমায়ুন আগ্রায় পলায়ন করিলে বিহারের শাসনকর্ত্তা শুজাৎ খাঁ গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং নাসির খাঁ সম্ভল আক্রমণ করিয়াছিলেন[৯৫]। আগ্রায় অবস্থান করা অসম্ভব দেখিয়া হুমায়ুন রাজধানী ত্যাগ করিয়া লাহোরে গমন করিয়াছিলেন। শের শাহ আগ্রা অধিকার করিয়া লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুলতানপুরের যুদ্ধে বরমুজীদ্ গুর ও খাওয়াস্ খাঁ, মোঙ্গোলদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে, হুমায়ুন ও মীর্জা কামরান্ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন[৯৬]। শের শাহ লাহোর অধিকার করিয়া খুশাব্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শের শাহ পঞ্জাবে রোহ্তাস্ নামে আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইহা নন্দনা পরগণায় অবস্থিত[৯৭]।

বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা খিজর্ খাঁ, গৌড়েশ্বর গিয়াস্-উদ্দীন্ মহমুদ্ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজচিহ্ন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন[৯৮]। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শের শাহ পাঞ্জাব হইতে গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন এবং খিজর্ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া কাজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৯৯]। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতিখণ্ডে একজন আমীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। শের শাহ গৌড় হইতে মালবে গমন করিয়াছিলেন। ফেরশ্তা অনুসারে শের শাহ গৌড় হইতে আগ্রায় গমন করিয়াছিলেন এবং ৯৪৯ হিজরায় মালবযাত্রা করিয়াছিলেন[১০০]। এই সময়ে গোয়ালিয়রের কিল্লাদার মহম্মদ্ কাসিম্ বা আবুল্ কাসিম্ বেগ্ গোয়ালিয়র দুর্গ শের শাহকে সমর্পণ করিয়াছিলেন[১০১]। রৈসিন্ দুর্গ অধিকার করিয়া (৯৫০ হিজরা, ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) হাজী খাঁ ও সদর্ খাঁকে মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া[১০২],

(৯৩) Chronology of Modern India, p. 27.

(৯৪) Ibid, p. 28.

(৯৫) *Elliot's History of India, Vol. IV, pp. 382-93.*

(৯৬) Ibid, p. 387. (৯৭) Ibid, p 390.

(৯৮) Ibid, Vol. V, p. 115.

(৯৯) Ibid, Vol. IV, p. 391; মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৭৪।

(১০০) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্নৌ পৃঃ ২২৭।

(১০১) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 392.

(১০২) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 133.

রণথম্ভোর বা রণস্তম্ভপুর অধিকার করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল্ খাঁকে উক্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া শের শাহ আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১০৩]। তারিখ্-ই-দাউদী অনুসারে, শের শাহ এই সময়ে দুই বৎসর আগ্রায় অবস্থান করিয়াছিলেন[১০৪]। আগ্রা হইতে মগধ ও গৌড়দেশে গমন করিয়া শের শাহ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন[১০৫]। সুস্থ হইয়া শের শাহ আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ৯৫০ হিজরায় মালব যাত্রা করিয়া পূর্ণমল্লকে আক্রমণ করিয়াছিলেন[১০৬]। পূর্ণমল্ল পরাজিত ও নিহত হইলে শের শাহ মুন্সী শাহবাজ্ খাঁ আচাখেল্ সর্ওয়ানীকে রৈসিনের কিল্লাদার নিযুক্ত করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১০৭]। ৯৫০ হিজরায়, শের শাহ যোধপুরের রাজা মালদেবকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শের শাহের চক্রান্তে প্রতারিত হইয়া সামন্তরাজগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ভয়ে মালদেব পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাঠোর রাজ্যের সামন্ত চন্দেল্লবংশীয় জয় ও গোহা ভীষণবেগে মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং শের শাহ জয়লাভ করিয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[১০৮]। ৯৫১ হিজরায় শের শাহ নগোর ও চিতোর অধিকার করিয়া কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন[১০৯]। ৯৫২ হিজরার রবী-উল্ আউয়ল্ মাসের দ্বাদশ দিবসে (২৪শে মে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে), কালঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে তোপখানায় অগ্নিসংযুক্ত হওয়ায় দগ্ধ হইয়া শের শাহ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন[১১০]।

শের শাহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ষড়বর্ষব্যাপী রাজ্যকাল মধ্যে রাজস্ব আদায় ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে সমস্ত সুব্যবস্থার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ আকবর বাদ্শাহ তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ভারতেতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শের শাহ তাঁহার রাজ্য ১১৬০০ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রতি পরগণায় পাঁচ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন[১১১]। ইহাই পরবর্ত্তীকালে রাজা তোড়রমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্ত নামে পরিচিত হইয়াছিল। পঞ্জাবে শের শাহ যখন দ্বিতীয় রোহ্তাস্ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তখন ক্ষত্রিয় জাতীয় তোড়রমল্ল তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন[১১২]। শের শাহ তোপখানার উন্নতিসাধনের জন্য

(১০৩) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 395.
(১০৪) Ibid, p. 297, Note I.
(১০৫) Ibid, 397.
(১০৬) Ibid, pp. 397-403.
(১০৭) Ibid, p. 403.
(১০৮) Idid, pp. 405-6.
(১০৯) Ibid, pp. 406-7.
(১১০) Ibid, p. 409
(১১১) Chronology of Monern India, p. 28.
(১১২) Dorn's History of the Afghsns, pt. I, 131.

কনস্তান্তিনোপলবাসী সৈয়দ্ আহম্মদ্ নামক জনৈক বিখ্যাত কারিগরকে আনাইয়া অনেকগুলি তোপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সৈয়দ্ আহম্মদ্ রুমী (কনস্তান্তিনোপলবাসী) যে সমস্ত তোপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধুবড়ী জেলায় গৌরীপুরের রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের প্রাসাদে একটি [১১৩] বিজনীর রাজপ্রাসাদে একটি [১১৪] মালদহে ইংরাজ বাজারে ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহের সম্মুখে একটি [১১৫] ও ঢাকার চিত্রশালায় একটি তোপ আছে [১১৬]। ঢাকার চিত্রশালার তোপটি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জের সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেওয়ানবাগ্ বা মনোহর খাঁর বাগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই কয়টি তোপের উপরে শের শাহের নাম, সৈয়দ আহমদ্ রুমীর নাম ও ৯৪৯ হিজরা ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ) তারিখ আছে। ৯৪৫ হিজরায় (১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে), স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে শের শাহ সাসারামে বিস্তৃত জলাশয় মধ্যে তাঁহার পিতা হসন্ খাঁ সুরের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন [১১৭]। পাটনা জেলায় হিল্সা গ্রামে শেখ জুমন্ মাদারীর দর্গাহে একখানি শিলালিপি আছে, তাহাতে শের শাহের নাম আছে। এই শিলালিপি অনুসারে দরিয়া খাঁ জঙ্গী কর্ত্তৃক ৯৫০ হিজরার শফর মাসের উনত্রিংশ দিবসে (৩রা জুন ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে) শাহ জুমন্ মাদারীর সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল [১১৮]। রোহ্তাস্ দুর্গে জামী মস্জিদে একখানি অস্পষ্ট শিলালিপি আছে, তাহাতে শের শাহের নাম ও ৯৫০ হিজরা তারিখ পড়িতে পাওয়া যায় [১১৯]। শের শাহ নিজনামে বহুবিধ সুবর্ণ, রজত ও তাম্রমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। রজতমুদ্রাগুলি আগ্রা [১২০] ফতেহাবাদ [১২১], গোয়ালিয়র [১২২], কাল্পী [১২৩], দিল্লী [১২৪], সপ্তগ্রাম [১২৫],

---

(১১৩) Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 44.

(১১৪) রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা—সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫-৪৬।

(১১৫) Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series, Vol. VII p. 48.

(১১৬) Ibid, Vol. V p. 368.

(১১৭) List of Ancient Monuments in Bengal. Calcutta, 1895 p 364-65,

(১১৮) অপ্রকাশিত। (১১৯) অপ্রকাশিত।

(১২০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta. Vol II, t. I. 84. Nos. 615-18.

(১২১) Ibid, p. 85. Nos. 620. (১২২) Ibid, pp. 85-86 Nos. 621-25.

(১২৩) Ibid, p. 85. Nos. 635-36.

(১২৪) Ibid, pp. 86-87, 90-91, Nos. 627-34, 651-52.

(১২৫) Ibid p. 88. Nos. 638.

শরনফাবাদ[১২৬], শেরগড় [১২৭], বকর[১২৮] ও উজ্জয়িনী[১২৯] হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাম্রমুদ্রাগুলি আবু[১৩০], আগ্রা[১৩১], আলোয়ার[১৩২], বয়ানা[১৩৩], চুণার[১৩৪], গোয়ালিয়র[১৩৫], হিসার[১৩৬], কাল্পী[১৩৭], লখনৌ[১৩৮], মালোট[১৩৯], নার্ণোল[১৪০] সম্ভল[১৪১] ও দিল্লী[১৪২] হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

হুমায়ুন যে নূতন দিল্লী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, শের শাহের আদেশে তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৪৩]। ৯৪৭ হিজরায় (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে) শের শাহ, সুলতান আলা-উদ্দীন্ খল্‌জী নির্ম্মিত সীরা-দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফিরোজাবাদ ও কিলুখারীর মধ্যে একটি নূতন নগর নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং এইস্থানে শরগড় নামক একটি দুর্গ ও শের মণ্ডল নামক একটি প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শের শাহ নগর নিৰ্ম্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই নগরের অবশিষ্টাংশ ইসলাম্ শাহ ও হুমায়ুন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৪৪]। ৯৪৮ হিজরায় (১৫৪১ খৃষ্টাব্দে), শের শাহ মগধের প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটি দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এই দুর্গ ক্রমশঃ বর্ত্তমান পাটনা নগরে পরিণত হইয়াছিল এবং এই সময় হইতে মগধ বা বিহার প্রদেশের রাজধানী, বিহার নগর হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পুনরায় পাটলিপুত্রে বা পাটনায় আনীত হইয়াছিল[১৪৫]।

---

(১২৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta 1985, pp. 88-89, Nos. 640-41.

(১২৭ Ibid, pp. 8৬-90, Nos. 642-47. (১২৮) Ibid, p. 90. Nes. 648-50.

(১২৯) Ibid p. 91, Nos. 653. (১৩০) Ibid, p. 96, Nos. 628.

(১৩১) Ibid, Nos. 679-81. (১৩২) Ibid, p. 97, Nos. 682-83.

(১৩৩) Ibid. pp. 684-86. (১৩৪) Ibid, pp. 97-98. Nos. 687-92

(১৩৫) Ibid, pp. 98-99. Nos. 693-97a.

(১৩৬) Ibid, pp. 99-100, Nos, 698-704.

১৩৭) Ibid, pp 100-101, 705-12

(১৩৮) Ibid. p. 101, Nos, 713.

(১৩৯) Ibid, pp. 101-2, Nos 714-18.

(১৪০) Ibid, p. 102, Nos. 719-22.

১৪১ Ibid, pp. 102-3, Nos. 723-26.

(১৪২) Ibid, pp. 103-4, Nos. 728-32.

(১৪৩) মক্তুখন্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৪৭০।

(১৪৪) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 477.

(১৪৫) Ibid, pp. 477-78.

শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খাঁর পরিবর্ত্তে অন্যতম পুত্র জলাল্ খাঁ সিংহাসন লাভ করিয়া ইসলাম্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে আদিল্ খাঁ অথবা জলাল্ খাঁ কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তারিখ্-ই খাঁ-জহান্ লোদী অনুসারে শের শাহের মৃত্যুকালে আদিল্ খাঁ বহুদূরে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মহমুদ্ শিবিরেই ছিলেন। জলাল্ খাঁ কালঞ্জরের নিকটেই ছিলেন[১৪৬]। ফেরেশ্তা অনুসারে শের শাহের মৃত্যুকালে আদিল্ খাঁ রণস্তম্ভপুরে ও জলাল্ খাঁ পান্নায় অবস্থান করিতেছিলেন[১৪৭]। শের শাহের মৃত্যুর পরে, আমীরগণ সংবাদ প্রেরণের ছলে মহমুদ্ খাঁকে কালঞ্জর হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন[১৪৮]। পিতার মৃত্যুর তিন দিন অথবা পাঁচ দিন পরে, জলাল্ খাঁ কালঞ্জর দুর্গে উপস্থিত হইলে আমীরগণ তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন[১৪৯]। ৯৫২ হিজরায় রবী-উল্ আউয়ল্ মাসের পঞ্চদশ দিবসে, বৃহস্পতিবারে (২৫শে মে, ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে), ইসলাম্ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১৫০]। শের শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল্ খাঁ, পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কালঞ্জর দুর্গের দিকে অগ্রসর হন নাই। ইসলাম্ শাহের সিংহাসন প্রাপ্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুত্র মহমুদ্ খাঁকে আগ্রা অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আগ্রার শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং মাড়োয়ারের শাসনকর্ত্তাও তাঁহাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন[১৫১]। এই সংবাদ পাইয়া আদিল্ খাঁ কালঞ্জর হইতে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আদম্ খাঁ বটনী দূতস্বরূপ আদিল খাঁর নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন[১৫২]। শের শাহের আমীরগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় আদিল খাঁ বাধ্য হইয়া ইসলাম শাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইসলাম্ শাহ আদিল্ খাঁকে আগ্রায় আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। খাওয়াস্ খাঁ, জলাল্ খাঁ জালু, ইসা খাঁ নিয়াজী প্রমুখ প্রধানগণ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, আদিল্ খাঁ আগ্রা ও ফতেপুরশিক্রীর মধ্যবর্ত্তী শীকারপুর গ্রামে ইসলাম্ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন[১৫৩]। ইসলাম্ শাহের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই সময়ে

(১৪৬) Dorn's History of the Afghans, pt. I, pp, 142-44.

(১৪৭) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ২২৯।

(১৪৮) Dorn's History of the Afghans. pt. I, p. 144.

(১৪৯) Ibid, মস্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ. পৃঃ ৪৮৫।

(১৫০ Dorn's History of the Afghans, pt. I. 146.

(১৫১) Ibid, pp. 146 47.

(১৫২) Ib d, p. 148

(১৫৩ Ibid, pp. 149-50.

জ্যেষ্ঠকে বন্দী করিবেন এবং এইজন্য তিনি আদিল্ খাঁকে মাত্র তিনজন অনুচরের সহিত আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আদিল্ খাঁ ইসলাম্ শাহের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজদর্শনে আসিয়াছিলেন, সেইজন্যই তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। আদিল্ খাঁ দরবারে যথারীতি ইসলাম্ শাহকে রাজেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলে বয়ানা দুর্গ ও দুই তিনখানি গ্রামের অধিকার পাইয়াছিলেন[১৫৪]।

এই সময়ে মহম্মদ্ খাঁ সুর কাজী ফজীলতের পরিবর্ত্তে গৌড়ের ও তীরভুক্তির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মিয়াঁ সোলমান কররাণী মগধের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[১৫৫]। আদিল্ খাঁ অধীনতা স্বীকার করিলেও ইসলাম্ শাহ সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি গাজী খাঁ মহল্লীকে বয়ানায় প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিয়াছিলেন[১৫৬]। শের শাহের জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া খাওয়াস্ খাঁ প্রমুখ প্রাচীন আমীরগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ফতেপুরশিক্রীর নিকটে আদিল্ খাঁ ও খাওয়াস্ খাঁ, ইসলাম্ শাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[১৫৭]। আদিল্ খাঁ পাটনায় পলায়ন করিয়াছিলেন এবং ইসা খাঁ হজব্ ও খাওয়াস্ খাঁ মেওয়াট প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন[১৫৮]। ইহার পরে কোনও ইতিহাসে শের শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র আদিল্ খাঁর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইসলাম্ শাহ মেওয়াট প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ফিরোজপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন[১৫৯]। খাওয়াস্ খাঁ ইহার পরে কুমায়ুনের পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম্ শাহের রাজ্যের অবশিষ্টাংশ মালবে ও পঞ্জাবে বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হইয়াছিল। ৯৫৩ হিজরায় মালবের শাসনকর্ত্তা শুজাৎ খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন[১৬০]। শুজাৎ খাঁ পরে অধীনতা স্বীকার করিলে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা আজম্ হুমায়ুন সর্ওযানী বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং খাওয়াস্ খাঁ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। অম্বালার যুদ্ধে বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়াছিলেন[১৬১]। আজম্ হুমায়ুন তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ্ খাঁ, খাওয়াস্ খাঁ যুদ্ধ করিতে অসম্মত হওয়ায় পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে, কুমায়ুনের রাজা খাওয়াস্ খাঁকে ইসলাম্ শাহের হস্তে সমর্পণ

(১৫৪) Dorn's History of Afgans, pt. I p. 152.

(১৫৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, pt. I, p 295.

(১৫৬) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 152.

(১৫৭) Ibid, p. 158.

(১৫৮) Ibid, pp. 158-59.

(১৫৯) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 484.

(১৬০) Chronology of Modern Ind a, p 31.

(১৬১) Elliot's History of India, Vol. IV, pp. 486-88.

করিয়াছিলেন[১৬২]। ইসলাম্ শাহের আদেশে খাওয়াস্ খাঁ দিল্লীর চকে নিহত হইয়াছিলেন[১৬৩]। ধনকোটের যুদ্ধে আজম্ হুমায়ুন ইসলাম্ শাহের সেনাপতি খাজা ওয়ৈস্‌কে পরাজিত করিয়া লাহোর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন[১৬৪]। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইসলাম্ শাহ্ পঞ্জাবে গমন করিয়াছিলেন এবং ধনকোটের নিকটবর্ত্তী সম্ভলে আজম্ হুমায়ুন ও সৈয়দ্ খাঁ নিয়াজীকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৬৫]। দুই বৎসরকাল পর্ব্বতবাসী গক্কর জাতি বিদ্রোহীগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু বার বার পরাজিত হইয়া তাহারা অবশেষে নিয়াজীগণকে স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। নিয়াজীগণ কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন[১৬৬]। ইসলাম্ শাহ মানকোট, মানগড়, ফিরোজগড়, রশীদ্‌গড় ও শেরগড় নামক কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কুমায়ুন ও শিবালিকের হিন্দুরাজগণকে অধীনতা স্বীকার করাইয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১৬৭]।

এই সময়ে হুমায়ুনের ভ্রাতা মীর্জা কামরান্ হুমায়ুনের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে ইসলাম্ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসলাম্ শাহ্ তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার না করায় তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কাবুলে পলায়ন করিয়াছিলেন[১৬৮]। ৯৬১ হিজরায়[১৬৯] জিল্‌হিজ্জা মাসে ষড়্‌বিংশ দিবসে (মতান্তরে ৯৬০ হিজরায়[১৭০], ১৫৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে) ইসলাম্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। ইসলাম্ শাহ সাসারামে বিস্তৃত জলাশয় মধ্যে তাঁহার পিতার সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭১]। শের শাহ্ গৌড় দেশ হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে এক ক্রোশ অন্তর এক একটি সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইসলাম্ শাহের আদেশে প্রতি সরাইএ সংবাদ বহনের জন্য দুইজন অশ্বারোহী ও কতকগুলি পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছিল। প্রতি সরাইএ দরিদ্র পথিকদিগকে ভিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইসলাম্ শাহের আদেশে সেনাদলে এক একজন আফগান ও একজন হিন্দু মুন্সফ্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন[১৭২]। ইসলাম্ শাহের রাজ্যকালে বিহার নগরে হাজী ইস্‌হাকের

---

(১৬২) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 166

(১৬৩) Ibid. (১৬৪) Ibid, p. 167.

(১৬৫) Elliot's History of India Vol. VI, p. 493.

(১৬৬) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 168.

(১৬৭) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 494.

(১৬৮) Ibid,, p. 498. (১৬৯) Ibid, p. 505 note 1.

(১৭০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol, XLIV, 1875, pt. I, pp. 297-98.

(১৭১) List of Ancient Monuments in Bengal, Calcutta, 1895, p. 366-70.

(১৭২) Elliot's History of India, Vol. IV, pp. 479-80.

পুত্র নায়ান্ শহীদ ৯৬০ হিজরার রজব মাসের একাদশ দিবসে (২৩শে জানুয়ারী, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে) একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৭৩]। তাঁহার আদেশে ৯৫৬ হিজরায় (১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে) শেখ্ আলাই নামক একজন মুসলমান সাধু আগ্রায় কশাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন[১৭৪]। ইসলাম্ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় [পুত্র] ফিরোজ্ শাহ সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন[১৭৫]। ইসলাম্ শাহের বহু রজত ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রজতমুদ্রাগুলি আগ্রা[১৭৬], বয়ানা[১৭৭], চুণার[১৭৮], গোয়ালিয়র[১৭৯], কাম্পী[১৮০], নার্ণোল[১৮২], বকর[১৮৩] ও দিল্লী[১৮৪] হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তাম্রমুদ্রাগুলি আলোর[১৮৫], কাম্পী[১৮৬], মালোট[১৮৭], নার্ণোল[১৮৮] ও কনোজ[১৮৯] হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইসলাম্ শাহ আট বৎসর নয় মাস[১৯০] ও মতান্তরে নয় বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

ইসলাম্ শাহের পুত্র ফিরোজ্ শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির তিন দিন পরে, শের শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম্ খাঁর পুত্র মবারেজ্ খাঁ, ফিরোজ্ শাহকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন এবং মহম্মদ্ শাহ আদিল্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৯১]। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ্ খাঁ সুর স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন[১৯২]। এই সময় হইতে ৯৮৪ হিজরায় জলাল্-উদ্দীন্ আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশ বিজয় পর্য্যন্ত গৌড় বা মগধ দিল্লীর বাদশাহগণের অধিকারভুক্ত হয় নাই।[১৯৩]

(১৭৩) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 292.

(১৭৪) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫০৯; Elliot's History of India, Vol. IV, pp. 501-3.

(১৭৫) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৩৫।

(১৭৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. I, p. 110, Nos. 780-82-

(১৭৭) Ibid, Nos 782-83. (১৭৮) Ibid, p. 111, Nos. 784-85.

(১৭৯) Ibid, pp. 111-12, Nos. 786-92. (১৮০) Ibid, p. 112, Nos. 794-94a.

(১৮১) Ibid, Nos. 795. (১৮২) Ibid, pp. 112-13, Nos. 796-97.

(১৮৩) Ibid, p. 113, Nos. 796-99a. (১৮৪) Ibid, Nos. 800.

(১৮৫) Ibid, p. 116, Nos. 815. (১৮৬) Ibid, Nos. 816.

(১৮৭) Ibid, Nos. 817-19. (১৮৮) Ibid, Nos. 820.

(১৮৯) Ibid, pp 117-18, Nos. 825-30.

(১৯০) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 505, Note 3.

(১৯১) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৩৩।

(১৯২) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 171.

(১৯৩) Ibid, p. 175.

পরিশিষ্ট (ড)

- ইব্রাহিম খাঁ সূর
  - হসন্ খাঁ সূর
    - ফরীদ্-উদ্দীন্ শের শাহ (১)
      - আদিল্ খাঁ
      - ইসলাম্ শাহ (২)
        - ফিরোজ্ শাহ (৩)
        - আওয়াজ্ খাঁ (৭)
      - কুতব্ খাঁ
    - নিজাম্ খাঁ
      - মহম্মদ্ শাহ আদিল্ (৪)
        - হোসেন্ খাঁ
        - দ্বিতীয় শের শাহ
    - আলী খাঁ
    - ইউসফ্ খাঁ
    - খুর্রম্ খাঁ
    - শাদী খাঁ
      - ইব্রাহিম্ শাহ (৫)
    - সোলেমান খাঁ
    - সিকন্দর শাহ (৬)
  - ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুর ও কররাণী বংশ

হিজরা ৯৬০—৯৮৪, খৃষ্টাব্দ ১৫৫২—১৫৭৬

মহম্মদ্ খাঁ সুরের বিদ্রোহ—সোলেমান কররাণী—মহম্মদ্ শাহ আদিল্—আফগান রাজ্যের অবস্থা—তাজ্ খাঁ কররাণীর-পলায়ন—ছাপরঘাটার যুদ্ধ——শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহের মৃত্যু—ইব্রাহিম্ খাঁ সুর—সিকন্দর শাহ—গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহ—মহম্মদ্ শাহ আদিলের-মৃত্যু—দ্বিতীয় শের শাহ—শিলালিপি—মুদ্রা গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহ—শিলালিপি—মুদ্রা—জলাল্ শাহের পুত্র—গিয়াস্-উদ্দীন্ তাজ্ খাঁ কররাণী কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—বিশ্বসিংহ—নরনারায়ণ—শুক্লধ্বজ—কোচ্ রাজ্য—সোলেমান খাঁ কররাণী—উড়িষ্যায় দূত প্রেরণ—রোহ্ তাসে দূত পেরণ—খাঁ জমানের সহিত যুদ্ধ—আকবরের অধীনতা স্বীকার—উড়িষ্যা বিজয়—নরনারায়ণের গৌড় আক্রমণ—শিলালিপি—বায়াজিদ্ শাহ—দাউদ্ শাহ—জৌনপুর আক্রমণ—মোঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধ—লোদী খাঁর হত্যা—আকবরের গৌড়াভিযান—পাটনা অবরোধ—দাউদ্ শাহের পলায়ন—তাঁড়া অধিকার—ঘোড়াঘাটের যুদ্ধ—নরনারায়ণের গৌড় আক্রমণ—সপ্তগ্রাম অধিকার—তকারোইয়ের যুদ্ধ—সন্ধি—মুনিম্ খাঁর মৃত্যু—দাউদ্ শাহের যুদ্ধ ঘোষণা—রাজমহলের যুদ্ধ—মুদ্রা।

		হিজরা	খৃষ্টাব্দ
বাঙ্গালার সুলতানগণ—			
শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ	...	৯৬০—৯৬২	১৫৫২—১৫৫৪
গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহ	...	৯৬২—৯৬৮	১৫৫৪—১৫৬০
গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহ	...	৯৬৮—৯৭১	১৫৬০—১৫৬৩
জলাল্ শাহের পুত্র	...	৯৭১	১৫৬৩
গিয়াস্-উদ্দীন্	...	৯৭১	১৫৬৩
সোলেমান কররাণী	...	৯৭২—৯৮১	১৫৬৪—১৫৭২
বায়াজিদ্ শাহ	...	৯৮১	১৫৭২
দাউদ্ শাহ	...	৯৮১—৯৮৪	১৫৭২—১৫৭৬
দিল্লীর বাদশাহগণ—			
নাসির্-উদ্দীন্ হুমায়ুন	...	৯৬২—৯৬৩	১৫৫৪—১৫৫৬
জলাল্-উদ্দীন্ আকবর	...	৯৬৩—১০১৪	১৫৫৬—১৬০৫
কোচ্ বিহার রাজগণ—			
বিশ্বসিংহ	...	...	১৫১৫—১৫৪০
নরনারায়ণ	...	...	১৫৪০—১৫৮৪

আহম্ রাজগণ—

সুক্লেন্ মুঙ্	...	...	১৫৩৯ ১৫৫১
সুখাম্ ফা	...	...	১৫৫২—১৬০৩

উড়িষ্যা রাজগণ—

শকাপ্রতাপদেব	...	...	১৫৪৯ ১৫৫৭
নরসিংহরায় জেনা	...	...	১৫৫৭
রঘুরাম জেনা	...	...	১৫৫৭—১৫৬০
মুকুন্দদেব	...	...	১৫৬০—১৫৬৮

অন্যান্য আফগান রাজগণ—

মহম্মদ্ শাহ আদিল্	...	...	৯৬০—৯৬৪	১৫৫২—১৫৫৬
সিকন্দর শাহ	...	...	৯৬২	১৫৫৫—১৫৫৬
ইব্রাহিম্ শাহ	...	...	৯৬২	১৫৫৫
দ্বিতীয় শের শাহ	...	...	৯৬৪—৯৬৫	১৫৫৬—১৫৫৭

ফরীদ্-উদ্দীন্ শের শাহ অমানুষিক প্রতিভাবলে দুর্দ্ধর্ষ আফগান প্রধানগণকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার কঠোর শাসনের ভয়ে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টিপাতে, ঐশ্বর্য্যলাভের আকর্ষণে অথবা গৃহবিবাদে দ্বিতীয়বার মোঙ্গোল বিজয়ের আশঙ্কায়, আফগান প্রধানগণ আত্মদ্রোহে লিপ্ত হন নাই। শের শাহের মৃত্যুর পরে রাজ্যাধিকার লইয়া আদিল্ খাঁর সহিত ইসলাম্ শাহের বিবাদ আরম্ভ হইলে কলহপ্রিয় আফগান প্রধানগণ বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। খাওয়াস্ খাঁ প্রমুখ শের শাহের পুরাতন ভৃত্যগণ আদিল্ খাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে, যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল ইসলাম্ শাহের জীবদ্দশায় তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ইসলাম্ শাহের অনতিদীর্ঘ রাজ্যকাল, আফগান প্রধানগণের বিদ্রোহ দমনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আফগান প্রধানগণ দুর্জ্জেয় শের শাহের দক্ষিণহস্ত শতশতাহববিজয়ী ইসলাম্ শাহ উপাধিধারী, জলাল্ খাঁর ভয়ে বিদ্রোহাচরণ হইতে বিরত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহান্ত হইলে আফগান প্রধানগণ স্বজাতিসুলভ ব্যবহার বিস্মৃত হন নাই। যে কারণে বহ্লোল্ লোদীর সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, সেই কারণে শের শাহের সাম্রাজ্যও বিনষ্ট হইয়াছিল। মহম্মদ্ শাহ আদিল্ উপাধিধারী মবারেজ্ খাঁ, কলহপ্রিয় দুরন্ত আফগান আমীরগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন নাই। অবসর বুঝিয়া প্রবাসী হুমায়ুন ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং একে একে সিকন্দর শাহ, মহম্মদ শাহ আদিল্ প্রভৃতি হসন্ খাঁ সুরের বংশধরগণকে পরাজিত করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

যে বৎসর শের শাহের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই বৎসর মহম্মদ্ খাঁ সুর গৌড়ের ও তীরভুক্তি বা উত্তর বিহারের এবং সোলেমান খাঁ কররাণী মগধ বা দক্ষিণ

বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন[১]। ইসলাম্ শাহের শিশুপুত্র ফিরোজ্ শাহ মবারেজ্ খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হইলে শের শাহের রাজ্যকালের প্রধানগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। নীচজাতীয় হিন্দু হিমু মহম্মদ্ শাহের অনুগ্রহে উচ্চপদ লাভ করিলে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল, এই সময় হইতেই আফগান সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল।

ইসলাম্ শাহের মৃত্যুর পরে, তাঁহার মৃতদেহ সাসারামে প্রেরিত হইয়াছিল[২]। তথায় তাঁহার অসমাপ্ত সমাধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে[৩]। ফিরোজ্ শাহের সিংহাসন প্রাপ্তির তিনদিন পরে, ইসলাম্ শাহের খুল্লতাত পুত্র ও শ্যালক মবারেজ্ খাঁ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। মবারেজ্ খাঁর সহোদরা, ফিরোজ্ শাহের মাতা বিবি বাঈ মবারেজ্ খাঁকে বহুবার ইসলাম্ শাহের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বহু অনুনয় বিনয় করিয়াও রাজ্যলোলুপ ভ্রাতার হস্ত হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে পারেন নাই[৪]। মবারেজ্ খাঁ, ভাগিনেয়কে হত্যা করিয়া মহম্মদ্ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং আমীরগণের প্রীতিবিধানের জন্য শের শাহের ও ইসলাম্ শাহের রাজ্যকালে কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন[৫]। ইহাতেও আফগান আমীরগণ সন্তুষ্ট হন নাই। একদিন সাম্রাজ্যের মন্ত্রগৃহে মহম্মদ্ ফর্ম্মুলীর জায়গীর সরমস্ত খাঁ সরওয়ানীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহ মহম্মদ্ ফর্ম্মুলীর পুত্র সিকন্দর খাঁ, প্রকাশ্য দরবারে সরমস্ত খাঁ সরওয়ানীকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া মহম্মদ্ শাহ আদিল্ অন্তঃপুরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। মন্ত্রগৃহ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, ইব্রাহিম্ খাঁ সুর সিকন্দর খাঁ ফর্ম্মুলীকে ও দৌলৎ খাঁ লোহানী শাহ মহম্মদ্ ফর্ম্মুলীকে হত্যা করিয়াছিলেন। মন্ত্রগৃহের এই অবস্থা দেখিয়া সোলেমান কররাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ্ খাঁ কররাণী গোয়ালিয়র হইতে মগধে পলায়ন করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ শাহের আদেশে হিমু পলায়নপর তাজ্ খাঁর অনুসরণ করিয়া ছাপ্‌রা-মৌ নামক স্থানে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৬]। ইহার পরে তাজ্ খাঁ

---

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, pt. I, p. 292.

(২) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 505 Note. 1.

(৩) List of Ancient Monuments in Bengal, Calcutta, 1896, p. 370, Nos. 138-39.

(৪) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 505; মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৩৫।

(৫) Dorn's History of the Afghans, pt. I. p. 171.

(৬) Elliot's History of India. Vol. IV, p. 506.

অথবা সোলেমান খাঁ কররাণী আর কখনও মহম্মদ্ শাহ আদিলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ৯৬০ হিজরায় (১৫৫২ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদাওনী ভ্রমক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মহম্মদ্ খাঁ সূর সুলতান জলাল্-উদ্দীন্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন [৭]। ৯৬১ হিজরায় বাঙ্গালার সুলতান শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ জোনপুর প্রদেশ অধিকার করিয়া কাল্পী ও আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তখন হিমু বয়ানা দুর্গে ইব্রাহিম্ খাঁ সূরকে অবরোধ করিয়াছিলেন [৮]। মহম্মদ্ শাহের আদেশে তিনি বায়না অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[৯]। ৯৬২ হিজরায় (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) কাল্পী হইতে একাদশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত যমুনাতীরে ছাপ্‌রা-মৌ গ্রামে শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ হিমু কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন [১০]। শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ ৯৬২ হিজরায় আরাকান বিজয় করিয়াছিলেন এবং বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ, উক্ত বর্ষে আরাকানে নিজনামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন [১১]। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি বা মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

৯৬২ হিজরায় জমাদী-উল্-আউয়ল্ মাসের ষষ্ঠ দিবসে (২৯ শে মার্চ্চ ১৫৫৫) খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ্ শাহ আদিল্ তাঁহার খুল্লতাত পুত্র ও শ্যালক ইব্রাহিম্ খাঁ সূর কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিল্লী ও আগ্রা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন [১২]। ইব্রাহিম্ খাঁ সূর, ইব্রাহিম্ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উক্তবর্ষে জমাদী-উস্ সানি মাসে (মে মাসে) শের শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আহমদ্ খাঁ ইব্রাহিম্ শাহকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন এবং সিকন্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১৩]। উক্তবর্ষে শাবান মাসের দ্বিতীয় দিবসে (২২শে জুন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) হুমায়ুনের সেনাপতি বৈরাম্ খাঁ সর্‌হিন্দের যুদ্ধে সিকন্দর্ শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সিকন্দর্ শাহ

(৭) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৫২।

(৮) রিয়জ-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৬-৪৭।

(৯) Dorn's History of the Afghans, pt. I 175.

(১০) Elliot's History of India, Vol, IV, p. 507.

(১১) Catologue of Coins in the Indian Museum, Calcutta Vol. II, pt. II, 180, Nos. 229.

(১২) Chronology of Modern India, p. 34.

(১৩) Ibid; মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৫৪৭।

মাসমাত্র রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্জাবের পার্ব্বত্য-প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং হুমায়ুন পুনর্ব্বার দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছিলেন[১৪]।

ছাপ্‌রা-মৌয়ের যুদ্ধে শমস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ পরাজিত ও নিহত হইলে বাঙ্গালার আমীরগণ প্রয়াগের পরপারে অবস্থিত ঝুসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইস্থানে শমস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের পুত্র খিজর্‌ খাঁ গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর্‌ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন[১৫]। রিয়াজ্‌-উস্‌ সালাতীন্‌ অনুসারে শাহবাজ্‌ খাঁ, মহম্মদ্‌ শাহ আদিলের অধীনে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন[১৬]। গোলাম হোসেনের এই উক্তি যে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ ইসলাম্‌ শাহের রাজ্যকালে মহম্মদ খাঁ সুর গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ইসলাম্‌ শাহের মৃত্যুর পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা ও কাল্পী অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, এই সময়ে ছাপ্‌রা মৌয়ের যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে বাঙ্গালার আমীরগণ ঝুসী পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শমস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহের পুত্র খিজর্‌ খাঁকে বাঙ্গালার সুলতান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মহম্মদ্‌ শাহ আদিলের রাজ্যকালে বাঙ্গালা দেশ কখনও তাঁহার অধীন ছিল না, সুতরাং এই সময়ে তাঁহার অধীন শাহবাজ্‌ খাঁ নামক গৌড়ের শাসনকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা দুষ্কর। শমস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ যখন মহম্মদ্‌ শাহ আদিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি শাহবাজ্‌ খাঁকে গৌড়রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ছাপ্‌রা-মৌয়ের যুদ্ধে শমস্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ শাহ পরাজিত ও নিহত হইলে শাহবাজ্‌ খাঁ, বোধ হয়, মহম্মদ্‌ শাহ আদিলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। খিজর্‌ খাঁ বা গিয়াস উদ্দীন্‌ বহাদর্‌ শাহ ঝুসী হইতে গৌড়ে গমন করিয়া শাহবাজ্‌ খাঁকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শাহবাজ্‌ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন[১৬] এবং গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ বহাদর শাহ গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গৌড়ের সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মহম্মদ্‌ শাহ আদিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[১৭]। এই সময়ে মহম্মদ্‌ শাহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। হিমু ছাপ্‌রা-মৌয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিহারে তাজ খাঁ কররাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[১৮]। এই সময়ে ১৫ই, রবী-উল্‌-আউয়ল্‌, ৯৬৩ হিজরা (২৮শে জানুয়ারি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীতে নাসির্‌

(১৪) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 108.

(১৫) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৭-৪৮॥

(১৬) তদেব, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

(১৭) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 508.

(১৮) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 175.

উদ্দীন্ হুমায়ুন বাদশাহের মৃত্যু হওয়ায়[১৯], রবী-উস্-সানী মাসের দ্বিতীয় দিবসে (১৪ই ফেব্রুয়ারি) জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ আকবর বাদশাহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[২০]। আকবরের সিংহাসন লাভের কথা শুনিয়া, মহম্মদ শাহ আদিল্ হিমুকে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিমু গোয়ালিয়রে আলী-কুলী খাঁকে, আগ্রাতে সিকন্দর খাঁ উজ্বেক্ ও কোবাদ্ খাঁ গক্করকে পরাজিত করিযাছিলেন। পুরাতন দিল্লীর নিকটে আব্দ-উল্-মালী ও তর্দী মহম্মদ খাঁকে পরাজিত করিয়া পাণিপথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন[২১]। পাণিপথের যুদ্ধে বৈরাম্ খাঁ ও আকবর হিমুকে পরাজিত করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহ যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে মহম্মদ্ শাহ আদিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন দিল্লী ও আগ্রা আকবর বাদশাহের হস্তগত, হিমু নিহত, জৌনপুর মোঙ্গোল সেনাপতি খাঁ জমান্ কর্ত্তৃক অধিকৃত-গৌড়-তীরভুক্তি-মগধ গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহ ও সোলেমান কররাণীর হস্তগত[২২]। ৯৬৪ হিজরায় (১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে) গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহ ও সোলেমান কররাণী মুঙ্গেরের নিকটে কিউল নদীতীরে সুরজ্গড়ে মহম্মদ্ শাহ আদিল্কে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধে মহম্মদ্ শাহ পরাজিত ও নিহত হইযাছিলেন[২৩]। ইহার পরে গিয়াস্-উদ্দীন বহাদর্ শাহ গৌড়ে ও তীরভুক্তিতে এবং সোলেমান কররাণী মগধে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ শাহের আমীরগণ পরাজিত হইয়া চুণারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এথায় মহম্মদ্ শাহের পুত্র দ্বিতীয় শের শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শের শাহ আফগান প্রধানগণ জৌনপুরে খাঁ-জমান্কে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন ; ইহার পরে, দ্বিতীয় শের শাহ ফকিরী গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন[২৪]।

পরাজিত ও পদচ্যুত আফগান আমীরগণ মগধে সোলেমান কররাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোলেমান কররাণী এই সময়ে গৌড়রাজ্যের কিযদংশ অধিকার করিয়া হজরৎ আলী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন[২৫]। ৯৬৮ হিজরায় (১৫৬০ খৃষ্টাব্দে) গৌড়েশ্বর গিয়াস-উদ্দীন বহাদর শাহের মৃত্যু

(১৯) Choronology of Modern India, p. 35.
(২০) Ibid
(২১) Elliot's History of India, Vol. V, p. 59-62.
(২২) Ibid, pp, 252-62.
(২৩) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৮-৪৯।
(২৪) Elliot's History of India. Vol. IV, p, 509.
(২৫) Ibid.
(২৬) Ibid.

হইয়াছিল[২৭]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে তিনি ছয় বৎসর কাল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। ৯৬৪ হিজরায় (১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে) গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহের রাজ্যকালে রাজমহলের জামী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদের শিলালিপি অনুসারে, আমিন্-উল্লাহের পুত্র ইব্রাহিম্ খাঁ গাজী ৯৬৪ হিজরায় শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবসে শুক্রবারে বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন[২৮]। ৯৬৬ হিজরায় (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) রাজশাহী জেলার কুশুম্বা গ্রামে সোলেমান নামক এক ব্যক্তি একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[২৯]। কালনায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯৬৭ হিজরায় (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে) গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহের রাজ্যকালে সর্ওয়ার খাঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৩০]। কলিকাতার চিত্রশালায়-রক্ষিত একখানি শিলালিপি অনুসারে, গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর শাহের রাজ্যকালে ৯৬৭ হিজরায় জমাল্ খাঁ কররাণীর পুত্র মসনদ্ আলী তাজ্ খাঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৩১]। গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহের অনেকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইগুলি ৯৬৪, ৯৬৬-৬৮ হিজরায় মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহাতে টাঁকশালের নাম পাওয়া যায় না[৩২]।

গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহ্ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে পাঁচ বৎসর কাল রাজ্যভোগের পরে জলাল্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[৩৩]। ব্লখ্ম্যানের মতানুসারে তিন বৎসর রাজ্যভোগের পরে ৯৭১ হিজরায় (১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ে জলাল্ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল[৩৪]। গৌড়ে শাহ নিয়ামৎ উল্লাহের আস্তানায় একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে ৯৭০ হিজরার জিলহিজ্জা মাসের প্রথমে ২২শে জুলাই ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে) খাঁ জহান্ একটি তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৩৫]। বগুড়ায়

---

(২৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, p. 501.

(২৮) Ibid, pp. 301-2.

(২৯) Ibid, Vol. LXXIII, 1904, pt. I. pp. 117.

(৩০) Annual Report of the Archæological Survey, Bengal Circle, 1903-4. p. 4.

(৩১) অপ্রকাশিত্।

(৩২) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, 181, Nos. 230-33.

(৩৩) রিয়াজ-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৪৯।

(৩৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, pt. I, p. 302.

(৩৫) Epigraphia Indica, Vol. II, p 286.

শেরপুরে মুর্চ্চার আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে, মহম্মদ শাহ গাজীর পুত্র গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহের রাজ্যকালে ৯৬০ হিজরায় (?) একটি জামী মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৩৬]। গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এইগুলিতে টাঁকশালের নাম নাই[৩৭]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্-শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র গৌড়-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। গোলাম্ হোসেন্ জলাল্ শাহের পুত্রের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহার মতানুসারে, জলাল্ শাহের মৃত্যুর সাত মাস নয় দিন পরে গিয়াস্-উদ্দীন্ নামক এক ব্যক্তি জলাল্ শাহের পুত্রকে হত্যা করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এই গিয়াসউদ্দীন্ এক বৎসর একাদশ দিবস গৌড়রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন[৩৮]। ইহার পরে, সোলেমান কররাণীর ভ্রাতা তাজ্ খাঁ কররাণী গিয়াস-উদ্দীনকে হত্যা করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গোয়ালিয়রে মহম্মদ শাহ আদিলের সভা হইতে পলায়ন করিয়া তাজ্ খাঁ কররাণী খাওয়াস্‌পুর তন্দায় আসিয়াছিলেন, এই স্থানে ইমাদ্, সোলেমান ও ইলিয়াস্ কররাণী নামক তাজ্ খাঁর ভ্রাতৃত্রয় ইক্তাদার ছিলেন। মহম্মদ্ শাহ আদিল্ কররাণীগণকে পুনর্ব্বার গঙ্গাতীরে পরাজিত করিয়াছিলেন। কররাণীগণ গৌড়দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। গৌড়ের শাসনকর্ত্তা সলীম্ খাঁ, কাকর্ ও ফতে খাঁ বট্‌নী কররাণীগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলে তাহারা সলীম্ খাঁ ও ফতে খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ মহম্মদ্ শাহ আদিল্ কখনও গৌড়দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই এবং তৎকর্ত্তৃক গৌড়ে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ সম্ভবপর ছিল না[৩৯]।

তাজ্ খাঁ কররাণী কর্ত্তৃক গৌড় অধিকৃত হইলে, তিনি তাঁহার ভ্রাতা সোলেমান কররাণীর প্রতিনিধি স্বরূপ কিয়ৎকাল গৌড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন[৪০]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে তাজ্ খাঁ প্রায় নয়

(৩৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol, XLIV, 1875, pt. I, p. 299.

(৩৭) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, p. 181, Nos. 234-35.

(৩৮) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫০।

(৩৯) Dorn's History of the Afghans. pt. I. pp. 179-80,

(৪০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series. Vol. XLIV, 1875, pt. I, p. 295.

বৎসর[৪১] ও ব্লখ্‌ম্যানের মতানুসারে দুই বৎসর কাল[৪২] গৌড় শাসন করিয়া তাজ্ খাঁ পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

আলা-উদ্দীন্ হোসেন্ শাহের রাজ্যকালে কামতাপুরের হিন্দুরাজ্যের অধঃপতনের অল্পকাল পরে, উত্তরবঙ্গে একটি নূতন হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। কামতাপুর ধ্বংসের পঞ্চবিংশ বর্ষ মধ্যে কোচজাতীয় বিশ্বসিংহ এই নূতন রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সার এড্‌ওয়ার্ড্ গেট্ অনুমান করেন যে, ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন[৪৩]। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৪৪]। নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলরায় কোচ্ রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে কোচ্‌রাজ্যের সহিত আহম্ রাজ সুক্লেন্ মুঙ্গের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র গোসাই কমল, কমলা আলি নামক বিস্তৃত উচ্চ রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কোচ্‌সেনা আহম্‌রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। নরনারায়ণপুরের যুদ্ধে কোচ্‌সেনা পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল[৪৫]। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে শুক্লধ্বজ স্বয়ং আহম্‌রাজ্য আক্রমণ করিয়া ডিখুনদীর সঙ্গমস্থলে সুক্লেন্ মুঙ্গকে পরাজিত করিয়া আহম্ রাজধানী গড়গাঁওয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আহম্‌রাজ ষাটি সংখ্যক হস্তী ও বহু ধনরত্ন প্রদান করিয়া নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আহম্ প্রধানগণের পুত্রগণ প্রতিভূস্বরূপ কোচ্‌রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল[৪৬]। ইহার পরে কাছাড় ও মণিপুর বিজিত হইয়াছিল এবং কাছাড়রাজ সপ্ততি সহস্র ও মণিপুররাজ বিংশতি রহস্র রজতমুদ্রা প্রতিবর্ষে রাজস্ব প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট রাজগণকে পরাজিত করিয়া জয়ন্তীপুর (জৈন্তিয়া) অধিকাব করিয়াছিলেন। জয়ন্তীপুর-রাজ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করিবেন না অঙ্গীকার করিয়া রাজস্ব প্রেরণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এইজন্য ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়ন্তীপুরের মুদ্রায় কোন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না[৪৭]।

সোলেমান খাঁ কররাণী, বাদ্‌শাহ ফরীদ্ উদ্দীন্ শের শাহের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইসলাম্ শাহের রাজ্যকালে তিনি মগধের বা দক্ষিণ বিহারের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক জলাল্-

(৪১) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫১।

(৪২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875. pt. I, p 295.

৪৩) Gait's History of Ass·m. p. 47.

(৪৪) Ibid, p. 48.

(৪৫) Ibid, pp. 45-50.

(৪৬) Ibid, pp. 50-51. (৪৭) Ibid, p, 51.

উদ্দীনের মৃত্যুর পরে সোলেমান গৌড় মগধ ও তীরভুক্তির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৪৮]। ৯৭১ ও ৯৭২ হিজরায় তাজ্ খাঁ কররাণী গৌড়ের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সোলেমান অস্বাস্থ্যকর গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া তান্দা বা তাঁড়ায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন[৪৯]। ৯৭১ হিজরায় (?) ফতে খাঁ ও হুসন্ খাঁ রোহ্তাস্ দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া মগধ অধিকার করিয়াছিলেন এবং সলীম্ খাঁর পুত্র আওয়াজ্ খাঁকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন[৫০]। এই সময়ে সোলেমান খাঁ, আকবর বাদশাহের নামে গৌড়রাজ্যে খোৎবা পাঠ করাইয়াছিলেন। খাঁ জমান্ বিদ্রোহী হইলে আকবরের আদেশে হাজী মহম্মদ্ খাঁ সীস্তানী দূতস্বরূপ সোলেমানের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি রোহ্তাস্ দুর্গে উপস্থিত হইলে আফগানগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলীকুলী খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। হাজী মহম্মদ্ খাঁর সাহায্যে আলীকুলী খাঁ, আকবরের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়াছিলেন[৫১]। এই সময়ে হুসন্ খাঁ খজাঞ্চি ও মহাপাত্র দূতস্বরূপ উড়িষ্যায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। আফগানগণ বহুদিন যাবৎ উড়িষ্যা অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কারণ বাঙ্গালাদেশ হইতে কেহ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে তাঁহাকে আর ধরিতে পারা যাইত না। ইব্রাহিম্ খাঁ সুর দিল্লী হইতে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালাদেশ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সোলেমান খাঁর ভয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে উড়িষ্যার রাজা তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাঁহার ভরণপোষণের নিমিত্ত ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সোলেমান বহু চেষ্টা করিয়াও ইব্রাহিম্ খাঁ সুরকে হস্তগত করিতে পারেন নাই[৫২]। আকবর উড়িষ্যারাজকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, সোলেমান যেন আলীকুলী খাঁ খাঁ জমান্‌কে সাহায্য করিতে না পারেন। আকবর বাদশাহের বোধহয় অভিসন্ধি ছিল যে, সোলেমান খাঁ কররাণী, খাঁ জমানের সহিত যোগদান করিলে তাঁহার অনুরোধে উড়িষ্যারাজ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিবেন। এই সময়ে হরিচন্দন মুকুন্দদেব উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন। মুকুন্দদেব হুসন্ খাঁ খজাঞ্চিকে চারিমাস কাল উড়িষ্যায় রাখিয়া কতকগুলি হস্তী ও মহার্ঘ্য উপঢৌকনের সহিত রায় পরমানন্দকে আকবরের দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জৌনপুরের নিকট নগরচীনে রায় পরমানন্দ আকবরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন[৫৩]। ফতে খাঁ বটনী, রোহ্তাস্ দুর্গ

(৪৮) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫২।

(৪৯) তদেব।

(৫০) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, (Bibliotheca-Juca) দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৩৮।

(৫১) তদেব, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৮০-৮১।

(৫২) তদেব, পৃঃ ৩৮১।

(৫৩) তদেব, পৃঃ ৩৮২।

অধিকার করিয়া সোলেমান্ খাঁ কররাণীর অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এইজন্য ৯৭২ হিজরায় (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে) সোলেমান খাঁ রোহ্‌তাস দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফত্তে খাঁ এই সময়ে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ভ্রাতা হসন্ খাঁকে আকবরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আকবরের আদেশে কুলীজ্ খাঁ রোহ্‌তাসে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সোলেমান খাঁ কররাণী রোহ্‌তাস্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ফত্তে খাঁ, আকবর জৌনপুরে আসিলে রোহ্‌তাস্ দুর্গ সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অঙ্গীকার রক্ষা না করায় কুলীজ্ খাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৫৪]।

৯৭৫ হিজরায় (১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে) আকবর চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন[৫৫], এই সময়ে সোলেমান খাঁ কররাণী, খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন[৫৬]। আলীকুলী খাঁ, খাঁ জমান্ পরাজিত হইলে তাঁহার সেনাপতি আসদ্-উল্লাহ্ খাঁ সোলেমান খাঁ কররাণীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং জমানীয়া নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া খান্-খানান্ দূত প্রেরণ করিয়া আসদ্-উল্লাহ্ খাঁকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং সোলেমান কর্তৃক প্রেরিত আফগান সেনা ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল[৫৭]। সোলেমানের সেনাপতি লোদী খাঁ খান্-খানানের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে পাটনার নিকট সোলেমান্ খাঁ কররাণী, খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আকবর বাদশাহের নামে খোৎবা পাঠ করাইতে ও মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সোলেমানের প্রধানগণ মুনিম্ খাঁকে বন্দী করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু লোদী খাঁর পরামর্শে মুনিম্ খাঁর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। মুনিম্ খাঁ অতি অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া আফগান শিবির পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পরে সোলেমানের পুত্র বায়াজিদ্ ও লোদী খাঁ, খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং মুনিম্ খাঁ জৌনপুরে ও সোলেমান গৌড়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন[৫৮]।

মোঙ্গোল আক্রমণের ভয় দূরীভূত হইলে সোলেমান খাঁ কররাণী নিশ্চিন্ত মনে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মনমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের

(৫৪) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৮৩-৮৫।

(৫৫) Elliot's History of India, Vol. V. pp. 324-28.

(৫৬) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৭৭।

(৫৭) তদেব, পৃঃ ৪০৮।

(৫৮) তদেব, পৃঃ ৪৭৯।

মতানুসারে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা বিজিত হইয়াছিল[৫৯]। রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে সোলেমান ৯৭৫ হিজরায় (১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ) উড়িষ্যা বিজয় করিয়া মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৬০]। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহ রঘুভঞ্জ ছোট-রায়কে উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুভঞ্জ পরাজিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। ১৫৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া হরিচন্দন মুকুন্দদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীরে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বন্দর অধিকার করিয়াছিলেন। আকবর যখন মেওয়ারে শিশোদীয় রাজগণের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সোলেমান খাঁ কররাণী অবসর বুঝিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। মুকুন্দদেব কোটসামা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সোলেমান কালাপাহাড়ের অধীনে ময়ুরভঞ্জের অরণ্যসঙ্কুল পথে উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যা রাজের একজন সামন্ত বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধে মুকুন্দদেব নিহত হইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহী সামন্ত রাজা ও রঘুভঞ্জ ছোট-রায় উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই কালাপাহাড় কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন[৬১]। ইহার পরে হতভাগ্য ইব্রাহিম্ খাঁ সুর বন্দী হইয়া নিহত হইয়াছিলেন[৬২]। এইরূপে গৌড়রাজ্য মুসলমানের হস্তগত হইবার পঞ্চশত বর্ষ পরে প্রাচীন ওড্র ও কোশলরাজ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছিল।

নরনারায়ণ সোলেমান খাঁ কররাণীর রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালাপাহাড় শুক্লধ্বজকে পরাজিত করিয়া তেজপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে কামাখ্যা ও হাজোর প্রাচীন মন্দিরসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল[৬৩]। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সোলেমান খাঁ কোচ্ রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা উড়িষ্যার বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজধানী তাঁড়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন[৬৪]। ৯৮০[৬৫], ৯৮১[৬৬] হিজরায়

(৫৯) Journal of the Asiatic Society of Bengsl, Old Series, Vol. LXIX, 1900, pt. I. p. 189.

(৬০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫২।

(৬১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXIX. 1900 p. I. p. 189.

(৬২) আকবর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৮০।

(৬৩) Gait's History of Assam, pp. 52-53

(৬৪) Ibid, p. 53; রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫২।

(৬৫) মন্তুখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৬৬।

(৬৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫৩।

(১৫৭২—৭৩ খৃষ্টাব্দে) সোলেমান খাঁ কররাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। ৯৭৪ হিজরায় পুরাতন মালদহে সোলেমান কররাণীর রাজ্যকালে সোণা মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৬৭]। সুবর্ণগ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি অনুসারে ৯৭৬ হিজরায় জিলকাদা মাসে (এপ্রিল ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে) হজরৎ আলা মিয়াঁ সোলেমনের রাজ্যকালে আমীর খাঁ ফকীর মিয়াঁর পুত্র, মালিক্ আব্দ-উল্লাহ্ মিয়াঁ একটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই শিলালিপিখানি সুবর্ণগ্রামে রিকাবী বাজারে একটি পুরাতন মসজিদে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬৮]। বিহার নগরে শরফ্-উদ্দীনের দরগাহে একখানি শিলালিপি রক্ষিত আছে, তদনুসারে ৯৭৭ হিজরায় সোলেমান কর্ত্তৃক উক্ত তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল[৬৯]। সোলেমান খাঁ কররাণীর নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

সোলেমানের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্ গৌড়সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৭০]। তারিখ্-ই-দাউদী অনুসারে সোলেমান সেরূপ ব্যবহারে আফগান প্রধানগণকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, বায়াজিদ্ তাঁহাদিগের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতেন না এবং তিনি সোলেমানের রাজ্যকালের প্রধানগণকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন[৭১]। এইজন্য কলহপ্রিয় আফগান প্রধানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলে বায়াজিদ্ হাঁসু নামক একজন আফগান আমীর কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন[৭২]। তারিখ্-ই-দাউদী[৭৩], মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্[৭৪], মখজন্-ই-আফগানী[৭৫] ও রিয়াজ-উস্-সালাতীন্[৭৬] অনুসারে হাঁসু বায়াজিদের খুল্লতাত পুত্র ও ভগিনীপতি। মখজন্-ই-আফগানী অনুসারে হাঁসু সোলেমান কররাণীর ভ্রাতা ইমাদ্ খাঁ কররাণীর পুত্র[৭৭]। আক্‌বর-নামা অনুসারে ইমাদ্ খাঁ কররাণীর অপর পুত্র জুনৈদ্ খাঁ কররাণী ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সোলেমান খাঁ কররাণীর জীবদ্দশায় আকবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৭৮]। মন্তখব্ উৎ তওয়ারিখ্ অনুসারে

(৬৭) Ravenshaw's Gaur, Its Ruins and Inscriptions, p. 44.

(৬৮) Journal of the Asiatic Socieiy of Bengal, Old Series, Vol. XLIV, 1875, pt I, p. 303.

(৬৯) Ibid, p. 304.

(৭০) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫৩।

(৭১) Elliot's History of India, Vol. IV, pp. 509-10.

(৭২) Ibid, p. 510.

(৭৩) Ibid.

(৭৪) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭৭।

(৭৫) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 182.

(৭৬) রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫৩।

(৭৭) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 182.

(৭৮) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৯।

পাঁচ বা ছয় মাস[৭৯] মখ্‌জন্‌-ই আফ্‌গানী অনুসারে অষ্টাদশ[৮০] ও রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে এক বৎসর বা দেড় বৎসর[৮১] রাজ্যভোগ করিয়া বায়াজিদ্‌ শাহ নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা অথবা তাঁহার রাজ্যকালের কোন শিলালিপি বা ইমারৎ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

রিয়াজ্‌-উজ্‌-সালাতীন্‌ অনুসারে বায়াজিদের হত্যার সার্দ্ধ দুই দিবস পরে হাঁসুকে হত্যা করিয়া সোলেমানের অপর পুত্র দাউদ্‌ গৌড়-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৮২]। তারিখ্‌-ই-দাউদী অনুসারে, সোলেমানের সেনাপতি মিয়াঁ লোদী খাঁ দাউদ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন[৮৩]। সিংহাসন লাভ করিয়া দাউদ্‌, জলাল্‌-উদ্দীন্‌ মহম্মদ্‌ আকবর বাদশাহের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই এবং নিজনামে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিয়াছিলেন। দাউদ্‌ শাহ চত্বারিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী, প্রায় সার্দ্ধ ত্রিসহস্র রণহস্তী, একলক্ষ চত্বারিংশৎ সহস্র পদাতিক ও বিংশতি সহস্র কামান সংগ্রহ করিয়া আকবরের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন[৮৪]। তারিখ্‌-ই-দাউদী অনুসারে দাউদ্‌ শাহ মিয়াঁ লোদী খাঁকে জৌনপুর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লোদী খাঁ, আলীকুলী খাঁ খাঁ-জমান্‌ নির্ম্মিত জমানীয়া নগর ও দুর্গ অধিকার ও ধ্বংস করিলে খান্‌-খানান্‌ মুনিম্‌ খাঁ জৌনপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[৮৫]। দাউদ্‌ শাহ মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া কুমন্ত্রিগণের পরামর্শে মিয়াঁ লোদী খাঁর প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং তাজ্‌ খাঁ কররাণীর পুত্র, লোদী খাঁর জামাতা ইউসফ্‌ খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন[৮৬]। আকবর সুরট্‌-দুর্গ অবরোধ-কালে (৯৮১ হিজরায়), সোলেমান খাঁ কররাণীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন[৮৭] এবং রাজধানীতে আসিয়া রাজা তোড়রমল্লের আত্মীয় পরমানন্দ ও মীর বখ্‌শী লস্কর খাঁকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন[৮৮]। দাউদ্‌শাহ এই সময়ে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী মিয়াঁ লোদী খাঁকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোদী খাঁ ভীত হইয়া রোহ্‌তাস্‌ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাউদ্‌ শাহ, কৎলু খাঁ লোহানী, গুজর্‌ খাঁ, শমস্‌ খাঁ মুসাজাই ও ইসমাইল্‌ সিলাহ্‌দারের সাহায্যে শিক্রীগলি বা গঢ়ী সুরক্ষিত করিয়া রোহ্‌তাস্‌ আক্রমণ করিতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিয়াঁ লোদী খাঁ, খান্‌-খানান্‌ মুনিম্‌

---

(৭৯) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১৬৭।
(৮০) Dorn's History of the Afghans, pt. I, p. 182.
(৮১) রিয়াজ্‌ উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫৩।
(৮২) তদেব, পৃঃ ১৫৪।
(৮৩) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 510.
(৮৪) রিয়াজ্‌-উস্‌-সালাতীন্‌, ইংরাজি অনুবাদ, পৃঃ ১৫৪-৫৫।
(৮৫) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 510.
(৮৬) Ibid, p. 511. (৮৭) Ibid, Vol. V. 372.
(৮৮) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৯৭।

খাঁর শরণাপন্ন হইলে মুনিম্ খাঁ, হাশেম্ খাঁ, তেঙ্গরী কুলী খাঁ, বারী তাওয়াচী বাশী ও মৌলানা মহম্মদ্ আখুন্দকে লোদী খাঁর সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন[৮৯]। এই সময়ে, আকবর বাঙ্গালা বিজয়ার্থ রাজা তোড়রমল্লকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমস্থলে খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁর সহিত রাজা তোড়রমল্লের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইস্থানে দাউদের সেনাপতি নিজাম্ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন[৯০]। এই সময়ে কৎলু খাঁ লোহানী এবং গুজর্ খাঁর পরামর্শে দাউদ্ শাহ্ লোদী খাঁকে মিথ্যাবাক্যে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন[৯১]। তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা[৯২] ও তারিখ্-ই-দাউদী[৯৩] অনুসারে, লোদী খাঁ, দাউদ্ শাহের দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন এবং খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন[৯৪]। তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা অনুসারে শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে তাঁহার সহিত মোগোল সেনার যুদ্ধ হইয়াছিল[৯৫]। আক্বর-নামা অনুসারে মোগোল সেনাপতি লাল খাঁ জরান্দাকোট আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং আফগানগণের চতুর্দ্দশখানি নৌকা অধিকার করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে লাল খাঁর পুত্র নিহত হইয়াছিলেন[৯৬]।

এই সময়ে হতভাগ্য দাউদ্ শাহ মিয়াঁ লোদী খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। লোদী খাঁর হত্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আফগান প্রধানগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। লোদী খাঁর শিশুপুত্র ইসমাইল্ খান্-খানান্ মুনিম খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন্ এবং তিনি শোণ পার হইয়া পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন[৯৭]। দাউদ্ শাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত সেনাদল পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুনিম্ খাঁ তাঁহাকে পাটনা দুর্গে অবরোধ করিয়াছিলেন। তবকাৎ-ই-আক্বরী[৯৮] ও প্রতাপাদিত্য-চরিত অনুসারে শ্রীধর বা শ্রীহরি নামক একজন বঙ্গবাসীর পরামর্শে দাউদ্ শাহ মিয়াঁ লোদী খাঁকে বন্দী ও হত্যা করিয়া

(৮৯) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৯৮।

(৯০) তদেব, পৃঃ ৯৯।

(৯১) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 511.

(৯২) তবকাৎ-ই-আক্বরী, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ৩১৪।

(৯৩) Elliot's History of India, Vol. IV, p. 511.

(৯৪) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১০০।

(৯৫) তারিখ্-ই-ফেরেশ্তা, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, পৃঃ ২৬২।

(৯৬) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১০০।

(৯৭) তদেব।

(৯৮) তবকাৎ-ই-আক্বরী, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ৩১৪।

ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম শ্রীহরি, ইনি বঙ্গজ কায়স্থবংশজাত এবং পরে দাউদ্ শাহ ইঁহাকে বিক্রমাদিত্য উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহরি বা বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপাদিত্যরায় পরে দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামরাম বসু-রচিত প্রতাপাদিত্য-চরিতানুসারে শ্রীহরির পিতার নাম ভবানন্দ এবং তাঁহার পিতামহের নাম রামচন্দ্র[১০০]।

আকবর উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে ৯৮১ হিজরায়, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে) রায় ভগবানদাসকে মুস্তৌফী ও রায় পুরুষোত্তমকে বখ্শী নিযুক্ত করিয়া আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[১০১]। তবকাৎ-ই-আকবরী অনুসারে ৯৮২ হিজরার সফর মাসের শেষ দিবসে, আকবর নৌকাযোগে আগ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[২]। আক্বর-নামা অনুসারে তাঁহার সহিত সহিত রাজা ভগবন্তদাস, রাজা মানসিংহ, জৈন্ খাঁ কোকা, শাহবাজ্ খাঁ, সাদেক্ খাঁ, মীর বহর্ কাসেম্ খাঁ, রাজা বীরবল, জলাল্ খাঁ, মীরজাদা আলী খাঁ, সৈয়দ্ আব্দ্-উল্লাহ্ খাঁ, মাধব সিংহ, নকীব্ খাঁ, মীর শরীফ্ নেয়াবৎ খাঁ, সৈয়দ্ মহম্মদ্ খাঁ মৌজী, হাকিম্ আইন্-উল্-মুল্ক্, মালিক্-উস্-শোয়ারা, শেখ ফৈজী ও পেশুরও খাঁ প্রমুখ প্রধানগণ যাত্রা করিয়াছিলেন[১০৩]। পথে শেরপুরে রাজা তোড়রমল্ল আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন[১০৪] এবং উক্ত বর্ষে রবী-উস-সানী মাসের পঞ্চদশ দিবসে বুধবারে, ৩রা আগষ্ট ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁ বাদশাহের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন[১০৫]। আকবর পাটনায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গার পরপারে অবস্থিত হাজীপুর দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়ে দাউদ্ শাহ আকবরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সন্ধি-স্থাপন করেন নাই[১০৬]। ইহার পরে হাজীপুর দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল এবং দাউদ্ শাহ ভীত হইয়া রবী-উস্-সানী মাসের একবিংশ দিবসে শ্রীহরির নৌকাযোগে পলায়ন করিয়াছিলেন[১০৭]। গুজর্ খাঁ হস্তিদল ও সেনাদল লইয়া স্থলপথে পলায়ন করিতেছিলেন। পথে পুনঃপুন নদীতীরে সেতু বিনষ্ট হওয়ায় বহু আফগান সেনা নিহত হইয়াছিল। আকবর স্বয়ং গুজর্ খাঁর অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং দরিয়াপুরের সপ্তক্রোশ দূরে দাউদের চারি শত হস্তী ধৃত হইয়াছিল।

(৯৯) নিখিলনাথ রায় সম্পাদিত প্রতাপাদিত্য-চরিত্র, পৃঃ ৪, ৭৪।
(১০০) তদেব, পৃঃ ২-৩।
(১০১) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১২২।
(১০২) Elliot's History of India, vol. V, p. 374.
(১০৩) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১২৩।
(১০৪) তদেব, পৃঃ ১৩৩।
(১০৫) তদেব, পৃঃ ১৩৫।
(১০৬) তদেব, পৃঃ ১৩৬-৩৭।
(১০৭) Elliot's History of India Vol. V.p. 378.

দাউদ্ পলায়ন করিলে পাটনা নগর অধিকৃত হইয়াছিল[১০৮]। আকবর ফরহৎ খাঁকে রোহ্‌তাস দুর্গ অবরোধ করিতে প্রেরণ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১০৯]। এই সময়ে মহম্মদ্ শাহ্ আদিলের অপর পুত্র হোসেন বন্দী হইয়াছিলেন[১১০]। খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁ ও বহু মোঙ্গোল সেনাপতি গৌড়রাজ্য বিজয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মোঙ্গোল সেনা সুরজ্‌গড় ও মুঙ্গের অধিকার করিলে খড়্গপুরের রাজা সংগ্রাম সিংহ ও গিধোরের রাজা পুরণমল অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন[১১১]। ভাগলপুর ও কহল্‌গাঁও অধিকার করিয়া মোঙ্গোল সেনা গঢ়ী বা শিক্রীগলিতে উপস্থিত হইলে খান্-খানান্ ইসমাইল্ খাঁ সিলাহ্‌দার তাহাদিগের গতিরোধ করিয়াছিলেন। এইস্থানে মজনুন্ খাঁ কাক্‌শাল দুরারোহ পার্ব্বত্যপথে সৈন্য চালনা করিয়া ইসমাইল্ খাঁর পশ্চাতে উপস্থিত হইলে আফগান সেনাপতি পলায়ন করিয়াছিলেন[১১২]।

গঢ়ী অধিকৃত হইলে দাউদ্ শাহ্ গৌড় পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন[১১৩] এবং খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁ রাজধানী তাঁড়া অধিকার করিয়াছিলেন। রাজু বা কালাপাহাড়, সোলেমান খাঁ মনক্রী ও বাবুই মনক্রী ঘোড়াঘাটে (রঙ্গপুরে) গমন করিয়াছিলেন। খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁ মহম্মদ কুলী খাঁ বরলাস্ ও রাজা তোড়রমল্লকে দাউদের অনুসরণে সপ্তগ্রামাভিমুখে প্রেরণ করিয়া মজনুন্ খাঁ কাকশাল্‌কে ঘোড়াঘাটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাটে সোলেমান খাঁ মনক্রী ও অন্যান্য আফগান প্রধানগণ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন এবং সুলতান জলাল্-উদ্দীন্ সূরের (গিয়াস্-উদ্দীন্ জলাল্ শাহের ?) পুত্রগণ পরাজিত হইয়াছিলেন[১১৪]। এই সময়ে ইমাদ্ খাঁ কররাণীর পুত্র জুনৈদ কররাণী মোঙ্গোল শিবির পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আক্‌বর-নামা অনুসারে, পরাজিত আফগানগণ কোচবিহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[১১৫]। কোচবিহার রাজ নরনারায়ণ, "গৌড়পাশার" বিরুদ্ধে আকবরের অভিযানের সময়ে মোঙ্গোল সম্রাটকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, "গৌড়পাশা" বা দাউদ্ শাহ্ পরাজিত হইলে আকবর বাদশাহ ও নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্য

(১০৮) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪২।

(১০৯) তদেব, পৃঃ ১৪৬।

(১১০) তদেব, পৃঃ ১৪০।

(১১১) তদেব, পৃঃ ১৫০।

(১১২) তদেব, পৃঃ ১৫১-৫২।

(১১৩) তদেব, পৃঃ ১৬৯।

(১১৪) মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৯৫।

(১১৫) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭০।

ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। দাউদ্ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকাল নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজ খাঁ চিলরায় গঙ্গাতীরে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পরে, তাঁহার পুত্র রঘুদেব গৌড়াভিযানে কোচসেনার নায়ক হইয়াছিলেন[১১৬]। জুনৈদ খাঁ কররাণী ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলময় প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া মহম্মদ্ খাঁ গখর্ ও রায় বিহারমল্লকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন এবং সরকার মহমুদাবাবাদে মহমুদ খাঁ ও মহম্মদ্ সেলিমপুর নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়রমল্ল সৈন্য প্রেরণ করিয়া সেলিমপুর অধিকার করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ খাঁ নিহত হইয়াছিলেন, মহমুদ্ খাঁ পরাজিত হইয়াছিলেন এবং জুনৈদ্ বরলাস্ পুনরায় ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[১১৭]।

মহম্মদ্-কুলী খাঁ বরলাস্ সপ্তগ্রামের বিংশতি ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলে আফগানগণ সপ্তগ্রাম বন্দর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল[১১৮]। মোঙ্গোল সেনা সপ্তগ্রাম অধিকার করিলে সংবাদ আসিল যে, দাউদের বন্ধু ও প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীহরি চতর দেশাভিমুখে (জশোর দেশাভিমুখে) পলায়ন করিতেছেন। মহম্মদ্কুলী খাঁ বরলাস্ শ্রীহরির পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন নাই[১১৯]। রাজা তোড়রমল্ল মন্দারণে উপস্থিত হইলে দাউদ্ দীনকসারী গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, মোঙ্গোল সেনা দশক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলেও পলায়ন করেন নাই। হুগলী জেলার ধরপুর গ্রামে তিনি মোঙ্গোল সেনার গতিরোধ করিবার জন্য মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[১২০]। এই সময়ে মোঙ্গোল সেনাপতিগণ আত্মদ্রোহে লিপ্ত হওয়ায় রাজা তোড়রমল্ল দ্রুতবেগে দাউদের অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ইলিয়াস্ খাঁ লঙ্গা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ অন্যপথে মোঙ্গোল সেনা চালনা করায় দাউদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে তক্রোই বা মোগলমারী গ্রামে দাউদের সহিত খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁর ও তোড়রমল্লের যুদ্ধ হইয়াছিল[১২১] এবং ৯৮২ হিজরার জিল্কাদা মাসের বিংশতি দিবসে (৩রা মার্চ্চ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে)[১২২] দাউদ্ শাহ পরাজিত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে গুজর্ খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। শাহম্ খাঁ জলাএর্ ও রাজা তোড়রমল্ল দাউদের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং মোঙ্গোল সেনা ভদ্রকে উপস্থিত হইলে

(১১৬) Gait's History of Assam, pp. 53-54.

(১১৭) আক্বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭০।

(১১৮) তদেব, পৃঃ ১৭১।

(১১৯) তদেব, পৃঃ ১৭২।

(১২০) Elliot's History of India Vol. V, p. 385,

(১২১) আইন্-ই-আক্বরী, ইংরাজি অনুবাদ, (Bibliotheca Indica) তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৬।

(১২২) তদেব, পৃঃ ৩৭৫।

দাউদ্‌ কটক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা তোডরমল্ল কটক অবরোধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এই সময়ে দাউদ্‌ শাহ্‌ উপায়ান্তর না দেখিয়া ফতে খাঁ ও শেখ নিজাম্‌ খাঁকে প্রেরণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ৯৮৩ হিজরার মহরম মাসের প্রথম দিবসে (১২ই এপ্রিল ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে) কটকে দাউদ্‌ শাহ আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন[১২৪]। উড়িষ্যায় দাউদ্‌ শাহকে জায়গীর প্রদান করিয়া উক্তবর্ষের সফর মাসের দশম দিবসে, খান্‌-খানান্‌ মুনিম্‌ খাঁ তাঁড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১২৫]।

মুনিম্‌ খাঁ যখন উড়িষ্যায় ছিলেন, তখন রাজু বা কালাপাহাড় ও বাবুই মনক্লী ঘোড়াঘাট আক্রমণ করিয়া কাকশাল্‌দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মুনিম্‌ খাঁর আদেশে মজনুন্‌ খাঁ কাকশাল্‌ দ্বিতীয়বার ঘোড়াঘাট অধিকার করিয়া আফগানদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[১২৬]। মজঃফর্‌ খাঁ, ফর্‌হৎ খাঁর সহিত রোহ্‌তাস্‌ দুর্গ অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চাওন্দ ও সাসারাম অধিকার করিয়া বহু সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মজঃফর খাঁ, ফতে খাঁ বট্‌নীর পুত্র আদম্‌ খাঁ বট্‌নী ও অন্যান্য আফগান প্রধানগণকে বহুবার ঝাড়খণ্ডে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া মগধের মোঙ্গোল সেনাপতিগণ মজঃফর্‌ খাঁকে সাহায্য করেন নাই। তিনি অল্পসংখ্যক সেনা লইয়া হাজীপুরে ও গণ্ডকীতীরে আফগানদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মজঃফর্‌ খাঁ যখন তীরভুক্তিতে আফগান দমনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন খান্‌-খানান্‌ মুনিম্‌ খাঁ তাঁহাকে আগ্রা গমন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মজঃফর্‌ খাঁ আগ্রায় উপস্থিত হইলে আকবর তাঁহাকে চৌসা হইতে গঢ়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিহার বা মগধ প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন[১২৭]।

ঘোড়াঘাটে আফগানগণ পরাজিত হইলে খান্‌-খানান্‌ মুনিম্‌ খাঁ গৌড়ে গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রাচীন গৌড়নগর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং নগরে মড়ক আরম্ভ হইয়াছিল। আক্‌বর-নামা অনুসারে, গৌড়ে আশরফ্‌ খাঁ, হয়দর্‌ খাঁ, মুঈন্‌-উদ্দীন্‌ আহমদ্‌ খাঁ, লাল খাঁ, হাজী খাঁ সিস্তানী, হাসেম্‌ খাঁ, মোহসিন্‌ খাঁ, হাজী ইউসফ্‌ খাঁ, কন্দুজ খাঁ, মীর্জা কুলী খাঁ, আবুল্‌-হসন্‌, শাহ খলীল্‌, শাহ তাহের্‌ প্রভৃতি বহু মোঙ্গোল কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন[১২৮]। তবকাৎ-ই আক্‌বরী অনুসারে

(১২৩) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮৩।
(১২৪) তদেব, পৃঃ ১৮৪ ৮৫।
(১২৫) মন্তখব্‌-উৎ-তওয়ারিখ্‌ ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৮০।
(১২৬) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮৬।
(১২৭) তদেব, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮৭-২০০।
(১২৮) তদেব, পৃঃ ২২৭।

প্রতিদিন দলে দলে সেনাগণ নানাবিধ পীড়ায় মরিতেছিল এবং গৌড়নগর শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল[১২৯]। এই সময়ে জুনেদ্ খাঁ কররাণী বিহার আক্রমণ করিয়াছে শুনিয়া খান্-খানান্ মুনিম্ খাঁ গৌড় হইতে যাত্রা করিয়া ২৪শে অক্টোবর ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন[১৩০]।

গৌড়রাজ্যের শাসনকর্তার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া দাউদ্ শাহ দ্বিতীয়বার গৌড়-রাজ্য অধিকারের উদ্যম করিয়াছিলেন। দাউদ্ কটক হইতে অগ্রসর হইয়া ভদ্রকে নজর বহাদরকে অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়া মোরাদ্ খাঁ জলেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া তাঁড়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন এবং আফগান সেনা গঙ্গাপার হইয়া গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল[১৩১]। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আকবর, খাঁ জহান্ ও রাজা তোড়রমল্লকে গৌড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন[১৩২]। ভাগলপুরে গৌড়দেশের পরাজিত মোঙ্গোল সেনাপতিগণের সহিত খাঁ জহানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল[১৩৩]। আয়াজ্ খাঁ খাসাখেল্ শিক্রীগলি বা গড়ীতে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং খাঁ জহান্ রাজমহলে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন[১৩৪]। এই সময়ে মুজঃফর্ খাঁ, খাঁ জহানের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই অবসরে রাজা গজপতি, ফরহৎ খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন[১৩৫]। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আকবর ফতেপুর শিক্রী হইতে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে আব্দ্-উল্লাহ্ খাঁ দাউদ্ শাহের ছিন্নশীর্ষ আনিয়া উপস্থিত করিলে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১৩৬]। ৯৮৪ হিজরার রবী-উস্-সানী মাসের পঞ্চদশ দিবসে (১২ই জুলাই, ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) রাজমহলের নিকট খাঁ কররাণী কামানের গোলায় আহত হইয়াছিলেন এবং তিনদিন পরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন[১৩৮]। যুদ্ধের পরে দাউদ্ শাহ নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মস্তক আকবরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। খাঁ জহান্ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতের

(১২৯) তবকাৎ-ই-আক্‌বরী, পারস্য মূল, নওল কিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, পৃঃ ৩৩১।

(১৩০) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২২৭।

(১৩১) তদেব, পৃঃ ২২৮।

(১৩২) তদেব, পৃঃ ২২৯।

(১৩৩) তদেব, পৃঃ ২৩০।

(১৩৪) তদেব, পৃঃ ২৩০-৩১।

(১৩৫) Elliot's History of India, Vol. V, p. 399.

(১৩৬) আক্‌বর-নামা, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৫০।

(১৩৭) তদেব, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৫৩।

*(১৩৮) মুন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪৫।

মুলাধার বিবেচনা করিয়া আমীরগণের অনুরোধে দাউদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন[১৩৯]।

সোলেমান খাঁ কররাণীর পুত্র দাউদ্ শাহ গৌড়-রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন নরপতি। সোলেমান বা বায়াজিদ্ নিজনামে মুদ্রাঙ্কন করিতে ভরসা করেন নাই, কিন্তু দাউদ্ শাহ, শের্ শাহ ও ইসলাম্ শাহের মুদ্রার অনুকরণে, আরবী ও হিন্দী-ভাষায় রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[১৪০]। দাউদ্ শাহের বর্ষচতুষ্টয়ব্যাপী রাজ্যকালে কোনও সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহার রাজ্যকালের কোনও শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দাউদ্ শাহের মৃত্যুর পরে খাঁ জহান্ সপ্তগ্রামে যাত্রা করিয়াছিলেন। এইস্থানে জমশেদ্ ও মিতী নামক আফগান সেনাপতিদ্বয়কে পরাজিত করিয়া তিনি দাউদের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়াছিলেন। দাউদের মাতা নিরুপায় হইয়া খাঁ জাহানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দাউদ্ শাহের মৃত্যু হইলেও মগধে ও গৌড়ে আফগান প্রধানগণ মোঙ্গল সম্রাট জলাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ আকবর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন না, গৌড়-বঙ্গ-মগধ দীর্ঘকাল মোঙ্গোল ও আফগানের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে করিম্ দাদ্ খাঁ, ইব্রাহিম্ খাঁ, মসনদ্ ই-আলা ইসা খাঁ, কৎলু খাঁ লোহানী ও ইসা খাঁ লোহানী দীর্ঘকাল স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। গৌড়রাজ্যে, মোঙ্গোল বাদশাহগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দাউদ্ শাহের মৃত্যুর পরে অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মোঙ্গোলের ইতিহাস, তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে।

(১৩৯) মখ্‌জন্-উৎ-তওয়ারিখ্, ইংরাজি অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪৫।

(১৪০) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 182, Nos. 236-38.

(১৪১) আইন্-ই-আক্‌বরী, ইংরাজি অনুবাদ, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৩১।

পরিশিষ্ট (চ)

১। সূর বংশ

- মহম্মদ্ খাঁ সূর বা শমস্-উদ্দীন্ মহম্মদ্ শাহ
  - গিয়াস্-উদ্দীন্ বহাদর্ শাহ
  - গিয়াস্-উদ্দীন্ জলালুল শাহ
    - অজ্ঞাতনামা পুত্র

২। কররাণী বংশ

- জমাল্ খাঁ
  - তাজ্ খাঁ
    - ইউসুফ্ খাঁ
  - সোলেমান খাঁ
    - বায়াজিদ্ শাহ
    - দাউদ শাহ
      - জুনৈদ খাঁ
  - ইমাদ্ খাঁ
    - জুনৈদ্ খাঁজ
  - ইলিয়াস্ খাঁ